শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব

অঘোরনাথ গুপ্ত

করুণা প্রকাশনী। কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৫২

প্রকাশক
বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রকাশনী
১৮এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী : কমল আইচ

মুদ্রাকর
প্রিন্টেক্স
৯এ, রামধন মিত্র লেন
কলিকাতা-৪

সূচীপত্র

॥ সম্পাদকীয় নিবেদন ॥

যদি প্রশ্ন করা হয়, বাংলা ভাষায় বুদ্ধচর্চার প্রথম পূর্ণাঙ্গ নিদর্শন কোন্ বইটি—আমরা সোৎসাহে উত্তর দেবো—সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত প্রণীত 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব'। এর অর্থ অবশ্য এমন নয় যে বাঙালিদের মধ্যে বুদ্ধচর্চা এর আগে আরব্ধ হয়নি। বস্তুত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) এর আগেই এ বিষয়ে সচেষ্ট হয়ে বুদ্ধচর্চাকে ত্বরান্বিত হবার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর লিখিত ও সম্পাদিত বইগুলির মধ্যে রয়েছে সংস্কৃতে ললিতবিস্তর ঃ (১৮৭৭), An introduction to the Lalitavistar (1877), Buddha Gaya—the Hermitage of Sakyamuni (1878). The Sanskrit Buddhist literature of Nepal (1882) এবং Lalita-Vistar (English Edition). অঘোরনাথ শেষ বইটি ছাড়া প্রত্যেকটি বইয়ের সঙ্গেই পরিচিত ছিলেন শুধু নয়, তাঁর গ্রন্থটি রচনায় এগুলি থেকে প্রভূত সহায়তা গ্রহণ করেছিলেন।

এ সময়ে লিখিত আরও একটি বইয়ের কথা স্মরণযোগ্য। এটি শুধুমাত্র বুদ্ধবিষয়ক ছিল না বটে, কিন্তু বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম্ম বিষয়ে এতে মূল্যবান আলোচনা ছিলো। বাংলায় রীতিমতো বুদ্ধচর্চা সেদিক থেকে শুরু করেছিলেন রামদাস সেন (১৮৪৫-৮৭)। বহরমপুর সাহিত্য সমিতিতে প্রদত্ত Modern Buddhistic Reserches-এর মতো মনোজ্ঞ আলোচনা ছাড়া তাঁর 'ঐতিহাসিক রহস্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে (১৮৭৬) বৌদ্ধধর্ম্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন এবং বুদ্ধদেবের দন্ত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসর্গীকৃত এই বইটিও অঘোরনাথ দেখেছিলেন অবশ্যই। প্রসঙ্গক্রমে অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-৮৬) প্রণীত 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়'-এ গ্রথিত বুদ্ধ প্রসঙ্গ-এর (ইতোপূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত) কথাও আমাদের মনে পড়ে যায় সমসাময়িক বুদ্ধচর্চার অন্যতম গ্রন্থ হিসেবে (দ্র° দ্বিতীয় ভাগে 'বুদ্ধাবতার' প্রসঙ্গ, করুণা প্রকাশনী প্রকাশিত ও বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত)।

এভাবে বুদ্ধচর্চা যখন বঙ্গদেশে সবেমাত্র আরব্ধ হয়েছে তখন তাঁকে প্রবল বেগবাহিত করলেন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রাণপুরুষ ও নববিধানের প্রবক্তা কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪)। তিনি ১৮৮০ খৃস্টাব্দের ১৪ মার্চ তারিখে 'শাক্য সমাগম' নামে যে নতুন অনুষ্ঠান করলেন তা থেকেই নববিধান মণ্ডলীর মধ্যে ও তার বাইরে বৌদ্ধগবেষণা অগ্রগতি সম্পন্ন হলো। 'শাক্য সমাগম' ছিলো ধর্ম সমন্বয় ভাবনার এক অভিনব পদ্ধতি। এর আগে 'সাধুসমাগম' নামে যে অনুষ্ঠান তিনি সম্পাদিত করেন তার পূর্বে বুদ্ধগয়া থেকে তিনি ঘুরে এসেছিলেন। প্রার্থনান্তে ফেরার সময় সেখান থেকে সঙ্গে নিয়ে আসেন 'বৃক্ষখণ্ড ও প্রস্তরখোদিত শাক্যমূর্তি'।

এই বুদ্ধগয়ায় যাবার আগেই অবশ্য কেশবচন্দ্র সূত্রপাত করেছিলেন নব অধ্যয়নের। ১৮৭৯ খিস্টাব্দের ২৩ ভাদ্র তারিখে তিনি তাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত চারজন সাধককে চারটি বিশেষ ব্রতে ব্রতী করেন। তাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খিস্ট এবং ইসলাম—চারধর্মের চর্চা ত্বরান্বিত হয়। এর চার ধর্মের চর্চার জন্য যথাক্রমে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায়, সাধু অঘোরনাথ গুপ্ত, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এবং মৌলবী গিরিশচন্দ্র সেনকে ভার দেন। এছাড়া মহেন্দ্রনাথ বসু পেলেন শিখধর্ম চর্চার দায়িত্ব। এরপর 'শাক্যসমাগম' অনুষ্ঠানে (এই প্রকার মোট আটটি 'সমাগম'-এর মধ্যে এটি তৃতীয়) 'উপাসকগণ একত্র হইলেন ও দ্বারদেশে ভক্তি-সহকারে প্রণামপূর্বক উপাসনালয়ে প্রবেশ করিলেন। আরাধনা ও ধ্যানের পর কেশবচন্দ্র প্রার্থনা করেন' (দ্র° উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় প্রণীত 'আচার্য কেশবচন্দ্র')। স্বভাবতই এই প্রার্থনার বিষয় ছিলেন বুদ্ধদেব (দ্র° 'সেবকের নিবেদন' ১৯ ডিসেম্বর ১৮৮০ তারিখের উপদেশ)। এই উপাসনা অঘোরনাথ গুপ্তের প্রাণে নবমন্ত্রের মতো কার্যকরী হয়। এর আগে 'শ্লোক সংগ্রহ' প্রকাশের সময় যে উৎসাহে হিন্দুশাস্ত্রাদি মন্থন করে শ্লোকাদি সংগ্রহ করেছিলেন, সেই উৎসাহে বুদ্ধচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন।

২

অঘোরনাথ গুপ্তের জন্ম হয়েছিলো নদীয়া জেলার শান্তিপুরে ১৮৪১ খিস্টাব্দে। পিতা যাদবচন্দ্র রায় কবিভূষণ ছিলেন যোগপরায়ণ, সাধু প্রকৃতির মানুষ। সংস্কৃত এবং পার্শি উভয় ভাষাতেই তিনি ব্যুৎপন্ন ছিলেন। সেইমতো অঘোরনাথও শৈশব থেকেই টোল-পাঠশালা ও পরে সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করে সংস্কৃত ও ইংরেজি ভাষাকে উত্তমরূপে আয়ত্ত করেন। কিন্তু প্রবল ধর্মভাবের কারণে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা আর তাঁর দেওয়া হয়ে ওঠেনি। মাত্র আঠারো বছর বয়সে ১৮৬৩ খিস্টাব্দে তিনি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের কাছে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হয়ে প্রচারের ব্রত গ্রহণ করেন। এখানে যোগদানের ফলে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসেন। অচিরে ব্রাহ্মসমাজের 'সঙ্গতসভা'র অনিবার্য সভ্যে পরিণত হন। ধর্মতত্ত্ব, সুলভ সমাচার, বঙ্গবন্ধু পত্রিকাগুলি তাঁর রচনায় সমৃদ্ধ হতে থাকলো। ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ভারতাশ্রম ও ব্রহ্ম-বিদ্যালয়ের শিক্ষকতার বাইরে ছোট-বড়ো বই লেখায় আত্মনিয়োগ করলেন। ক্রমে তাঁর মধ্যে ধর্মভাব প্রবলতর হলো। শেষ অবধি কেশব-প্রবর্তিত 'অধ্যেতাব্রতে' (১৮৭৯) নিযুক্ত হয়ে তিনি বৌদ্ধধর্মশাস্ত্র পাঠে আত্মস্থ হলেন।

১৮৭৪ খিস্টাব্দে তিনি যখন প্রচার মানসে উত্তর ভারতে যান তখন পরিচিত হন আর্য সমাজের প্রাণপুরুষ দয়ানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে। এ সময়ে অঘোরনাথ শিখে নেন উর্দু এবং গুরুমুখী ভাষা। ইতোমধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামদাস সেন প্রমুখের বুদ্ধচর্চা তাঁর কাছে প্রভূত উপকরণের সন্ধান দিলো। ব্রহ্মানন্দের ছোটো ভাই

কৃষ্ণবিহারী সেন ছিলেন একজন বৌদ্ধতত্ত্ববেত্তা। তিনিও তাঁকে সহযোগিতা করলেন। এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার তাঁর যাবতীয় কৌতূহল নিবারণ করতে লাগলো। রাজেন্দ্রলালের ললিতবিস্তরকে সঙ্গী করে অঘোরনাথ ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্জাব রওনা হলেন। এসময়েই আরব্ধ হলো এই শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্বের রচনা। যাবার পথে পর্যটন করলেন কয়েকটি বৌদ্ধতীর্থ। ধীরে সমাপ্ত হলো এই মহাগ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি। রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ফেরার পথে লক্ষ্ণৌ থেকে পাণ্ডুলিপিটি পাঠিয়ে দিলেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পাঠ ও মতামতের জন্য। একটা প্রবল প্রেরণায় তিনি বইটি লিখেছিলেন। প্রস্তাবনায় তার সাক্ষ্য রয়েছে ঃ

> যে মহাত্মা, দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল, নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া ইহ-লোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি এখন কোথায় ? বাস্তবিক তিনি কি মরিয়াছেন ? তিনি এখন নির্বাণ সাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নির্বাণ-জলধি, দেবদেব, আদিদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নির্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি, ধ্যান, বৈরাগ্য ও নির্বাণ, পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে, আমি যোগ-সাগরে ভাসমান হইয়া তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি।

ঘটনাচক্রে ব্রহ্মানন্দের কাছ থেকে মতামত পাবার আগেই অঘোরনাথের মৃত্যু হলো। তখন তাঁর বয়স ৩৮ বছর মাত্র। দুরন্ত কলেরা লক্ষ্ণৌতে তাঁর অকালমৃত্যুকে ঘনিয়ে আনলো (৯ ডিসেম্বর ১৮৮১)।

ব্রহ্মানন্দ নিরুপায় হয়ে পাণ্ডুলিপি অঘোরনাথের 'মঙ্গলবাড়ি'র প্রতিবাসী গৌর-গোবিন্দ রায়ের কাছে সংশোধন, সংযোজন, পরিমার্জনার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। গৌর-গোবিন্দ (১৮৪০-১৯১২) শাক্যমুনিচরিত সম্পাদনার ভার নিয়ে বইটিতে উল্লিখিত সমস্ত আকরগ্রন্থ সন্ধান করে মূল পাণ্ডুলিপিটি সম্পাদনা করেন। অঘোরনাথের মৃত্যুর কিছুকাল পরে বইটি গৌর গোবিন্দের অবতরণিকাসহ প্রকাশিত হলো (দ্রষ্টব্য গ্রন্থের শেষাংশ) পরপর তিনখণ্ডে—

প্রথম খণ্ড ঃ মূ. আট আনা + ১১০ ঃ ১৮০৪ শক ঃ ছয় অধ্যায়
দ্বিতীয় খণ্ড ঃ মূ. এক টাকা বারো আনা + ১১৪ ঃ ১৮০৪ শক ঃ চার অধ্যায়
তৃতীয় খণ্ড ঃ মূ. এক টাকা + এক টাকা এক আনা + ৫৭ ঃ ১৮০৫

এই তৃতীয় ভাগটি গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা, সম্পাদক গৌরগোবিন্দ রায়ের অবতরণিকা এবং ৫২ পৃষ্ঠাব্যাপী বুদ্ধবচন সংগ্রহসহ প্রকাশিত হয়। এটিই ছিল নববিধান-প্রচারিত সমন্বয় সাহিত্যমালার প্রথম বই। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য এর প্রথমভাগের

প্রথম ছয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৮০৭ শকাব্দে। তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে (১ম ভাগ দুই আনা+৮৯, প্রথম ছয় ভাগ নিয়ে ১৮২৫ শকাব্দে ও ২য় ভাগ অবশিষ্টাংশ ও উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রচিত একটি প্রবন্ধসহ এক টাকা বারো আনা+১৪৪ পৃষ্ঠায় ১৮২৬ শকে)। চতুর্থ সংস্করণটি একটিমাত্র খণ্ডে ১৩৬৪ বঙ্গাব্দে বুদ্ধ পরিনির্বাণের ২৫০০ বৎসরোপলক্ষে সতীকুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। এর ২৫ বছর পরে প্রকাশিত বর্তমান সংস্করণ চতুর্থ সংস্করণ অবলম্বনে প্রচারিত। এই সংস্করণে তৃতীয় সংস্করণে গৃহীত গৌর-গোবিন্দ রায়ের প্রবন্ধটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এখানেও পুনর্মুদ্রিত হয়নি। তবে গৌরগোবিন্দের মূল্যবান অবতরণিকাটি সংযুক্ত হয়েছে। এটি থেকে গ্রন্থ প্রকাশের ইতিহাসের কিছুটা জানা যাবে।

অঘোরনাথের বইটি পড়লে পাঠক যে সব আকর গ্রন্থের সন্ধান পাবেন তার মধ্যে রয়েছে, একটিমাত্র বাংলা বই—ড° রামদাস সেনের 'ঐতিহাসিক রহস্য'। এছাড়া রয়েছে সংস্কৃত ও পালি গ্রন্থাদি—শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত, বায়ুপুরাণ, কল্কিপুরাণ, শম্ভুপুরাণ, অমরসিংহ, হেমচন্দ্র ত্রিষষ্টি ফলাকা, পুরুষ চরিত্র, গণেশ পুরাণ, জৈনদর্শন, যোগসূত্র, জৈমিনি, বৈশেষিক দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত গ্রন্থাদি। বল্লভ-শঙ্কর-কণাদ, রামানুজ আচার্য সমূহের রচনা। ত্রিপিটক, মহাবংশ, মুনিগাথা, অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত, রাহুলসূত্র, অভিধর্ম চিন্তামণি প্রভৃতি বৌদ্ধশাস্ত্রাদি। Senart, Hodgson, Tournour, Beal, Rhys Davids, Foucaux, Bigandet, Cunnigham, Fahien প্রভৃতির রচনাবলীর বিভিন্ন অংশ। তবে ললিত বিস্তরকেই তিনি মুখ্য আকরগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন।

৩

✓ ললিতবিস্তরকে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত সংস্কৃত সংস্করণ) মুখ্য আকরগ্রন্থ হিসেবে গ্রহণ করার প্রাথমিক কারণ—এটিই তখন রাজেন্দ্রলালের সহযোগিতায় প্রধান প্রাপ্তব্য গ্রন্থ ছিলো। তাছাড়া লেখক লিখেছেন, 'ললিত বিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধন প্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে।' বইটি এমন একটি সময়ে অঘোরনাথ লিখেছেন যখন আমাদের দেশে মহাবোধি সোসাইটি, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা কিংবা Buddhist Text Society জন্মগ্রহণ পর্যন্ত করেনি। এক প্রবল শ্রদ্ধাবোধ এই পুস্তক রচনা পিছনে সক্রিয় ছিলো। অঘোরনাথ নিজেই লিখেছেন—

> যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন, যিনি রাজ-সিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে

না। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।

বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশের আগেই অঘোরনাথ ব্রহ্মানন্দ কর্তৃক 'সাধু' বিরুদে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিলেন। আজও পর্যন্ত তাঁর নামের সঙ্গে এই সশ্রদ্ধ শব্দটি আবশ্যিক-ভাবে উচ্চারিত হয়ে চলেছে।

বইটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হলে Calcutta Gazette এর সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখেন :

> This is a new memoir of the founder of Buddhism, based chiefly upon Lalita-Vistara. The Author's treatment of his subject is methodical, and resembles that adopted in such works by European writers. His style is clear, concise and sufficiently easy In this part is given an account of Sakyamuni, from his birth to his leaving home for the purpose of spiritual meditation.
>
> (Vide, Catalogue of Books in the Appendix to the Calcutta Gazette, December 27, 1882, p. 5), অপিচ সতী-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদকীয় অংশ, পৃ. ১২)।

বুদ্ধদেবের জীবনী যেমন এখানে লেখকের মতামতসহ মুদ্রিত হয়েছে তেমনি নির্বাণতত্ত্বের আলোকে বুদ্ধদেবকে দেখে লেখক বৌদ্ধতত্ত্বকে পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছে দিয়েছেন। বুদ্ধদেব বলেছিলেন—

'নত্থি ঝানং অপঞ্ঞস্স পঞ্ঞা নত্থি অঝায়তো।
যম্হি ঝানঞ্চ পঞ্ঞং চ স বে নিব্বাণ সন্তিকে।'

—'যার প্রবজ্ঞা বা সত্য জ্ঞান নেই, তার ধ্যানও নেই। যার ধ্যানও নেই, তার প্রজ্ঞাও নেই। ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যার আছে, সে নির্ব্বাণের নিকটেই আছে।' অঘোর-নাথের মধ্যে ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই বর্তমান ছিলো বলে নির্বাণতত্ত্ব সহজেই অধিগত করতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে লেখক বৌদ্ধধর্মের প্রচারের ও প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত দিয়েছেন। এটি দ্বিতীয় অধ্যায়ে সংযুক্ত না হয়ে দশম অধ্যায়ের পর সংযুক্ত হলে ভালো হতো। তাছাড়া একটা লক্ষণীয় বিষয় যে, লেখক বৌদ্ধধর্মের অবনতি বিষয়ে কিছু মন্তব্য করেননি। মনে হয়, এটা করা তাঁর পক্ষে কণ্টকর ছিলো। এ বিষয়ে প্রথম আমাদের অবহিত করান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর—তাঁর 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থে (এই বইটিও বর্তমান সম্পাদক কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে, করুণা প্রকাশনী থেকে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে)। কিন্তু অঘোরনাথ তাঁর পূর্ববর্তী লেখকদের ত্রুটিগুলি দেখাতে পরাঙ্মুখ হননি।

৪

করুণা প্রকাশনীর কর্ণধার শ্রীবামাচরণ মুখোপাধ্যায় দুষ্প্রাপ্য বৌদ্ধগ্রন্থগুলির পুনঃপ্রকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। ইতোপূর্বে তিনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থটির পুনর্মুদ্রণ করেছিলেন। এখন এই বইটি প্রকাশ করলেন। পরে আরও প্রকাশের পরিকল্পনা নিয়েছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

বর্তমান বইটির শেষ মুদ্রণ ২৫ বছর আগে প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত এই প্রথম বুদ্ধবিষয়ক গ্রন্থটি দীর্ঘদিন লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা উচিত নয় ভেবে আমরা এটি পুনঃপ্রকাশ ঘটালাম। নববিধান পাবলিকেশনস্-এর তদানীন্তন সম্পাদক সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় আমাকে পরম স্নেহ করতেন। তাঁর রচনাদি আমাকে সস্নেহে উপহার দিয়েছেন। ১০ই জুলাই, ১৯১০ তারিখে তাঁর বাড়িতে বসে আলাপ করার সময় তিনি 'সমন্বয়মার্গ' ইত্যাদি বই উপহার প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—বুদ্ধগ্রন্থ সমূহের পুনরুদ্ধার করো। অঘোরনাথের বইটি প্রয়োজন হলে পুনর্মুদ্রণ করো'। এতোদিন পরে সেকথা মনে পড়লো। সেজন্য তাঁর রচনাদি থেকে অজস্র ঋণ গ্রহণ করে এই ভূমিকাটি লিখলাম। মনে হচ্ছে তিনিই যেন অগোচে তাঁর কথা আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিলেন। তাঁর স্মৃতিকে শ্রদ্ধা জানাই মনে মনে।

অঘোরনাথের বই পাঠক গ্রহণ করবেন তাঁর রচনাগুণে, এই অকিঞ্চিৎকর ভূমিকা সেখানে নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বোধ হবে সম্ভবত। বানান পূর্ববৎ রাখা হয়েছে।

নিবেদক
বারিদবরণ ঘোষ

গ্রন্থকারের প্রস্তাবনা

আজকাল ইয়োরোপীয় বিজ্ঞ পণ্ডিতদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আস্থা ও সমাদর দেখিতে পাওয়া যায়। ভিন্নদেশীয় চিন্তাশীল বিদ্যাবিশারদ ধীর ব্যক্তিগণ এই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, যত্ন সহকারে স্বীয় মত সংস্থাপনপূর্ব্বক বিবিধ গ্রন্থও প্রণয়ন করিয়াছেন; অথচ যে দেশ হইতে এই বিশাল ধর্ম্ম প্রসারিত হইল, সেখানে ইহার নামগন্ধও নাই। মহাজ্ঞানী সুপণ্ডিত শংকরাচার্য্য বেদান্তসূত্রে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিয়াছেন, নৈয়ায়িকভাষ্যকারেরা এই ধর্ম্মের কোন কোন আংশিক মত খণ্ডন করিয়াছেন, এইমাত্র ইহার তত্ত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু তাহা পাঠ করিয়া ইহার প্রকৃত তত্ত্ব কিছুই হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। আর্য্যদার্শনিকেরা বেদকে মূল করিয়া কত ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদের দর্শনশাস্ত্র অনাদৃত হয় নাই; কিন্তু বৌদ্ধ বুদ্ধগণ বেদকে অস্বীকার করিয়া, পূর্ব্বতন আর্য্যজাতির নিকট ধর্ম্মভ্রষ্ট ও দুরাচারী বলিয়া নিন্দিত হইয়াছেন। এই কারণেই পূর্ব্বকার পণ্ডিতেরা বিদ্বেষপরবশ হইয়া এই ধর্ম্মের মতখণ্ডনে বিশেষ প্রয়াস পাইয়া-ছিলেন। সুতরাং তাঁহারাও বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব প্রতীতি করিতে পারেন নাই; এখন তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা ইহার উপর মতামত প্রকাশ করিতে সমর্থ নহি। অপর দিকে সুসভ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থকারদিগের মধ্যে অধিকাংশই ঈশ্বর-বিহীন মানবীয় আদর্শ ধর্ম্ম (Religion of Humanity) বলিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রকাশ করিতে থাকেন। অতএব তাঁহাদের গ্রন্থাদি পড়িয়া কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ন্যায়সঙ্গত নহে। বিশেষতঃ সকলে না হউক তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আখ্যায়িকা, প্রবাদ, শ্রুতি, উপন্যাস লইয়া স্বকপোলকল্পিত মত সংস্থাপন করিয়া স্বাভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা বুদ্ধদেবের প্রকৃত জীবন, তৎসম্পর্কীয় ঘটনাবলি, সাধনপ্রণালী ও সমাধির প্রতি গভীর অন্তর্দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মীমাংসা করেন নাই। আমি বিশ্বাস করি যে, তাঁহারা অনেকেই সেই মহাত্মার প্রতি অবিচার ও অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু হডসন্, বিল ও বর্ণফ সাহেব বিশেষ যত্ন সহকারে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত সার সংগ্রহ করিতে যত্ন করিয়াছিলেন। ইঁহারাই নিরপেক্ষভাবে কতক পরিমাণে বৌদ্ধমত সমালোচনা করিয়াছেন। বিশেষতঃ আবার হডসন্ সাহেবের সমধিক যত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক সংস্কৃত প্রাচীন গ্রন্থ সংগৃহীত হওয়াতে, এখন অনেকের পক্ষে বৌদ্ধতত্ত্বের আলোক বিশদরূপে পরিলক্ষিত হইতেছে।

সেই লোকশ্রেষ্ঠ মহাসত্ত্ব তথাগত বিশেষ কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যান নাই যে, তাহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবধারণ সহজেই হইতে পারে। অপিচ যে সকল গ্রন্থ চীন,

তিব্বত, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে বর্ত্তমান আছে, তাহাও আর তাঁহার প্রকৃত মত বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না। কারণ তাঁহার নির্ব্বাণের পর শিষ্যপরম্পরার দ্বারা তাঁহার মত সকল রূপান্তরিত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তৎপাঠে চিত্তের সন্তোষ হয় না। ফলতঃ ইহা বিলক্ষণ প্রতীত হয় যে, ধর্ম্মরাজ শাক্যমুনি যখন শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডদ বিহারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তখনই বিশেষ ধর্ম্মচর্চ্চা হয়, এবং তৎকালে অনেক ভিক্ষু শ্রাবক বোধিসত্ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান শিষ্যগণ তাঁহার সঙ্গে একত্র ধর্ম্মালোচনা করিতেন। তম্মধ্যে একদা মহেশ্বর নন্দন, আনন্দ, সুনন্দ, চন্দন, মহিত, প্রশান্ত ও বিনীতেশ্বর প্রভৃতি বিবিধ শ্রাবক ও বোধিসত্ত্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, ভগবন, আপনি প্রকৃত মনোহর ধর্ম্মবিষয়ে এইক্ষণে উপদেশ দিন যথা ঃ—

"তৎ সাধু ভগবংস্তৎ ললিতবিস্তরং নাম ধর্ম্মপর্য্যায়ং দেবযতু। তদ্ভবিষ্যতি বহুজনহিতায় বহুজনসুখায়, লোকানুকম্পায়ৈ মহতোজনকায়স্যার্থায় হিতায় সুখায় দেবানাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ।" ল, বি, ১, অ।

ইহার দ্বারা বিলক্ষণ প্রমাণীকৃত হইতেছে, ঐ সময়ে বুদ্ধদেব সূত্রান্ত ও মহাবৈপুল্য নামে যে সকল ধর্ম্মপর্যায়ের ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন, তাহাই বিশেষ আদরণীয় ও বিশ্বস্ত। ললিতবিস্তর তাহার মধ্যে এক প্রধান গ্রন্থ। ইহা ২৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহার মধ্যে শাক্যের জন্ম, শৈশব, যৌবন, বৈরাগ্য, সাধন, সমাধি, নির্ব্বাণ লাভ পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে। ইহার অপরাংশে প্রচার, ধর্ম্মব্যাখ্যা ও মৃত্যু বর্ণিত হইয়াছে, এই ধর্ম্মশাস্ত্রের সাধারণ নাম পেটক। পেটক আবার তিন ভাগে বিভক্ত, সূত্র, অভিধর্ম্ম ও বিনয়। এজন্য ত্রিপেটক কহে। ইহার অপর নাম রত্নত্রয়। বুদ্ধ স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধবচনকে সূত্র বলা যায়। ঐ সূত্রই বোধিমণ্ডলীর নিত্য ও ধ্রুব ধর্মশাস্ত্র। ইহাই তাবৎ ধর্মশাস্ত্রের মূল ও ভিত্তি। ঐ সূত্র অবলম্বন করিয়া যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব দার্শনিক প্রণালীতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাকেই অভিধর্ম্ম কহে। বিনয় নীতি ও বিধিশাস্ত্র। ইহাতে বোধিসত্ত্ব অর্হৎ, ভিক্ষু, শ্রাবক, শ্রমণ ও সাধারণ লোকদিগের নিমিত্ত কর্ত্তব্য উপদিষ্ট ও বিভক্ত করা হইয়াছে। আনন্দকৃত "বুদ্ধবচন" এজন্য অত্যন্ত আদরণীয়। তিনি শুদ্ধোদনের অনুজ শুক্লোদনের পুত্র, শাক্যসিংহের বিশেষ আত্মীয় খুল্লতাত ভ্রাতা। রাহুলসূত্রও বৌদ্ধদিগের অতিশয় পূজনীয় গ্রন্থ। জেতবনে রাহুলের সঙ্গে বুদ্ধদেবেব বিশেষ ধর্ম্মালাপ হয়। উহা উচ্চ তত্ত্বের মধ্যে পরিগণিত, তাহা অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানে পরিপূর্ণ। এই দুই গ্রন্থ পালি-ভাষায় লিখিত হইয়াছে। রাহুল শাক্যসিংহের পুত্র। পিতা পুত্রে পরম বৈরাগী হইয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলাপ করিয়াছিলেন ও প্রচার করিয়া জীবগণকে মুক্তির পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন. এ দৃশ্যটি বড় মনোহর। এ প্রকার আর কোন মহাপুরুষের পক্ষে ঘটে নাই। যাহা হউক, ঐ সূত্র সকল মূল গ্রন্থ। প্রাচীন বৌদ্ধগণের নিকট এই সূত্র-সকলই ধর্ম্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগৃহীত হয়। তাহার বিশেষ প্রমাণও দেখিতে পাওয়া যায়।

যৎকালে সুগত এই নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন, তখন বৌদ্ধদিগের মধ্যে মত ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে বিষম বিপ্লব উপস্থিত হইল। কোন শাস্ত্রে বাস্তবিক বুদ্ধদেবের উপদেশাবলি আছে, কোন্ কোন্ মত তিনি স্বয়ং প্রচার করিযা গিয়াছেন, কোন্ কোন্ সত্য বৌদ্ধদিগকে বিশ্বাস করিতে হইবে, ধর্ম্মরাজ নির্ব্বাণবিষয়ে স্বয়ং কি কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নির্ণয় করা বড় সহজ নহে; কিন্তু ভিক্ষু ও বোধিসত্ত্ব, তাঁহার প্রিয় শিষ্য ও প্রচারকদিগের মধ্যে তাহা অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। কারণ মহাপুরুষেরা যে সকল উদার সত্য প্রচার করিয়া যান, তাহা শিষ্যগণের বুদ্ধিভেদে বিকৃত রূপ ধারণ করিয়া ও নানা শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া, বিভিন্ন সম্প্রদায় উদ্ভাবন করে। এই আশঙ্কা বিদূরিত এবং মত ও বিশ্বাস স্থির করিবার জন্য, খৃঃ শঃ ৫৪৩ বৎসর পূর্ব্বে রাজগৃহে এক প্রকাণ্ড প্রথম বোধিসঙ্গম (Council) হয়। তখন মগধরাজ অজাতশত্রু জীবিত ছিলেন। তাঁহার সাহায্যে ও তাঁহার নির্ম্মিত বিহারে ঐ সভা আহূত হয়। প্রায় ৫০০ শত ভিক্ষু একত্র সমাগত হইয়া বিশ্বাস স্থির করেন। শাক্যমুনির এক প্রধান শিষ্য বুদ্ধ কাশ্যপ বোধিমণ্ডলীর নেতা ও অধ্যক্ষ হইয়া, কোন্ কোন্ সূত্র গ্রহীতব্য, তাহা নির্ব্বাচন করিয়া দেন। ঐ সভাতে কাশ্যপ, আনন্দ ও উপালী এই তিন জনে ত্রিরত্ন বা ত্রিপিটক-নামে বুদ্ধ-বচন সকল সংগ্রহ করিয়া, সাধারণ সমক্ষে উপস্থিত করেন। ঐ সময়ে ললিতবিস্তরের গাথা অংশগুলি সূত্র বলিয়া বিশেষরূপে সমাদৃত ও গৃহীত হয়। কাশ্যপ সূত্র করেন, আনন্দ তাহার উপর ব্যাখ্যা করিয়া অভিধর্ম্ম নামে প্রচার করেন এবং উপালী নীতিগুলি বিভাগ করিয়া বিনয়াখ্যানে প্রকাশ করেন। অপিচ তাঁহার নিজ জীবনের বৃত্তান্ত ললিতবিস্তর ভিন্ন আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না, বিশেষতঃ ঐ গ্রন্থে তাঁহার বচন ও সূত্র, ধর্ম্মতত্ত্ব ও সমাধি-প্রণালী বিশদরূপে লিখিত হইয়াছে। অতএব ইহা বেশ অনুমিত হইতেছে যে, ললিতবিস্তরই বুদ্ধদেবের জীবন ও মতসম্বন্ধে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণীয় *। তৎপরে দ্বিতীয় বোধিসঙ্গমে আবার পুস্তকাদি নির্ব্বাচন হয়। ঐ সভা খৃঃ শঃ ৪৭৭ বৎসর পূর্ব্বে কালাশোকের সময় আহূত হইয়াছিল। প্রথম সঙ্গম বুদ্ধের মৃত্যুর পরেই হয়, আর দ্বিতীয় সঙ্গম এক শত বৎসর পরে হয়। এই সময় মগধরাজ কালাশোক বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি ও প্রচার করেন। তাঁহার দ্বারা মগধের অনেক স্থানে বিহার নির্ম্মিত হয়, তিনি বৌদ্ধ প্রচারকদিগকে নানা স্থানে প্রেরণ করেন। প্রথম এক শত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ প্রচারকদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ঘটে নাই; অব্যাহতরূপে মত ও বিশ্বাসের একতা চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু এই দ্বিতীয় সভাতে কয়েকজন প্রচারক পূর্ব্ব-নির্দ্দিষ্ট নিয়মাবলীর কতকগুলি পরিবর্ত্তন প্রস্তাব করিলেন। বলিলেন, তাঁহারা

* M Senart describes the Gathas to be the most ancient and authentic text on the life of the last BUDDHA and the LALITA VISTARA, as the type of the most complete, the most perfect, and also the most Authoritative book.

যদ্যপি কাহার নিকট হইতে স্বর্ণ ও রৌপ্য ভিক্ষাস্বরূপ গ্রহণ করেন, জলবৎ তরল কোনরূপ মাদক দ্রব্য সেবন করেন, মধ্যাহ্নকালের পর জল দুগ্ধ ও দধি পান করেন, যদি কেহ কম্বলাচ্ছাদিত আসনে উপবেশন করেন এবং মঠ ভিন্ন গৃহস্থের ভদ্রাসনে দীক্ষা প্রভৃতি কার্য্য সম্পাদন করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে অধর্ম্মদোষে দোষী বলা যাইতে পারে না। এই প্রস্তাবে অধিকাংশ বৌদ্ধ সম্মত না হওয়াতে, ইঁহারা স্বতন্ত্র এক সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন এবং কাকন্দক নামে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ গুরুর পুত্র চসকে গুরুর পদে বরণ করিয়া তাঁহার অনুগত হইলেন। ইঁহারা এক প্রকাণ্ড পরিপুষ্ট দলে বিভক্ত হইয়া উৎসাহের সহিত ধর্ম্মপ্রচার করিতে লাগিলেন। ফলতঃ দ্বিতীয় সঙ্গমে মত লইয়া তুমুল বিবাদ হয়। এই বিবাদে শাস্ত্র বিভিন্ন হইল, মত সকল রূপান্তরিত হইল, মূল শাস্ত্রের ব্যাখ্যা অন্যরূপ হইতে আরম্ভ হইল। বিষম এক বিপ্লব উপস্থিত হইল, বিশুদ্ধ মত ও বৌদ্ধবচন প্রতীতি করা লোকের পক্ষে সুদুষ্কর হইয়া উঠিল। বৈরাগ্যহীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ নিজ স্বার্থসাধনে তৎপর হইলেন।

এই সময়ে, বৌদ্ধ ধর্ম্মের নিতান্ত দুরবস্থা ঘটিয়াছিল। বাস্তবিক বৈশালীতে যে দ্বিতীয় সভা হয়, তাহাতে প্রায় ৭০০ শত বৌদ্ধ প্রচারক একত্র হন। বুদ্ধদেব স্বয়ং যেরূপ বৈরাগ্যের নিয়ম প্রচার করিয়া যান এবং প্রচারক ও ভিক্ষুদিগের পবিত্রতা রক্ষার্থ যে প্রকার কঠোর শাসনপ্রণালী পূর্ব্বে সংস্থাপিত হয়, এই সময়ে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া যায়। তৎকালে বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণের মধ্যে বিলাস, সুখপ্রিয়তা প্রভুত্ব, স্বার্থসাধনেচ্ছা প্রভৃতি নীচতম পাপ প্রবেশ করাতে, এই ধর্ম্ম নিতান্ত বিকৃত হইয়া যায়। সুতরাং তৎকালের গ্রন্থাবলি কখনই মূল শাস্ত্র বলিয়া আদৃত হইতে পারে না। কিন্তু তৃতীয় বোধিসঙ্গমে বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। তাহাতে শাস্ত্রের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হয়, তন্মধ্যে নির্ব্বাচিত অংশগুলি বিশেষরূপে পরিগৃহীত ও বিশুদ্ধাংশ সকল সংযুক্ত হয়। এই সভা (Council) খৃঃ পূঃ ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে আহূত হয়। তৎকালে মগধরাজ অশোক সমস্ত ভারতের এক প্রতাপশালী অধীশ্বর ছিলেন। তিনি চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র। তিনি নিরতিশয় দুরাচারী প্রচণ্ড রাজা ছিলেন, কত নরনারীর শিরশ্ছেদন করিয়া কলঙ্কিত ছিলেন। তখন তাঁহার নাম প্রচণ্ডাশোক ছিল, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মাশোক নামে আখ্যাত হয়েন। বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ ইঁহাকে দেবানাম্প্রিয় ও প্রিয়দর্শী বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার সপ্তদশ বৎসর রাজত্বকালে পাটলীপুত্রে (পাটনা) তৃতীয় সভাতে প্রায় হাজার ভিক্ষু সন্ন্যাসী উপস্থিত হয়েন। ম্যাগলীও পুত্র তিষ্য তৎকালে সন্ন্যাসীদিগের সর্ব্বপ্রধান নেতা ছিলেন। তাঁহার অধ্যক্ষতায় ঐ সভার কার্য্য হয়। এই সভাতে বিশেষরূপে ধর্ম্মপুস্তকাদি মনোনীত করিবার জন্য অশোক স্বয়ং এক প্রবন্ধ লিখেন। নয় মাস পর্য্যন্ত এই সভার কার্য্য চলে, তাহাতে কেবল কোন্ কোন্ শাস্ত্র বিশুদ্ধ, তাহাই নির্ণীত হয়। ঐ সভাতে এই কয়েকখানি গ্রন্থ নির্ব্বাচিত হয়ঃ—বিনয়, অরিয়বসানী,

অনাগতভয়ানি, মুনি গাথা, মনের সুত্ত, উপতিষ্য প্রশ্ন ও রাহুল সূত্র। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মের রীতি নীতি, সামাজিক, পারিবারিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদি বিশদরূপে বিধিবদ্ধ হয়; এবং নানা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। মহাবংশে ইহার ভুরি ভুরি প্রমাণও পাওয়া যায়।

থিরো মগ চালি পুত্তো সো জিন শাসনয়ো তকোনিত্ত।
পেত্তবান সঙ্গীতিন পেক্ষয়া মানো অনাগতান।
শাসনাস্স, পতিথানান্ পক্কান্তেষু অপেক্ষিয় পেসেসি
কাত্তিকে মাসিতে রেথিরে তাহিন তাহিন
থিরান কাশ্মীর গান্ধারান মজ্ঝান্তিক মাপে স্যায়ি মহাদেব
থিরাল মহিষ মণ্ডলীন
বনবাসিন অপেসেসি থিরান রক্ষিত নামকান্ তথা
পরান্ত কাল যোনান, ধর্ম্ম রক্ষিত নাম কান
মহা বাট্যান্ মহা ধর্ম্মরক্ষিত থিরোনামকান্ মহারক্ষিত
থিরান্ত যোন লোক মপেস্যায়ি।
পেসেসি মজি রুমান থিরান, হিমবন্ত প্রদেশকান্ সুবন্ন
ভূমির থিরে শিবসো নাম উত্তর মেবচ।
মহামহিন্দ থিরান তান থিরান ইথির বত্যান সম্বলান
ভদ্দ সালণ্ড শাকে সঙ্গি বিহারীকে।
লংকাদ্বীপে মনুন্নামহিমনুন্ন জিন জীলামাস পতিপালিত
তমহেতি পণ্ডমিরে অপেস্যায়ি *।

"অজ্ঞানতিমিরনাশক বুদ্ধদেবের প্রচারিত ধর্ম্মোজ্জ্বলকারী মগগলি থিরোর পুত্র থিরোদিগের তৃতীয় সভা ভঙ্গ করিয়া ভবিষ্যতের কার্য্যপ্রণালী চিন্তা করিতে লাগিলেন।"

"বিদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিবার সময় উপস্থিত দেখিয়া, তিনি মজ্ঝান্তিক নামক থিরোকে কাশ্মীরে ও গান্ধারে, মহাদেব নামক থিরোকে মহিষমণ্ডলে, রক্ষিত নামক থিরোকে বনবাসিতে, যোনা ও ধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোদ্বয়কে অপরান্তকে, মহাধর্ম্মরক্ষিত নামক থিরোকে মহারাষ্ট্রীয়ে, মহারক্ষিত নামক থিরোকে হিমবন্ত দেশে, সোন এবং উত্তর নামক থিরোদ্বয়কে সুবর্ণ ভূমিতে এবং মহামহিন্দ্র ও শিষ্য ইত্তেয়, উত্তেয়, সম্বল ও ভদ্রলাল এই পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রেরণ করেন। তিনি শেষোক্ত পঞ্চ থিরোকে লঙ্কাদ্বীপে প্রেরণ করিবার সময় তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া দেন যে, মোহান্ধকারবিজয়ীর আনন্দপূর্ণ ধর্ম্ম আনন্দকর স্থান লঙ্কাদ্বীপে স্থাপন কর।"

বাস্তবিক অশোক স্বীয় ক্ষমতা-বলে, সাধুচরিতগুণে, দয়া ও পরোপকারব্রতে তৎকালে বৌদ্ধপ্রচারকমণ্ডলীর একপ্রকার নেতাস্বরূপ হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন।

* Turnour's Mahavansa.

ফলতঃ ভারতে তাঁহার ন্যায় প্রতাপশালী রাজা কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়ে অশোক দেবপ্রকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ধর্ম্মের জন্য যৎপরোনাস্তি ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং প্রিয়তমা কন্যা সংঘমিত্রা ও প্রিয়তম পুত্র মহামহেন্দ্রকে সন্ন্যাসীর ব্রতে নিযুক্ত করিয়া, সিংহলে উভয়কে বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরণ করেন। পূর্ব্বোক্ত যোন নামে ধর্ম্ম প্রচারক গ্রীকদেশীয় যবন। তিনি ভারতে উপনিবেশ সংস্থাপন করাতে, বৌদ্ধ প্রচারকদিগের আধিপত্যে বুদ্ধদেবের শরণাগত হইয়া, একেবারে ধর্ম্মপ্রচারকের ব্রত অবলম্বন করিয়া, দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সভা অর্থাৎ বোধিসঙ্গম (Council) খৃঃ শঃ ৩৩ বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। কণিষ্ক তখন সমুদায় মগধের রাজা ছিলেন, তাঁহার যত্নে ঐ সভা বিশেষরূপে আহূত হইয়াছিল। কিন্তু সে সময়ে ধর্ম্মের তেজ ও উৎসাহ অনেক হ্রাস হইয়া যায়। ঐ সভাতেও কতকগুলি নিয়ম সংস্থাপিত এবং কোন কোন মত বিশ্বাসের পরিবর্ত্তন হয়। এই সভার বিশেষ বিবরণ তত প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

যাহা হউক, সিদ্ধার্থের নির্ব্বাণের পর ৫00 শত বৎসরের মধ্যে চারি বার বোধিসঙ্গম হয়। এই সঙ্গমে পুস্তকাদি ও মতবিশ্বাস সম্বন্ধে কত প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাই প্রদর্শিত হইল। ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থসম্বন্ধে বিষম মতভেদ উপস্থিত হয় এবং মতভেদজনিত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হয়। বৌদ্ধধর্ম্ম এ পর্য্যন্ত প্রায় ১৮টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছে। অতএব যাঁহারা বলেন, ইঁহাদের মতভেদ হয় নাই, তাঁহাদের নিতান্ত ভ্রান্তি। প্রথমে মূল গ্রন্থ সকল কোন্ ভাষাতে কোন্ সময়ে লিখিত হয়, বৌদ্ধ ধর্ম্মসম্বন্ধে ইহাও একটি বিশেষ জ্ঞাতব্য। যৎকালে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন, তখন সমুদায় ভারতে তিন ভাষা প্রচলিত ছিল। সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি। পালি আবার সমুদায় মগধ এবং উড়িষ্যা হইতে কপর্দগিরি পর্য্যন্ত তৎপ্রদেশবাসিগণের মাতৃভাষা ছিল। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! এককালে যে পালি সমুদায় বেহার ও উড়িষ্যার মাতৃভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত, তাহা এখন প্রাচীন দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। বুদ্ধদেব সরল ভাষা ভালবাসিতেন, যাহা সহজে লোকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, সেই ভাষাতে তাঁহার উপদেশ লিপিবদ্ধ করিতে তিনি স্বয়ং আদেশ করিয়া যান। পালি ভাষাতে তাঁহার রচনাবলী লিখিত হয়, ইহা তিনি বিশেষরূপে বলিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃত ভাষা বিলক্ষণ জানিতেন, এবং এই কারণে মিশ্রিত ভাষাতেই তখন গ্রন্থাদি লিখিত হইয়াছিল। ললিতবিস্তর তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। ঐ গ্রন্থ গদ্য ও পদ্যে লিখিত হইয়াছে। ইহার গদ্য অংশগুলি বিশুদ্ধ সংস্কৃতে, আর পদ্য অর্থাৎ গাথাগুলি মিশ্রিত ভাষাতে। অধ্যাপক বর্ণুফ ও ল্যাসেন বলেন যে, বাস্তবিক গাথা অংশগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং সংস্কৃত ও পালির মধ্যবর্ত্তী ভাষায় লিখিত। আমাদেরও ইহাই অনুমান হয়

ইহার প্রমাণও বিলক্ষণ আছে। টর্ণার সাহেবের মহাবংশ গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে, অশোকের ২৭ বৎসর রাজত্বকালে তৎপুত্র মহেন্দ্র বৌদ্ধ গ্রন্থসকল সিংহল ভাষাতে অনুবাদ করেন, সেই গ্রন্থ পাঁচ খৃষ্টাব্দে পালি ভাষায় অনুবাদিত হয়। ইহা দ্বারা বেশ প্রতীত হইতেছে যে. অশোকের সময়ে অন্য ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল প্রচলিত ছিল। তাহা কোন্ ভাষা? সংস্কৃত ও পালিমিশ্রিত ভাষা, যাহা গাথার ভাষা বলিয়া প্রতীত হয়। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর ৭০ বৎসরে চীনদেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের পুস্তকাদি প্রথম অনুবাদিত হয়, তিব্বতের রাজা ৬২৩ খৃঃ বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করাতে, ভারতবর্ষ হইতে ধর্ম্মগ্রন্থ সকল লইয়া যান এবং দেশীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়া স্বদেশে প্রচার করেন। বুদ্ধ ঘোষ যে শাক্যসিংহের জীবন পালি ভাষায় লিখিয়াছেন, যাহা পালি ভাষায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুস্তক বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহাও বুদ্ধদেবের দেহত্যাগের হাজার বৎসর পরে। ব্রহ্মদেশে "মললংকর উত্তো" নামে যে ললিতবিস্তরের অনুবাদ আছে, তাহাও বুদ্ধ ঘোষের সময়ে। ইহা দ্বারা বেশ প্রতিপন্ন হইতেছে যে. এখন যে সকল প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত. তথায় মূলগ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, অনুবাদ মাত্র। বর্ত্তমান সময়ের লিখিত ভাষা যেমন সংস্কৃত ও ইতর বাঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী হইয়াছে, এমন কি, উচ্চদরের গ্রন্থে অধিকাংশ সংস্কৃত কথা ও বাক্যাবলী পর্য্যন্ত ব্যবহৃত হইয়া থাকে, যেমন যৎপরোনাস্তি, যঃ পলায়তি স জীবতি, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ ইত্যাদি; তৎকালেও সংস্কৃত ও পালির সহিত এইরূপ সম্বন্ধ ছিল।

পুরাকালে ভারতের এই এক চমৎকার প্রথা ছিল যে, প্রসিদ্ধ ব্যক্তির চরিত ও মনোজ্ঞ গুণাবলি নানাবিধ ছন্দে ও সমস্বরে প্রধান প্রধান সভায় বা দরবারে কিংবা যজ্ঞস্থলে কীর্ত্তিত হইত। প্রায় এইরূপে ঋষিদিগের যজ্ঞস্থলে ঋগ্বেদ, রাজদরবারে মনোহর স্বরে ও পদ্যে গাথা গীত হইত। রামায়ণেও ইহার দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কুশ লব রামচরিত এমন মনোহর স্বরে সভাস্থলে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন যে, তাহাতে রামের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়াছিল। সমস্বরে এক তানে গুণাবলী কীর্ত্তন করিলে তাহা সভাস্থ জনগণের হৃদয়ে বড় মুদ্রিত হয়। কথিত আছে যে, প্রথমবোধিসঙ্গমে সংকলিত হইয়া অগ্রে গাথাগুলিই কীর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের জীবনালেখ্য অতি মনোহর স্বরে গীত হওয়াতে সভাস্থ সকলে মোহিত হইয়াছিলেন। ইহাতে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায় যে, গাথাগুলি সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ও মূল সূত্র বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। যখন শাক্যমুনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান, তখন আনন্দ, নন্দ ও রাহুল এই শিষ্যত্রয়ই তাঁহার পরমাত্মীয় ছিলেন। ইঁহারাই গাথার ছন্দে তাঁহার মনোহর চরিত গান করিয়াছিলেন। অতএব এই গাথা অংশগুলিই মূল সূত্র। যাহা আনন্দ দ্বারা রচিত হইয়াছিল, তাহাই বিশ্বাসযোগ্য ও বহু পুরাতন। ললিতবিস্তরই যে বুদ্ধদেবের জীবনের প্রথম ঘটনাবলির প্রমাণস্থল, তাহা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। পৃথিবীর সমুদায় বৌদ্ধদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষাতে

বুদ্ধদেবের জীবনসম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এক ললিতবিস্তরের অংশ মাত্র অবলম্বন করিয়া। আমিও তাহাই অবলম্বন এবং অপরাপর গ্রন্থাবলি সন্দর্শন করিয়া, এই মহাপুরুষের চরিত চিত্রিত করিলাম। সুনিপুণ চিত্রকর ভিন্ন এমন মনোহর চিত্র কে আঁকিতে পারে? হায়, যে গুণধরের মনোমত গুণাবলী মানবের অনুকরণীয়, তাহা আমার চিত্ত চিত্রিত করিতে বসিল; কিন্তু যে রঙে তিনি রঞ্জিত ছিলেন, সে রঙ আমি কোথায় পাইব, কে সে রঙ ফলাইতে পারে? যোগের তুলিকায় ও সমাধির রঙে আমি তাহা ফলাইতে বসিয়াছি, এখন বিধাতার ইচ্ছা যাহা, তাহাই পূর্ণ হউক।

[যে মহাত্মা দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল, নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি এখন কোথায়? বাস্তবিক কি তিনি মরিয়াছেন? তিনি এখন নির্ব্বাণসাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নির্ব্বাণজলধি দেবাদেব আদিদেবে বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নির্ব্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। তিনি আমার জীবনের মূলে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার সমাধি ধ্যান বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণ পবিত্রতা ও দয়া আমার হৃদয়কে বশীভূত করিয়াছে। সমাধিস্থ আত্মা তাঁহার সমাধিতে এক হইয়া গিয়াছে, আমি যোগসাগরে ভাসমান হইয়া, তাঁহার ধ্যানসুখের অমৃত পান করিয়া, চিদাকাশে এখন উড্ডীয়মান হইতেছি। যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুবেশে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্ব্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন, যিনি অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া ভিক্ষান্নই পরম সুখ জ্ঞান করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস সার করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।] তাঁহার মনোহর চরিত পাঠ করিয়া পাঠকগণ সুখী হইবেন। বিশেষতঃ তাঁহার সর্ব্বত্যাগী জীবনে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে। স্থির শান্তমনে তাহা আলোচনা করিলে, সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রে গম্ভীর আধ্যাত্মিক জীবনের রসাস্বাদনে মগ্ন হইতে পারিবেন। অলমতি বিস্তারেণ।

শাক্যমুনিচরিত

ও

নির্ব্বাণতত্ত্ব

(১)

রাজা শুদ্ধোধন ও মায়াদেবী

এই ভারতভূমি অতি পুণ্য ভূমি ও অতি অপূর্ব্ব স্থান। এখানে কত মহাত্মারাই জন্ম গ্রহণ করিয়া দেশকে পবিত্র করিয়া গিয়াছেন; কত অমূল্য সত্য রত্ন দিয়া সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। যখন আর্যকুলতিলক ঋষিগণ মনোহর আশ্রমে উপবেশন করিয়া সমতানে সমস্বরে সেই আদিদেবদেবের স্তুতিবাদ করিতেন, আর সামগানে তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিতেন, তখনকার কি অপূর্ব্ব ভাব ছিল, স্মরণেও সুখোদয় হয়। যখন নৈমিষারণ্যে শ্বেতশ্মশ্রুধারী দীর্ঘকায় তেজঃপুঞ্জ শুদ্ধচেতা মুনিগণ ভগবদ্ভক্তিরস পান করিতে করিতে ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যা ও শ্রবণ করিতেন, তখনকার কি স্বর্গীয় ভাব, মনে হইলে চিত্ত আনন্দনীরে ভাসমান হয়। যখন ধ্যানস্তিমিতলোচন সমাধিস্থ যোগিগণ একান্তমনে পর্ব্বতকন্দরে বা সরয়ূতটে ব্রহ্মধ্যানে মগ্ন হইয়া চিদানন্দ পুরুষের দর্শনে অপার যোগানন্দ সম্ভোগ করিতেন, তখন ভারতের কি সুখের দিনই ছিল, ভাবিলেও চিত্তে আনন্দসঞ্চার হয়। কিন্তু কলিকালেতে সকলই বিলুপ্ত হইল। শেষ যখন ব্রাহ্মণ জাতিরা অত্যন্ত অহংকারে মত্ত হইলেন, বৈদিক শুষ্ক ক্রিয়াকলাপই ধর্ম্মের সার করিয়া মানিতে লাগিলেন, ব্রহ্মদর্শন আত্মসংযম যোগ তপস্যা চিত্তশুদ্ধি দয়া দাক্ষিণ্যাদি আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, অসার যাগ যজ্ঞ পশুবধ প্রভৃতি ঘৃণিত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন; আপনারা পুরোহিত ও শ্রেষ্ঠজাতি বলিয়া জনসমাজের প্রতি অন্যায় আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন; ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতিকে পদদলিত করিয়া কীট পতঙ্গের ন্যায় ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; বিধাতার রচিত সুন্দর মানবপ্রকৃতিকে তুচ্ছ করিয়া কেবল বেদের দোহাই দিয়া আপনাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতে যত্নবান হইলেন; যখন ব্রাহ্মণদিগের স্বার্থপর জীবনের দ্বারা বাসনা, তৃষ্ণা, কামনা, নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার ধর্ম্মই হিন্দুসমাজে দিন দিন প্রচারিত হইতে লাগিল; তৎকালে অসার ইন্দ্রিয়সুখভোগ ও বিলাস না কমিয়া বরং ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তখন সাধারণ জনগণ ধর্ম্মান্ধ, ব্রাহ্মণেরাই মনশ্চক্ষুর দাতা, তাঁহারা লোকদিগকে যে দিকে চালাইতেন, লোকে সেই দিকেই চলিত, সুতরাং প্রাণহীন মৃত দেহের যেরূপ দুর্গতি হয়, আর্যধর্ম্মের তদ্রূপ দুরবস্থা ঘটিল; ভাবহীন কতকগুলি শুষ্ক অনুষ্ঠানে ধর্ম্ম পরিণত হইল। বেদই সমুদায় জ্ঞানের চরম;

মানবের চিত্তে বেদ, বহির্ভূত আর জ্ঞান নাই, কর্ত্তব্যও নাই, এই মত দৃঢ় হইল। বাস্তবিক মানুষের স্বাধীনতা একেবারে বিলুপ্ত হইল। ঈশ্বরদত্ত সহজ জ্ঞান, বিবেক, বুদ্ধি ও প্রেম ভক্তির ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। বেদে বিশ্বাস না করিলেই নাস্তিকতা। তখন প্রতিগৃহস্থের গৃহে যজ্ঞার্থ অসংখ্য অসংখ্য পশু বধ হইতে লাগিল। বাস্তবিক তৎকালে ভারত সেই অপবিত্র রক্তপ্লাবনে প্লাবিত হইয়াছিল, ঘরে ঘরে সোমরসপান ও মাংসাহার প্রচুর পরিমাণে প্রচলিত হইল। যজ্ঞানুষ্ঠানের নামে আর্য্যনরনারী বিলক্ষণ মদ্য মাংসের বশীভূত হইয়া আসুরিক ধর্ম্মের আধিপত্য বিস্তার করিলেন। এই সময়ে আর্য্যবংশীয়েরা অত্যন্ত হীনাবস্থায় উপনীত হইয়া কলঙ্কের ধ্বজা উড়াইলেন। বিধাতার রাজ্যে একাদিক্রমে অন্যায় অত্যাচার আর কত কাল চলিতে পারে? মানবজীবন আর কত দিন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিতে পারে? জনসমাজ আর কত কাল দুরাচারী পাপ-ভারাক্রান্ত লোকদিগকে বহন করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিতে সক্ষম? যিনি ভুবনবিজয়ী বিশ্ববিধাতা, তিনি নিয়ত জাগ্রত থাকিয়া এই মানবজীবনের পরিচালক হইয়া স্থিতি করিতেছেন; তিনি মানব মানবীর আধ্যাত্মিক গতি ও লক্ষ্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া যুগে যুগে কত প্রকার লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; তিনি যে সকলের মজ্জা ও অস্থিগত হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি কি আর ভারতের এরূপ অবস্থা দেখিয়া উদাসীন থাকিতে পারেন?

বস্তুতঃ যে ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিলে মনুষ্যের সমুদায় দুঃখের অবসান হয়, অন্তরে শান্তিসমীরণ সঞ্চারিত হইতে থাকে· হস্ত দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া কেবল পরসেবাতে নিযুক্ত হয়, আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া মানব নিচয়ের সুখে সুখী হয়, সেই ধর্ম্মের আশ্রয়ে থাকিয়া কি না তখনকার আর্য্যগণ ঘোর মায়াতে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন; অধর্ম, পাপ, নিষ্ঠুরতা, অহংকার, অত্যাচার করিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। এ সকল দূর করিবার জন্য স্বয়ং বিধাতাই নিয়ত প্রস্তুত রহিয়াছেন। এই সময়ে বাস্তবিক একটা ধর্মবিপ্লব প্রয়োজন হইয়া পড়িল। জনসমাজের দূষিত দুর্গন্ধবায়ু বিশুদ্ধীকৃত করিবার জন্য এক বজ্রসম মহাতেজস্বী পুরুষের আবির্ভাব নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িল। জনসমাজ বিশৃঙ্খল, ঘোর বিপদাক্রান্ত, ব্রাহ্মণেরা যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মাধর্ম্ম, বোধাবোধ, কাণ্ডাকাণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক, স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া নিজ ইষ্টসাধনে যত্নবান্ হইলেন, শাস্ত্রীয় মর্ম্ম পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়া স্বীয় অভিপ্রায়ানুযায়ী উহার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এই বিপ্লব দূর করিবার জন্য মহাশক্তিশালী শাক্য ভারতে অবতীর্ণ হইলেন। শাক্য যথার্থ অগ্নিময় তেজোময় জীবন লইয়া তৎকালে উপস্থিত হন। তিনি অন্ধকারের মধ্যে প্রকাণ্ড আলোক, মৃত্যুর মধ্যে জীবন, অসাড়তার মধ্যে অনুপম অলৌকিক তেজ। তিনি বিলাসের মধ্যে পরম বৈরাগ্য, আসক্তির মধ্যে পরম নির্ব্বাণ, নিষ্ঠুরতার মধ্যে বিপুল দয়া, অহঙ্কার ও আত্মম্ভরিতার মধ্যে বিনয় ও আত্মবিনাশরূপে অবতীর্ণ হইয়া অধর্ম্মের প্রতিবাদ করিতে আসিলেন। ইনি জ্বলন্ত অগ্নি, ইনি সাক্ষাৎ মহাশক্তি, ইনি জীবের নিকট প্রত্যক্ষ দয়ার অবতার।

নেপালের পার্ব্বত্য প্রদেশের সন্নিকটে রোহিণী নদীতীরে কপিলবস্তু* নগর সংস্থাপিত। ঐ নগর কাশীর উত্তর পূর্ব্ব ৫০ ক্রোশ দূরে গোরক্ষপুরের নিকটবর্তী। শুদ্ধোদন নামে এক পরম ন্যায়বান রাজা তথায় বাস করিতেন। তিনি পবিত্রান্ন ভোজন করিতেন বলিয়া শুদ্ধোদন নামে আখ্যাত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজা শুদ্ধোদন শাক্যবংশসম্ভূত। শাক্য কোন অভিধানিক শব্দ নহে। ইক্ষাকুবংশ হইতেই শাক্য-নামকরণ হয়। কথিত আছে যে, ইক্ষাকুবংশের কোন পূর্ব্ব পুরুষ পিতৃশাপে আক্রান্ত হইয়া গৌতমবংশীয় কপিল নামক মুনির আশ্রমে গিয়া লুক্কায়িতভাবে শাক (শেগুণ) বৃক্ষে বাস করিয়াছিলেন। তদবধি শাক্য নামে ঐ বংশ অভিহিত হয়। বোধ হয়, এই কারণেই বোধিসত্ত্বের নাম শাক্যসিংহ হইয়াছে অর্থাৎ শাক্যবংশের শ্রেষ্ঠ। যাহা হউক, রাজা শুদ্ধোদন ধর্ম্ম ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজকার্য্য সম্পাদন করিতেন। তাঁহার রাজ্যে প্রজারা অপূর্ব্ব সুখে কাল যাপন করিত, কোন প্রকার দৌরাত্ম্য বা অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। রাজা বাস্তবিক অমায়িক, দয়ালু ও দরিদ্রপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজ্যে দীন দুঃখীরা ক্লেশ পাইত না। সকলেই সন্তুষ্টচিত্ত ও পূর্ণমনোরথ। ললিতবিস্তরের তৃতীয় অধ্যায়ে রাজা শুদ্ধোদন ও রাজমহিষী মায়া দেবীর চরিত্র যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা সর্ব্বদোষশূন্য বোধ হয়। আমরা তাহার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রাজা শুদ্ধোদন "নাতিবৃদ্ধোনাতিতরুণোহতিরূপঃ সর্ব্বগুণোপেতঃ শিল্পজ্ঞঃ কালজ্ঞ আত্মজ্ঞো ধর্ম্মজ্ঞস্তত্ত্বজ্ঞো লোকজ্ঞো লক্ষণজ্ঞো ধর্ম্মরাজো ধর্ম্মেণানুশাস্তা।" বাস্তবিক তিনি অতি বৃদ্ধও নহেন, অতি যুবাও নহেন অর্থাৎ প্রৌঢ়াবস্থার লোক ছিলেন। এদিকে প্রিয়দর্শন ও রূপবান্ পুরুষ বলিয়া পরিচিত। রাজা সর্ব্বগুণান্বিত ও শিল্প-শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি সময়োচিত ব্যবহার বিলক্ষণরূপ জানিতেন, আত্মপরিচয় বেশ রাখিতেন, ধর্ম্ম ও বিবিধ তত্ত্ব সুন্দররূপে অবগত ছিলেন। মানবচরিত্রও বেশ বুঝিতে পারিতেন। লক্ষণালক্ষণ তাঁহার বিদিত ছিল। তিনি ধর্ম্মরাজ, ধর্ম্মানুযায়ী রাজ্যশাসন করিতেন। রাজার ধর্ম্মপত্নী মায়াদেবী অনুরূপা রাজ্ঞী ছিলেন। তিনিও অতি সুরূপা, আলেখ্যবিচিত্রদর্শনীয়া, সত্যবাদিনী, মৃদু-ভাষিণী। কদাপি দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনের প্রতি কর্কশ বা পরুষবাক্য প্রয়োগ করিতেন না। তাঁহার প্রকৃতি অতি শান্ত ও ধীর ছিল, তিনি স্বভাবতঃ অচপলা ছিলেন। মায়াদেবীর কথা বড় মধুর ছিল, তাঁহার স্বরও খুব মিষ্ট ছিল। নারী-জাতির মধ্যে অনেকের অসঙ্গত প্রলাপ, বাক্যে দিন যাপন করিয়া থাকেন, কিন্তু রাজমহিষী বড় প্রলাপ বাক্য কহিতেন না। তিনি অতিশয় লজ্জাবতী স্নেহশীলা ছিলেন, রাজঘরণী বলিয়া বিন্দুমাত্র অভিমান করিতেন না। তাঁহার চরিত্রে কেহ কখনই ঈর্ষা দেখিতে পায় নাই। ইনি একান্ত পতিব্রতা ছিলেন, লোকের প্রতি সর্ব্বদা প্রসন্ন

* বর্ত্তমান নাম কোহানা

থাকিতেন, দাস দাসী ও আত্মীয় স্বজনেরা কোন প্রকার অপরাধ বা অন্যায় কার্য্য করিলে অপ্রসন্ন হইয়া ক্রোধ প্রকাশ করিতেন না। রাজ্ঞীর স্বভাব অতি সরল ছিল। তিনি শঠতা বা কুটিলতা কিছুমাত্র জানিতেন না। মায়া কদাপি মুখরা বা প্রগল্‌ভা নারী বলিয়া অন্তঃপুরচারিণীদিগের নিকট পরিচিতা ছিলেন না। কথিত আছে যে, শাক্য জন্মপরিগ্রহ করিবার পূর্ব্বে এইরূপ এক দৈববাণী হয়ঃ—

"ন রাগরক্তা ন চ দোষদুষ্টা শ্লক্ষ্ণ মৃদু সা ঋজুস্নিগ্ধবাক্যা। অকর্কশা চাপরুষা চ সৌম্যা স্মিতামুখা* সা ভ্রূকুটীপ্রহীণা॥ ক্ষান্তা হ্যপত্রাপিণী ধর্ম্মচারিণী নির্ম্মাণ অস্তব্ধ * অচপলা চ। অনীর্ষ্যকা চাপ্যশঠা আমায়া ত্যাগানুরক্তা সহমৈত্রচিত্তা॥ কর্ম্মেক্ষণা মিথ্যাপ্রয়োগহীনা * সত্যে স্থিতা কায়মনঃসুসংবৃতা। স্ত্রীদোষজালং ভুবি যৎ প্রভূতং সর্ব্বং ততোহস্যাঃ § খলু নৈব বিদ্যতে॥ ন বিদ্যতে কন্যা মনুষ্যলোকে গন্ধর্ব্বলোকেহথ চ দেবলোকে। মায়ায়দেবীয়ে সমাকৃতাক্ষরী প্রতিরূপ॥ সা বৈ জননী মহর্ষেঃ॥ জাতীশতাং পঞ্চমনুনকারি সা বোধিসত্ত্বস্য বভূব মাতা। পিতা চ শুদ্ধোদন তত্র তত্র প্রতিরূপ** তস্মাজননী গুণান্বিতা॥

ব্রতে স্থিতা তিষ্ঠতি তাপসীব ব্রতানুচারী * সহ ধর্ম্মচারিণী॥ রাজ্ঞাভ্যনুজ্ঞাত-বরপ্রলব্ধা দ্বাত্রিংশমাসা ন কাম সেবতি *॥

শাক্য ঈদৃশী জননীর গর্ভে ও এইরূপ পিতার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিবেন বলিয়া উক্তরূপে উভয়ের চরিত বর্ণিত হইয়াছে। বৌদ্ধেরা বলেন যে, সিদ্ধার্থ অন্য বংশ পরিত্যাগ করিয়া কেবল শাক্যবংশকেই মনোনীত করিলেন কেন? ললিতবিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে, তিনি জম্বুদ্বীপের ১৮ স্থান ও ১৮ কুল অন্বেষণ করিয়া পরিশেষে শাক্য-কুলকেই নির্দ্দোষ বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। "পাণ্ডবকুলপ্রসূতৈঃ কৌরববংশো-হীতব্যাকুলীকৃতো যুধিষ্ঠিরো ধর্ম্মস্য পুত্র ইতি কথয়তি ভীমসেন বায়োরর্জ্জুন ইন্দ্রস্থ নকুলসহদেবাব-শ্বিনোরিতি" পাণ্ডবেরাও কুরুদিগকে ব্যাকুল করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা জারজ, অতএব এ কুলে মহৎ দোষ লক্ষিত হইতেছে। কেবলমাত্র শাক্যবংশই নির্দোষ।

এদিকে শ্রাবস্তি প্রদেশের রাজা শুদ্ধোদনের যশ মান চারি দিকে প্রচারিত হইল, তিনি নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্র রাজগণের নিকট বিশেষ আদরণীয় ও গৌরবান্বিত হইলেন,

---

* স্মিতমুখা।

** নির্ম্মানা অস্তব্ধা।

*** মিথ্যাপ্রয়োগহীনা।

**** তৎসর্ব্বমস্যাঃ।

***** মায়াখ্যদেব্যা সমীকৃতাক্ষরা প্রতিরূপা।

****** শুদ্ধোদনস্তত্র।

******* প্রতিরূপা।

* ব্রতানুচারিণী।

* দ্বাত্রিংশন্মাসা ন কামং সেবতে।

তিনি বলবীর্যেও অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁর সুখসমৃদ্ধির অপ্রতুল ছিল না, দাসদাসী, প্রভুত্ব ও ক্ষমতারও অভাব ছিল না, ইন্দ্রিয়সুখসেব্য বস্তুরও অনাটন ছিল না; কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্তের প্রসন্নতা কোথায়? পুত্র না- হওয়াতে পুন্নাম নরক হইতে উদ্ধার পাইবার আশা নাই, রাজার ও রাজমহিষীর মনে এই চিন্তাই অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিল। রাজা শুদ্ধোদনের দুই স্ত্রী, মায়া ও গৌতমী; কিন্তু উভয়েই পুত্রহীনা। এত বয়সে উভয়ের সন্তান হইল না দেখিয়া, রাজ্ঞীদ্বয়ও তাঁহার আর দুঃখের অবধি রহিল না।

পুত্রের চন্দ্রানন নিরীক্ষণ করিতে না পারায়, রাজকুল ঘন বিষাদে আচ্ছন্ন হইল। এ দিকে রাজ্ঞীও প্রায় তখন বর্ষীয়সী হইয়াছেন। তাঁহার চতুশ্চত্বারিংশ বৎসর অতীত হইয়া আসিল, সুতরাং সন্তান হইবার সম্ভাবনা হ্রাস হইতে লাগিল। এত বয়সে আর প্রসবের সম্ভাবনা থাকে না, এই বলিয়া সখীগণ কাণাকাণি করিতে লাগিল। একদা মায়াদেবী স্নানান্তে নানা ভরণভূষিতা অনুলিপ্তগাত্রা সুনীলবস্ত্রপরিধায়িনী ও অনেক সখীগণ দ্বারা পরিবৃতা হইয়া রাজা শুদ্ধোদনের সঙ্গীতি প্রাসাদে উপস্থিত হইলেন। তথায় তিনি রাজার দক্ষিণপার্শ্বে রত্নজালখচিত ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ঈষৎ হাস্য করিয়া রাজাকে এই গাথা বলিলেন, "হে সাধো, হে পার্থিব, হে ধর্ম্মপাল, আমি আপনার নিকট হইতে এক ভিক্ষা চাই, হে রাজন্, অদ্য আপনি আমায় সেই বর দান করুন। আপনি অত্যুন্নত, প্রীতমনা হইয়া হৃদয় মনের হর্ষবর্দ্ধক অভিপ্রায়ও আমার নিকট শ্রবণ করুন। দেখুন, আমি সমুদায় জগদ্বাসীর প্রতি মৈত্রচিত্তা এবং অষ্টাঙ্গ পোষণ করে এমন দেবব্রতশীল শ্রেষ্ঠোপবাসও গ্রহণ করিয়াছি। আমি প্রাণী হিংসা করি না, সদা শুদ্ধভাব পোষণ করিয়া থাকি, আত্মাবৎ অপরকেও প্রেম করিয়া থাকি। আমার মন স্ত্রীসুলভ দোষবিবর্জ্জিত, আমাতে প্রমত্ততা বা লোভ নাই, হে রাজন্, আমি কামনার বিষয় লইয়া মিথ্যাচরণ করি না। আমি সত্য পালন করিয়া থাকি, লোকের ঐশ্বর্য্যাদি দেখিলে কাতর হই না, কখন কঠোর কথা বলি না, আমি অশুভ সন্ধানে প্রলাপ করি না। আমার পরদোষানুসন্ধান দোষও নাই, মোহমদবিহীনাও হইয়াছি, সকল প্রকার অবিদ্যা আমাতে আর স্থান পায় না। এক্ষণ স্বধনেই পরিতুষ্টা থাকি। নিয়ত সমাহিত এবং কপটাচার ও ঈর্ষাবিবর্জ্জিত হইয়া এই দশ প্রকার শুভ কর্ম্ম আচরণ করিব। অতএব, হে নরেন্দ্র, আপনি আর আমার প্রতি ইন্দ্রিয়াসক্তচিত্ত রাখিবেন না*।" এইরূপে নানা কথা বলিয়া তিনি সেই প্রমোদ প্রাসাদোপরি সখীগণ সহ শয়ন করিয়া রহিলেন। মহাপুরুষগণের জন্ম-বৃত্তান্ত প্রায় অলৌকিকভাবে বর্ণিত হইয়া থাকে। বিশ্ববিধাতার স্বাভাবিক নিয়মে সাধারণ মানবের যেরূপ উৎপত্তি হয়, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবদ্ভক্তদিগেরও জন্ম সেই নিয়মে হয়, জীবনালেখ্য-লেখকেরা সেইরূপে কারণ নির্দ্দেশ না করিয়া, কিছু কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকেন; কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ অমূলকও নহে। ঐ কবিত্বের মধ্যে কিছু গূঢ় আধ্যাত্মিক ভাব নিহিত থাকে। কারণ তাঁহারা নাকি বিশেষ অভিপ্রায়-

---

* ললিতবিস্তর পঞ্চম অধ্যায়।

সাধনের জন্য জগতে প্রেরিত হন এবং সেই অভিপ্রায়সাধনের উপযোগিনী বিশেষ ঐশী-শক্তি তাঁহাদের আত্মাতে নিহিত থাকে। বিধাতা স্বয়ং তাঁহাদের আত্মাতে ঐ শক্তি সঞ্চারিত করেন, সুতরাং তাঁহাদের শারীরিক জন্ম সামান্য মনে করিয়া লেখকগণ তাঁহাদের আধ্যাত্মিক জন্মই বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। বুদ্ধদেব "বহুজন-হিতায় বহুজনসুখায়" অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। দয়া ও নির্ব্বাণ অর্থাৎ শান্তি শিক্ষা দিবার জন্য শাক্যের আগমন প্রতীত হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার জন্ম কবিত্বের আস্পদ হইবে, বিচিত্র কি? যাহা হউক, শাক্যমুনির জন্মবিষয়ে ললিতবিস্তরে অনেক অলৌকিক ব্যাপার বিবৃত হইয়াছে। যখন মায়াদেবী প্রমোদপ্রাসাদের উপরিভাগে সখীগণ সহ শয়ন করিয়াছিলেন, তখন এই অপূর্ব্ব স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন :—

"হিমরজতনিভশ্চ ষড়্‌বিষাণঃ সুচরণ চারুভুজঃ সুরক্তশীর্ষা।
উদরমুপগতা গজপ্রধানো ললিতগতির্দৃঢ়বজ্রগাত্রসন্ধিঃ॥
ন চ মম সুখ জাতু এব রূপং দৃষ্টমপি শ্রুতং নাপি চানুভূতং।
কায়সুখচিত্তসৌখ্যভাবা যথরিব ধ্যানসমাহিতা অভূবম্॥"

তুষার বা রজতের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, ছয়টি দন্তযুক্ত, মনোজ্ঞকর, সুন্দর চরণ ও সুরক্ত শীর্ষদেশবিশিষ্ট, গাত্রসন্ধিসকল বজ্রসম সুদৃঢ়, একটি গজশ্রেষ্ঠ মনোহর গতিতে তাঁহার দরে প্রবেশ করিল। তৎকালে তাঁহার কিরূপ সুখোদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যেন সমাধির অবস্থার সুখ ভোগ করিতেছেন, এইরূপ প্রতীত হইয়াছিল। ভাবিলেন, এ কি, কখনও ত আমার এরূপ সুখ হয় নাই এরূপ অপূর্ব্ব রূপ ত কখন দেখি নাই, শুনি নাই ও অনুভব করি নাই। ধ্যানসমাহিত ব্যক্তির যেরূপ শরীর মনে সুখ হয়, এ যে তেমনি সুখ *। এই স্বপ্ন-দর্শনে রাজ্ঞীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল, অপূর্ব্ব আনন্দে তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। আহ্লাদে আর প্রতীক্ষা করিতে না পারিয়া, বিগলিত ভূষণবসন প্রায় হইয়া সখীগণ সহ প্রাসাদের শিখরদেশ হইতে অবতীর্ণ হইলেন এবং অশোকবনিকা নামক স্থলে উপবিষ্ট হইয়া রাজার নিকট এক দূত পাঠাইয়া দিলেন। দূত গিয়া স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জানাইল। বলিল, মহারাজ শীঘ্র আসুন দেবী আপনাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছেন।

রাজা দূতের প্রমুখাৎ এই আনন্দের কথা শ্রবণ করিয়া, আহ্লাদে কম্পিতকলেবর হইয়া অমাত্যগণসহ, যথায় রাজমহিষী উপবিষ্টা ছিলেন, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজ্ঞীকে সহাস্য দেখিয়া রাজার মনে আনন্দ ধরে না। তখনই গণক ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাহাদিগকে এই বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করাতে, তাহারা উত্তর করিল, মহারাজ, সকল প্রাণীর হিতকারী আপনার এক রাজচক্রবর্ত্তী পুত্র জন্মিবে। তখন আবার রাজা শুদ্ধোদনের নিকট এইরূপ দৈববাণী হইল :—

"তুষিতপুরি চ্যবিত্বা বোধিসত্ত্বো মহাত্মা
নৃপতি তব সুতত্বং মায়াকুক্ষোপপন্নঃ।"

---

* ললিতবিস্তর ষষ্ঠ অধ্যায়।

হে নৃপতি, [কোন শঙ্কার কারণ নাই] মহাত্মা বোধিসত্ত্ব তুষিতপুর পরিত্যাগ করিয়া আপনার পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবেন বলিয়া মায়াদেবীতে উৎপন্ন হইয়াছে। যাহা হউক, রাজ্ঞীর গর্ভসঞ্চার হওয়াতে রাজা প্রফুল্লচিত্ত হইলেন, অন্তঃপুরচারিণীরা নানাবিধ মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। এই শুভবার্ত্তাশ্রবণে নাগরিক জনগণ ও প্রজাবর্গ আনন্দোৎসব করিতে লাগিল, বাস্তবিক কপিলবস্তু নগরে আনন্দের রোল উঠিল। রাজাও এই অবকাশে ব্রাহ্মণদিগকে বিবিধ প্রকার মিষ্টান্ন ও বস্ত্র দান করিতে লাগিলেন। এ দিকে কপিলবস্তু নগরের চারি শৃঙ্গদ্বারে দানের বিশেষ ব্যবস্থা হইল, বোধিসত্ত্বের পূজার্থ এই সকল বস্তু বিতরিত হইতে লাগিল। রাজা অন্নার্থীদিগকে অন্ন, পানার্থীদিগকে পানীয়, বস্ত্রার্থীদিগকে বস্ত্র, যানার্থীদিগকে ঘোটকাদি বিতরণ করিয়া চিত্ত প্রসন্ন করিলেন। বৃদ্ধ বয়সে সন্তান সম্ভাবিত হইল বলিয়া, রাজা ও রাজমহিষী যে কি পর্য্যন্ত পুলকিত হইলেন, তাহা আর বর্ণনার বিষয় নহে।

২

বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার

বৌদ্ধধর্ম্ম অত্যন্ত প্রাচীন। ইহা যে শাক্যসিংহ হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও ঐ ধর্ম্মের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকি রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে লিখিত হইয়াছে যে ;—

"যথা হি চোরঃ স তথা হি বুদ্ধ-
স্তথাগতং নাস্তিকমত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
ন নাস্তিকেনাভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।।"

চোর যেমন দণ্ডনীয়, বুদ্ধও নাস্তিকও তেমনি দণ্ডনীয় জানিবে। অতএব প্রজাগণের হিতের জন্য দণ্ডার্হব্যক্তিকে দণ্ডদান করিতে হইবে। পণ্ডিত ব্যক্তি নাস্তিক সহ সম্ভাষণাও করিবেন না*। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বেও বৌদ্ধধর্ম্মের নাম আছে। শ্রীমদ্ভাগবতের কোন কোন স্থানে বুদ্ধাবতারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা ব্যতীত বায়ু ও কল্কিপুরাণ প্রভৃতিতে বুদ্ধাবতার ও বৌদ্ধধর্ম্মের বিষয় লিখিত

* বৌদ্ধাদয়ো রাজ্ঞশ্চোরবদ্দণ্ড্য ইত্যাহ যথাহীতি। বুদ্ধো বুদ্ধমতানুসারী তথা চৌরোবদ্দণ্ড্য ইতি হি প্রসিদ্ধং। নাস্তিকং চার্ব্বাকং তথাগতং তৎসদৃশং চোরবদ্দাণ্ড্যং বিদ্ধি। নাস্তিক বিশেষস্তথাগতঃ তমপি চোরবদ্দণ্ডমিতি শেষ ইত্যন্যে, বেদপ্রামাণ্যাপহর্ত্তৃত্বেন তেষামপি চোরত্বাৎ হি নিশ্চয়েন তস্মাৎ প্রজানামানুগ্রহায় রাজ্ঞা চোরবদেব দণ্ডয়িতুং শক্যতমো যঃ স চোরবদ্দণ্ড্যঃ। দণ্ডযোগ্যো তু বুধো ব্রাহ্মণো নাস্তিকেন অভিমুখো ন স্যাৎ, তৎসম্ভাষণাদি ন কুর্ব্বীতেত্যর্থঃ। তুল্যন্যায়াদ্দণ্ডাসমর্থো ব্রাহ্মণোপি তদ্বিমুখঃ স্যাদিতি সূচিতম্। টী।

হইয়াছে। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম মহাতপস্বী সিদ্ধার্থ শাক্যমুনির পূর্ব্বেও অতি প্রাচীনকাল হইতে লোকে প্রসিদ্ধ ছিল। অতএব বৌদ্ধধর্ম্ম যে আধুনিক নহে, প্রত্যুত অতি পুরাতন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু পূর্ব্বকাল হইতে বৌদ্ধদিগকে শাস্ত্রকারেরা নাস্তিকের ন্যায় অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়া আসিতেন, নিতান্ত ভ্রষ্টাচারী বলিয়া তাঁহাদিগের সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন অভিধানপ্রণেতা অমর সিংহ ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি গ্রন্থকারেরা স্বীয় গ্রন্থে বুদ্ধের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। অনেকে অনুমান করেন যে, তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন। বাস্তবিক তৎকালে বিবিধ গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসরণ করিতেন। "ধর্ম্মকেতুঃ শ্বেতকেতুঃ" ইত্যাদি স্থলে বিষ্ণুর নামাবলির সঙ্গে ইহারও নাম দিয়াছেন। ধর্ম্মকেতু, শ্বেতকেতু, খজিৎ, মহাবোধী, পঞ্চজ্ঞান, মহামুনি, সর্ব্বদর্শী, মহাবল, বহুক্ষণ, ত্রিমূর্ত্তি, সিদ্ধার্থ, শাক্য, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, অর্কবন্ধু, মায়াদেবীসুত, গৌতম, শৌদ্ধোদনি। হেমচন্দ্র আটটি নাম উল্লেখ করিয়াছেনঃ—শাক্যসিংহ, অর্কবান্ধব, রাহুলসু, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, গোতমান্বয়, মায়াসুত, শুদ্ধোদনসুত ও দেবদত্তাগ্রজ। কল্কি ও গণেশ পুরাণেও বৌদ্ধধর্ম্মের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম্মের পুরাতনত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য আর বিশেষ প্রয়াস পাইবার প্রয়োজন নাই, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারেন। শাক্যসিংহ হইতেই এই ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার ও স্থাপনা হয়; কিন্তু বুদ্ধের শিষ্যগণ বলেন, তথাগত শেষ সপ্তম বুদ্ধ। ইহার পূর্ব্বে আরও ৫৫জন বুদ্ধ পর্য্যায়ক্রমে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন*, তন্মধ্যে শম্ভুপুরাণ হইতে শেষ ছয় বুদ্ধের সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করা যাইতেছে। শম্ভুপুরাণ নেপালস্থ বুদ্ধেরাই সমাদর করিয়া থাকেন, তাহার অধিকাংশ কেবল অলৌকিক অসার গল্পে পরিপূর্ণ। সুতরাং তৎসমস্তই প্রকৃত ইতিহাস বলিয়া কোন ক্রমেই গ্রহণ করা যাইতে পারে না। তবে সত্যদর্শী সারগ্রাহী লোকেরা কণ্টকবন হইতেও জীবের হিতকারী ঔষধলতা আহরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। কথিত আছে যে, পূর্ব্বে নেপাল অগাধ জলরাশিপূর্ণ গোলাকার মাত্র ছিল। ইহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বতরাজি ঘননিবিড় অরণ্যানী সমাচ্ছাদিত। তথায় নানাবিধ পশু পক্ষী আনন্দে বিচরণ করিয়া

* ললিতবিস্তরের প্রথম অধ্যায়ে দেখিতে পাওয়া যায়—যথা "অপ্রমাণবুদ্ধধর্ম্মনির্দ্দেশঃ পূর্ব্বকৈরপি তথাগতৈর্ভাষিতং পূর্ব্বে।" পূর্ব্বতন তথাগত বুদ্ধগণ যে বুদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, পুনরায় আপনি এই ললিতবিস্তরে সেই নিজধর্ম্ম প্রকাশ করুন। সেই পূর্ব্বতন তথাগত,—

পদ্মোত্তর, ধর্ম্মকেতু, দীপঙ্কর, গুণকেতু, মহাকর, ঋষিদেব, শ্রীতেজা, সত্যকেতু, ব্রজসংহত, সর্ব্বাভিভু, হেমবর্ণ, অত্যুচ্চগামী, প্রবাতসার, পুষ্পকেতু, বররূপ, সুলোচন, ঋষিগুপ্ত, জিনবক্ত, উন্নত, পুষ্পিত, ঊর্ণতেজা, পুষ্কর, সুরশ্মি, মঙ্গল, সুদর্শন, সিংহতেজা, স্থিতবুদ্ধিদত্ত, বসন্তগন্ধি, সত্যধর্ম্মবিপুলকীর্ত্তি, তিষ্য, পুষ্য, লোকসুন্দর বিস্তীর্ণভেদ, রত্নকীর্ত্তি, উগ্রতেজ, ব্রহ্মতেজা সঘোষ, সুপুষ্প সুমনোজ্ঞঘোষ, সুচেষ্টরূপ, প্রহসিতনেত্র, গুণরাশি, মেঘস্বর, সুন্দরবর্ণ, আয়ুস্তেজা সললিগজগামী, লোকাভিলাষিত, জিতশত্রু, সম্পূজিত বিপশ্চিৎ, শিখি, বিশ্বভু, ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্যপ।

সুখে বিহার করিত, স্থানে স্থানে অতি মনোহর নির্ঝর সকল মধুরস্বরে প্রবাহিত হইয়া বিভুগুণগানে প্রকৃতিকে সতত আহ্বান করিত। এই জলরাশিপূর্ণ বৃত্তটির নাম নাগবাস হ্রদ ছিল। ইহা হিমাচলের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। ঐ প্রদেশে নাগাধিপতি কর্কোতক অধিবাস করিতেন। ঐ হ্রদে নাকি পদ্ম জন্মিত না। একদা বিপশ্চিৎ বুদ্ধ মধ্যদেশস্থিত বিন্দুমতি নগর হইতে অনেক ভিক্ষু শিষ্য সমভিব্যাহারে লইয়া নাগবাসহ্রদে উপস্থিত হইলেন। তিনি তিন বার ঐ সরোবর প্রদক্ষিণ করত বায়ু-কোণাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন এবং একটি পদ্মমূল লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক জলে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "যখন এই মূল বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া পল্লবিত ও কুসুমিত হইবে, তখন ইহার কমল হইতে অগ্নিস্থ ভুবনেশ্বর স্বয়ম্ভূ অগ্নিশিখারূপে আবির্ভূত হইবেন। পরে সেই হ্রদ কর্ষিত ও জীবসমূহের বাসভূমি হইবে।" এই কথা বলিয়া তিনি অন্তর্হিত হইলেন। পরিশেষে তাঁহার বাক্য সফল হইল। সেই অবধি নাকি নেপাল বাসোপযোগী হইয়াছে।

পরে দ্বিতীয় বুদ্ধ শিখী নাগবাসদর্শনমানসে তথায় সমাগত হইলেন। ভূপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণের অনেক লোক আপন জনক জননী ভ্রাতা ভগিনী পুত্র-কলত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া, নির্ব্বাণমুক্তি-লাভাশয়ে তাঁহার অনুসরণ করিয়াছিলেন। শিখী সেই হ্রদস্থিত জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ম্ভূকে দর্শন করেন এবং ভক্তিরসে প্লাবিত হইয়া প্রেমবিগলিতচিত্তে তাঁহার স্তবস্তুতি করিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিলেন। ঐ হ্রদ তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া শিষ্যদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এই স্থান স্বয়ম্ভূর প্রিয় ভূমি এবং প্রাণিপুঞ্জের আবাসস্থল হইবে। মনুষ্য ও অপরাপর জীব স্থানান্তর হইতে আসিয়া এখানে বাস করিবে। এই স্থান পর্য্যটক ও তীর্থদর্শকদিগের সুখের আলয় হইবে। হে বৎসগণ, অধুনা আমার অন্তর্ধানের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমরা এখন বিদায় গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব দেশে চলিয়া যাও। এই কথা বলিয়াই শিখী হ্রদে প্রবিষ্ট হইয়া এক কমল তুলিয়া স্বয়ম্ভূতে বিলীন হইলেন। কয়েকজন শিষ্যও নাকি তদনুরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া অন্তর্হিত হইলেন। অবশিষ্ট সকলে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

তৃতীয় বুদ্ধ বিশ্বভূও শিষ্যবৃন্দপরিবৃত হইয়া শিখীর ন্যায় উক্ত সরোবর পরিদর্শন করিতে আসেন। তিনি ত্রেতা যুগে মধ্যদেশস্থিত অনুপম পুরীতে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্বভূ পরম দয়ালু ছিলেন। দেশীয় জনগণের হিতসাধনব্রতে যাবজ্জীবন ব্রতী ছিলেন। তাঁহাদের জ্ঞানধর্ম্মের উন্নতিসাধনে তাঁহার জীবন ক্ষয় হয়। তিনিও ঐ মনোহর সরোবরে সমাগত হইয়া স্বয়ম্ভূকে দর্শন করেন এবং তাঁহার আরাধনা করিয়া বলিলেন যে, এই সরোবর হইতে ভবিষ্যতে প্রজ্ঞারূপিণী গয়েশ্বরী আবির্ভূতা হইবেন এবং বোধিসত্ত্ব এই স্থানে শুভাগমন করিবেন। এই স্থান নানাবিধ জীবে সমাকীর্ণ হইবে। ইহা বলিয়া তিনিও স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যে বোধিসত্ত্বের বিষয় উল্লিখিত হইল, তাঁহার নাম মঞ্জুশ্রী। তিনি নাকি

ত্রেতাযুগে মহাচীন দেশান্তর্গত পঞ্চশীর্ষ পর্ব্বতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাধুতা ও জ্বলন্ত অগ্নিময় বাক্যবলে অনেক শিষ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সরল কৃষক হইতে প্রকাণ্ড প্রতাপশালী রাজগণকে পর্য্যন্ত ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া চীনের অধিপতি ধর্ম্মকর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া, তাঁহার শিষ্যবর্গের মধ্যে মিলিত হইয়াছিলেন। বিশ্বভূর নাগবাস গমনের পর একদা মঞ্জুশ্রী এই ভূমণ্ডলের কোথায় কি ঘটনা ঘটিতেছে, তাহা নির্জ্জনে অনন্যমনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় ধ্যানস্তিমিতলোচনে ঐ হ্রদস্থিত স্বয়ম্ভূর অপূর্ব্ব দিব্যমূর্ত্তি তিনি দর্শন করিলেন। এই অলৌকিক অপরূপ রূপ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়া গেলেন এবং ভাবিলেন যে, ঐ পবিত্র স্থানে গমন করিয়া জীবন সার্থক ও কৃতার্থ করিব; আপনি ধন্য হইব। তিনি অনতিবিলম্বেই শিষ্যমণ্ডলী ও নিজ পত্নীদ্বয়কে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন এবং সরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। হ্রদের জলগমনের পথ অবলোকন করিয়া নিতান্ত আহ্লাদিত হইলেন। এই স্থান জীবের বাসোপযোগী হইবে বলিয়া হস্তস্থিত তরবারি দ্বারা পর্ব্বত দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। তখন হ্রদের জল নির্গত হওয়াতে সব শুষ্ক হইয়া গেল। সেই অবধি হ্রদ ভূমিতে পরিণত হইয়া শেষে নেপাল রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল।

কিছুকাল পরে চতুর্থ বুদ্ধ ক্রকুচ্ছন্দ (করকেতুচন্দ্র) মহারাজ ধর্ম্মপাল ও অপরাপর শিষ্যগণকে সঙ্গে লইয়া মধ্যদেশস্থিত ক্ষমাবতী নগর হইতে নেপালে সমাগত হয়েন। তথায় ভক্তিভরে স্বয়ম্ভূর বন্দনাদি করিয়া তিনি গয়েশ্বরীর পূজা করিতে লাগিলেন। পরে নাকি তিনি গয়েশ্বরীর পূজা করিয়া শিবপুরে চলিয়া গেলেন। শিষ্যগণের মধ্যে দ্বিজতনয় গুণধ্বজ ও ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত অভয়ানন্দ উভয়ে সেই মনোহর স্থান পরিদর্শন করিয়া, ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করত তথায় বাস করিবেন স্থির করিয়া, কৃতাঞ্জলিপূর্ব্বক ক্রকুচ্ছন্দের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু তথায় জল না থাকাতে দীক্ষাসময়ে অভিষেক কিরূপে হইবে, ইহা ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহার আজ্ঞাতে ভঙ্গবতী নামে এক প্রবল নদী সেই পর্ব্বত হইতে বিনিঃসৃত হইল। ক্রকুচ্ছন্দ সেই জলে উভয়কে ভিক্ষুধর্ম্মে দীক্ষিত ও অভিষিক্ত করিলেন। তদনন্তর মহারাজ ধর্ম্মপাল ও যে যে শিষ্য তথায় বাস করিতে অভিলাষ করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে তথায় রাখিয়া আসিয়া, নিজে ক্ষমাবতীতে প্রত্যাগত হইলেন। এইরূপে নেপালবাসীরা নানাবিভাগে ও জাতিতে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

পঞ্চম বুদ্ধ কনকমুনিও পূর্ব্বের ন্যায় অনেক শিষ্য লইয়া মধ্যদেশবর্ত্তিনী শুভবতী নগরী হইতে নেপালে আগমন করেন। তথায় কিয়দ্দিবস অবস্থিতি করিয়া স্বয়ম্ভূর অর্চ্চনাদি করিলেন, পরে অনেক শিষ্যবৃন্দসহ স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। অবশিষ্ট যাঁহারা সেখানে বাস করিতে লাগিলেন, তাঁহারা বুদ্ধ কনকমুনির অনুসরণ করিয়া স্বয়ম্ভূর বন্দনায় একান্ত মগ্ন হইয়া জীবন অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ বুদ্ধ কাশ্যপ বারাণসীর সন্নিকটস্থ মৃগদাবনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নেপালে আসিয়া ঐ স্বয়ম্ভুর পূজা করিয়াছিলেন। বাস্তবিক ষড়্‌বুদ্ধসম্বন্ধে এইমাত্র উপন্যাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু প্রকৃত ইতিহাস পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই।

শেষ বুদ্ধ শাক্যমুনিই যে বিস্তীর্ণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তাঁহারই পবিত্র জীবনের বলে ও মানবজাতির প্রতি অপূর্ব্ব দয়াগুণে ঐ ধর্ম্ম এতদূর বিস্তৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। সর্ব্বার্থসিদ্ধ মহাত্মা শাক্যমুনি ঐ ধর্ম্মের প্রাণ। ভক্তচূড়ামণি চৈতন্যও পরম যোগী মহর্ষি ঈশা যেরূপ কোন ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই, তাঁহাদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন ও উপদেশাবলিই পরিশেষে তৎসম্প্রদায়স্থ লোকের মধ্যে ধর্ম্মতত্ত্বরূপে পরিগৃহীত ও আদৃত হইয়া আসিয়াছে, তদ্রূপ শাক্যমুনিও কোন বিশেষ গ্রন্থ রচনা করেন নাই। তাঁহার মহৎ জীবন ও উপদেশই বৌদ্ধতত্ত্বরূপে বৌদ্ধগণের নিকট প্রচারিত ও আপ্তবাক্য বলিয়া পূজিত হইয়া আসিয়াছে। বিশেষতঃ প্রায় সহস্র বৎসর হইল প্রবল হিন্দুরাজগণের দৌরাত্ম্যে বৌদ্ধেরা ভারত হইতে তাড়িত ও বহিষ্কৃত হওয়াতে, এই ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থনিচয় অতিশয় দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। এজন্য ইহার অনেক গভীর তত্ত্ব অবগত হওয়া সম্ভবপর নহে। নেপালবাসী বৌদ্ধেরা বলেন, বৌদ্ধধর্ম্মের ৮৪ সহস্র গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে কতক পুস্তক পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থাবলীকে নবধর্ম্ম বলে *।

অষ্ট সাহস্রিক, গণ্ডব্যূহ, দশভূমীশ্বর, সমাধিরাজ, লঙ্কাবতার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, তথাগতগুহ্যক, ললিতবিস্তর ও সুবর্ণপ্রভাস এইগুলিই প্রধান। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় এই গ্রন্থগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায় ;—যথা, প্রজ্ঞাপারমিতা, দেবপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, সারিপুত্রকৃত অভিধর্ম্ম, ললিতবিস্তর, কারন্ডব্যূহ, ধর্ম্মস্কন্ধপদ, ধর্ম্মবোধ, ধর্ম্মসংগ্রহ, সপ্তবুদ্ধস্তোত্র, বিনয়সূত্র, মহান্যসূত্র, মহান্য সূত্রালঙ্কার, জাতকমালা, অনুমানখন্ড, চৈত্যমাহাত্ম্য, বুদ্ধশিক্ষাসমুচ্চয়, বুদ্ধচরিত, বুদ্ধপাল তন্ত্র ও সংকীর্ণ তন্ত্র প্রভৃতি।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম অতিশয় জটিল, ইহার বৈজ্ঞানিক মত নিতান্ত অস্ফুটতর ও দুর্ব্বোধ্য : সুতরাং ইহার অন্তর্গত অনেক কথা বোধগম্য না হওয়াতে, ভালরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করা দুষ্কর। তবে মোটামুটি এক প্রকার বেশ প্রতীত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই ধর্ম্মে ঈশ্বরের অস্তিত্বসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোনরূপ মতামত প্রকাশিত হয় নাই। কতক পরিমাণে স্বভাববাদী বলিলেও বলা যাইতে পারে। সাংখ্যদর্শনকার কপিল যেরূপ সৃষ্টিসম্বন্ধে স্বভাবকেই সকলের মূল করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন, বৌদ্ধ ধর্ম্মে সেরূপ নহে। ইহাতে অনেক পৌরাণিক উপন্যাস এবং অসার অযৌক্তিক কথা লিখিত আছে। কঠোর জ্ঞান ও মতের জটিলতা সত্ত্বেও যে এ ধর্ম্ম এত দূর বিস্তৃত হইয়াছে, এমন কি, ইহাকে বিশ্বব্যাপী বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, তাহা কেবল বুদ্ধের পবিত্রতা, দয়া ও শান্তিগুণে। কোথায় ভারত, আর কোথায় ল্যাপল্যান্ড, এত

* বাবু রামদাস সেনের ঐতিহাসিকরহস্য।

দূরতর দেশে বুদ্ধের স্বর্গীয় আলোক প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছিল। নেপাল, কাবুলের কতক স্থান, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, রাশিয়া, সাইবিরিয়া, ল্যাপল্যান্ড, ডচ অধিকারভুক্ত বালিদ্বীপ, ব্রিটিশ-অধিকারস্থান কাশ্মীর, লিউকেনদ্বীপ, কোরিয়াদ্বীপ, মাঞ্চুরিয়া, সিংহল, ব্রিটিশ বর্ম্মা, বর্ম্মা, শ্যাম, আসাম, ভোটান ও সিকিম, এত দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। সমুদায় পৃথিবীর লোক-সংখ্যা গণনা করিলে ১২৫ এক শত পঁচিশ কোটি মাত্র। তাহার মধ্যে বৌদ্ধ ৫০ পঞ্চাশ কোটি। তাহা হইলে প্রায় অর্দ্ধেক পৃথিবী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিতে হইবে। রিস্ ডেভিড্স্ সাহেব বলেন, ইহা ব্যতীত পূর্ব্বে আর অনেক দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব ছিল। আমাদের প্রিয়তম ভারতে এই ধর্ম্ম প্রায় ১৫ শত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে ভারতাকাশে এই প্রখর সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে। হায়! এক সময়ে যাহার এত তেজ ও অসীম বল, সেই ভারতে এখন তার চিহ্নও নাই বলিলে হয়। বাস্তবিক এক সময়ে হিন্দুজাতির গৌরবস্বরূপ হইয়া এই ধর্ম্ম জগতের অনেক কল্যাণ বিধান করিয়াছে। একা বুদ্ধের জন্য পৃথিবীর নানাদেশে হিন্দুজাতির সমাদর হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মহাপুরুষদের আগমন বড় সহজ নহে, এক ব্যক্তির জন্য সেই জাতি পৃথিবীর নিকট পরিচিত, সম্মানিত ও আরাধিত হয়। তাহার কারণ এই যে, মহাপুরুষেরা যে জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন, সেই জাতির মধ্যে এক হইয়া যান, তাঁহারা তাহাদের রক্তে রক্তে, অস্থিতে অস্থিতে, হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া থাকেন। তাঁহারা আর স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিতি করিতে পারেন না। এই ধর্ম্মবলে বিজ্ঞান শিল্প কারুকার্য্য ও স্থাপত্যবিদ্যার বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে। এই ধর্ম্মের প্রভাবে বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান ও চরিত্রশুদ্ধি ও সুবিমল নীতির বিস্তার হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রিত লোকেরা এই ভারতে এক সময়ে উচ্চ বৈরাগ্য, গভীর ধ্যান, নির্ব্বিকল্প সমাধি প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহারাই জীবের প্রতি দয়ার একান্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এক সময়ে ভারতের স্থানে স্থানে নিভৃত পর্ব্বতকন্দরে আশ্রম স্থাপন করিয়া, ধর্ম্মচর্চ্চা ও গভীর সাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এমন ধর্ম্মের অধ্যাত্ম তত্ত্বসকল অবগত হওয়া নিতান্তই প্রয়োজন ও আত্মার পক্ষে নিতান্ত কল্যাণকর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

৩

শাক্যের জন্ম ও কৈশোর জীবন

এদিকে রাজ্ঞী মায়াদেবী ক্রমে পূর্ণগর্ভা হইলেন। শরীর অবসন্ন ও অলস প্রায় হইয়া আসিল, বিশেষতঃ গুরুভারে আক্রান্ত হইয়া মৃদুমন্থর গতিতে পদবিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার লাবণ্য ও দিব্য কান্তি ঐ অবস্থায় আরও দশ গুণ বাড়িল। বাস্তবিক তিনি ভাবী ধর্ম্মরাজ বুদ্ধের অবতরণ হইবে, এই চিন্তায় মগ্ন থাকাতে, মনে এক অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস হইত বলিয়া আরও অলৌকিক রূপবতী হইয়াছিলেন

রাজাও রাজকার্য্যে কথঞ্চিৎ উদাসীন হইলেন ; পত্নীর অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য প্রায় সর্বদা তাঁহার নিকটে থাকিতেন। যদবধি রাজ্ঞীর গর্ভ-সঞ্চার হইল, তদবধি রাজা শুদ্ধোদন বিশেষ তপস্যা-চরণে নিযুক্ত ছিলেন, রাজপ্রিয়া মায়াও নিয়ত ধর্ম্মাচরণে রত থাকিতেন। যখনই মায়া আধ্যাত্মযোগে আত্মশরীর নিরীক্ষণ করত, লোকনাথ বোধিসত্ত্ব যেন বাস্তবিক তাঁহার কুক্ষি-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, দেখিতেন ও ভাবিতেন, তখনই তাঁহার মন অলৌকিকভাবরসে মগ্ন হইত। তিনি গর্ভাবস্থায় নিতান্ত শুদ্ধাচারিণী হইয়া থাকিতেন। রাগ, দ্বেষ, মোহ, কামেচ্ছা, ঈর্ষা বা হিংসা তাঁহাকে বিন্দুমাত্র স্পর্শ করে নাই। মনস্বিনী নিয়ত হৃষ্টচিত্তা ও প্রীতমনা থাকিতেন। কথিত আছে যে, ক্ষুৎপিপাসা বা শীতোষ্ণ পর্য্যন্ত তাঁহার সুখ শান্তির প্রতিবন্ধক হয় নাই অর্থাৎ এত অপরিসীম উল্লাস হইয়াছিল যে, তিনি কিছুতেই কাতর হইতেন না। এদিকে রাজাও যথাসময়ে গর্ভাধান ও পুংসবনাদি ক্রিয়া মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন করিলেন। তদুপলক্ষে কপিলবস্তু নগরে নাকি কেহ দরিদ্র ও দুঃখিত ছিল না অর্থাৎ রাজা প্রচুর ধনদানে সকলকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন।

অনন্তর একদা রাজমহিষী বিশেষ লক্ষণ দ্বারা আপনাকে আসন্নপ্রসবা জানিতে পারিয়া, রজনীতে রাজসমীপে সমাগত হইয়া বলিলেন, দেব, আমার কথা শুনুন ; অনেক দিন হইতে আমার উদ্যানে যাইবার বাসনা ছিল, কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। তাহাতে যদি আপনার কোন অনভিমত না থাকে, যদি কোন দোষ না হয়, তাহা হইলে ক্রীড়োদ্যানভূমিতে যাইব। আপনি ধর্ম্মাচারব্রত হইয়া এখানেই তপস্যায় থাকুন, আমি শুদ্ধসত্ত্বকে ধারণ করিয়া তথায় প্রবিষ্ট হই। অতএব, সাধো! আমায় আজ্ঞা করুন, সখীগণ সহ শীঘ্র চলিয়া যাই, আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই। রাজা রাজ্ঞীর এই কথা শুনিয়া, উল্লসিতচিত্তে ভৃত্যদিগকে রাজ্ঞীর যাইবার আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন। অশ্ব, গজ সজ্জীভূত হইল, রথ প্রস্তুত, বাহকেরাও আজ্ঞানুসারে দণ্ডায়মান। সকলই আয়োজন হইল। রাজ্ঞী সঙ্গিনী সখীগণ ও পরিচারিকা সহ তথায় যাত্রা করিলেন। যাইবার সময় সাধ্বী ভক্তিপূর্ব্বক রাজাকে প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাজা রাজ্ঞীর প্রতি প্রীতিপূর্ণ পবিত্র দৃষ্টিতে চাহিয়া গোপনে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মায়াদেবীও রথে আরোহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। পরে তিনি লুম্বিনী নামক বনে প্রবেশ করিয়া রথ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। বনে প্রবেশমাত্র তাঁহার মন নিতান্ত প্রফুল্ল হইল, উল্লসিতচিত্তে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। প্রকৃতির রমণীয় শোভা তাঁহাকে অপূর্ব্ব ভাবরসে ও আনন্দে নিমগ্ন করিল। তিনি ক্ষণকাল এক তরু হইতে অন্য তরুতলে উপবেশন, বন হইতে বনান্তরে পরিভ্রমণ, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তর সন্দর্শন করিতে করিতে নির্ম্মল সুখসাগরে ভাসমানা হইলেন। অবশেষে তিনি এক প্লক্ষতরুমূলে উপস্থিত হইলেন, দক্ষিণ হস্তে তাহার শাখা ধরিয়া দাঁড়াইয়া আকাশতলে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। শরীর অবসন্ন প্রায়, মধ্যে মধ্যে বিজৃম্ভণ উঠিতে লাগিল। এমন সময় গর্ভবেদনা উপস্থিত

হইল। তৎক্ষণাৎ সেই তরুতলেই তিনি বিবিধ সুলক্ষণাক্রান্ত এক পুত্র প্রসব করিলেন। সাধারণ লোকের ন্যায় তাঁহার জন্ম না হয়, এজন্য কথিত হইয়াছে যে, তিনি মাতার দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলেন। ইনি অপরের গর্ভমল, ইহা কেহ না বলিতে পারে, এইজন্য গর্ভমলে অনুলিপ্ত না হইয়া অবতীর্ণ হইলেন।* খৃষ্ট শকের ৬২৩ বৎসর পূর্ব্বে বসন্তকালে শুক্লপক্ষে পূর্ণিমা তিথিতে শাক্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নাকি বোধিদ্রুমতলে সিদ্ধিলাভ করিবেন, বোধি-তরুতলই নাকি তাঁহার জীবনের সার হইবে, তাই বিধাতার অপার কৌশলে বৃক্ষমূলেই জন্মিলেন। তাঁহার জন্ম উপলক্ষে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলবাসীরা বলেন, খৃষ্ট শকের ৫৫৩ বৎসর পূর্ব্বে চীন দেশীয় ধর্ম্ম-গ্রন্থে ৯৮৩ বৎসর পূর্ব্বে, বোধিসত্ত্ব অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন। যাহা হউক, ইয়োরোপীয় পণ্ডিতেরা একপ্রকার গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, খৃষ্ট শকের ৬০০ শত বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহার জন্ম হয়। শাক্যের জন্মের সাত দিন পরেই তাঁহার জননী মানবলীলা সংবরণ করেন**। তাঁহার মৃত্যুর পর ক্ষুদ্র শিশুকে কে লালন পালন করিবে, শাক্যকন্যারা এই লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতে লাগিলেন; অনেকেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া সন্তানপালনে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। মাতৃস্বসা মহাপ্রজাবতী গৌতমী দ্বারাই শাক্য শৈশবে প্রতিপালিত হয়েন। গৌতমী রাজার দ্বিতীয়া পত্নী। শাক্য যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহার অনুপম তেজে উদ্যান আলোকিত হইল। বনস্পতি সকল অবনতমস্তকে যেন শাখা বিস্তার করিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিতে লাগিল। স্বর্গে তুষিতপুরস্থ দেবপুত্রসকল তাঁহার শুভাগমন উপলক্ষে স্তব স্তুতি সহকারে আনন্দোৎসব করিতে লাগিলেন। বৌদ্ধ গ্রন্থকারেরা বলেন যে, সর্ব্বার্থসিদ্ধ মায়াদেবীর গর্ভে অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে অষ্ট প্রকার শুভনিমিত্ত ঘটিয়াছিল। যথা,—(১) তৃণ কণ্টকাদির কাঠিন্য ও দংশ-মশকাদির দৌরাত্ম্য ছিল না; বায়ু অতি বিশুদ্ধ হইয়াছিল। (২) হিমাচল হইতে পার্ব্বত্য বিহঙ্গমগণ রাজা শুদ্ধোদনের গৃহে আসিয়া সুমধুর-রবে গান করিয়াছিল। (৩) রাজগৃহে সর্ব্বর্ত্তু-সম্ভব ফল পুষ্প একদা প্রকাশিত হইয়াছিল। (৪) রাজার পুষ্করিণীসমূহ শকটচক্রপরিমিত অসংখ্য পদ্মনিচয়ে আচ্ছাদিত হইয়াছিল। (৫) রাজপুরীতে আহার করিলেও আহারীয় দ্রব্যের ক্ষয় হয় নাই। (৬) অন্তঃপুরস্থ বাদ্যযন্ত্রসকল আপনাপনিই বাদিত হইয়াছিল। (৭) নৃপতির সুন্দর স্বর্ণ; রৌপ্য রত্নাদির পাত্রসকল নির্ম্মল বিশুদ্ধ উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। (৮) রাজগৃহ চন্দ্রসূর্য্য-বিনিন্দিত অত্যুজ্জ্বল প্রভায় নিয়ত আলোকিত ছিল। জন্মের পর কত যে অলৌকিক ঘটনা বিবৃত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। তিনি জন্মিয়াই দিব্য দৃষ্টিতে সমুদায় লোক অবলোকন করিয়া, কোথাও আত্মসম কাহাকেও অবলোকন করিলেন না। পরে

* "স পরিপূর্ণানাং-দশানাং মাসানামত্যয়েন মাতুর্দক্ষিণপার্শ্বান্নিষ্ক্রামতিস্ম। স্মৃতঃ সম্প্রজানন্ন-নুপলিপ্তো গর্ভমলৈর্যথা নান্যঃ কৈশ্চিদুচ্যতেহন্যেষাং গর্ভমল ইতি।" ল, বি, ৭ অ।

** শাক্যের জন্মের পরই তাঁহার মাতার মৃত্যুর কারণ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল—"নিরন্ধস্য হি বোধিসত্ত্বস্য পরিপূর্ণেন্দ্রিয়স্যাভিনিষ্ক্রামতো মাতুর্হৃদয়ামস্ফুটৎ।" ল, বি, অ।

যে কার্য্য করিবেন, তাহার অভিব্যঞ্জক সপ্তপদ গমন করিলেন। যে সকল অদ্ভুত ঘটনা তৎকালে ঘটিল, অনেকে তাহা বিশ্বাস করিবে না, একথা আনন্দকে বলিলেন। সে যাহা হউক, শাক্যতনয় সাত দিন সেই লুম্বিনী বনেই অবস্থিত ছিলেন। শাক্যগণ কপিলবস্তু হইতে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজা ও আত্মীয়গণ তদুপলক্ষে দান ধ্যান করিতে লাগিলেন; নানাবিধ পুণ্য কার্য্য করিয়া পুত্রের মঙ্গলাচরণ করিলেন; শত সহস্র ব্রাহ্মণকে প্রতিদিন পরিতুষ্ট করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইলেন। যাহারা যাহা প্রার্থনা করিয়াছিল, রাজা তাহাদিগকে তাহাই প্রদান করিয়া-অনন্তর সপ্তদিনান্তে নবজাত শিশুকে লুম্বিনীবন হইতে রাজপ্রাসাদে লইয়া যাওয়া হইল। নগরে প্রবেশমাত্র চারিদিকে অতি আনন্দের ব্যাপার ঘটিল, বাস্তবিক রাজপুরী উৎসবপুরী হইল। শত শত পূর্ণ কুম্ভ নগর-দ্বারে সজ্জিত হইল।

বাদিত্র ও বাদকগণ জনগণের কর্ণে পীযূষরসবর্ষী অতি সুমধুর গীতবাদ্যে নগর পূর্ণ করিল। শ্মশ্রুধারী স্তুতিপাঠকেরা শ্রুতিবিনোদী স্বরলহরীযোগে শাক্যবংশের গুণ কীর্ত্তন করিয়া অভিনন্দিত করিল। বিবিধরত্নমণিখচিত, নানালঙ্কার-ভূষিত বিচিত্রবর্ণশোভিত বস্ত্রাচ্ছাদিত নারীগণ পুষ্প চন্দন গন্ধ মাল্যাদি লইয়া নগরের দ্বারে সারি সারি দণ্ডায়মান রহিল। পরিশেষে বিশুদ্ধা বালিকা শুদ্ধাচারিণী অন্তঃপুরচারিণী রমণীরা মঙ্গল গীত গাহিতে গাহিতে শিশুকে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। অমনি অপর মহিলারা মঙ্গলসূচক শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। রাজগৃহ দুন্দুভি দামামার শব্দে শব্দায়মান হইল। প্রতিবাসিগণ হুলুধ্বনি করিতে করিতে শিশুকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। এদিকে স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেবগণ ভক্তিপূর্ব্বক করযোড়ে এইরূপ মঙ্গল গীত গাহিতে লাগিলেন—

"অপায়াশ্চ যথা শান্তাঃ সুখি সর্ব্বং যথা জগৎ।
ধ্রুবং সুখাবহো জাতঃ সুখে স্থাপয়িতা জগৎ॥
যথা বিতিমিরা চাভা রবিচন্দ্রসুরপ্রভাঃ।
অভিভূতা ন ভাসন্তে ধ্রুবং পুণ্যপ্রভোদ্ভবঃ॥
পশ্যন্ত্যনয়না যচ্চ শ্রোত্রহীনা শৃণ্বন্তি চ।
উন্মত্তকাঃ স্মৃতিবন্তো ভবিতা লোকে চেতি যে॥
ন বাধন্তে যথা ক্লেশা জাতং মৈত্রং জনং জগৎ।
নিঃসংশয়ং ব্রহ্মকোটীনাং ভবিতা পূজনার্হ তে॥
যথা সুপুষ্পিতা শালা মেদিনী চ সমাশ্রিতা।
ধ্রুবং সর্ব্বজগৎপূজ্যঃ সর্ব্বজ্ঞোহয়ং ভবিষ্যতি॥
যথা নিরাকুলো লোকো মহাপদ্মো যথোদ্ভবঃ।
নিঃসংশয়ং মহাতেজা লোকনাথো ভবিষ্যতি॥
যথা চ মৃদুকা বাতা দিব্যগন্ধোপবাসিতাঃ।
শাম্যন্তি ব্যাধিং সত্ত্বানাং বৈদ্যরাজো ভবিষ্যতি।

ইত্যাদি। ল, বি, ৭ অ।

এখন অপায়সমূহ যেমন শান্ত হইল, জগৎ যেমন সুখী হইল, এমনি সুখাবহ এই সদ্যোজাত শিশু জগৎকে সুখে স্থাপন করিবেন। দীপ্তি যেমন তিমির নষ্ট করে, তেমনি রবি চন্দ্র ও দেবগণের প্রভা ইহার প্রভায় অভিভূত হইয়া দীপ্তিহীন হইল, ইনি নিশ্চয় পুণ্যপ্রভা-সমুদ্ভূত। ইহলোকে যাহাদিগের চক্ষু নাই তাহারা দেখিবে, যাহাদিগের কর্ণ নাই তাহারা শুনিবে, যাহারা উন্মত্ত তাহারা স্মৃতিমান্ হইবে। ক্লেশসকল যেমন জনগণকে বাধা প্রদান করিতেছে না, জগৎ মিত্রভাবাপন্ন হইয়াছে, এমনি নিঃসংশয় ব্রহ্মলোকে সমুদায় জীবের মঙ্গল হইবে। শাল-বৃক্ষ সকল যেমন পুষ্পিত হইল, মেদিনী স্থিরতা লাভ করিল, এমনি নিশ্চয় ইনি সমুদায় জগতের পূজ্য হইবেন, সর্ব্বজ্ঞ হইবেন। লোক যেমন নিরাকুল হইল, মহাপদ্ম যেমন উদ্ভূত হইল, এমনি নিঃসংশয় ইনি মহাতেজা এবং লোকনাথ হইবেন। বায়ু যেমন দিব্যগন্ধযুক্ত ও মৃদুল হইল এমনি ইনি জীবদিগের রোগো-পশমকারী বৈদ্যরাজ হইবেন।

এদিকে রাজার পরম তেজস্বী পুত্র হইয়াছে শুনিয়া, নগরের তাবৎ সম্ভ্রান্ত লোকেরা আসিয়া, ভূপেন্দ্র শুদ্ধোদনকে আলিঙ্গন করিয়া পরমাপ্যায়িত করিলেন। সকলেই আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন।

নৃপতি শুদ্ধোদন বৃদ্ধ বয়সে এক পুত্র সন্তান লাভ করিয়া যৎপরোনাস্তি পুলকিত হইলেন, মনে মনে বিধাতাকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন। অমিততেজা শিশু শশিকলার ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। শিশুর দিব্য লাবণ্য ও অপরিমিত কমনীয়তায় ঘর অত্যুজ্জ্বল হইল। তাহার অস্ফুটভরা অমৃতবর্ষিণী প্রাণানন্দদায়িনী কথাতে সকলের চিত্ত বিনোদিত হইল। পদ্মবিহীন সরোবর, গন্ধহীন পুষ্প, পুষ্পবিহীন উদ্যান, ফলশূন্য তরুবর, সতীত্ববিহীন নারী যেমন শোভাশূন্য বোধ হয়, এতদিন রাজগৃহও সেইরূপ সন্তানবিহীন অন্ধকারাচ্ছন্ন শ্মশানবৎ ছিল; কিন্তু এখন শিশুর ভাষণে ক্রীড়নে রোদনে ও মোদনে গৃহ মধুময় হইয়া উঠিল। নৃপতি একমাত্র পুত্রের চন্দ্রানন দর্শন করিয়া পরম পরিতুষ্ট হইয়া, ইহাকে কিরূপ যত্নসহকারে রক্ষা করিবেন, তাহারই উপায় উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইলেন। শিশুর পরিপালনের জন্য দ্বাত্রিংশৎ জন ধাত্রী নিযুক্ত হইল। তাহাদিগের আটজন শরীররক্ষণার্থে, আটজন দুগ্ধ পান করাইবার জন্য, আটজন ক্রীড়নার্পণ জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিত।

অনন্তর মহারাজ একদা মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন "কিমহং কুমারস্য নামধেয়ং করিষ্যামি"—আমি সন্তানের কি নাম রাখি! তখনই তাঁহার প্রতীতি হইল যে, "অস্য হি জাতমাত্রেণ মম সর্ব্বার্থসমৃদ্ধাঃ সংসিদ্ধাঃ।" এই শিশু জাত মাত্রে আমার সমুদায় কামনাই সংসিদ্ধ হইয়াছে। অতএব "অহমস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইতি নাম কুর্য্যাং" আমি সর্ব্বার্থসিদ্ধ ইহার নাম অর্পণ করিব। এইরূপ স্থির করিয়া শুদ্ধোদন খুব সমারোহ-পূর্ব্বক পুত্রের নামকরণ-ক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। রাজকুমার ক্রমেই সপ্তাহ হইতে

সপ্তাহে, পক্ষ হইতে পক্ষে, মাস হইতে মাসে, বৎসর হইতে বৎসরে উপনীত ও বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কালসহকারে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল পরিপুষ্ট ও সবল হইয়া উঠিল, স্বয়ং কথা কহিতে ও পদচালনা করিতে শিখিলেন। একদা মহারাজ শাক্যগণ সহ বসিয়া আছেন, সহসা তাঁহার অন্তরে মায়াদেবীর স্বপ্ন-বিবরণ উদিত হইল। তখন তিনি শাক্যগণের সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। এই কুমার কি চক্রবর্ত্তী রাজা হইবেন, না, প্রব্রজনার্থ সন্ন্যাসী হইয়া সংসার হইতে বহির্গত হইবেন? এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় হিমালয় পর্ব্বতের পার্শ্বস্থ অসিত নামে এক পরম জ্ঞানী মহর্ষি নরদত্তনামা ভাগিনেয়সহ কপিলবস্তু নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি কুমারের জন্ম-উপলক্ষে স্বর্গে দেবলোকে অলৌকিক ব্যাপার সকল যোগচক্ষুতে ও দিব্যজ্ঞানে নিরীক্ষণ করিয়া, রাজকুমারের শুভদর্শনাভিপ্রায়ে রাজদ্বারে আসিয়াছিলেন। মহর্ষি দৌবারিক দ্বারা রাজসমীপে সংবাদ দিলেন যে, দ্বারে অসিত ঋষি দণ্ডায়মান। দৌবারিক তচ্ছ্রবণে ত্বরায় রাজার নিকটে গিয়া বলিল, মহারাজ, এক জীর্ণ-বৃদ্ধ 'মহল্লক' দ্বারে উপস্থিত। নৃপতি তাহা শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, মহর্ষিকে প্রবেশ করিতে বল। অসিত ঋষি দৌবারিকের আদেশমত অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইয়া নরেন্দ্রকে দর্শনমাত্র হস্তোত্তলনপূর্ব্বক এই বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন, "জয় জয় মহারাজ, চিরম্মায়ুঃ আলয়ধর্ম্মেণ রাজ্যং কারয়।" অনন্তর নরনাথ শুদ্ধোদন মহর্ষিকে পাদ্যার্ঘ দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া, সাধু ও সুষ্ঠুবাক্যে সমাদরপূর্ব্বক, তাঁহাকে বসিবার জন্য আসন প্রদান করিলেন, এবং তাঁহাকে সুখোপবিষ্ট জানিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, আপনার দর্শনজন্য আমি ত স্মরণ করি নাই বা আশা করি নাই, তবে কি নিমিত্ত অভ্যাগত হইয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "মহারাজ, আপনার পুত্র হইয়াছে, তাই দেখিতে আসিয়াছি।" রাজা কহিলেন, "কুমার এখন নিদ্রিত।" ঋষি বলিলেন, মহারাজ, মহাপুরুষেরা চিরনিদ্রিত থাকেন না, তাঁহারা সদা জাগরণশীল।" মহারাজ ঋষির কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ দুই বাহু প্রসারণপূর্ব্বক কুমারকে অঙ্কে লইয়া তৎসমীপে উপস্থিত হইলেন। অসিত ঋষি শিশুকে দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষের লক্ষণে লক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া, বিশেষতঃ দেবাবির্ভাবক অমিততেজ ও সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দনা করিলেন এবং লক্ষণ দ্বারা কুমার গৃহে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী, প্রব্রজন করিলে তথাগত হইবেন, বুঝিতে পারিলেন। তিনি ঈষৎ গম্ভীরভাবে স্তম্ভিতবদনে রোদন করিতে লাগিলেন, অশ্রুজলে নয়ন ভাসিয়া গেল, ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। রাজা অকস্মাৎ এই অননুভূত ব্যাপার সন্দর্শন মাত্র বিষণ্ণ ও ভীত হইলেন। ঋষির নয়নধারা বহিতেছে দেখিয়া, তিনি নিতান্ত দীনমনা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিমিদমৃষে রোদিষি অশ্রূণি চ প্রবর্ত্তয়সি গম্ভীরঞ্চ নিশ্বসসি, মা খলু কুমারস্য কাচিদ্বিপ্রতিপত্তিঃ।" "তপোধন, আপনি কেন রোদন করিতেছেন? এরূপ নয়নবারি কি জন্য পতিত হইতেছে? গম্ভীরভাবে নিশ্বাসই বা কেন ফেলিতেছেন? কুমারের তো কোন অমঙ্গল ঘটিবে না?"

ঋষি বলিলেন, "মহারাজ, আমি কুমারের জন্য রোদন করিতেছি না, তাঁহার কোন বিপদেরও আশঙ্কা নাই; কিন্তু আমি আমার নিজের জন্যই রোদন করিতেছি। মহারাজ, আমি জীর্ণ বৃদ্ধ অশক্ত মহল্লক, এই কুমার সর্ব্বার্থসিদ্ধ, ভবিষ্যতে ইনি সম্যক্ জ্ঞান লাভ করিবেন।

"সদেবস্য লোকস্য হিতায় সুখায় ধর্ম্মং দেশয়িষ্যতি। আদৌ কল্যাণং মধ্যে কল্যাণং পর্য্যবসানে কল্যাণং স্বর্থং সুব্যঞ্জনং কেবলং পরিপূর্ণং পরিশুদ্ধং পর্য্যবদাতং ব্রহ্মচর্য্যং পর্য্যবসানে ধর্ম্মং সম্প্রকাশয়িষ্যতি। অস্মাকং ধর্ম্মং শ্রুত্বা জাতিধর্ম্মিণঃ সত্ত্বা জাত্যা পরিমোক্ষ্যন্তে। এবং জরাব্যাধিমরণশোকপরিদেবদুঃখ দৌর্ম্মনস্যা-পায়ায়াসেভ্যঃ পরিমোক্ষ্যন্তে। রাগদ্বেষমোহাগ্নিসন্তপ্তানাং সত্ত্বানাং সদ্ধর্ম্মজলবর্ষেণ প্রহ্লাদনং করিষ্যতি। নানাকুদৃষ্টিগ্রহণপ্রস্কন্নানাং সত্ত্বানাং কুপথপ্রয়াতানামৃজু-মার্গেণ নির্ব্বাণপথমুপনেষ্যতি। সংসারপঞ্জরচারকাবরুদ্ধানাং ক্লেশবন্ধনবদ্ধানাং সত্ত্বানাং বন্ধননির্ম্মোক্ষং করিষ্যতি। অজ্ঞানতমস্তিমিরপটলপর্য্যবনদ্ধনয়নানাং প্রজ্ঞাচক্ষুরুৎ-পাদয়িষ্যতি। ক্লেশশল্যবিদ্ধানাং শল্যোদ্ধরণং করিষ্যতি। তদ্‌যথা। মহারাজ ঔদুম্বরপুষ্পং কদাচিৎ কর্হিচিল্লোকে উৎপদ্যতে, এবমেব মহারাজ কদাচিৎ কর্হিচিৎ বহুভিঃ কল্পকোটিনিযুতৈর্বুদ্ধাভগবন্তো লোক উৎপদ্যন্তে।" ল. বি, ৭ অ।

"মহারাজ, এই কুমার ভবিষ্যতে দেবলোক ও নরলোকের হিত ও সুখের জন্য ধর্ম্ম উপদেশ দিবেন। ইনি আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ, পর্য্যবসানে কল্যাণ সুন্দর অর্থযুক্ত সুব্যক্ত অমিশ্র পরিপূর্ণ পরিশুদ্ধ নির্দ্দোষ ব্রহ্মচর্য্য, পর্য্যবসানে ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেন। আমাদিগের ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া জাতিধর্ম্মাক্রান্ত জীবগণ জাতিবিমুক্ত হইবে। এইরূপ জরাব্যাধি মরণ শোক পরিবেদনা দুঃখ ও দৌর্ম্মনস্য অপায় ও আয়াস হইতে মুক্ত হইবে। আর রাগ দ্বেষ মোহাগ্নিসন্তপ্ত জীবগণের সাধু ধর্ম্মরূপ জলবর্ষণে আহ্লাদ উৎপাদন করিবেন; বিবিধ কুদৃষ্টি-গ্রহবশতঃ বিশুষ্ক ও কুপথগামী জীবদিগকে সরল মার্গে নির্ব্বাণপথে আনয়ন করিবেন; সংসার-পিঞ্জরকারাবদ্ধ ও ক্লেশবন্ধনে আবদ্ধ জীবের বন্ধন মোচন করিবেন; আর অজ্ঞানান্ধতারূপ তিমিরপটলাবৃতনয়ন লোকদিগের প্রজ্ঞাচক্ষু উৎপাদন করিবেন। যাহারা ক্লেশশল্যবিদ্ধ, তাহাদিগের ক্লেশ-শল্য উদ্ধরণ করিবেন। মহারাজ, উড়ুম্বরপুষ্প যেমন কখন কদাচিৎ লোকে উৎপন্ন হয়, তেমনি, হে নরবর, কখন কদাচিৎ বহু কোটি নিযুত কল্পান্তে ভগবান্ বুদ্ধদেবগণ ইহলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকেন।" অসিত মহর্ষি এইরূপে কুমারের গুণ বর্ণনা করিয়া, তৎপরে কুমারের দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষলক্ষণ এবং দেহস্থ অশীতি প্রব্রজনানুব্যঞ্জন ব্যাখ্যা করিয়া চলিয়া গেলেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদন ঋষিপ্রমুখাৎ এই প্রকার অলৌকিক লক্ষণ এবং পুত্রের মহাপুরুষত্ব শ্রবণ করিয়া প্রীতমনা হইলেন এবং সম্ভ্রমে কুমারের চরণ বন্দনা করিয়া, এই গাথা উচ্চারণ করিলেন:—

"বন্দিতস্ত্বং সুরৈঃ সেন্দ্রৈঃ ঋষিভিশ্চাপি পূজিতঃ।
বৈদ্যঃ সর্ব্বস্য লোকস্য বন্দেঽহমপি ত্বাং বিভো॥"

"ইন্দ্রাদি দেবতা তোমাকে বন্দনা করেন, ঋষিগণকর্ত্তৃকও তুমি পূজিত হইলে, তুমি সকল লোকের চিকিৎসক, হে বিভো, আমিও তোমাকে বন্দনা করি।" মহর্ষি অসিত তাঁহার ভাগিনেয় নরদত্তকে এই উপদেশ করিলেন, "তুমি যখন শ্রবণ করিবে যে ইহলোকে বুদ্ধ উৎপন্ন হইয়াছেন তখন তাঁহার নিকট গমন করিয়া তাঁহার শাসনানুসারে প্রব্রজন করিবে। ইহা তোমার চিরদিনের জন্য অর্থ, হিত এবং সুখের কারণ হইবে।"

অনন্তর রাজকুমারের ক্রমে বিদ্যারম্ভের সময় উপস্থিত হইল। মহারাজ আচার্য্য ও উপাধ্যায় বিশ্বামিত্রকে আহ্বান করিলেন। উপাধ্যায় আহ্বানমাত্র রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন। নৃপতি তাঁহাকে কুমারের বিদ্যারম্ভের বিষয় জ্ঞাপন করাতে, বিশ্বামিত্র বিলক্ষণ সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "মহারাজ! কুমার যেরূপ সুশীল ও বুদ্ধিমান্, তাহাতে অতি সহজেই অল্পকালের মধ্যে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী হইবেন, সন্দেহ নাই।" তাঁহার এই কথা শুনিয়া রাজার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তখন মহীপতিশুদ্ধোদন হৃষ্টচিত্তে কুমারকে নানালঙ্কারে বিভূষিত ও স্নান করাইয়া এবং চন্দনের দ্বারা গাত্রানুলেপনপূর্ব্বক তাঁহার অঙ্গুলি ধরিয়া লিপিশালায় লইয়া গেলেন। তিনি ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া বিশ্বামিত্রের হস্তে কুমারকে সমর্পণ করিলেন। কথিত আছে, কুমার উপাধ্যায় সমীপে গমন করিয়া, চৌষট্টি * প্রকারের লিপি-প্রণালী উল্লেখ করিয়া, কোন প্রকারের লিপি তাঁহাকে শিক্ষা প্রদান করিবেন, উপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করেন; ইহাতে উপাধ্যায়ের যে কিছু বিদ্যাবত্তার অভিমান ছিল, তাহা তিরোহিত হয়। সে যাহা হউক, উপাধ্যায় যথারীতি শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শাক্যতনয় অলৌকিক বুদ্ধিবলে ক্রমে সমুদায় শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করিলেন। কথিত আছে যে, কুমারের সঙ্গে বহুসংখ্যক বালক শিক্ষা লাভ করিতেছিল। তাহারা যখন তাঁহার সঙ্গে অকারাদি মাতৃকাবর্ণ শিক্ষা করিতেছিল, তখন তাঁহার প্রভাবে তাহাদিগের মুখ হইতে এক এক বর্ণের সঙ্গে সঙ্গে অকারে সমুদায় সংস্কার অনিত্য, আকারে আত্মপরহিত ইত্যাদি উচ্চতর ধর্ম্মের কথা সকল স্বতঃ বিনিঃসৃত হইতেছিল। ফল কথা এই, প্রতিবর্ণে শাক্যের অন্তরস্থ স্বর্গীয় জ্ঞানের বিকাশ হইতে লাগিল। প্রহ্লাদ যেমন 'ক' দেখিয়া কাঁদিয়াছিলেন, রাজকুমারও তদ্রূপ 'অ' দেখিয়া, সকল অনিত্য, এই জ্ঞান উপলব্ধি করেন। মহাপুরুষদের বাল্যকালেই এমন সকল লক্ষণ প্রকাশিত হয়, যাহা লোক সাধারণ নহে, এবং তাঁহারা যে ভবিষ্যতে মহান্ ব্যাপার সকল সম্পন্ন করিয়া কীর্ত্তি স্থাপন করিবেন, তদ্দ্বারা তাহাও বেশ অনুমিত হয়। শাক্যের অধ্যয়নকালে যে মহত্ত্ব লক্ষিত হইবে, তাহা আর বিচিত্র কি? ফলতঃ যত তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, ততই তাহার প্রকৃতি অতি গম্ভীর ভাব ধারণ করিল!

---

* এই চৌষট্টি প্রকারের লিপিমধ্যে তখন কি কি লিপি প্রচলিত ছিল, বুঝিতে পারা যায়। যথা, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, শকারিলিপি, দ্রাবিড়লিপি, কিনারিলিপি, দক্ষিণলিপি, উগ্রলিপি, দরদলিপি, খাস্যলিপি, চীনলিপি, হূণলিপি ইত্যাদি।

তিনি অপরাপর বালকের ন্যায় ক্রীড়া কৌতুকে আসক্ত থাকিতেন না, স্বভাবতঃ ধীর ও প্রশান্ত ছিলেন। সুতরাং তাঁহার স্বভাবে বড় চপলতা দেখা যাইত না। স্থিরতাবশতঃ মন নিতান্ত গম্ভীর ও চিন্তাশীল হইয়া পড়িয়াছিল।

একদা তিনি সমভিব্যাহারী অমাত্যপুত্রগণের সঙ্গে কৃষকদিগের গ্রাম পরিদর্শন করিতে যান। গ্রামে নিৰ্জ্জন উদ্যানভূমি দর্শনমাত্র তিনি তাহাতে প্রবেশ করেন। সঙ্গিগণকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। একটি সুন্দর জম্বু-বৃক্ষ অবলোকন করিয়া, তাহার তলে বসিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হইলেন। সময়ে সময়ে তিনি এরূপ চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন যে, সঙ্গীরা তাঁহাকে খুঁজিয়া পাইত না। নিৰ্জ্জনপ্রিয়তা তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল। একাকী চিন্তায় অপূর্ব্ব সুখ লাভ হইত বলিয়া, তিনি মধ্যে মধ্যে এইরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রস্থান করিতেন। বাস্তবিক শাক্য কখন কখন এত দূর মগ্ন হইতেন যে, কেহ তাঁহাকে ডাকিয়া উত্তর পাইত না। তিনি জম্বুবৃক্ষতলে ধ্যানস্থ হইয়া ক্রমে ধ্যানের চতুর্থ অবস্থাতে * নিমগ্ন হইলেন। এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন কুমারকে দেখিতে না পাইয়া বিমনা হইলেন। বহুলোক তাঁহার অন্বেষণে নির্গত হইল। এক জন অমাত্য আসিয়া দেখে যে, কুমার জম্বুবৃক্ষমূলে ধ্যানস্থ। সে তৎক্ষণাৎ রাজার নিকট সংবাদ দিল, "মহারাজ" একবার ত্বরায় আসিয়া কুমারকে দেখুন।

"পশ্য দেবকুমারোঽয়ং জম্বুচ্ছায়াং[১] হি ধ্যায়তি।
যথা শক্রোঽথবা ব্রহ্মা শ্রিয়া তেজেন[২] শোভতে॥
যস্য বৃক্ষস্য চ্ছায়ায়াং নিষণ্ণোবরলক্ষণঃ।
নৈনং ন জহতে[৩] চ্ছায়া ধ্যায়ন্তং পুরুষোত্তমম্॥"

ল, বি, ১১ অ।

"এই কুমার জম্বুচ্ছায়াতে বসিয়া ধ্যান করিতেছেন। ইঁনি রূপে ইন্দ্র কিংবা তেজে ব্রহ্মার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। উত্তমলক্ষণযুক্ত কুমার যে বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া আছেন, সেই ছায়া ধ্যানস্থ এই পুরুষোত্তমকে পরিত্যাগ করে নাই। কি অপূর্ব্ব ব্যাপার।"

মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারকে তাদৃশ অবস্থাপন্ন দেখিয়া অত্যাশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে বলিলেন :—

"হুতাশনো বা গিরিমূর্দ্ধ্নি সংস্থিতঃ
শশীব নক্ষত্রগণাবকীর্ণঃ।
বেধন্তি[১] গাত্রাণি মি[২] পশ্যতো[৩] ইমং
ধ্যায়ন্তু[৪] তেজেন[৫] প্রদীপকল্পং॥"

ল, বি, ১১ অ।

* (১) সবিতর্ক, (২) অবিতর্ক, (৩) সংপ্রজ্ঞাত, (৪) নির্বীজ।

১ ছায়ায়াম। ২ তেজসা। ৩ জহাতি।

"হায়! ইনি পর্ব্বতশিখরস্থ অগ্নির ন্যায়, তারকামণ্ডিত শশধরের ন্যায়। এই ধ্যানস্থ কুমার তেজে দীপকল্প। ইঁহাকে দর্শন করিয়া আমার সর্ব্বশরীর যে দগ্ধ হইয়া যাইতেছে।" শাক্যপতি মনে মনে কুমারের চরণে প্রণাম করিলেন। ইত্যবসরে তিলবাহক শিশুগণ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে অমাত্যগণ নিস্পন্দ-ভাবে বসিয়া কুমারের অবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাহারা কোলাহল করাতে শব্দ করিতে নিষেধ করিলেন। তাহারা বলিল, কেন? অমাত্যগণ কহিলেন:—

"ব্যাবৃত্তে তিমিরনুদস্য মণ্ডলেহপি
ব্যোমাভং শুভবরলক্ষণাগ্রধারিং৬।
ধ্যায়ন্তং গিরিমিব নিশ্চলং নরেন্দ্রপুত্রং
সিদ্ধার্থং ন জহাতি সৈব বৃক্ষচ্ছায়া।"

ল, বি, ১১ অ।

"তোমরা কি দেখিতেছ? এই যে নরেন্দ্রপুত্র সিদ্ধার্থ অটল অচলের ন্যায় ধ্যানস্থ হইয়া আছেন। সূর্য্যমণ্ডল অস্তমিত হইলে আকাশের যাদৃশী শোভা হয়, এই কুমারের মুখমণ্ডলে সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইতেছে, ইনি শুভ লক্ষণাক্রান্ত। বৃক্ষচ্ছায়া ইঁহাকে এখনো পরিত্যাগ করিতেছে না।" কিছুকাল পরে কুমার সমাধি হইতে উত্থান করিয়া পিতাকে এবং সমাগত লোকমণ্ডলীকে অবলোকন করিয়া বলিলেন:—

"উৎসৃজ তাত কৃষিয়া৭ পুরতো গবেষাম্।"

হে তাত, এই কৃষিকার্য্য হিংসাবহুল, ইহাকে আপনি পরিত্যাগ করুন।

"যদি স্বর্ণকার্য্য৮ অহু স্বর্ণ৯ প্রবর্ষয়িষ্যে
যদি বস্ত্রকার্য্য অহমেব প্রাদাস্য১০ বস্ত্রান্১১।
অথবান্যকার্য্য অহমেব প্রবর্ষয়িষ্যে
সম্যক্‌প্রযুক্ত১২ ভব সর্ব্বজগে১৩ নরেন্দ্র॥"

ল, বি, ১১ অ।

"যদি স্বর্ণ উৎপাদন করিতে হয়, আমি স্বর্ণ বর্ষণ করিব। যদি বস্ত্র উৎপাদন করিতে হয়, আমি বস্ত্রসমূহ প্রদান করিব, যদি আর কিছু উৎপাদন করিতে হয়, আমি সে সকল বর্ষণ করিব। আপনি সমুদায় জগতের বিষয়ে সম্যক্ যোগযুক্ত হউন।" কুমার এইরূপ অনুশাসন করিয়া পুরীতে প্রবেশ করিলেন এবং শুদ্ধসত্ত্ব নৈষ্কর্ম্ম্যযুক্তমনা হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

১ দহন্তে। ২ মে। ৩ পশ্যত। ৪ ধ্যায়ন্তম্। ৫ তেজসা। ৬ শুভবরাগ্রলক্ষণধরম্। ৭ কৃষিম্। ৮ কার্য্যং। এবং সর্ব্বত্র। ৯ স্বর্ণং। ১০ প্রদাস্যে। ১১ বস্ত্রাণি। ১২ প্রযুক্তঃ। ১৩ জগতি।

(৪)

কুমারের পরিণয়

দেখিতে দেখিতে কুমার যৌবনপদে পদার্পণ করিলেন। বিকচ পদ্মের শোভা কে না দর্শন করিয়াছে? কোরকিত অবস্থার শোভা হইতে প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্য অধিকতর। কুসুমকুট্মলে মধুপ গুনগুন্ রবে মধুপানোন্মত্ত হইয়া বসিতে স্থান পায়, না, তাহার ভিতরে কি প্রবেশ করিতে পারে? কিন্তু কুমারে স্থান পাইয়াছিল। তিনি রূপের ডালি, রূপের কূপ। যৌবনবিকাশে কুমারের সৌন্দর্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন রূপ প্রস্ফুটিত হইল, দিব্য লাবণ্য সর্ব্বাঙ্গ মনোহর করিল। পৃথিবীর লোক যৌবনের সৌরভে পক্ষীর কলকণ্ঠকূজনে উৎকণ্ঠিত হয়, লতামণ্ডপের শোভা-সন্দর্শনে উন্মনা হয়; কিন্তু এই রাজতনয়ের যৌবনকুসুম ভিতরে উন্মেষিত হইলে, আত্মচিন্তনে স্পৃহা বলবতী হইল, ধ্যানস্থ থাকিতে তাহার বাসনা বাড়িল। এদিকে শাক্যরাজ শুদ্ধোদন নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে কুমারের বিষয় ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহাকে সাংসারিক সুখে সুখী করিবার জন্য নানা উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময় মহন্ধক প্রভৃতি কতকগুলি শাক্য আসিয়া বলিল, "মহারাজ! দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা নিশ্চয় করিয়া বলিয়াছিলেন যে :—

"যদি কুমারোহভিনিষ্ক্রমিষ্যতি তথাগতো ভবিষ্যতি। অর্হন্ সম্যক্ সম্বুদ্ধঃ॥ উত নাভিনিষ্ক্রমিষ্যতি রাজা ভবিষ্যতি। চক্রবর্ত্তী চ বিজিতবান্ ধার্ম্মিকো ধর্ম্মরাজঃ সপ্তরত্নসমণ্বাগতস্তস্যেমানি সপ্তরত্নানি ভবিষ্যন্তি। ...পূর্ণঞ্চাস্য পুত্রসহস্রং...॥ স ইমং পৃথিবীমণ্ডলমদণ্ডেনাশস্ত্রেণাভিনির্জ্জিত্যাধ্যাবসিষ্যতি সহ ধর্ম্মেণেতি।

ল, বি, ১২ অ।

"যদি আমাদের কুমার প্রব্রজ্যা করেন, তাহা হইলে তথাগত হইয়া সম্যক্ জ্ঞানযুক্ত অর্হৎ হইবেন; আর যদি তিনি সংসারাশ্রমে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে রাজা হইয়া চক্রবর্ত্তী বিজেতা ধার্ম্মিক ধর্ম্মরাজ এবং [চক্ররত্নাদি] সপ্তরত্নযুক্ত হইবেন। ইনি সহস্র পুত্রের পিতা হইবেন এবং বিনা দণ্ডে, বিনা শস্ত্রে সমুদায় পৃথিবী নির্জ্জিত করিয়া ধর্ম্ম-সহকারে তদুপরি আধিপত্য করিবেন।' অতএব মহারাজ, কুমারকে অচিরাৎ বিবাহিত করাই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে ইনি সংসারে অনুরক্ত হইবেন, শাক্যবংশের চক্রবর্ত্তিত্ব আর বিলোপ হইবে না। শাক্যগণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, রাজার মনে কত প্রকার আন্দোলন হইতে লাগিল। তাই তো, কুমারের যৌবনলক্ষণ সকল লক্ষিত হইয়াছে, পুষ্পোদগমে সৌরভ ছুটে, কিন্তু আমার কুমারের যৌবন কুসুমের সে সৌরভ নাই। ইহার গতি অন্য দিকে, ইহার ভাবান্তর দেখিয়া কতই না আশঙ্কা হয়। যৌবনের প্রারম্ভেই যখন ইহার এতাদৃশ বিরাগ, তখন না জানি, ভবিষ্যতে কি ঘটে। যাহা হউক, পরিণীত হইলে সংসারের প্রতি আস্থা হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এইরূপ স্থির করিয়া অতঃপর তিনি কন্যা অন্বেষণ করিবার আদেশ করিলেন, শত শত

শাক্য কন্যাদানের নিমিত্ত উদ্যত হইল। সকলেই বলিতে লাগিল, মহারাজ, আমার দুহিতা কুমারের অনুরূপা হইবে। রাজা শুদ্ধোধন বলিলেন, তোমরা কুমারকে জানাও, কোন্ কন্যা তাঁহার মনোনীতা হইবে। তাহারা সকলেই রাজতনয় শাক্যের নিকট গিয়া বিবাহের প্রস্তাব করাতে, তিনি বলিলেন, সপ্তম দিবসে আমি ইহার উত্তর দিব। এই সময়ে মহাত্মা শাক্যসিংহের ঘোর পরীক্ষা উপস্থিত হইল। তাঁহার অন্তরে গভীর আন্দোলন হইতে লাগিল। তরঙ্গায়িত গভীর জলধির ন্যায় তাঁহার চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। এক এক বার অন্তরস্থ সমুজ্জ্বলিত আলোকে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, আবার পরক্ষণেই ভাবান্তরে চালিত হয়েন। বাস্তবিক জীবনে যখন গুরুতর কর্ত্তব্যের বেগ প্রবল হয়, বিবেকের অপ্রতিহত আদেশ হৃদয়কে উত্তেজিত করিতে থাকে, তখন ভিতরে সুদূরপরাহত সংগ্রামের রোল উঠিতে থাকে। তখন মানবীয় বুদ্ধি-বিচার বিলুপ্ত হইয়া যায়, কখন কখন চিত্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়ে। পৃথিবীর সাধারণ লোক এই অবস্থায় স্বর্গীয় আলোক তাদৃশ ধরিতে পারে না, কিন্তু কৃপাসিন্ধু ঐশী-শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষেরা এই অবসরে সেই আলোক সহজে প্রতীতি করেন। শাক্যাধিপতির তনয় শাক্য ঐ সাত দিন ক্রমাগত নিজ জীবনের উদ্দেশ্য ও বিশেষ কার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পরিণয় তাঁহার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক হইবে কি না, তাহাই বার বার চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বিদিতং ময়ানন্তকামদোষাঃ শরণসম্বর্রাসশোকদুঃখমূলা ভয়ঙ্করবিষপত্রসন্নিকাসা জ্বলনন্নিভা অসিধারাতুল্যরূপাঃ কামগুণে ন মেহস্তি চ্ছন্দং রাগো ন চাহং শোভে স্ত্র্যাগারমধ্যে যো স্বহমুপবনে বসেয়ং তুষ্ণীং ধ্যানসমাধিসুখেন শান্তচিত্ত ইতি ॥"

ল, বি, ২ অ।

"আমি কামভোগের অনন্ত দোষ জ্ঞাত আছি। ইহা বিনাশ, সর্ব্ববিধকোলাহল ও শোক দুঃখের মূল, ভয়ংকর বিষপত্র তুল্য, জ্বলন্ত অগ্নির সদৃশ, অসিধারার ন্যায়, কামভোগে আমার রুচি নাই, অনুরাগও নাই। যে আমি ধ্যানসমাধিসুখে শান্তচিত্ত হইয়া তুষ্ণীম্ভাবে উপবনে বাস করিব, সেই আমি কি স্ত্রীগৃহে বাস করিতে পারি? না তাহা আমার শোভা পায়?"

"স পুনরপি মীমাংস্যোপায়কৌশল্যামমুখীকৃত্বা সত্ত্বপরিপাকমেব বক্ষ্যমাণো মহাকরুণাং সঞ্জনয্য তস্যাং বেলায়ামিমাং গাথাম, ভাষত।"

"আবার তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন, উপায় কৌশল সম্মুখীন করতঃ সত্ত্বপরিপাক কিরূপে করিতে হয়, প্রকাশ করিতে হইবে। এই ভাবিয়া তাঁহার মহাকরুণা উপস্থিত হইল। সে সময়ে তিনি এই গাথা উচ্চারণ করিয়াছিলেন।"

সঙ্কীর্ণ (১) পঙ্ক (২) পদ্মানি (৩) বিবৃদ্ধিমেন্তি
(৪) আকীর্ণ রাজু (৫) জলমধ্য লভাতি (৬) পূজাং।

---

১ সঙ্কীর্ণানি। ২ পঙ্কেঃ। ৩ পদ্মানি। ৪ আযান্তি। ৫ রাজীন্তি। ৬ লভন্তে।

যদি বোধিসত্ত্ব (১) পরিবারবলং লভন্তে (২) তদ
(৩) সত্ত্বকোটিনিযুতান্যমৃতে বিনেন্তি ।। (৪)
যেচাপি পূর্ব্বক (৫) অভূদ্বিদু (৬) বোধিসত্ত্বাঃ সর্ব্বেভি
(৭) ভার্য্যসুত (৮) দর্শিত (৯) ইস্ত্রিগারাঃ (১০)
ন চ রাগরক্ত (১১) ন চ ধ্যানসুখেভি (১২) ভ্রষ্টা
হন্তানুশিক্ষিয় (১৩) অহংপি গুণেষু (১৪) তোষাং ।।

ল, বি, ১২ অ।

"সঙ্কুচিত পদ্ম পঙ্কেই বৃদ্ধি পায়। পদ্ম জলে ছড়াইয়া দিলে শোভান্বিত হয় এবং সকলের সমাদর লাভ করে। যদি বোধিসত্ত্ব হইয়া পরিবারবল লাভ করি, তাহা হইলে অসংখ্য প্রাণীকে অমৃতের পথে সংশিক্ষা দান করিতে সক্ষম হইব। যাঁহারা পূর্ব্ববোধিসত্ত্ব ছিলেন, তাঁহারাও ভার্য্যা সুত স্ত্রী আগার [অর্থাৎ সংসারাবাস] দেখাইয়া গিয়াছেন। অথচ তাঁহারা আসক্ত হন নাই, পরিভ্রষ্ট হন নাই। আমিও ধ্যানসুখে তাঁহাদিগের গুণ লোককে শিক্ষা দিব। অতএব লোকশিক্ষার নিমিত্ত আমাকেও ভার্য্যা গ্রহণ করা আবশ্যক।" তিনি সর্ব্বশেষে এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়া, সপ্তম দিনে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। এত সংগ্রামের ও বিজয়ের পর তাঁহার হৃদয়াকাশে পূর্ণ শরীর প্রকাশ হইল, সন্দেহতিমির তিরোহিত হইল। তিনি পিতা শুদ্ধোদনের নিকট কন্যার গুণদ্যোতক গাথা প্রেরণ করিলেন। তিনি সেই গাথা পাঠ করিয়া পুরোহিতকে বলিলেন :—

"ব্রাহ্মণীং ক্ষত্রিয়াং কন্যাং বৈশ্যাং শূদ্রীং তথৈব চ।
যস্যা এতে গুণাঃ সন্তি তাং মে কন্যাং প্রবেদয় ।।
ন কুলেন ন গোত্রেণ কুমারো মম বিস্মিতঃ।
গুণে সত্যে চ ধর্ম্মে চ তত্রাস্য রমতে মনঃ ।।"

ল, বি, ১২ অ।

"ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বা শূদ্র যে কোন জাতির কন্যা হউক না, যে এতাদৃশী গুণসম্পন্না, সেই কন্যার কথা আমাকে আসিয়া বলুন। আমার পুত্র, কুল বা গোত্রে পরিতুষ্ট নহেন। গুণেতে, সত্যেতে এবং ধর্ম্মেতে যে কন্যা শ্রেষ্ঠা, তাহাতেই ইঁহার মন আনন্দিত।" যে কন্যা ঈর্ষাদিগুণযুক্তা নহে; সদা সত্যবাদিনী, রূপে অপ্রমত্তা থাকিয়া কুমারের চিত্তাভিনন্দনে সক্ষম, যাহার জন্ম কুল গোত্র পরিশুদ্ধ, গাথা-লেখনে সুদক্ষা ও রূপযৌবনে শ্রেষ্ঠ হইয়াও রূপে অগর্ব্বিতা; মাতা এবং ভগ্নীর প্রতি স্নেহান্বিতা, দানশীলা, যাহার অবমাননা প্রভৃতি নিখিল দোষ নাই, যে শঠতা, মায়া, রূক্ষবাক্য জানে না, যে স্বপ্নেও পরপুরুষের প্রতি কামনা রাখে না, যে স্বীয় পতিতেই

১ বোধিসত্ত্বঃ। ২ লভ্যন্তে। ৩ তদা। ৪ বিনেষ্যতি। ৫ পূর্ব্বকাঃ। ৬ অভূবন্‌ ৭ সর্ব্বৈঃ। ৮ ভার্য্যাসুতাঃ। ৯ দর্শিতাঃ। ১০ স্ত্র্যাগারাণি। ১১ রাগরক্তাঃ। ১২ ধ্যানসুখৈঃ। ১৩ অনুশিক্ষিষ্যে। ১৪ গুণান্‌।

নিয়ত পরিতুষ্টা, সদা সংযতেন্দ্রিয়া দাম্ভিকা, উদ্ধতা বা প্রগল্‌ভা নহে। যে কল্পনা জানে না, তোষামোদও করে না, যে পান ভোজনে অনাসক্তা, যে সর্ব্বদা সত্যে অবস্থিতি করে, এবং যে স্থিরবুদ্ধি ও ভ্রান্তিহীনা, যে লজ্জাবতী ও দৃষ্টিমঙ্গলরতা এবং ধার্ম্মিকা, যে কায়মনোবাক্যে সদা পরিশুদ্ধা, যে মীমাংসাকুশলা, মানিনী নহে ও ধর্ম্মাচারিণী, যে শ্বশুর ও শ্বশ্রূর প্রতি সেবাতৎপরা ও আত্মসদৃশ দাসী কলত্রজনের প্রতি প্রেমযুক্তা এবং যে শাস্ত্রজ্ঞা এবং সকল বিষয়ে নিপুণা। যে সকলে শয়ন করিলে শয়ানা হয়, সর্ব্বাগ্রে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, যে সকলের প্রতি মৈত্র ব্যবহার করে ও কুহকাদি জানে না, সকলের নিকট মাতৃস্বরূপা, ঈদৃশী কন্যা আমার কুমারের অভিমত। নৃপতিবর শুদ্ধোদন পুরোহিতকে এতাদৃশী পাত্রী অনুসন্ধান করিতে আদেশ করিলেন। পুরোহিত সেই গাথা হস্তে করিয়া পাত্রীর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কোথাও তদনুরূপ কন্যা দেখিতে পাইলেন না। অনন্তর দণ্ডপাণিনামা শাক্যের গৃহে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ কন্যা অবলোকন করিলেন। কন্যা তাঁহাকে জিজ্ঞাস করিল, মহাশয়, আপনি কি চান। তিনি বলিলেন,—

> "শুদ্ধোদনস্য তনয়ঃ পরমাভিরূপো
> দ্বাত্রিংশল্লক্ষণধরো গুণতেজযুক্তঃ।
> তেনেতিগাথ লিখিতা গুণয়ে বধূনাং
> যস্যা গুণাস্তি হি ইমে স হি তস্য পত্নী॥"

ল, বি, ১২ অ।

শুদ্ধোদন তনয় অতি রূপবান্‌ দ্বাত্রিংশৎ মহালক্ষণযুক্ত। গুণবান্‌ তেজীয়ান্‌, বধূজনের গুণ প্রদর্শন করিবার জন্য তিনিই এই গাথা লিখিয়াছেন। যাঁহার এই সকল গুণ আছে, তিনি তাঁহার পত্নী হইবেন। কন্যা উত্তর দিলেন।—

> "মহ্যেতি ব্রাহ্মণ গুণা অনুরূপ সর্ব্বে
> সো মে পতির্ভবতু সৌম্য সুরূপরূপঃ।
> ভণ হি কুমারু যদি কার্য্য মা বিলম্বং
> মা হীনপ্রাকৃতজনেন ভবেয় বাসঃ॥"

ল, বি, ১২ অ।

"হে ব্রাহ্মণ, হে সৌম্য, এ সকল অনুরূপ গুণ আমাতে আছে। সুন্দর রূপযুক্ত তিনি আমার পতি হউন। কুমারকে গিয়া বল, যদি করণীয় হয়, বিলম্বে প্রয়োজন নাই। হীন প্রাকৃত জন সহ যেন কখন বাস না হয়।"

পুরোহিত নৃপতি শুদ্ধোদনের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ, কুমারের অনুরূপ কন্যা দেখিয়াছি, ইনি দণ্ডপাণি শাক্যের তনয়া। রাজা তাঁহাকে বলিলেন, কুমার সামান্য নহেন, তিনি আপনি গুণবতী কন্যা মনোনীত করেন, ইহাই শ্রেয়ঃ। এই কার্য্য সম্পাদনের জন্য একটি উপায় করা যাউক। সুবর্ণ রজত বৈদূর্য্য এবং

বিবিধ রত্নময় অশোকভাণ্ড কুমার আমন্ত্রিত কুমারীগণকে অর্পণ করুন। সেই সকল কুমারীর মধ্যে যাহার প্রতি কুমারের দৃষ্টি পড়ে, তাহাকেই তাঁহার জন্য বরণ করা যাইবে। রাজা এই বলিয়া নগরে ঘোষণা দিলেন, কুমার সপ্তম দিনে বাহির হইয়া কুমারীগণকে অশোকভাণ্ড অর্পণ করিবেন, সমুদায় কুমারীগণ যেন সংস্থাগারে উপস্থিত হয়। নির্দ্দিষ্ট দিনে কুমার সংস্থাগারে ভদ্রাসনে উপবিষ্ট হইলেন। রাজা অভিপ্রায় জানিবার জন্য গুপ্তচর রাখিয়া দিলেন। কন্যাগণ তাঁহার প্রভাব সহ্য করিতে পারিল না। অশোকভাণ্ড গ্রহণ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান করিল। দাসীগণপরিবৃতা দণ্ডপাণি-নন্দিনী গোপা তাঁহার সমীপে আসিয়াই অনিমেষ যুগল নয়নে কুমারের রূপলাবণ্য দর্শন করিলেন। বরাননা সেই রূপসাগরে ডুবিয়া গেলেন। কুমারের চক্ষু তাঁহাতেই নিবিষ্ট হইল, আর কোথায় ফিরে না। দণ্ডপাণির তনয়া গোপা রাজকুমারের নাম শ্রবণমাত্র মনে মনে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পক্ষে দর্শন বাহিরের পরিচয় ও কুলধর্ম্ম মাত্র। পরিণয় কি অদ্ভুত, ইহা প্রজাপতি বিধাতার এক অপূর্ব্ব প্রেমলীলা, কিন্তু অলৌকিক ও দুর্ব্বোধ্য। কে দুই অপরিচিত হৃদয়কে সম্মিলিত পরিচিত ও একীভূত করে, কে উভয়ের হস্তকে একত্র মিলিত করে, কে পরস্পরের নয়নকে একস্থানে সংস্থাপিত করিয়া দ্বৈতভাব বিলোপ করে, কাহার গুণে এক অপরের হৃদয়ে প্রবিষ্ট ও লুক্কায়িত হইয়া যায়, কে একের শোণিত অপরের সঙ্গে মিশাইয়া দেয়, কে উভয়কে উভয়ের সুখ দুঃখের ভাগী করে, কে একের প্রাণ অপরের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দ্রবীভূত ধাতুর মত তরল প্রেম রসাশ্রিত করিয়া রাখে, কে ইহার তত্ত্ব বলিবে? একের নয়নজল অপরের নয়নজলে মিশিয়া নদী হয় কেন, দুই অঙ্গ এক হইয়া যায় কেন? উভয়ের দৃষ্টিতে প্রেমরসের উদ্রেক হয় কেন, কে বলিবে? হরিপ্রেম বিস্ময়কর। বিশুদ্ধ পরিণয়ও বিস্ময়কর! ইহা কেমন করিয়া হয়, কেহ জানে না। যাঁহার লীলা, তিনিই উভয়ের হৃদয়ে বসিয়া গোপনে কি অপূর্ব্ব মধুর রসের সঞ্চার করেন, তাহা বুদ্ধির অতীত। চ্যুতবৃক্ষ হইতে মাধবীও বিচ্ছিন্ন হয়, বিটপী হইতেও ফল পতিত হয়, সংযুক্ত পরমাণুও বিযুক্ত হয়, আত্মা হইতেও শরীর বিচ্যুত স্খলিত হয়, কিন্তু স্বর্গীয় প্রণয়ে পরিণীত হৃদয় বিচ্ছিন্ন হয় না। ইহারা যে অশরীরী, তাই বিচ্ছেদ নাই। পুষ্পের সৌন্দর্য্যও মলিন হয়, শিশুর কোমল মুখশ্রীও দশ দিন পরে বিশ্রী হইয়া যায়, যৌবনের লাবণ্য বিলুপ্ত হয়, কিন্তু প্রকৃত প্রণয়ের সৌন্দর্য কদাপি মলিন হয় না, ইহা চিরস্থায়ী পরলোকগামী। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে প্রকাণ্ড পাদপও উন্মূলিত হয়, বেগবান্ জলস্রোতে অচলচূড়াও নিপতিত হয় উত্তালতরঙ্গে অর্ণবপোতও জলসাৎ হয়, কিন্তু হরিপ্রেমে রসাল প্রণয় কিছুতেই ভগ্ন হয় না। তবে বিলাস, ভোগের প্রণয় ক্ষণভঙ্গুর, ইহা ব্যভিচারের নামান্তর মাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানাভিমানী নরগণের নিকটে ইহাই অতি আদরণীয়। হরিপ্রেমরসে যে নরনারীর আত্মা মিলিত হয়, তাহার শোভা অতি অনুপম, তাহা পবিত্রতার আকর।

সমুদায় অশোকভান্ড বিতরিত হইয়াছে, এমন সময়ে গোপা কুমারসমীপে উপনীত হইয়া হাস্যমুখে বলিলেন, কুমার, আমি তোমার কি করিয়াছি, যে তুমি আমায় অবমাননা করিলে। কুমার বলিলেন, আমি তোমার অবমাননা করি নাই। তুমি যে সকলের পরে আসিলে। পরে বহুমূল্য অঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া দিলেন। গোপা বলিলেন, এতো আমার প্রাপ্য। ইহা শুনিবামাত্র তিনি পুনরায় বলিলেন, তবে আমার এই আভরণ সকল গ্রহণ কর। গোপা বলিলেন, না, আমি কুমারকে অলংকার-শূন্য করিব না, প্রত্যুত অন্যোন্যাভিলাষকেই অলংকৃত করিব। কন্যা নিজালয়ে প্রস্থান করিলে পর, রাজসন্নিধানে এই সংবাদ প্রেরিত হইল। নৃপতি শুদ্ধোদন উভয়ে উভয়ের মনোনীত হইয়াছে শুনিয়া, অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ দণ্ডপাণির নিকট পুরোহিতকে পাঠাইলেন। দণ্ডপাণিও পুরোহিতের দ্বারা শুদ্ধোদনকে জ্ঞাত করাইলেন যে, শিল্পজ্ঞকেই কন্যা দান করা আমাদের কুলধর্ম্ম, অতএব কুমার শিল্পজ্ঞ না হইলে কিরূপে বিবাহ হইতে পারে? দণ্ডপাণির এই কথা শুনিয়া রাজার মনে হর্ষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কুমার পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তাত, আপনি বিষণ্ণ কেন, শীঘ্র বলুন। নৃপতি শুদ্ধোদন তাঁহার বিষাদের কারণ বলিলে, কুমার উত্তর করিলেন, পিতঃ নগরে এমন কে আছে যে আমা অপেক্ষা শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিবে? আপনি সকল শিল্পজ্ঞকে সমবেত করুন, আমি তাহাদিগের সমক্ষে আমার শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশ করিব। কথিত আছে, এই প্রদর্শনোপলক্ষে বোধিসত্ত্বের জন্য দীর্ঘকায় শ্বেতহস্তী নগরে প্রবেশ করিতেছিল। কুমার দেবদত্ত ঈর্ষাবশতঃ বাম করে উহার শুণ্ড ধারণ করতঃ দক্ষিণ করের চপেটাঘাতে তাহাকে বিনাশ করেন, কুমার সুন্দরানন্দ তাহার লাঙ্গুল ধরিয়া নগরদ্বার হইতে দূরে টানিয়া ফেলে। বোধিসত্ত্ব যখন নগর হইতে বাহির হন, তখন সেই হস্তী দর্শন করত মৃতহস্তীর দুর্গন্ধে সমুদায় নগর পূর্ণ হইবে বলিয়া, পাদাঙ্গুষ্ঠে লাঙ্গুল ধারণপূর্ব্বক উঁহাকে সপ্ত প্রাকার, সপ্ত পরিখা অতিক্রম করিয়া, নগরের বাহিরে এক ক্রোশ দূরে নিক্ষেপ করেন। সেইস্থানে একটি প্রকাণ্ড গর্ত্ত হয়, উহাকে আজও লোকে "হস্তিগর্ত্ত" বলিয়া থাকে। এত গেল অলৌকিক ব্যাপার। যাহা কিছু লৌকিক, তাহাও সামান্য নয়। তৎকালে কি কি বিদ্যা প্রচলিত ছিল, বুদ্ধ কি প্রকার পারদর্শী ছিলেন, এই শিল্প পরীক্ষায় প্রদর্শিত হইয়াছে। লঙ্ঘন, সর্ব্বাগ্রে গমন, লিপি, মুদ্রাগণনা, সংখ্যা, সালম্ভধনুর্ব্বেদ, ধাবন, উল্লম্ফন, সন্তরণ, বাণনিঃক্ষেপ, হস্তিগ্রীবা, অশ্বপৃষ্ঠ, রথ, ধনু, ধ্বজৈস্থৈর্য্য, সামর্থ্য, শৌর্য্য, বাহুব্যায়াম, অঙ্কুশগ্রহ, পাশগ্রহ, যানের ঊর্দ্ধ ও অধোভাগ দিয়া নির্য্যাণ, মুষ্টিবন্ধ, শিখাবন্ধ, ছেদ্য, ভেদ্য, তরণ, আস্ফালন, অক্ষুণ্ণবেধিত্ব মর্ম্মবেধিত্ব, শব্দবেধিত্ব, দৃঢ়প্রহারিত্ব অক্ষক্রীড়া কাব্য, ব্যাকরণ, গ্রন্থরচন, রূপ, রূপকার্য্য, অধ্যয়ন, অগ্নিকর্ম্ম, বীণা, বাদ্য, নৃত্য, গীতপাঠ, আখ্যান, হাস্য, স্ত্রীনৃত্য, নাট্য, অনুকরণ মাল্যগ্রন্থন, সংবাহন, মণিরাগ, বস্ত্ররাগ (বর্ণানুরঞ্জিত-করণ), ইন্দ্রজাল, স্বপ্নাধ্যায়, কাকচরিত্র, স্ত্রী লক্ষণ, পুরুষলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, হস্তিলক্ষণ,

গোলক্ষণ, অশ্বলক্ষণ, মিশ্রিত লক্ষণ, কৈটভেশ্বরলক্ষণ, নির্ঘণ্ট, নিগম, পুরাণ, ইতিহাস, বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত শিক্ষা, ছন্দ, যজ্ঞকল্প, জ্যোতিষ, সাংখ্য, যোগ, ক্রিয়াকল্প, বৈশেষিক, বেশিক [বেশভূষাদি বিরচন], অর্থবিদ্যা, বার্হস্পত্য, আশ্চর্য্য-বিদ্যা অসুর বিদ্যা, মৃগপক্ষীর শব্দজ্ঞান, হেতুবিদ্যা, জতুযন্ত্র, ধাতুবস্ত্র, মধুচ্ছিষ্টকৃত [মোমের পুত্তুলাদি গঠন], সূচীকার্য্য ইত্যাদি সকল বিদ্যায় কুমার সর্ব্বাপেক্ষা পারদর্শিত্ব প্রদর্শন করিলেন। কুমারের পৈতামহধনু সিংহহনু যাহা উত্তোলন করিতেও কাহার সাধ্য হয় নাই, উপবিষ্ট থাকিয়াই তদ্যোগে তিনি দশ ক্রোশ দূরস্থিত ভেরি, সপ্ততাল, এবং যন্ত্রযুক্ত বরাহভেদ করেন. বাণ পাতালে প্রবিষ্ট হয়। বাণ যেস্থানে প্রবিষ্ট হয়, সে স্থানে একটি কূপ হয়, সেই কূপের নাম আজও লোকে "শরকূপ" বলিয়া থাকে *। ফলতঃ কুমার কোন বিষয়ে অপারগ ছিলেন না, সুতরাং সকল বিদ্যার পরীক্ষা দিয়া গোপাকে গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর দণ্ডপাণি শাক্য পরম পরিতুষ্ট হইয়া কুমারকে কন্যাদান করিলেন। তখন মহাসমারোহের সহিত উদ্বাহক্রিয়া সমাধা হইয়া গেল। তদুপলক্ষে বিবিধ মণিরত্ন-দান ও ব্রাহ্মণভোজনাদিও হইল। শাক্যতনয়া গোপা প্রধানা মহিষীরূপে অভিষিক্তা হইলেন। কথিত আছে যে, নববধূ শ্বশুর বা শ্বশ্রূ বা অন্তঃপুরচারিগণকে দেখিয়া অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন আবৃত করিতেন না বলিয়া, তাহাদের মধ্যে কাণাকাণি হইতে লাগিল। গোপা তাহা বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বসমক্ষে এই গাথা বলিলেন ঃ— "ধ্বজাগ্রস্থিত ভাসমান অত্যুজ্জ্বল মণিরত্নের ন্যায় আর্য্য নিয়ত অনাবৃত, তিনি আসনোপবেশন চংক্রমণ সর্ব্বত্র শোভা পান। আর্য্য গমনকালেও শোভা পান, আগমন

---

* এই সময়ে দেবগণমুখে এই দুইটি গাথা জীবনবৃত্তান্তলেখক সমর্পণ করিয়াছেন ;—

যথ ১ পূরিত ২ এষ ৩ ধনুর্ম্মুনিনা ন চ উত্থিতু ৪ আসানিনা ৫ চ ভূমী ৬
নিঃসংশয়ং পূর্ণাভিপ্রায়ু ৭ মারনির্ঘু ভেষ্যাতি ৮ জিত্ব ৯ চমারচমূং ।।

আসন হইতে ভূমি হইতে উত্থান না করিয়া মুনি যেমন ধনুতে সন্ধান পূরিলেন, এইরূপ ইনি নিঃসংশয় মারসৈন্যকে সহজে জয় করত পূর্ণাভিপ্রায় হইয়া ভোগ করিবেন।

"এষধরণীমণ্ডে ১০ পূর্ব্ববুদ্ধাসনস্থঃ সমর্থ ১১ ধনুগৃহীত্বা শূন্যনৈরাত্মবাণৈঃ।
ক্লেশরিপুং নিহত্বা ১২ দৃষ্টিজালঞ্চ ভিত্বা শিব ১৩ বিরজ ১৪ মশোকাং প্রাপ্যতে
বোধি ১৫ মগ্র্যাম্ ।।"

ধরণীমণ্ডলে পূর্ব্ববুদ্ধগণের আসনস্থ ইনি সমর্থ। ইনি ধনু ধারণ করিয়া।

শূন্য নৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্লেশরিপুকে হনন করিয়া, দৃষ্টিজাল ভেদ করত, মঙ্গলময় বিকারশূন্য অশোক বোধিপ্রাপ্য প্রধানতম গতি লাভ করিবেন।

১ যথা। ২ পূরিতম্। ৩ এতৎ। ৪ উত্থিতঃ। ৫ আসনাৎ। ৬ ভূম্যা। ৭ পূর্ণাভিপ্রায়ঃ। ৮ ভোক্ষ্যতি। ৯ জিত্বা। ১০ মণ্ডলেঃ। ১১ সমর্থঃ। ১২ নিহত্য। ১৩ শিবাম্। ১৪ অরজস্কাম। ১৫ বোধিপ্রাপ্যাম্।

সময়েও শোভা পাইয়া থাকেন। আর্য্য উপবিষ্টই হউন, আর দণ্ডায়মানই থাকুন, সর্ব্বত্র শোভা পাইয়া থাকেন। তিনি কথাই কউন, আর তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করুন, তিনি সকল অবস্থাতেই সমান। যেমন চটক পক্ষী দর্শনে ও স্বরে সর্ব্বত্র শোভা পাইয়া থাকে, গুণবান্ গুণভূষিত ব্যক্তি কুশের বস্ত্রই পরিধান করুক বা নির্বস্ত্রই হউক, অথবা ছেঁড়া ময়লাকাপড়ই পরুক, বা কৃষতনু হউক, সে আপনার তেজে শোভা পায়। যাঁহার অন্তরে পাপ নাই, এরূপ আর্য্য সকল বিষয়েই শোভা পাইয়া থাকেন। কিন্তু যাহা কিছু দিয়া ভূষিত হউক, বালকও পাপকারী হইলে আর তাহার সৌন্দর্য্য দৃষ্ট হয় না। হৃদয় যদি পাপের আবর্জনায় ভরা থাকে, তবে বাক্য মধুর হইলে কি হইবে, সে অমৃতাভিষিক্ত বিষকুম্ভের মত বৈ ত নয়। দুস্পর্শ শৈলশিলাবৎ যাহাদিগের অন্তরাত্মা কঠিন, তাহাদিগের সহিত কাহারও চিরকাল দর্শন না হওয়াই ভাল। সৌম্যগুণসম্পন্ন যে সকল ব্যক্তি সকলের নিকটে শিশুভাব স্বীকার করেন, তাঁহারা সকলের নিকটে সমুদায় জগতের জীবনপ্রদ তীর্থ-সদৃশ। আর্য্যগণ দধিক্ষীরপূর্ণ ঘটের ন্যায়। তাঁহাদিগের দর্শন শুদ্ধ মঙ্গলময়। যাঁহারা পাপমিত্রের দ্বারা পরিবর্জ্জিত এবং কল্যাণমিত্ররত্ন দ্বারা পরিগৃহীত হইয়াছেন, যাঁহারা পাপ পরিত্যাগ করিয়া নির্ব্বাণধর্ম্মে প্রবেশ করিয়াছেন, তাদৃশ ব্যক্তিগণের দর্শন কল্যাণপ্রদ ও ফলদায়ক। সমুদায় শারীরিক দোষ সংযত করিয়া যাহারা সংবৃতকায়, সদা কথা বলিয়াও যাহাদিগের কথা সংযত, যাহাদের ইন্দ্রিয় সকল বশীভূত, সকল বিষয়ে নিবৃত্তচিত্ত, মন প্রসন্ন, তাদৃশ লোকের অবগুণ্ঠন দ্বারা বদন ঢাকিবার আর প্রয়োজন কি? যাহাদিগের ঈদৃশ গুণ নাই, সত্য বাক্য নাই, লজ্জা নাই, সম্ভ্রম নাই, চিত্ত উচ্ছৃঙ্খল, তাহারা আত্মভাব বস্ত্র সহস্র দ্বারা আচ্ছাদন করে; যাহারা বিনয়রত্ন, তাহারা লোকে নগ্ন হইয়া বিচরণ করে। সর্ব্বদা যাহাদিগের সংযত চিত্ত আত্মবশে রক্ষিত, অন্য জীবে যাহার মন নাই, আপনার পতিতেই সন্তুষ্ট, আদিত্য এবং চন্দ্রের ন্যায় তাহাদিগের দীপ্তি সর্ব্বলোকে প্রকাশিত, তাহাদিগের আর বদনাচ্ছাদনে প্রয়োজন কি? পরচিত্ত-জ্ঞানে কুশল দেবগণ ঋষিগণ মহাত্মগণ আমার চিত্ত জানেন, আমার চরিত্র আমার গুণসমূহই যখন অভ্রান্ত আবরণ, তখন বদনাবগুণ্ঠন করিয়া আমি কি করিব* ?”

গোপা যথার্থ বীরপত্নী বটে, তবে এত লোকের সমক্ষে বাক্যস্ফূর্ত্তি হওয়াতে অনেকের মনে হইতে পারে যে, তবে তিনি লজ্জাহীনা ও প্রগল্ভা, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। বদনাবগুণ্ঠন না থাকাতে তাঁহার প্রতি দোষারোপিত হইয়াছিল বলিয়া, তিনি আত্মদোষক্ষালনার্থ স্বরূপকথা বলিলেন। নির্ম্মল সলিলবৎ স্বচ্ছহৃদয় গোপার কি তেজ, পুণ্যের কি বল, কয়েকটি বাক্যে যেন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল। পাত্র পাত্রীর উভয়ের চিত্ত এরূপ তেজস্বী ও প্রতিভাসম্পন্ন না হইলে শোভা হইবে কেন? মাধবে মাধবীই চূতবৃক্ষে শোভা পায়, উভয়ের সৌরভ মিলিত হইয়া কতই

* ল, বি, ১২ অধ্যায়।

গৌরব বিস্তার করে। শরৎকালে অরবিন্দই সরোবরের মাধুর্য্য প্রকাশ করে বা নিদাঘান্তে সৌদামিনীই কাদম্বিনী মধ্যে অতীব রমণীয় বলিয়া প্রতীত হয়; গোপা কুমারের সান্নিধানেই সেইরূপ অধিকতর সুন্দরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি ছায়াবৎ মহাত্মা শাক্যসিংহের অনুগতা ছিলেন। এ দিকে ভূপতি শাক্যপতি শুদ্ধোদন উভয়ে পবিত্র গাঢ়তর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়াছেন দেখিয়া অতীব প্রীত ও প্রসন্ন হইলেন। পুত্রবধূকে নানালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিলেন, আর এই বলিয়া মনের আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলেন ;—

"যথা চ পুত্রো মম ভূষিতো গুণৈ-
স্তথা চ কন্যা স্বগুণৈঃ প্রভাসতে।
বিশুদ্ধসত্ত্বৌ তদুভৌ সমাগতৌ
সমেতি সর্পির্যথ[১] সর্পিখণ্ডঃ[২] ইতি ॥"

ল, বি, ১২ অ।

"আমার পুত্র যেমন বহুগুণে ভূষিত, তেমনি কন্যাও আত্মগুণে দীপ্তিমতী। দুইই বিশুদ্ধসত্ত্বগুণ লইয়া সমুপস্থিত। এ যোগ যেন সর্পিঃখণ্ডের সহিত সর্পিঃখণ্ডের যোগ। এইরূপে নবদম্পতি কিছুকাল বেশ আনন্দ ও সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

গোপার স্বভাব চরিত্র অতি পবিত্র ও বিনীত, দয়া ধর্ম্ম তাঁহার হৃদয়ের ভূষণ ছিল। সুতরাং তাঁহার সুমধুর কোমল হৃদয় কুমারের চিত্তকে আকর্ষণ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। তিনি এক দিনও কোনরূপ অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়া শাক্যসিংহের মনে বিরক্তি উৎপাদন করেন নাই, বরং স্বতঃপরত তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ যত্নবতী থাকিতেন। বিশেষতঃ তাঁহার মন বৈরাগ্যপ্রবণ জানিতে পারিয়া, বিবিধোপায়ে তাঁহাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিতেন। কুমারও সাধ্বী গোপার পাতিব্রত্য ও সেবাতৎপরতা সন্দর্শন করিয়া যৎপরোনাস্তি প্রীত ও সন্তুষ্ট হইতেন। শাক্য সত্ত্বগুণাশ্রিত হইয়া এইরূপে কিছুকাল অর্থাৎ তাঁহার ২৬ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত দাম্পত্যসুখ সম্ভোগ করিলেন। বিবাহের দশবৎসর পরে ঈশ্বরকৃপায় রাজকুমার পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করিলেন। নরেন্দ্র শুদ্ধোদনের আর আহ্লাদের সীমা নাই, আমার কুমারের তনয় জন্মিয়াছে বলিয়া তাঁহার অন্তরে শতধা আনন্দধারা বহিতে লাগিল এবং কুমার যে এখন বেশ গৃহী হইয়া রাজসিংহাসনে বিরাজ করিবেন, তাঁহাকে রাজ্য সমর্পণ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইবেন, মনে মনে তাহা চিন্তা করিয়া সুখসাগরে ভাসমান হইতে লাগিলেন। তিনি কুমারের কল্যাণার্থ নানাবিধ সৎক্রিয়া ধর্ম্মাচরণ ও দানাদি কার্য্য করিয়া স্বয়ং পূত হইলেন। কিন্তু স্বর্গ হইতে যে ব্যক্তি বৈরাগ্য

১ যথা। ২ সর্পিঃ—।

লইয়া এই অবনীমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তাহার সে অগ্নি নির্ব্বাণ করিবে কে? সাধ্বী সুবিনীতা স্ত্রী ও সুন্দর শিশুর বদনকমল অবলোকন করিয়া বুদ্ধ বৈরাগ্যকে প্রশমিত করিতে পারিলেন না। চারিদিকে রাজ্যভোগ, সুখাভিলাষ, ঐশ্বর্য্য, অতুলবিভব, অহরহ সঙ্গীত, নর্ত্তকীগণের আমোদ প্রমোদ, স্ত্রী, পুত্রের অপূর্ব্ব সহবাস, এ সমুদায় তাঁহার প্রচ্ছন্ন বৈরাগ্যানলের নিকট নিষ্প্রভ হইয়া গেল। সে প্রধূমিত সর্ব্বভুক্ যেন ঐ সকলকে মুখব্যাদান করিয়া গ্রাস করিতে আসিল। পৃথিবীর অসার উদ্দেশ্যহীন সংসারাসক্ত মানবগণ সুন্দরী গুণবতী সাধ্বী ভার্য্যা পাইলে, সুকুমারমতি শিশুর বদনসুধাকর দর্শন করিলে সব ভুলিয়া যায়, মনে করে, এই বুঝি স্বর্গ, সংসারে এতদপেক্ষা আর কি এমন সুখ আছে? দেবাত্মাদের কেন তাহা হইবে? বিধাতা তাঁহাদের মহৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখিবেন কি নিমিত্ত? শাক্য আপনার অন্তরস্থ স্বর্গীয় আলোকে আপনার প্রকৃত ছবি প্রত্যক্ষ করিয়া, জীবনের উচ্চতম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পুনরায় চিন্তিত হইলেন।

একদা কুমার অন্তঃপুর মধ্যে শয়নাগারে শয়ন করিয়া আছেন। রজনী পর্য্যবসানে নারীগণ সুমধুর বেণুরব সহকারে তাঁহাকে সুপ্তোত্থিত করিবার নিমিত্ত প্রাভাতিক মাঙ্গলিক এই গাথা গান করিতে লাগিল।—

"জ্বলিতং ত্রিভবং জরব্যাধিদুঃখৈর্ম্মরণাগ্নিপ্রদীপ্তমনাথমিদং।
ন চ নিঃসরণে সদ মূঢ় জগদ্ভ্রমতি ভ্রমরো যথ কুম্ভগতো॥ ৬৯॥
অধ্রুবং ত্রিভবং শরদভ্রনিভং নটরঙ্গসমা জগি জন্মি চ্যুতি।
গিরিনদ্যসমং লঘুশীঘ্রজবং ব্রজতায়ু জগে যথ বিদ্যু নভে॥
ভুবি দেবপুরে ত্রিঅপায় পথে ভবতৃষ্ণ অবিদ্যবশা জনতা।
পরিবর্ত্তিষু পঞ্চগতিষ্ধুবুধাঃ যথ কুম্ভকরস্য হি চক্রভ্রমী॥
প্রিয়রূপবরৈঃ সদ স্নিগ্ধরুতৈঃ শুভগন্ধরসৈর্ব্বরস্পর্শসুখৈঃ।
পরিষিক্তমিদং কলিপাশ জগৎ মৃগ লুব্ধকপাশি যথৈব হি
বন্ধকমাপি।
সভয়া মরণাঃ সদ বৈরকরা বহুশোক উপদ্রবকামগুণাঃ।
অসিধারসমা বিষপত্রনিভা ত্যজ হিতার্য্যজনৈর্য্যথ মীঢ়ঘটঃ।
স্মৃতিশোক-করাস্তমসীকরণা ভয়হেতুকরা দুঃখমূল সদা।
ভবতৃষ্ণলতায় বিবৃদ্ধিকরাঃ সভয়াঃ শরণাঃ সদকামগুণাঃ॥
অথ অগ্নিখদা জ্বলিতাঃ সভয়াঃ তথ কাম ইমে
বিদিতার্য্যজনৈঃ।
মহপঙ্কসমা অসিসিন্ধুসমা মধুদিগ্ধ ইব ক্ষুরধার যথা॥
যথ সর্পসরো যথ মীঢ়ঘটাস্তথ কাম ইমে বিদিতা
বিদুষাং।
তথ শূলসমা দ্বিজপেশিসমা যথ শ্বানকরং কিশবৈর তথা॥

উদকচন্দ্রসমা ইমি কামগুণাঃ প্রতিবিম্ব ইবা গিরিঘোষ যথা।
প্রতিভাসসমা নটরঙ্গসমাস্তথ স্বপ্নসমা বিদিতার্য্যজনৈঃ॥
ক্ষণিকাবসিকা ইমি কামগুণাস্ত ইমে তথ মায়মরীচিসমা।
অলিকোদকবুদ্বুদফেনসমা বিতথাপরিকল্পসমুত্থিত বুদ্ধ বুধৈঃ॥
প্রথমে বয়সে বররূপধরঃ প্রিয় ইষ্ট মতো ইয় বালচরী।
জরব্যাধিদুঃখৈর্হত বপুং বিজহন্তি মৃগা ইব শুষ্কনদী॥
ধনধান্যোবরো বহুদ্রব্যচরী প্রিয় ইষ্ট মতো ইয় বালচরী।
পরিহীনধন পুন কৃচ্ছ্রু গতং বিজহন্তি নরা ইব শূন্যাহটবী॥
যথ পুষ্পদ্রুমো সফলেব দ্রুমো নরু দানরতস্তথ প্রীতিকরো।
ধনহীন জরার্ত্তিতু যাচনকো ভবতে তদ অপ্রিয়ু গৃধ্রসমঃ॥
প্রভু দ্রব্যবলী বররূপধরঃ প্রিয়সঙ্গ মনেন্দ্রিয়প্রীতিকরো।
জরব্যাধিদুঃখার্ত্তিতু ক্ষীণধনো ভবতে তদ অপ্রিয় মৃত্যুসমঃ॥
জরয়া জরিতঃ সমতীতবয়ো দ্রুম বিদ্যুতহশ্চ যথা ভবতি।
জরজীর্ণ অগার যথা সময়ো জরনিঃসরণং লঘু ব্রূহি মুনে।
জর শোষয়তে নরনারিগণং যথ মালুলতা ঘনশালবনং।
জর বীর্য্যপরাক্রমবেগহরী জরপঙ্কনিমগ্ন যথা পুরুষো॥
জর রূপসুরূপবিরূপকরী জর তেজহরী সদ সৌখ্যহরী।
পরিভাবকরী জর মৃত্যুকরী জর ওজহরী বলস্থামহরী॥
বহুরোগশতৈর্ঘনব্যাধিদুঃখৈরুপসৃষ্ট জগৎ জ্বলতেব মৃগ্যঃ।
জরব্যাধিগতং প্রসমীক্ষ্য জগদ্দুঃখনিঃসরণং লঘু দেশয় হি॥
শিশিরে হি যথা হিমধাতু মহাংস্তৃণগুল্মমনোষধি ওজহরো।
তথ ওজহরী বহুব্যাধি জরা পরিহীয়তি ইন্দ্রিয়রূপবলং॥
ধনধান্যমহার্থক্ষয়ান্তকরঃ পরিতাপকর সদ ব্যাধি জরা।
প্রতিঘাতকরঃ প্রিয়দুঃখকরঃ পরিদাহকরো যথ সূর্য্য নভে॥
মরণং চ্যবনং চ্যুতিকালক্রিয়াঃ প্রিয়দ্রব্যজনেন বিয়োগু সদা।
অপুনাগমনঞ্চ অসঙ্গমনং দ্রুমপত্রফলা নদিস্রোত যথা॥
মরণং বশিতা ন বশীকুরুতে মরণং হরতে নদি দারু যথা।
অসহায়ু নরো ব্রজতে দ্বিতীয়ং স্বককর্ম্মফলানুগতো বিবশঃ॥
মরণং গ্রসতে বহুপ্রাণিশতং মকরেব জলাহরি ভূতগণং।
গরুড়ো উরগং মৃগরাজ গজং জ্বলনেব তৃণৌষধিভূতগণং॥
ইম ঈদৃশকৈর্বহুদোষশতৈর্জগু মোচয়িতুং কৃত যা প্রণিধিঃ।
স্মর তাং পুরিমাং প্রণিধানচরীময়ু কাল তব অভিনিষ্কমিতুং॥ ৯২॥

ল, বি, ১৩ অ।

"ত্রিভুবন জরাব্যাধি দুঃখে সদা প্রজ্বলিত হইতেছে, এই জগৎ মরণের অগ্নিতে প্রদীপ্ত ও অনাথ। কুম্ভগত ভ্রমর যেমন তন্মধ্যেই ভোঁ ভোঁ করিয়া উড়িয়া বেড়ায়, এই মূঢ় জগৎ তদ্রূপ জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে না। ত্রিভুবন শরৎকালের মেঘ সদৃশ অনিত্য, জগতের জন্মমরণ রঙ্গভূমিস্থ নটের সদৃশ। পর্ব্বতনিঃসৃত বেগমতী স্রোতস্বতীবৎ দ্রুতগামী এই আয়ু আকাশস্থ তড়িৎসম চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে কি দেবপুরে বিবিধ অপায়ের পথে তৃষ্ণা ও অবিদ্যার বশবর্ত্তী জনগণ পরিবর্ত্তনশীল পঞ্চবিধগতিতে বিমূঢ়চিত্ত হইয়া কুম্ভকারের চক্রবৎ নিয়ত ঘুরিতেছে। মৃগ যেমন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া ব্যাধের জালে বন্ধ হইয়া পড়ে, তদ্রূপ এই জগতের সমুদায় মানবনিচয় সুন্দর বস্তু, মনোহর শব্দ এবং সুগন্ধ রসের স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া কলিপাশে বন্ধ হইয়াছে। মরণ সর্ব্বদা ভীতিজনক ও পরম বৈরী, বাসনা বহুশোকও উপদ্রবের কারণ, ভোগের বিষয় সকল অসিধারাতুল্য বিষযন্ত্রসদৃশ, অতএব হিতকাঙ্ক্ষী আর্য্যজনেরা যেমন অমেধ্য ঘট ত্যাগ করেন, তদ্রূপ ইহা পরিত্যাগ কর। বাসনা এরূপ পদার্থ যে, তাহার স্মরণেও শোক উত্থলিত হয়, ইহা অজ্ঞানকারী, ভয়হেতুকর ও দুঃখের মূল, ভবতৃষ্ণালতার ইহা আশ্রয়, সদা ভয়জনক। আর্য্য জনেরা এই বাসনাকে প্রজ্বলিত হুতাশন জানিয়া ভীত হইতেন, ইহা মহাপঙ্কতুল্য অসিসিন্ধু-সদৃশ এবং মধুলিপ্ত ক্ষুরধারা সম। জ্ঞানীদিগের নিকট বাসনা সর্পিঃসরোবর ও অমেধ্য কুম্ভরূপে প্রতীত হইত। ইহা শূলসদৃশ, শ্বিজগণের পেশিতুল্য ও ভীষণ শব্দকর। বাসনাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র গিরিগহ্বরস্থ শব্দের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, এবং আর্য্যগণ ইহাকে রঙ্গভূমিস্থ নট ও স্বপ্নবৎ জানিতেন। এই বাসনা মায়ামরীচিসদৃশ ও ক্ষণস্থায়ী, ইহা অলীক জলবিম্ব ও ফেন-সমান, জ্ঞানী লোকে ইহাকে মিথ্যা পরিকল্পনা-সম্ভূত বলিয়া জানেন। প্রথম বয়সে মানবের শরীর কি সুন্দর প্রিয় ও অভিলষিত, কিন্তু ইহা বালচর্য্যামাত্র। শরীর যখন জরাব্যাধি দুঃখেতে শ্রীহত হয়, মৃগ যেমন শুষ্কনদী পরিত্যাগ করে মনুষ্য তখন সেই শরীর অনায়াসে পরিত্যাগ করে। যৎকালে লোকের ধন ধান্য ও বহুরত্ন ও দ্রব্য সামগ্রী সঞ্চিত হয়, তখন তাহার নিকট কত লোক প্রিয় ও আত্মীয় হয়, কিন্তু ইহা বালচর্য্যা। সে ধনহীন হইলে ও দুঃখে পড়িলে শূন্য অটবীর ন্যায় সেই আত্মীয়েরা তাহাকে পরিত্যাগ করে। ফলবান পুষ্পিত তরুর ন্যায় ধনবান্ নর দানে রত হইয়া সকলের প্রীতিভাজন হয়, কিন্তু সে জরাগ্রস্ত হইয়া ধনহীন হইলে ভিক্ষুক হয় ও গৃধ্রসম তাহাদের অপ্রিয় হয়। ধনরত্নসমন্বিত পরম রূপবান ক্ষমতাশালী প্রভু, প্রথমে সঙ্গিগণের প্রিয় ও তাহাদের মানস ও ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর হয়েন, কিন্তু তিনি বার্দ্ধক্যজনিত ব্যাধি দুঃখে কাতর হইয়া নিঃস্ব হইলে মৃত্যুসম তাহাদের অপ্রিয় হয়েন। বিদ্যুৎপাতে বৃক্ষ যেমন বিশুষ্ক হইয়া যায়, জরাজীর্ণ ব্যক্তির অবয়ব সেইরূপ হতশ্রী জানিবে। জরাগ্রস্ত ব্যক্তিরা আর গৃহে বাস করিবার সময় পায় না, অতএব, হে মুনে, এই জরার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার শীঘ্র উপায় বল। পত্রলতা যেমন ঘন শালবনকে শুষ্ক করিয়া দেয়, এই জরা সেইরূপ

নরনারীকে বিশুষ্ক করিতেছে। পঙ্কনিমগ্নপুরুষের মত জরা বীর্য্য পরাক্রম ও উদ্যম হরণ করিতেছে। জরা সুরূপ রূপকে বিরূপ করিতেছে, ইহা সদা তেজ ও সুখ হরণ করিয়া লইতেছে। জরা সকলকে পরাভব করে, মৃত্যু আনয়ন করে, জীবন্ত ভাব হরণ করে ও সৌন্দর্য্য বিনাশ করে। বহুরোগ ও শত শত ব্যাধি দুঃখে এই জগৎ পরিপূর্ণ হইয়া সতত জ্বলিতেছে। অতএব, হে মুনে, এই জগৎ জরাব্যাধিগত দেখিয়া এই দুঃখের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার উপদেশ শীঘ্র দেও। শিশিরে ঘন তুষারপাতে যেমন তৃণ গুল্ম বনৌষধি তেজোহীন হইয়া যায়, তদ্রূপ তেজোনাশিনী এই বহুব্যাধি প্রদায়িনী জরা মানবের ইন্দ্রিয় রূপ ও বল বিনাশ করিতেছে। জরাব্যাধিতে ধনধান্য মহান্ অর্থ সকল ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। ইহা পরিতাপকর, প্রিয়জনের দুঃখকারণ, সকল বিষয়ে ব্যাঘাত দিতেছে, এবং আকাশস্থ প্রখর সূর্য্যের ন্যায় সকলকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। নদী-স্রোতে বৃক্ষপত্র ফল যেমন বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, সেইরূপ প্রিয়দ্রব্য প্রিয়বস্তু সহ সর্ব্বদা বিচ্ছেদ হইতেছে। আর কাহারও সঙ্গে মিলন হইতেছে না, কেহ পুনরায় আগমন করিতেছে না, সকলেরই মরণ হইতেছে, পতন হইতেছে, পতন-কালের কার্য্য প্রকাশ পাইতেছে। মৃত্যু সকলকেই বশীভূত করিয়াছে, কিন্তু কেহ মৃত্যুকে বশ করিতে পারে না। নদী যেমন কাষ্ঠখণ্ড ভাসাইয়া লইয়া যায়, মরণও সেইরূপ সকলকে হরণ করে। স্বীয় কর্ম্মফলের অধীন অসহায় মানব বিবশ হইয়া চলিয়া যাইতেছে। জলবিহারী মকর যেমন জীবগণকে, গরুড় যেমন সর্পকে মৃগরাজ যেমন গজকে, অগ্নি যেমন তৃণৌষধি প্রাণিগণকে উদরস্থ করে, মৃত্যু সেইরূপ শত শত প্রাণীকে প্রতিমুহূর্ত্তে গ্রাস করিতেছে। অতএব, হে মুনে, তুমি পূর্ব্বে ঈদৃশ বহুদোষশত-প্রপীড়িত জগৎকে মোচন করিবার জন্য যে প্রণিধান করিয়াছিলে, তাহা এইক্ষণে স্মরণ কর, অভিনিষ্ক্রমণ করিবার তোমার এই প্রকৃত সময়।”)

নিদ্রাভিভূত বুদ্ধ নারীগণের মধুর কণ্ঠোত্থিত প্রীতিকর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়া অনুপম রসাস্বাদন করিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ শয্যায় উপবিষ্ট হইয়া সচকিতচিত্তে ঐ মধুর গীতির প্রতি শ্রবণ অভিনিবিষ্ট করিলেন। তাঁহার কর্ণে যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল, কি সুললিত স্বরলহরী, কি গূঢ় ও গভীর জ্ঞান, শুনিতে শুনিতে তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল। ভাবিলেন, ইহা কি স্বর্গ হইতে আসিতেছে, না, কোন দেবপুত্র কীর্ত্তন করিতেছেন। এমন মধুর সঙ্গীত কে শুনাইল? হায়! ইহা যে আমার হৃদয়ের সঙ্গীত, আমার চিত্তকে চিত্রিত করিল, আমার ছবি কে গোপনে বসিয়া আঁকিল, আমার মনের কথা কে বাহির করিল? বাস্তবিক কে যেন তাঁহার ঘোর মোহনিদ্রা ভঙ্গ করিয়া, তাঁহার জীবনের মহান কার্য্য স্মরণ করাইয়া দিল। রাজপুত্র ঐ গীত শ্রবণ করিয়া অবধি কেমন উন্মনা হইয়া গেলেন। প্রফুল্ল মুখের হাস্য কোথায় চলিয়া গেল, চিন্তা ও গাম্ভীর্য্যের বিকাশে তাহা তেজস্বী ও কিঞ্চিৎ ম্লান হইয়া আসিল। গোপা যত চেষ্টা করেন, কিন্তু সাধ্য কি যে রাজকুমারের নিকট গিয়া কোন অলীক আমোদের কথায় চিত্ত আকর্ষণ করেন। গোপা বিশেষ বুদ্ধিমতী ও বিদুষী ছিলেন বলিয়া, আর্য্যপুত্রের চিত্তের বৈলক্ষণ্য বেশ প্রতীতি করিতে পারিলেন।

বৈরাগ্য ও নিষ্ক্রমণ।

সংসারে থাকিয়া স্ত্রীপুত্র, পরিবৃত হইয়া সত্ত্বগণের কিরূপ পরিপাক করিতে হয়, বুদ্ধ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন। এতদিন নবীন ব্যাপারে তাঁহার চিত্তক্ষেত্রে যে বিরাগ-ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল, পুত্র হওয়াতে তাঁহার সেই অগ্নি নবীকৃত ও প্রধূমিত হইল। তিনি ভাবিলেন, পরিণীত হইলাম, পুত্রমুখও অবলোকন করিলাম, তবে বেশ এক জন ঘোর সংসারী হইয়া পড়িলাম, মায়া বেশ আমার হৃদয়ভূমিতে বদ্ধমূল হইল, আর তাহা উন্মূলন করাতো দুঃসাধ্য হইবে, বিশেষতঃ এই নবীন বন্ধন বড় প্রবল, ইহা ছেদন করিতেই হইবে। ইহা ভাবিয়া নির্জ্জন প্রদেশে বসিয়া ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন, দিন দিন সংসার সুখে তাঁহার ক্রমেই বিরক্তি বোধ হইতে লাগিল। ইত্যবসরে একদা রাজচক্রবর্ত্তী শুদ্ধোদন অন্তঃপুর মধ্যে শয়ন করিয়া আছেন, রজনীযোগে গভীর নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখিলেন যে, কুমার কৌষেয়-বস্ত্রাবৃত হইয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। এই অমঙ্গলজনক স্বপ্ন দর্শনমাত্র সহসা তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল এবং কে যেন তাঁহার হৃদয়ে সুতীক্ষ্ন বাণ নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। "স প্রতিবুদ্ধস্ত্বরিতং কাঞ্চুকীয়ং পরিপৃচ্ছতি স্ম, অস্তি মে কুমারোহন্তঃপুরে।" তিনি জাগ্রত হইয়া অবিলম্বে কাঞ্চুকীয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কুমার কি অন্তঃপুরে আছে? সে তৎক্ষণাৎ অন্তঃপুর হইতে আসিয়া সংবাদ দিল, মহারাজ, কুমার গৃহমধ্যেই আছেন, কদাচিৎ উদ্যানভূমিদর্শনার্থ বাসনা করিয়া থাকেন, তথায় যাইবেন, মানস করিয়াছেন।

এ দিকে কাঞ্চুকীয় সংবাদ দিবার পূর্ব্বে রাজার কত আশঙ্কা হইতেছিল, অবশ্য আমার কুমার গৃহ হইতে চলিয়া গিয়াছে, তাহা না হইলে আমি এই অমঙ্গলসূচক পূর্ব্বনিমিত্ত সকল দর্শন করিলাম কেন? যাহা হউক, পরে ঐ সংবাদবাহকের কথায় আশ্বস্ত হইয়া হৃদয়কে সুস্থির করিলেন। নরেন্দ্র তৎকালের জন্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেন বটে, কিন্তু একেবারে হৃদয় হইতে আশংকা দূর করিতে পারিলেন না। এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন তনয়ের ঈদৃশ সংসারবৈরাগ্য দেখিয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তিনি কুমারের মনস্তুষ্টি ও অভিরঞ্জনার্থ ঋতুসমুচিত তিনটি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিলেন। গ্রৈষ্মিক প্রাসাদ একান্ত শীতল, বার্ষিক প্রাসাদ সাধারণ, হৈমন্তিক প্রাসাদ স্বভাবোষ্ণ। এই প্রাসাদ-নিচয়ের সোপান এত প্রশস্ত ছিল যে, যুগপৎ শত শত লোক এক সময়ে আরোহণ এবং অবরোহণ করিতে পারিত। কুমার মঙ্গলদ্বার দিয়া নিষ্ক্রমণ করিবেন, এই ভয়ে তাহার কতকগুলি অতি বৃহৎ কপাট করিলেন। বহু লোক সমবেত না হইলে সে সকল কপাট উদ্ঘাটন করিতে পারিত না। কুমারের চিত্ত বিভ্রান্ত করিবার জন্য নিজ অন্তঃপুরে এরূপ সুসজ্জিত করা

হইল যে, তাহা বর্ণনাতীত। গীতিবিশারদা নারীগণ সর্ব্বদা মধুর সঙ্গীতধ্বনিতে তাঁহার চিত্ত মোহিত করিতে চেষ্টা করিল, বেণু বীণা বল্লকী মৃদঙ্গ প্রভৃতি মধুর ঘোষক মনোহর বাদ্যধ্বনিতে তাঁহার কর্ণকে নিরত পরিতৃপ্ত রাখিতে যত্ন করা হইল। শুকসারিকা কোকিল প্রভৃতি কলকণ্ঠ পক্ষীর রবে অন্তঃপুর সতত শব্দায়মান রাখিতে যত্ন হইল। পরিমলবাহী বিচিত্র মনোহর পুষ্পদামে গৃহ সজ্জীভূত, সুমন্দ মারুত-হিল্লোলসংপৃক্ত বাতায়ন সকল গ্রীষ্মকালে উদ্ঘাটিত, আবার রাজকুমারও মুক্তামালা-ভরণকণ্ঠ, সুরভিগন্ধানুলেপনানুলিপ্ত গাত্র, শুক্ল শুভ্র ধবল বিশুদ্ধ বহুমূল্যবস্ত্রাবৃত শরীর। নৃপতিবর সুখের কোন প্রকার অভাব রাখিলেন না। যদি কুমার এতাদৃশ ব্যসনে সংসারসুখে প্ররোচিত হয়েন, যদি তাঁহার অন্তরস্থ বৈরাগ্য তিরোহিত হইয়া যায়, এই তাঁহার অভিপ্রায়। মহারাজ শুদ্ধোদনের এ বাসনা কিছু অস্বাভাবিক নহে, যাঁহার প্রকাণ্ড সুবিস্তীর্ণ রাজ্য ও প্রভূত ধন রত্ন এবং যাঁহার একমাত্র যুবা তনয়, তাঁহার পক্ষে পুত্রের এরূপ বিষয় বৈরাগ্য অসহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ কি? কুমার যাহাতে কোনরূপে প্রস্থান করিতে না পারেন, তজ্জন্য দ্বারপালগণকে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে আজ্ঞা দিলেন। কুমার উদ্যানভূমি বিহারার্থ যাইবেন বলিয়া কত আয়োজন হইতে লাগিল। ঘণ্টা দ্বারা ঘোষণা করা হইল যে, সপ্তদিবসের পর রাজকুমার পুষ্প-নিকেতনে যাইবেন। পথ সকল পরিষ্কৃত ও জলাভিষিক্ত হইল, তোরণ সকল বিবিধ মনোহর পুষ্পে বিতানীকৃত হইল, ছত্র ধ্বজা ও পতাকা দ্বারা গৃহ সকল সজ্জিত হইল। পথের উভয়-পার্শ্বস্থ প্রজাদের উপর আজ্ঞা করা হইল যে, তৎকালে তাহারা যেন কোন প্রতিকূল বা অমঙ্গল চিহ্ন প্রদর্শন না করে।

পুত্রবাৎসল্য কি অপূর্ব্ব, কি মধুর! ইহার আকর্ষণ স্বর্গীয়, ইহা ঈশ্বরপ্রেরিত চমৎকার সুধা। দর্পণে যেমন আত্মশরীর প্রতিবিম্বিত হয়, নির্ম্মল সলিলে যেমন সমুদায় বস্তুর ছায়া পরিলক্ষিত হয়, এই বাৎসল্য-সলিলে তদ্রূপ ঈশ্বরের পিতৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে; কিন্তু ঐ নির্ম্মল স্নেহরস মোহে আবিলীকৃত হইলে তাহাতে আর দেবত্ব বা ঈশ্বরত্ব পরিদৃষ্ট হয় না, তখন তাহা হইতে কেবল কল্পনায় বুদ্বুদ উঠে, অসত্যের পঙ্কে সমুদায় স্থান মলিন হইয়া যায়। এই অবস্থায় মনুষ্য অবস্তুকে বস্তু করে। মিথ্যাকে সত্যবৎ প্রতীয়মান দেখে। ইহা বিরূপ হইলে তাহার অন্যতর নাম মায়া। ইহাই সংসারের বন্ধন। ইহার আকর্ষণে আশা প্রবল হয়, দুঃখে সুখসমীরণ প্রবাহিত হয়, শোকে ধৈর্য্য আসে, কিন্তু এসকলই সাময়িক ও পরিকল্পনামাত্র। হায়! বাৎসল্য বাস্তবিক মনুষ্যকে যাদু করিয়া রাখে। কুৎসিতকে সুন্দর দেখাইতে কে পারে? মন্দকে ভাল বলিয়া কে গ্রহণ করিতে পারে? ইহার প্রকাশে জ্ঞানীও মূর্খ হইয়া যায়। ইহার স্পর্শসুখ এত আপাতমধুর যে, মানবসকল আপনার কর্ত্তব্য আপনি বিস্মৃত হয়। রাজা শুদ্ধোদন এই স্নেহরসে দ্রবীভূত হইয়া পুত্রকে সুখী করিবার জন্য কত উপায় গ্রহণ করিতেছেন, কত যত্নই করিতেছেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতেছেন না। অনন্তর শাক্যসিংহ নির্দ্দিষ্ট দিবসে সায়ংকালীন

সুশীতল সমীরণ সেবনার্থ বহুজন সমভিব্যাহারে রথারোহণে নগরের পূর্ব্ব তোরণ দিয়া কুসুমোদ্যানে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একজন দন্তহীন জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে দেখিতে পাইলেন; তাহার শরীরাস্থি ও শিরাসকল বাহির হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। গাত্রে একখানি ছিন্নবস্ত্র ভিন্ন আর কিছুই নাই, এবং অনাহারে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইতেছে না। তখন সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কিং সারথে পুরুষ (১) দুর্ব্বল (২) অল্পস্থাম (৩)
উচ্ছুষ্কমাংসরুধিরত্বচ (৪) স্নায়ুনদ্ধঃ।
শ্বেতশিরো (৫) বিরলদন্ত (৬) কৃশাঙ্গরূপ
আলম্ব্য দণ্ড (৭) ব্রজতেহ (৮) সুখং স্খলন্ত॥ (৯)

ল, বি, ১৪ অ।

সারথি' দুর্ব্বল অল্পসামর্থ্য এ কে? বার্দ্ধক্যবশতঃ যাহার শরীরস্থ রক্তমাংস সকল শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। অস্থি ও শিরাসকল গাত্রাবরণ চর্ম্ম হইতে দৃষ্টিগোচর হইতেছে শুক্লকেশ, দন্তহীন ও নিতান্ত ক্ষীণ, দেখ দণ্ডের উপর ভর দিয়া অতিকষ্টে স্খলিত পদে চলিতেছে। সারথি বলিল,

এষো হি দেব পুরুষো জরয়াহভিভূতঃ
ক্ষীণেন্দ্রিয়ঃ সুদুঃখিতো বলবীর্য্যহীনো (১০)।
বন্ধুজনেন পরিভূত (১১) অনাথভূতঃ
কার্য্যাসমর্থ (১২) অপবিদ্ধ (১৩) বনেব। (১৫) দারু॥

ল, বি, ১৪ অ।

দেব, ঐ ব্যক্তি বার্দ্ধক্যপ্রপীড়িত। উহার ইন্দ্রিয় সকল নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে, ক্লেশে অভিভূত, বলবীর্য্যহীন, ঐ ব্যক্তি কার্য্যে অক্ষম, নিতান্ত অসহায়। বন্ধুজনেরা নিবিড় বনস্থ শুষ্ক তরুর ন্যায় উহাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যুবরাজ তচ্ছ্রবণে নিতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন :—

কুলধর্ম্ম এষ অয় (১) মস্য হিতং ভণাহি (২)
অথবাহপি সর্ব্ব জগতোহস্য ইয়ং হ্যবস্থা।
শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূত (২) মেত-
চ্ছ্রুত্বা তথার্থমিহ যোনি (৪) সঞ্চিন্তয়িষ্যে॥

ল, বি, ১৪ অ।

---

১ পুরুষঃ। ২ দুর্ব্বল। ৩ অল্পস্থামা। ৪ ত্বক। ৫ শ্বেতশিরাঃ। ৬ বিরলদন্তঃ। ৭ দণ্ডম্ ৮ ব্রজতি। ৯ স্খলন। ১০ হীনঃ। ১১ পরিভূতঃ। ১৩ কার্য্যাসমর্থঃ। ১৪ অপবিদ্ধঃ। ১৫ বনে ইব।

১ ইদম্। ২ ভণ, এবমন্যত্র। ৩ যথাভূতম্। ৪ যোনিম্।

সারথি, ইহার কি এই কুলধর্ম্ম, তাহা আমায় যথার্থ বল, অথবা সমুদায় জগতেরই এইরূপ অবস্থা ঘটিয়া থাকে? ইহার স্বরূপ কথা যাহা, তাহাই আমাকে শীঘ্র বল, তাহা শুনিয়া আমি ইহার কারণ চিন্তা করিব।

সারথি বলিল,

নৈতস্য দেব কুলধর্ম্ম (৫) ন রাষ্ট্রধর্ম্মঃ
সর্ব্বে (৬) জগস্য (৭) জর (৮) যৌবন (৯) ধর্ষয়াতি (১০)।

তুভ্যংপি[১] মাতৃপিতৃবান্ধবজ্ঞাতিসংঘো
জরয়া অমুক্তঃ[২] ন হি অন্য[৩] গতির্জনস্য ॥

ল, বি, ১৪ অ।

দেব, ইহা রাজধর্ম্ম বা কুলধর্ম্ম নহে। পৃথিবীস্থ প্রত্যেক জীবের যৌবন জরা বিনাশ করিতেছে। আপনি ও পিতা মাতা জ্ঞাতি ও বন্ধুবর্গ সকলেই ইহার অধীন, কাহারো আর গত্যন্তর নাই।

তচ্ছ্রবণে রাজকুমার কহিলেন, অজ্ঞানলোকের বুদ্ধিকে ধিক্। হায়! আমরা কি মূঢ়, যৌবনগর্ব্বে অন্ধ হইয়া, মনুষ্যশরীর পরিণামে কি অবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহা একবারও ভাবিয়া দেখি না। সারথি, রথবেগ সংবরণ কর। জরা এক দিন যাহাকে ঈদৃশ দুরবস্থাপন্ন করিবে, তাহার ক্রীড়া-রতিতে প্রয়োজন কি?

অন্য এক দিবস রাজকুমার রথারোহণে নগরের দক্ষিণ তোরণ দিয়া উদ্যানে যাইতেছিলেন, এমন সময় সমক্ষে স্বজন-পরিত্যক্ত বন্ধুহীন বহুরোগগ্রস্ত জীর্ণ শীর্ণ-কলেবর এক ব্যক্তিকে দেখিতে পাইয়া, সারথিকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন:—

কিং সারথে পুরুষ[৪] রূপবিবর্ণগাত্রঃ
সর্ব্বেন্দ্রিয়েভি[৫] বিকলো গুরু প্রশ্বসন্তঃ[৬]।
সর্ব্বাঙ্গশুষ্ক উদরাকুল[৭] প্রাপ্তকৃচ্ছ্র[৮]
মূত্রে পুরীষ[৯] স্বকি[১০] তিষ্ঠতি কুৎসনীয়ে ॥

ল, বি, ১৪ অ।

সারথি, রূপ বিকট, শরীর বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় বিকল, দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে, কঙ্কালাবশিষ্টমাত্র, উদরের পীড়ায় অতি কাতর, নিতান্ত দুঃখিত আপনার ঘৃণার্হ মূত্রপুরীষোপরি শয়ান, এ কে?

---

৫ কুলধর্ম্মঃ। ৬ সর্ব্বস্য ৭ জগতঃ। ৮ জরা। ৯ যৌবনং। ১০ ধর্ষয়তি।

১ ত্বয়াপি। ২ অমুক্তঃ। ৩ অন্যা। ৪ পুরুষঃ। ৫ সর্ব্বেন্দ্রিয়ৈঃ। ৬ প্রশ্বসন্। ৭ উদরাকুলঃ। ৮ প্রাপ্তকৃচ্ছ্রঃ। ৯ পুরীষে। ১০ স্বকে।

সারথি বলিল,

এষো হি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানো[৮]
ব্যাধীভয়ং[৯] উপগতো মরণান্তপ্রাপ্তঃ।
আরোগ্যতেজরহিতো[১] বলবিপ্রহীনো
অত্রাণ[২] বীপ্রশরণো[৩] হ্যপরায়ণশ্চ॥ ল, বি, ১৪ অ।

হে দেব, এ ব্যক্তি অত্যন্ত কাতর, ব্যাধিজনিত ভয়গ্রস্ত, ইহার অন্তিমকাল উপস্থিত। ইহার আর আরোগ্য নাই, তেজ নাই, বল নাই, রক্ষা নাই, একান্ত অসহায় এবং আশ্রয়-বিহীন। শাক্যসিংহ তদুত্তরে সকরুণভাবে বলিতে লাগিলেন, হায়! মনুষ্যশরীরে সুস্থাবস্থা নিদ্রাকালীন স্বপ্নের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী ও মিথ্যা, ব্যাধির ভয়ে মনুষ্য ঈদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে; তবে কোন জ্ঞানী পুরুষ এই সকল দেখিয়া সংসারের সুখে লিপ্ত থাকিতে বাসনা করে? এই বলিয়া রাজকুমার উদ্যানে না গিয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর তৃতীয়বার আবার তিনি রথোরোহণে নগরের পশ্চিম তোরণ দিয়া বিলাসকাননে গমন করিবার সময়, পথিমধ্যে খট্টোপরি বস্ত্রাবৃত এক মৃত দেহ দর্শন করিলেন। তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বন্ধুগণ আর্তস্বরে রোদন করিতেছে, কেহ কেহ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে গমন করিতেছে, কয়েকটি নারী আলুলায়িত-কেশপাশা শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতেছে। তাহাদের মস্তক সকল ধূলিময়, গাত্র ঘর্মাক্ত, বক্ষঃস্থলে তাহারা করাঘাত করিতেছে ও ভূমিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছে। মধ্যে মধ্যে হৃদয়বিদারক আর্তনাদে চতুর্দ্দিকস্থ লোকের মধ্যে খেদ, দুঃখ ও সংসারের প্রতি অনিত্যতার ভাব উদয় করিয়া দিতেছে। তখন যুবরাজ নিতান্ত বিস্মিত হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—

কিং সারথে পুরুষ[৪] মঞ্চোপরি গৃহীতো[৫]
উদ্ধৃত কেশনখ[৬] পাংশু শিরে[৭] ক্ষিপন্তি।
পরিচারয়িত্ব[১] বিহরন্তু বক্ষস্তাড়য়ন্তো
নানাবিলাপবচনানি উদীরয়ন্তঃ॥ ল, বি, ১৪ অ।

সারথি, এ কি? একটি পুরুষকে খাটে শয়ন করাইয়া লইয়া যাইতেছে। সকলের কেশ আলুলায়িত, নখরাজী ঊর্দ্ধীকৃত, সকলে মস্তকে ধূলি নিক্ষেপ করিতেছে, বক্ষে করাঘাত করিয়া ঘিরিয়া যাইতেছে, বিবিধ বিলাপসূচক কথা উচ্চারণ করিতেছে।

সারথি বলিল,

এষো হি দেব পুরুষো মৃত্যু[২] জম্বুদ্বীপে
ন হি ভূয়[৩] মাতৃপিতৃ[৪] দ্রক্ষ্যতি পুত্রদারাং।[৫]

---

৮ গ্লান। ৯ ব্যাধিভয়ং।
১ তেজোরহিতঃ। ২ অত্রাণঃ। ৩ বিপ্রশরণঃ।
৪ পুরুষঃ। ৫ গৃহীতঃ। ৬ নখাঃ। ৭ পাংশূন্ শিরসি।
১ পরিচারয়িত্বা। ২ মৃতঃ। ৩ ভূয়ঃ এবং পরত্র। ৪ মাতাপিতরৌ। ৫ পুত্রদারান্।

অপহায় ভোগগৃহমাতৃপিতৃমিত্রজ্ঞাতিসংঘং
পরলোকপ্রাপ্ত[৬] ন হি দ্রক্ষ্যতি ভূয় জ্ঞাতিং ॥

ল, বি, ১৪ অ।

দেব, এ ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে। এ আর পৃথিবীতে মাতা পিতা, স্ত্রী পুত্র দেখিতে পাইবে না। ঐ ব্যক্তি সুখসম্ভোগ গৃহ মাতা পিতা বন্ধু বান্ধব সকলকে পরিত্যাগ করিয়া পরলোক প্রাপ্ত হইল, আর পুনরায় জ্ঞাতিজনকে দেখিতে পাইবে না। তচ্ছ্রবণে যুবরাজ নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইলেন। তিনি সারথিকে বলিলেন ঃ—

ধিগ্‌যৌবনেন জরয়া সমভিদ্রুতেন
আরোগ্য[৭] ধিগ্‌বিবিধব্যাধিপরাহতেন।
ধিগ্‌জীবিতেন পুরুষো[৮] নচিরস্থিতেন
ধিক্‌ পণ্ডিতস্য পুরুষস্য রতিপ্রসঙ্গৈঃ ॥
যদি জর[১] ন ভবেয়া[২] নৈব ব্যাধির্ন মৃত্যু-
তথাপি চ[৩] মহদুঃখং[৪] পঞ্চস্কন্ধং ধরন্তো[৫]
কিং পুন[৬] জরব্যাধিমৃত্যু[৭] নিত্যানুবন্ধাঃ
সাধু প্রতিনিবর্ত্ত্য[৮] চিন্তয়িষ্যে প্রমোচ্য ॥

ল, বি, ১৪ অ।

জরানিপীড়িত যৌবনকে ধিক্‌। বিবিধব্যাধিজর্জ্জরিত স্বাস্থ্যকে ধিক্‌, পুরুষের অচিরস্থায়ী জীবনকেও ধিক্‌, পণ্ডিত হইয়া যে ব্যক্তি আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হয়, তাহাকেও ধিক্‌। যদি জরা না হইত, ব্যাধি ও মৃত্যুও না থাকিত, তথাপি পঞ্চস্কন্ধ* ইন্দ্রিয়বোধ) ধারণ করাতেই মহাদঃখ ; জরা ব্যাধি মৃত্যু যখন নিত্য সঙ্গে চলিতেছে তখন আর কি ? প্রতিনিবৃত্ত হও, ভাল করিয়া মুক্তির উপায় চিন্তা করিব।

অনন্তর সিদ্ধার্থ পুনরায রথারোহণে নগরের উত্তর তোরণ দিয়া প্রমোদকানন-দর্শনার্থ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নির্গত হইয়াই অনতিদূরে পথিমধ্যে এক শান্ত দান্ত সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষুককে দেখিলেন। তিনি কাষায়বস্ত্রাবৃত, তাঁহার হস্তে ভিক্ষাপাত্র,

৬ পরলোকং প্রাপ্তঃ। ৭ আরোগ্যেণ। ৮ পুরুষস্য।

১ জরা। ২ ভবেৎ। ৩ তথাপি। ৪ মহাদুঃখং। ৫ পঞ্চস্কন্ধান (ইন্দ্রিয়াণি) ধারয়ন্তঃ। ৬ পুনঃ। ৭ জরাব্যাধিমৃত্যবঃ। ৮ প্রতিনিবৃত্তয়ে।

* দুঃখং সংসারিণঃ স্কন্ধাস্তে চ পঞ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বিজ্ঞানং বেদনা সংজ্ঞা সংস্কারো রূপমেব চ ॥

চিত্ত প্রসন্ন, শরীর পুণ্যালোকে অতি উজ্জ্বল। কুমার ঈদৃশ রূপ দর্শনমাত্র আকৃষ্ট হইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন ঃ—

কিং সারথে পুরুষ (৯) শান্ত প্রশান্তচিত্তো
নোৎক্ষিপ্তচক্ষু (১০) ব্রজতে যুগমাত্রদর্শী।
কাষায়বস্ত্রবসনো (১) সুপ্রশান্তচারী
পাত্রং গৃহীত্ব (২) ন চ উদ্ধত উন্নতো বা ॥ ল, বি, ১৪ অ।

সারথে, এই যে প্রশান্তচিত্র শান্ত পুরুষ, নয়ন কখন উর্দ্ধদিকে তুলেন না, কেবল সম্মুখস্থ চারিহস্ত-পরিমিত ভূমি অবলোকন-পূর্ব্বক গমন করিতেছেন, কাষায় বস্ত্র ইঁহার পরিধান, ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করত সুপ্রশান্তভাবে বিচরণ করেন, উদ্ধত বা অবনীত নহেন, এ কি ?

এষো (৩) হি দেব পুরুষ ইতি ভিক্ষুনামা
অপহায় কামরতয়ঃ (৪) সুবিনীতচারী।
প্রব্রজ্য (৫) প্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণো (৬)
সংরাগদ্বেষবিগতো (৭) তিষ্ঠিতি পিণ্ডচর্য্যা (৮) ॥ ল, বি, ১৪ অ।

দেব, এ ব্যক্তি ভিক্ষুক। ইনি সমুদায় বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুবিনীত ইঁহার আচরণ। ইনি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন। ইনি সকলকে আপনার সমান অবলোকন করেন। রাগ দ্বেষ ইঁহার কিছুই নাই, ইনি ভিক্ষান্নে দেহ ধারণ করেন। সারথির এই কথা শুনিয়া, তখন কুমার উল্লসিত হইয়া বলিলেন ঃ—

সাধু সুভাষিতমিদং মম রোচতে চ
প্রব্রজ্য (৯) নাম বিদুভিঃ (১০) সততং প্রশস্তা।
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্ত্বহিতঞ্চ যত্র
সুখজীবিতং সুমধুরমমৃতং ফলঞ্চ ॥ ল, বি, ১৪ অ।

ভাল বলিলে, ইহাই আমার ভাল লাগে। পণ্ডিতেরা সর্ব্বদা প্রব্রজ্যার প্রশংসা করিয়া থাকেন, যাহাতে আপনার হিত হয়, পরের হিত হয়, সুখের জীবন, সুমধুর অমৃত ফল (লাভ হয়)। এই বলিয়া তিনি চিন্তা করিতে করিতে গৃহ প্রত্যাগমন করিলেন।

কোন কোন জীবনবৃত্তান্ত লেখক বলেন, কুমার প্রশান্ত ভিক্ষুকে অবলোকন করিয়া গৃহে আসেন নাই, নদীকূলে উদ্যানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র জন্মানর সংবাদ ঐ স্থানে তিনি প্রথমতঃ প্রাপ্ত হন। তিনি এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া শান্তভাবে কেবল এই কথা বলিয়াছিলেন, "এই এক নবীন সুদৃঢ় বন্ধন আমায় ছেদন করিতে হইবে।"

---

৯ পুরুষঃ। ১০ অনুৎক্ষিপ্তচক্ষুঃ।
১ বসনঃ। ২ গৃহীত্বা।
৩ এষ। ৪ কামরতীঃ। ৫ প্রব্রজ্যাং প্রাপ্তঃ। ৬ এষমাণঃ। ৭ বীতঃ ৮ পিণ্ডচর্য্যাম্।
৯ প্রব্রজ্যা। ১০ বিদ্বদ্ভিঃ।

তিনি বিষণ্নহৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার প্রত্যাগমনে সকলে জয়ধ্বনি করিতেছিল, তন্মধ্যে তিনি একটি শাক্য-কুমারীর মুখে এই সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছিলেন, "সুখী পিতা, সুখী মাতা, সুখী পত্নী, যাঁহাদের এমন পুত্র, যাঁহার এমন স্বামী।" সুখী এই শব্দ শাক্যের হৃদয়কে আকর্ষণ করিল, কেন না, প্রমুক্ত ভিন্ন আর তো কেহ সুখী নাই। তিনি আত্মচিত্তের অনুরূপ সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া সেই শাক্য-কুমারীকে নিজ কণ্ঠের রত্নময়হার উন্মোচন করিয়া অর্পণ করিলেন। সে মনে করিল, কুমার বুঝি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু তাহার এ আশা আকাশকুসুমবৎ নিষ্ফল হইল। কেন না তিনি আর তাহার প্রতি দৃষ্টিপাতও করিলেন না। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে বিমনা দেখিয়া তাঁহাকে গৃহে অবরুদ্ধ রাখিবার জন্য আরো যত্নপরায়ণ হইলেন। প্রাকারসকল আরো বাড়াইলেন, নূতন পরিখাসকল খনন করাইলেন, দ্বার সকল আরো দৃঢ় করিলেন, রক্ষক সকল নিযুক্ত করিলেন। বীরপুরুষগণকে নিযুক্ত করিয়া উপযুক্ত বাহন ও বর্ম্মাদি অর্পণ করিলেন। নগরের চারি দ্বারে চতুষ্পার্শে সৈন্যদল স্থাপন করিলেন। সকলকে বলিয়া দিলেন, "তোমরা দিবারাত্রি সাবহিত অবস্থান কর, যেন কুমার বাহির হইয়া যাইতে না পারেন।" তিনি অন্তঃপুরে আজ্ঞা দিলেন, "যেন সঙ্গীতের বিচ্ছেদ না হয়; যত প্রকারের প্রলোভন আছে, কুমারকে আবদ্ধ করিবার জন্য সে সমুদায় অনুষ্ঠিত হউক।"

অতঃপর শাক্য সন্ন্যাসধর্ম্ম-গ্রহণে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজা শুদ্ধোদন পুত্রকে গৃহে আবদ্ধ রাখিবার জন্য যতই কেন যত্ন করুন না তাহা সফল হইবে কেন? স্বর্গীয় বল যখন মনুষ্যের হৃদয়কে স্পর্শ করে, তখন মানবীয় বল বুদ্ধি তাহাকে আবদ্ধ করিবে, কি প্রকারে? যে চারিটী ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার নিকট অলৌকিক স্বর্গীয় প্রত্যাদেশ, ইহাই জীবনের পরিবর্ত্তক ও ঐশ্বরিক বল উহা স্বর্গীয় দূত ও তাঁহার প্রত্যক্ষ করুণা। টার্সস নগরের দুরন্ত মনুষ্যহন্তা সল কি দেখিয়া পথে মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন এবং অনুতপ্ত হইয়া জীবনকে একেবারে পাপপথ হইতে পরিবর্তিত করিয়া দেবতা হইয়াছিলেন? পবিত্র ঈশার অধ্যাত্ম জীবনের গভীর আলোক সন্দর্শনই তাঁহার জীবনের নেতা। এইরূপ আকস্মিক স্বর্গীয় ঘটনাবলী মানবজীবনের পরিবর্ত্তনের হেতু। বিধাতা অবসর দেখিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। বুদ্ধের নিকট উহাই দেবপ্রসাদ। এই দেবপ্রসাদ ভিন্ন মহান্ কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না, এবং বলীয়ান্ হইয়া ঐ কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করাও অসম্ভব। যাহা হউক, বুদ্ধের অন্তরস্থ অন্ধকার তিরোহিত হইল। আপনার মহাব্রত নিরীক্ষণ করিয়া তৎসাধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন, আর তাঁহাকে রাখে কে ও প্রতিজ্ঞাই বা ভঙ্গ করে কে? ঐ দুর্গম পথ হইতে তাঁহাকে প্রত্যানয়ন করে কে? আমাদের কুমার আর গৃহে থাকিবেন না, এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া অন্তঃপুরে হুলুস্থুল পড়িয়া গেল। অমাত্যগণ বিষণ্ন, দ্বারবান্ রক্ষকেরা ভীত, শাক্যপরিবার আত্মীয় বন্ধুবান্ধব নিতান্ত দুঃখিত, অন্তঃপুরচারিণী নারীগণ অতিম্লান, মহাপ্রজাবতী মাতৃষ্বসা গৌতমী

শোকে আচ্ছন্ন, ভার্য্যা গোপা সন্তাপে ক্লিষ্ট। এত আমোদ প্রমোদ গীত বাদ্য সব রহিত হইয়া গেল। এ সকল কাহার চিত্ত আর বিনোদিত করিবে, সে কি আর সংসারে আছে?

একদা গোপা শয়ন করে আছেন, ঘোর নিশীথ সময়ে স্বপ্ন দেখলেন যে, ভর্ত্তা আমার চলিয়া গিয়াছেন, এই সমুদায় পৃথিবী প্রকম্পিতা, পর্ব্বতসকল উৎপাটিত, বৃক্ষসকল বায়ুভরে উন্মূলিত, চন্দ্র সূর্য্য ভূমিতে পাতিত আর উদিত হয় না, আপন কেশপাশ ছিন্ন, দক্ষিণহস্তে মুকুট খসিয়া পড়িয়াছে, হস্তপদ ছিন্ন, কণ্ঠের মুক্তাহারও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। ছত্র দণ্ডও আর নাই, ভর্ত্তার আভরণ মুকুট ও বহুমূল্য বস্ত্র শয্যার নিকটে; মহাসাগর ক্ষুব্ধ হইয়াছে। এই ভয়ানক স্বপ্ন দর্শন মাত্র তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল; সভয়ে সুদুঃখিতা হইয়া তৎক্ষণাৎ স্বামীকে স্বপ্ন বিবরণ বলিলেন, আর্য্যপুত্র, ঈদৃশ স্বপ্ন-দর্শনে আমার কি অমঙ্গল ঘটিবে বল, আমার বুদ্ধি ভ্রান্ত হইয়াছে, আমার চিত্ত নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়াছে। ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন, "তুমি আহলাদিত হও, তোমার মনে ত কোন পাপ নাই, পুণ্যাত্মারাই ঈদৃশ স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন। প্রিয়ে! তুমি যে স্বপ্ন দেখিয়াছ, তাহা তোমার মঙ্গল নিমিত্ত বটে, তোমারও এইরূপ অবস্থা ঘটিবে, আমারও তাহাই ঘটিবে। এই সংসারের দুঃখসাগর হইতে কে পার করিবে? আমি সকলের দুঃখ-মোচনের জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি। পৃথিবীর অনিত্য সুখভোগের নিমিত্ত আমি আসি নাই। এই যে লক্ষ লক্ষ প্রাণী মহাক্লেশে নিপতিত, তাহা কে ভাবে; কিন্তু আমার হৃদয় মানবের এই মহাদুঃখ দেখিয়া আর থাকিতে পারে না।" এই বলিতে বলিতে পরম দয়ালু শাক্য শোকে অধীর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। গোপা হতভম্ব হইয়া নীরব রহিলেন। তখন ভাবিলেন, পিতাকে না বলিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। কারণ পিতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হওয়া অন্যায়। যিনি আমার জীবন ও শরীর পরিপুষ্ট করিলেন, তাঁহাকে না বলিয়া যাওয়া অতীব গর্হিত। অতএব তাঁহার অনুমতি লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রমণ করা সমুচিত। এইরূপ চিন্তা করিয়া কুমার স্বীয় অভিপ্রায় পিতার সন্নিধানে গিয়া ব্যক্ত করিলেন। নরনাথ পুত্রের এই নিদারুণ কথা শুনিয়া গলদশ্রুলোচনে ও স্নেহে কুমারের মুখের প্রতি চাহিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল অশ্রু সংবরণ করিয়া প্রবোধবচনে কুমারকে বলিলেন, "বৎস, তোমার কি অসুখ, তোমার কিসের অভাব? এই সুরম্য রাজ-প্রাসাদ, বিপুল ঐশ্বর্য্য, সুবিস্তীর্ণ রাজ্য, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, রত্নমণিখচিত রাজমুকুট, নানাবিধ উপাদেয় ভোগ্যবস্তু, অগণ্য দাসদাসী, বিবিধ অশ্ব রথ গজ সৈন্য সামন্ত, পরমরূপসী এমন গুণবতী ভার্য্যা, এই সুন্দর সুকোমল তনয়, সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত, নর্ত্তকীগণের এমন নটরঙ্গ, বাদিত্রদিগের সুমধুর বাদ্যধ্বনি, এই মনোহর কুসুমোদ্যান, এই সমুদায় থাকিতে তুমি কেন গৃহে থাকিবে না? এই সকল তোমারই জন্য, ইহা আর কে ভোগ করিবে? বৎস, তুমি আমার দুঃখের ধন, অনেক তপস্যা করিয়া তোমা হেন রত্ন লাভ করিয়াছি। তুমি আমার অতি আদরের সামগ্রী। তোমাকে

পাইয়া আমি অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলাম। এখন বৃদ্ধ বয়সে কোথায় যুবরাজ হইয়া সিংহাসন উজ্জ্বল করিবে, না, আমায় সকল সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়া অকূল পাথারে ভাসাইয়া যাইবে? তোমা বিনা আমার গৃহ যে শ্মশান, এই নগর যে অরণ্যানী, সংসার যে অন্ধকারময়, আমার জীবনে আর কি প্রয়োজন। বৎস! তুমি আর আমার হৃদয় বিদীর্ণ করিও না, তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব। বল, গৃহ হইতে যাইবে না।"

তদ (১) বোধিসত্ব (২) অবচী (৩) মধুরপ্রলাপী
ইচ্ছামি দেব চতুরো বর (৪) তাম্মি (৫) দেহি।
যদি শক্যতে দদিতু (১) মহ্য (২) বসোতি (৩) তত্র
তদ্রক্ষ্যসে সদ (৬ গৃহে ন চ নিষ্ক্রমিষ্যে॥
ইচ্ছামি দেব জর (৫) মহ্য (৬) ন আক্রমেয়া (৭)
শুভ্রবর্ণযৌবনাস্থিতো ভবি (৮) নিত্যকালং।
আরোগ্যপ্রাপ্তু (৯) ভবি নো চ ভবেত (১০) ব্যাধি-
রমিতায়ুষশ্চ (১১) ভবি নো চ ভবেত মৃত্যুঃ।

ল, বি, ১৫ অ।

পিতার বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া বোধিসত্ত্ব মধুরবচনে বলিলেন, "তাত! আমি চারিটি বিষয় অভিলাষ করি, তাহা আমায় দান করুন। তাহা যদি আপনি দিতে পারেন, তবে আমি গৃহে থাকিব, নতুবা চলিয়া যাইব। তাই এই:—যদি বার্দ্ধক্য আমায় আক্রমণ না করে, শুভ্রবর্ণ যৌবন আমার চিরকাল স্থিতি করে, স্বাস্থ্য আমার নিত্যকাল থাকে ও ব্যাধি না হয় এবং মৃত না হইয়া নিত্য জীবিত থাকি, তাহা হইলে আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিতে পারি।" রাজা শুদ্ধোদন কুমারের এই অসম্ভব প্রার্থনা শুনিয়া নিতান্ত দুঃখিত ও শোকার্ত্ত হইলেন। বলিলেন, আমার এমন শক্তি কোথায় যে আমি তোমার অসঙ্গত প্রার্থনা পূর্ণ করিতে পারি। কুমার বলিলেন, "তাহা যদি না পারেন, তবে আমায় অপর বর দিন। তৃষ্ণাজনিত পুত্রস্নেহ ছেদন করুন এবং জগতের দুঃখ-মোচনই হিতকর, ঐজন্য আমি কৃতসংকল্প হইয়াছি, আমার এই কার্য্যে অনুমোদন করুন।" রাজা শুদ্ধোদন পুত্রের এই নিদারুণ নির্ম্মম অভিপ্রায় ও প্রার্থনা শুনিয়া কতই না বিলাপ করিতে লাগিলেন, আক্ষেপ সহকারে তাঁহাকে কত অনুরোধ করিতে লাগিলেন, প্রবোধ বচনে কত বুঝাইতে লাগিলেন এবং কত অনুনয় বিনয় সহকারে এই সংকল্প হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকলই বিফল হইল। অগত্যা তিনি অশ্রুপূর্ণলোচনে অভীষ্ট সিদ্ধিলাভের জন্য কুমারকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। তখন সিদ্ধার্থ অতি বিনীত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক পিতৃচরণে প্রণাম করিয়া, অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন।

১ তদা ২ বোধিসত্ত্বঃ। ৩ অবোচৎ। ৪ বরান্। ৫ মহ্যং।

১ দাতুম্। ২ মম। ৩ বসতিঃ। ৪ সদা। ৫ জরা। ৬ মান। ৭ আক্রমেত। ৮ ভবানি এবমন্যত্র। ৯ আরোগ্যপ্রাপ্তঃ। ১০ ভবেৎ এবমন্যত্র। ১১ অমিতায়ুঃ।

কোন্ পিতা এমন গুণবান্ একমাত্র রাজকুমারকে সন্ন্যাসী হইতে অনুমতি দিতে পারেন? রাজতনয়কে পথের ভিখারী হইতে আদেশ করিতে পারে কে? রাজা কুমারকে আজ্ঞা দিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার হৃদয় উন্মূলিত বিটপীর ন্যায় শোকে মগ্ন হইয়া গেল, তাঁহার হৃদয়দ্বার খুলিয়া একমাত্র স্নেহের আধার পক্ষীটি যেন পিঞ্জর হইতে উড়িয়া গেল, যেন কোটি শেল তাঁহার অন্তরে বিঁধিতে লাগিল, নয়নজলে অভিষিক্ত থাকাতে তাঁহার দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল। আপন প্রকোষ্ঠে গিয়া এই বিষয় যত ভাবিতে লাগিলেন, ততই অশ্রুজলে নদী বহিয়া যাইতে লাগিল। শোকে অধীরতায় ও রোদনে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার স্বরূপ বিরূপ হইয়া গেল, কপোলযুগল আরক্তিম হইল, নেত্রদ্বয় স্ফীত হইল। এ অবস্থায়, লেখক! তুমি অশ্রু বিসর্জ্জন করিলে, পাঠক! তুমিও এই শোকাবহ ব্যাপার শুনিয়া রোদন না করিয়া থাকিতে পারিবে না। হায়! সেই বিধাতা প্রেমময় হরি সংগোপনে বসিয়া যাহাকে পবিত্র ও অতিমনোহর বৈরাগ্যভূষণে সজ্জিত করিতেছেন, তাহাকে কে ঘরে বন্ধ করিয়া রাখিবে? কে কাহার নিষেধ মানিবে, সে কাহার প্ররোচনা বাক্যে ভুলিবে? সে কি পৃথিবীর অসার স্নেহে বদ্ধ হইয়া সব বিস্মৃত হইতে পারে? জীবনের মহাব্রত-পালনে নিরত থাকিতে, অবহেলা করিতে পারে?

অদ্য রজনীযোগে কুমার চলিয়া যাইবেন, ইহা জানিতে পারিয়া, অন্তঃপুরে সকলে তটস্থ ও শঙ্কিত হইলেন। মাতৃষ্বসা গৌতমী চেটিকাদিগকে ডাকাইয়া আনিয়া দ্বারে শত শত প্রদীপ জ্বালাইয়া, সমস্ত রাত্রি জাগিয়া থাকিবেন বলিয়া বসিয়া রহিলেন। প্রহরিগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া সকলে বিষণ্ণ হইয়া জাগ্রৎ রহিল। মহারাজের আজ্ঞানুক্রমে দাস দাসী, নর্ত্তক নর্ত্তকী, বাদক গায়ক প্রভৃতি সকলে নিদ্রা না গিয়া, স্ব স্ব কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। এদিকে যখন দ্বিপ্রহরা ঘোরা যামিনী উপস্থিত, তখন শাক্যসিংহ নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া শয্যার এক প্রান্তে বসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, সকলে নিদ্রাভিভূত, প্রকৃতি-সতী যেন লজ্জায় অবগুণ্ঠবতী হইয়াছেন; তাই নিবিড় তিমিরাবৃত হইয়া সংগোপনে বসিয়া আছেন এবং রাজকুমার চলিয়া যাইবেন বলিয়া কি ঝিল্লীরবে রোদন করিতেছেন? এই গম্ভীর সময়ে কুমারের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল, তিনি চিদাকাশে উঠিয়া এই ভূমণ্ডলকে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া প্রতীতি করিলেন। কথিত আছে, এই সময়ে ধর্ম্মচিন্তানুরত কুমার পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্র এবং সর্ব্বপ্রাণীর হিত চিন্তা করিতে করিতে চারিটি পূর্ব্ব প্রণিধান হৃদয়ে অনুভব করেন। প্রথম বদ্ধ প্রাণিগণকে মোচন, দ্বিতীয় অবিদ্যান্ধকার বিমোচনপূর্ব্বক ধর্ম্মালোক দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু বিশোধন, তৃতীয় অহঙ্কার বিনাশ, চতুর্থ সংসারনিবর্ত্তক প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম্ম প্রকাশ। ফলতঃ ঈদৃশ প্রণিধানই তাহাকে প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিতে উদ্যত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বুদ্ধদেব প্রস্থান সময়ে একবার অন্তঃপুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। প্রসুপ্ত নারীগণের বীভৎস ও বিকট রূপ তাঁহার নয়ন-গোচর হইল। কেহ কেহ উলঙ্গ, কেহ কেহ খিলখিল করিয়া হাসিতেছে, কেহ কেহ দাঁত

কড়মড় করিয়া শব্দ করিতেছে, কাহারও কাহারও চুল এলো, কাহারও কাহারও বক্রমুখ, কেহ কেহ মুখভঙ্গী করিতেছে, কেহ কেহ বিকটভাবে মুখব্যাদান করিতেছে, কেহ কেহ চক্ষু ঘুরাইতেছে, কেহ কেহ ভ্রূকুটী প্রকাশ করিতেছে! এই সকল দর্শন করিয়া তিনি সংসারকে শ্মশান-ভূমি বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। তিনি দুঃখে দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন, "হায় কি কষ্ট সমুপস্থিত। আমি যাই, এ রাক্ষসীগণের সঙ্গে থাকিয়া লোকে কি প্রকারে সুখ লাভ করে। নির্গুণ জীবসকল পঞ্জরমধ্যগত বিহঙ্গগণের ন্যায় দুর্ম্মতি কামগুণে অতিমোহ তিমিরাবৃত সংসারে বদ্ধ হইয়া অবস্থান করে, কখন বাহির হইতে পারে না।" আবার ধর্ম্মালোকযোগে অন্তঃপুর অবলোকন করিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহাকরুণা উপস্থিত হইল, প্রাণিগণের বিবিধ দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি খেদ করিতে লাগিলেন। অন্তঃপুরচারিগণের বিকৃত দর্শন তাঁহার মনে ঘৃণা উদ্রিক্ত করিল; দেহের প্রতি ধিক্কার জন্মাইল। তিনি আপনার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা সুদৃঢ় করিলেন। পর্য্যঙ্ক হইতে অবতরণ করিয়া সঙ্গীত-প্রাসাদে পূর্ব্বাভিমুখে দণ্ডায়মান হইলেন। দক্ষিণহস্তে রত্নজালিকা নামাইয়া প্রাসাদের অগ্রভাগে গমনপূর্ব্বক একটি একটি করিয়া সকলকে নমস্কার করিলেন *। অনন্তর কুমার ঠিক নিশীথ সময় জানিয়া ও সকলে সুখ-প্রসুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া ছন্দককে ডাকিলেন। তাহাকে বলিলেন, তুমি অবিলম্বে বেগবান্ অশ্ব, বহুমূল্য রাজবেশ এবং কণ্ঠাভরণ আন, আমার সর্ব্ব বিষয়ে সিদ্ধি লাভ হইবে, অদ্য নিশ্চয়ই আমার মঙ্গলজনক প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে, কারণ তাহার বেশ শুভ লক্ষণ সকল সংঘটিত হইয়াছে। সে এই আদেশ শ্রবণমাত্র ভীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কোথায় যাইবেন?" তখন বোধিসত্ত্ব নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন, "সে কি? যাহার জন্য আমি পূর্ব্বে এই শরীরের সমস্ত সুখ পরিত্যাগ করিলাম, রমণীকুলের ভূষণস্বরূপ এমন প্রিয়তমা ভার্য্যা, এই রাজ্য ধন কনক বসন, অনিলোপমবেগ বিক্রম রত্নপূর্ণ গজ তুরঙ্গ ছাড়িলাম, নিবৃত্তিযোগে সমুদায় পরাভূত করিয়া চরিত্র রক্ষা করিলাম, বীর্য্য, বল, ধ্যান ও প্রজ্ঞানিরত হইলাম; বোধিজনের শান্তি ও কল্যাণ স্পর্শ করিবার জন্যই বহু কোটি নিযুত কল্প পর্য্যন্ত [এ সকল অনুষ্ঠান]। আর কি? আজ আমার জরামরণ-পঞ্জরবদ্ধ জীবগণের পরিমোচনের সময় আসিয়াছে। অতএব আর বিলম্ব করিও না। শীঘ্র অশ্ব আন।" ছন্দক এই কথা শ্রবণ করিয়া বলিল, "কুমার, আপনার তরুণ বয়স, এখনও প্রব্রজ্যার সময় উপস্থিত হয় নাই! ভোগান্তে বৃদ্ধবয়সে প্রব্রজন করিবেন। দেখুন, লোকে বহু কৃচ্ছ্র সাধনে তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে ক্লেশমাত্র সার। আপনি রাজচক্রবর্ত্তী হইয়াও ঈদৃশ কায়ক্লেশে কেন প্রবৃত্ত হইবেন?" কুমার উত্তর করিলেন, "জন্মজন্মান্তরে

* বাবু রামদাস সেন স্বপ্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য গ্রন্থে কোমতের শিষ্যের ন্যায় শাক্যসিংহকে নাস্তিক ও প্রত্যক্ষবাদী সপ্রমাণ করিতে যত্ন পাইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার সেটি বিষম ভ্রম। বুদ্ধ স্বতন্ত্র অধ্যাত্ম জগতে বিশ্বাস করিতেন, বিশুদ্ধ বোধিসত্ত্বদিগের অমরত্বে বিশ্বাস করিতেন, শারীরিক মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করিতেন, বৌদ্ধ গ্রন্থে তাহার শত শত প্রমাণ রহিয়াছে। ললিতবিস্তরের পঞ্চদশ অধ্যায়েও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

বাসনাজনিত বহুক্লেশ ভোগ করা হইয়াছে, কিন্তু নির্ব্বেদ উপস্থিত হয় নাই ; সমুদায় সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে। এখন সমুদায় মিথ্যা অসার শূন্য বলিয়া প্রতীতি হইয়াছে, আর বিষয়ে আমার কিছুমাত্র অনুরাগ নাই। মহাচরিত্র বলবীর্য্য ক্ষান্তি ও ব্রতসম্ভূত ধর্ম্মজলযানে আরোহণ করিয়া আমি সংসার-সাগর উত্তীর্ণ হইব, লোকদিগকেও উত্তীর্ণ করিব, স্থির করিয়াছি. আর বিলম্ব করিও না। আমার এ প্রতিজ্ঞা পর্ব্বতসম অটল, কিছুতেই ভঙ্গ হইবার নহে।" এই বলিয়া ছন্দকানীত অমূল্য বসন ও কণ্ঠাবরণে ভূষিত হইয়া, ঐ তুরগোপরি আরোহণপূর্ব্বক, সেই ঘোর নিশীথ সময়ে, ২৯ বৎসর বয়সে, নিদ্রিতা স্ত্রী ও একমাত্র পুত্র রাহুলকে তদবস্থায় রাখিয়া, তিনি গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন। কেবল ছন্দক তাঁহার সঙ্গে পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। শাক্য প্রভূত পরাক্রমশালী বীরের ন্যায় চলিয়া গেলেন। মত্ত মাতঙ্গের মত উন্মত্ত হইয়া সহাস্য আস্যে চলিয়া গেলেন। কি আশ্চর্য্য !! মুখে বিন্দুমাত্র ভয় বা নিরাশার চিহ্ন লক্ষিত হইল না ! এমন সুন্দর যুবরাজ পিতার অনুনয়, স্ত্রীর আর্ত্তনাদ, আত্মীয় স্বজনের স্নেহানুরোধ, বন্ধুবর্গের প্রেমালাপ তুচ্ছ করিয়া, কি না পথের ভিখারী হইলেন ! হায় ! ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের কি মহিমা ! আজ যিনি যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবেন, তাঁহার কি না তৃণাচ্ছাদিত ভূমিই সুখোপবেশন হইল ! আজ যাঁহার শিরোদেশে মুকুট শোভা পাইবে ও তাহাতে মণি মাণিক্য ঝলমল করিবে, সেই মস্তক কি না কেশশূন্য হইয়া ভস্মলিপ্ত হইল ! আজ যাঁহার কটিতটে শাণিত অসি লম্বমান থাকিবে, তাহাতে কি না কাষায় বস্ত্র ঝুলিতে লাগিল ! আজ বীরদর্পে শত শত দেশ পরাজয় করিয়া স্বয়ং একচ্ছত্রী হইবেন তিনি কি না পৃথিবীর ধূলি হইয়া মানবের বিনীত দাস হইলেন ! আজ যাঁহার হস্তে ধনুর্ব্বাণ শোভা পাইবে, তাঁহার সেই বাম হস্তে কি না কমণ্ডলু ও দক্ষিণহস্তে ভিক্ষাপাত্র ! আজ যিনি বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করিয়া পৃথিবীর সুখ সম্ভোগ করিবেন, তিনি কি না চীরবসন পরিয়া হাস্য করিতে লাগিলেন ! আজ যিনি রাজপ্রাসাদে বসিয়া সুখে বিহার করিবেন, তিনি কি না তরুতল সার করিলেন ! হায় ! কুমারের এ বেশ দেখিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বক্ষঃস্থল নয়নজলে ভাসিয়া যায়। বিচিত্র লীলাময় হরির অপূর্ব্ব কার্য্য ! তাহা কাহার সাধ্য বুঝিতে পারে ? আমাদের যুবরাজকে কে এরূপ বেশে সাজাইল ? পবিত্র ঈশাকে কে ক্রুশে হত হইতে বলিয়াছিল ? প্রেমোন্মত্ত নিমাইকে কে দুঃখিনী মাতা ও পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইতে আজ্ঞা করিয়াছিল ? বিজ্ঞবর মহাজ্ঞানী সক্রেটিশকে কে বিষপান করিতে আদেশ করিয়াছিল ? সেই প্রাণারাম হৃদয়বিহারী ঈশ্বরই আমাদের কুমারকে ঘরের বাহির করিলেন। তিনিই ইহাকে এমন সুন্দর সজ্জায় সাজাইলেন। রজনী প্রভাত হইলে কুমার অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ছন্দককে আভরণাদি অর্পণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে বলিলেন। যে স্থান হইতে ছন্দক ফিরিয়া আইসে, সে স্থানকে আজও লোকে ছন্দকনিবর্ত্তন বলিয়া জানে।

বিলাপ

এদিকে অন্তঃপুরে হঠাৎ কি শব্দ উঠিল, তাহা শুনিয়া রাজা শুদ্ধোদন জাগ্রত হইয়া, অমাত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ ত, গৃহমধ্যে কি গোলমাল শোনা যাইতেছে।" তাঁহারা তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, মহারাজ, আমাদের কুমার ত গৃহে নাই। রাজা তখন নিতান্ত খিদ্যমান হইয়া বলিলেন, তবে নগরের সকল দ্বার, উদ্যানভূমি ও মৃগয়াস্থান অনুসন্ধান কর। তাঁহার আজ্ঞামতে সকলে অনুসন্ধান করিলেন, কোথাও আর কুমারের তত্ত্ব পাওয়া গেল না। এতচ্ছ্রবণে মহাপ্রজাবতী গৌতমী উন্মূলিত পাদপের ন্যায় রোদন করিতে করিতে ভূতলশায়িনী হইলেন এবং অধীর হইয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তৎক্ষণাৎ রাজাকে ডাকিয়া বলিলেন, আমাকেও পুত্রের সঙ্গিনী কর। তখন শাক্যাধিপতি শোকে অস্থির হইয়া, চারিদিকে কুমারের অন্বেষণার্থ দূত প্রেরণ করিলেন; তাহাদিগকে বলিয়া দিলেন, তোমরা কুমারের সংবাদ না লইয়া ফিরিবে না। তাহারা অল্প দূর গিয়া দেখিল যে, কুমার যাহাকে আপন উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দিয়া কাষায় বস্ত্র লইয়াছেন, সে আসিতেছে। তখন তাহারা নিশ্চয় অনুমান করিল যে, আমাদের যুবরাজ তবে বুঝি জীবিত নাই? এইরূপ আশঙ্কা করিতে করিতে কণ্ঠাভরণ লইয়া ছন্দক নিকটে উপস্থিত হইল। তাহারা ছন্দককে দেখিবামাত্র জিজ্ঞাসা করিল, এ ব্যক্তি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদের জন্য কুমারকে ত বধ করে নাই? ছন্দক বলিল, না: আমাদের কুমার ইহার নিকট কাষায় বস্ত্র লইয়া এই পরিচ্ছদ প্রদান করিয়াছেন। তখন তাহারা আশ্বস্ত হইল এবং তাহার প্রমুখাৎ কুমারের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, অবগত হইয়া, সকলেই ফিরিয়া আসিল। পর দিন প্রাতে এই শোকাবহ বার্ত্তা শুনিয়া সমস্ত কপিলবস্তু নগর হাহাকার করিতে লাগিল। প্রজারা কাঁদিয়া অস্থির হইয়া পড়িল। অন্তঃপুর শোকভরে যেন শ্মশানতুল্য গম্ভীর বেশ ধারণ করিল, ঘনবিষাদে চারিদিক পরিপূর্ণ হইল। এমন সময় রাজপ্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিয়া ছন্দক আভরণাদি অর্পণ করিল। তাহা দর্শন মাত্র গৌতমীর শোকাগ্নি প্রবলতররূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। যাহাকে তিনি আশৈশব বহুক্লেশে লালন পালন করিয়াছিলেন, পুত্রনির্বিশেষে স্নেহে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন, আপনার সমুদায় প্রেম যাহার প্রতি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, যাহার উপর তাঁহার পার্থিব তাবৎ সুখের আশা ছিল, আজ কি না সে সকল আশা বিফল করিল। সুখের মূল কে উৎপাটন করিল, এই চিন্তা যত প্রবল হয়, গোতমীর চিত্ত শোকে ততই মহ্যমান হয়। তাঁহার নয়নজল আর শুষ্ক হয় না, পাগলিনীর ন্যায় গলদশ্রুলোচনে ক্রমাগত বিলাপ করিতে থাকেন; ঐ আভরণ দেখিয়া ভাবিলেন, যত দেখিব, ততই হৃদয়ের

শোকসাগর উদ্বেলিত হইয়া উঠিবে। দূর হউক, ইহা আর সমক্ষে রাখিব না, এই বলিয়া তাহা পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিলেন। নিদর্শন নিক্ষেপ করিলেন বটে, কিন্তু হৃদয় ত আর ফেলিয়া দিতে পারেন না। সে যে হুতাশনের ন্যায় দিবানিশি জ্বলিতে লাগিল। তখন মাতৃস্বসা গৌতমী দরদরিতধারে অশ্রু বিসর্জন করিতে করিতে নৃপতিকে বলিলেন, "বলি, তুমি যখন জানিলে যে, আমার বোধিসত্ত্ব নিষ্ক্রান্ত হইবে, তখন কেন আমায় জানাইলে না, আমি জন্মের মত এক বার বিদায় লইতাম, সেই চন্দ্রানন দেখিয়া তবু ত ক্ষণকাল হৃদয়কে শীতল করিতে পারিতাম। হায়! গোপা প্রবুদ্ধ হইয়াও কেন বোধিসত্ত্বকে একবার দেখিল না, দুটো স্নেহের কথা কহিল না। হা! কুমার, তুমি আমাদিগকে বঞ্চিত করিয়া কোথায় গেলে?" নৃপতি শুদ্ধোদন মহিষীর খেদোক্তি শুনিয়া, মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পড়িলেন। পরে কিঞ্চিৎ সংজ্ঞা লাভ করিয়া, চীৎকার রবে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন, "হা! বৎস! হা! চন্দ্রানন, হা! নয়নরঞ্জন, হা! হৃদয়বিনোদ, তুমি যে আমার একমাত্র পুত্র, আমারত আর কেহই নাই, এ রাজ্য কে ভোগ করিবে, এ গৃহ কে উজ্জ্বল করিবে? হায়! তোমা বিহনে যে আমার সব অন্ধকারময়, সংসার অরণ্যময়, গৃহ শ্মশানসম; বৎস! তুমি কোথায় চলিয়া গেলে? কাল বিদায়, কালে ত আমার এত ক্লেশ হয় নাই, আজ কি জন্য হৃদয় ভগ্ন হইয়া গেল? আমি যে বড় সাধ করিয়া তোমার নাম সিদ্ধার্থ রাখিয়াছিলাম, হায়! তোমা বিনা আমার উদ্যান-ভূমি যে শূন্য, অন্তঃপুর ঘনবিষাদ-পূর্ণ। হা বিধাতঃ! বৃদ্ধবয়সে আমার এক পুত্ররত্ন দিয়াছিলে, তাহাকেও তুমি আবার ঘরে রাখিলে না। আর আমার জীবনধারণে সুখ কি?" এইরূপ আক্ষেপ করিতে করিতে রাজার অজস্র অশ্রুপাত হইতে লাগিল। রাজার অশ্রুপাতে সকলেই কাঁদিতে লাগিল। পরে শাক্যগণ আসিয়া মুখে জল সিঞ্চন করিয়া কোনরূপে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। গোপা শয়নাগারে এতক্ষণ ভূমিতলে নিঃস্তব্ধভাবে শয়ান ছিলেন; কিন্তু ছন্দকের স্বর, রাজার হৃদয়বিদারক পরিবেদনা শ্রবণ মাত্র ধড়মড় করিয়া উঠিয়া, মস্তকের সুচারু চিকুর কেশপাশ ছেদন করিলেন, অঙ্গ হইতে ভূষণ সকল খুলিয়া ফেলিলেন। বিরহযন্ত্রণা নিতান্ত অসহ্য হওয়াতে হৃদয় হইতে দুঃখসাগর উথলিত হইয়া পড়িল। উচ্চৈঃস্বরে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া এই খেদোক্তি বাহির হইতে লাগিল, "হায়! আজ আমার শয়নাগার নাথভ্রষ্ট, হায়! প্রিয়তমের সহিত চিরবিচ্ছেদ হইল? হে সুরূপ, দ্যুলোক ভূলোকের পূজনীয়, আমার শয্যা পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গেলে? আর আমি গুণাধারের দর্শন না পাইলে পানীয় পান করিব না, উপাদেয় দ্রব্যও ভোজন করিব না, ভূমিতে শয়ন করিব, জটাজূট ধারণ করিব, স্নানাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রত ও তপস্যাচরণ করিব। উদ্যান সকল! তোমরা কেন আজ ফল-পুষ্পবিহীন, হায়! তোমরা যে ধূলায় ধূসরিত; হা গৃহ! নরপুঙ্গবের দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়াতে তুমি নিবিড় অরণ্য; হা সুমধুর মঞ্জুঘোষ গীত বাদ্য! হা ভূষণবিহীন স্ত্রীগৃহ! হা হেমযান! প্রিয়তম-বিরহে আর পুনরায় তোমাদিগকে ভোগ করিব না।" গোপার

এই রূপ রোদন শুনিয়া, গোতমী শীঘ্র কাছে আসিয়া, সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিতে লাগিলেন, "হে শাক্যকন্যে ! রোদন করিও না, স্থির হও। পূর্ব্বেই ত কুমার বলিয়াছিলেন যে, 'আমি জগজ্জনের দুঃখ-মোচনার্থ গমন করিব ; জরা মৃত্যু হইতে আপনাকেও উদ্ধার করিব।' সেই মহর্ষি সেই কার্য্য সম্পাদন জন্য চলিয়া গিয়াছেন, তাহা কি তোমার মনে নাই ? এখন শান্ত হও, ঐ দেখ, ছন্দকের নিকট অশ্বরাজ ও ভূষণাদি দিয়া সুবোধকুমার বলিয়া দিয়াছেন, যদি পিতা মাতা জিজ্ঞাসা করেন, কুমার কোথায় গিয়াছেন, তবে তুমি তথ্য বলিও ; তাই ছন্দক আসিয়াছে। তিনি সিদ্ধ হইলে পুনরায় আসিবেন !" এই মর্ম্মের কথা শুনিয়া গোপা চিত্তকে কোনরূপে ক্ষণকাল স্থির করিলেন। ছন্দক সকলের সান্ত্বনা দিবে, না, অন্তপুরস্থ নারীগণের অবস্থা দেখিয়া নিজেই বিবশ হইয়া রোদন করিতে লাগিল। কে কাহাকে প্রবোধ দেয় ? সজলনয়নে বলিল, "আমি আর্য্যকে প্রত্যাবর্ত্তন করাইবার কত চেষ্টা করিয়াছিলাম ; কিন্তু তিনি আমার বলাবিক্রমের অতীত, অটল অচলের ন্যায় তিনি সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধসঙ্কল্প। তাঁহাকে কে ফিরাইতে পারে ?" এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অশ্ব রাখিয়া, সে শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, ক্রমাগত অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে গোপা মূর্চ্ছিতা হইয়া সংজ্ঞাহীন হইলেন, সহচরী সখীগণ বক্ষে করাঘাত করিয়া, 'হা হতোস্মি' করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ গোপার মুখে জল দিয়া বাতাস করাতে, তিনি কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া, আর্য্যপুত্রের সমস্ত প্রিয় কার্য্য স্মরণ করিয়া, পুনরায় বিবিধ প্রকারে বিলাপ করিতে লাগিলেন। হা ! আমার প্রীতিজনন, হা ! আমার নরপুঙ্গব, হা ! আমার বিমল তেজোধর, হায় ! আমার অনিন্দিতাঙ্গ সুজাত, অসম, হা ! আমার গুণাগ্রধারিন্, হা ! নর দেবের পূজিত, হা ! পরম কারুণিক, হা ! বলোপেত, হা ! শত্রুজিৎ, হা ! আমার সুমঞ্জুঘোষ, হা ! আমার মধুর ব্রহ্মরুত, হা ! আমার অনন্ত কীর্ত্তি শতপুণ্য-সমুদিত বিমল পুণ্যধর, হা ! আমার অনন্তবর্ণ, গুণগণমণ্ডিত ঋষিগণপ্রীতিকরী বাক্য, হা ! আমার দ্যুলোক ভূলোক পূজিত বিঘুষ্ট শব্দ, বিমল পুণ্য জ্ঞানদ্রুম, হা ! আমার রসরসাগ্র বিম্বোষ্ঠ, কমললোচন কনকবর্ণনিভ, হা ! আমার তুষারসন্নিভ শুদ্ধদন্ত, হা ! আমার সুবৃত্তস্কন্ধ চাপোদর, হা ! আমার গজদন্ত উরুকর-চরণ তাম্রনখ, হা ! আমার গীতিবাদ্য বরপুষ্প বিলেপন, শুভ ঋতুপ্রবর ! তুমি কোথায় গেলে, অরে ! নিষ্ঠুর ছন্দক ? তুই আমার কণ্ঠের হার ভর্ত্তাকে কোথায় লইয়া গেলি ; ওরে নিদারুণ ! যখন আর্য্যপুত্র চলিয়া গেলেন, তখন কেন তুই আমাকে জাগাইলি না ; অরে নির্দ্দয় ! তুই কেন তাঁহাকে বলিলি না যে একা এই পর্ব্বতে গহন কাননে আর্য্য যাইও না। কারুণিক অদ্য গৃহ হইতে চলিয়া যাইতেছেন, তুই কেন তাহা জানাইলি না। হিতকর কোথায় গেলেন, রাজকুল হইতে কেন গেলেন ? ওরে ছন্দক ! তুই কেন তাঁর গমনের সহায়তা করিলি, কেন তুই তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া স্থানান্তরে লইয়া গেলি না ? অরে ছন্দক ! তুই কেন বলিলি না, আর্য্য, এই অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতাকে পরিত্যাগ

করিয়া যাইও না ; অরে ছন্দক ! তুই কেন তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলি না, আর্য্য, আর্য্য. তোমার পত্নী ও একমাত্র শিশু যে তোমা বিহনে গতাসু হইবে ? নয়ন ! আর ত তুমি এমন প্রীতিকর সুন্দররূপ দেখিতে পাইবে না, তবে অন্ধীভূত হও : কর্ণ, আর ত তুমি সেই প্রিয়তমের মধুর শব্দ শ্রবণ করিয়া শীতল হইতে পারিবে না, তবে তুমি বধির হও ; আনন ! আর ত তুমি নাথের সহিত মধুরালাপে সুখী হইতে পারিবে না, তবে বোবা হইয়া থাক অঙ্গ ! তুমি এখন কাহার সেবা করিয়া কৃতার্থ হইবে, অতএব তুমি এখন আমায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। দাসীর সমস্ত নাথেরই সেবার জন্য ছিল, এখন প্রিয়তমের বিরহে ইহার আর কিছুই প্রয়োজন নাই। বসুন্ধরে, তুমিও কি আমার প্রতি নির্দ্দয় হইলে, জীবিতেশ্বর বিনা আমি এখনো জীবিত রহিয়াছি ? কলবিরুত পক্ষিগণ, তোমরা ত আজ ডাকিতেছ না ; কুসুমনিচয়, তোমরাও ত আজ হাসিতেছ না ; সুন্দর পাদপগণ, কৈ তোমরাও ত আজ সুশীতল বায়ুসেবন করাইয়া পরিতৃপ্ত করিতে পারিতেছ না ? হায়, আমার নাথের বিরহে বুঝি সকলেই রোদন করিতেছে। ভাল, মহীরুহাশ্রিত লতা ত তাহার অভাবে থাকিতে পারে না, ভূতলশায়িনী হয় : তবে আমিও ত প্রিয়তমের একাঙ্গীভূত ছিলাম, তবে কেন আমার পতন হইল না ? পরিণয়ের সময় সে চরণে আমি হৃদয় সমর্পণ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। আমি ত আর নাই ! এইরূপে রোরুদ্যমানা গোপার অন্তরে ক্ষণপরে কিঞ্চিৎ জ্ঞানের বিকাশ হওয়াতে তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত প্রিয়বিচ্ছেদে আমি কেন ঈদৃশ চঞ্চল হইতেছি। পৃথিবীর সকলই তো অনিত্য, সুখ ও প্রিয়বস্তু রঙ্গভূমিস্থ নটের ন্যায় অতিচঞ্চল ও ভঙ্গুর। আর্য্য-পুত্র ত আমায় পূর্ব্বেই বলিয়াছিলেন, মনুষ্য কেবল জন্ম মৃত্যুর অধীন। অতএব প্রকৃত শান্তিই মানবের প্রার্থনীয়. আমি কেন তাহার জন্য প্রস্তুত হই না ? বৃথা শোকে মুহ্যমান হইয়া কেন এত ক্লেশ পাইতেছি ! সখা আমার যথার্থ সমাধিলাভ করিয়া মনোরথ পূর্ণ করুন, তিনি নিত্যশুদ্ধ হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন। এখন আমার এই ব্রহ্মচর্য্যই সার, জিতেন্দ্রিয় হইয়া তপস্যাচরণই শ্রেয়ঃ। এই বলিয়া তিনি সমুদায় সুখে বিসর্জ্জন দিয়া ব্রতানুষ্ঠানে নিযুক্তা রহিলেন : সতীর প্রাণ পতি বিনা মৃত দেহের ন্যায়, প্রাণহীন দেহের যেমন সব আছে, অথচ তাহার কার্য্য নাই, গোপার তদবস্থা হইল। যৌবনের সৌন্দর্য্যকুসুম মলিন ও বিশুষ্ক হইয়া গেল, অল্পাহারে শরীর ক্ষীণ হইয়া আসিল, নয়নের তেজ কমিয়া গেল, মস্তকে আর কবরী উঠিল না, ভাল পরিচ্ছদ পরিহিত হইল না, জীবনের সকল সুখ আহ্লাদ তিরোহিত হইল।

অধ্যয়ন ও তপশ্চরণ

গৃহ হইতে নির্গমন-কালে বুদ্ধদেব যখন ছন্দকের নিকট অশ্ব ও আভরণ চাহেন, তখন সে হৃদয়ের ভাব প্রচ্ছন্ন রাখিতে না পারিয়া, বিষণ্ণভাবে রোদন করিতেছিল ও অশেষ প্রকারে কুমারকে প্রবোধ দিয়াছিল। তৎকালে উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল, পুনরায় আমরা তাহার সংক্ষেপ বিবরণ প্রকাশ করিতেছি।

ছন্দক। আর্য্য, কমললোচনা মণিরত্নভূষিতা গলে হারাবলম্বিনী মেঘমুক্ত সৌদামিনীর ন্যায় লাবণ্যময়ী পার্শ্বস্থ শয়ানা এই পত্নীকে উপেক্ষা করিয়া যাইবেন না; সুন্দরী কিন্নরীগণের এমন মৃদঙ্গ বংশবেণুসংযুক্ত সুললিত তানলয়বিশুদ্ধ সঙ্গীত পরিত্যাগ করিবেন না; এরূপ সুগন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত স্রক্‌চন্দনাদি বা কি বলিয়া উপেক্ষা করেন। বিবিধ রসপূর্ণ ব্যঞ্জনাদি উপাদেয় আহার্য্য ও মিষ্টান্ন ছাড়িয়াই বা কোথায় যাইবেন; বিশেষতঃ গ্রীষ্মে শীতলতাসঞ্চারী ও শীতে উষ্ণতাপ্রদায়ী এরূপ পরিচ্ছদ ও উদ্যানভূমি পরিত্যাগ করিয়া কেন যাইবেন? অতএব অগ্রে আপনি এই সুখদ বস্তু ভালরূপে উপভোগ করুন, পরে উপযুক্ত সময় হইলে যাইবেন।

বুদ্ধ। ছন্দক, আমি রূপরসগন্ধস্পর্শশব্দজনিত বিবিধ সুখ অপরিমিতরূপে ভোগ করিয়াছি, স্ত্রী পুত্রের রসাস্বাদও অনুভব করিয়াছি। প্রভূত ঐশ্বর্য্যে আমি পরিতৃপ্ত হইয়াছি. কিন্তু দেখিলাম, এই সকল বিষয়-ভোগে কেবল বাসনাই প্রবল হয়, তাহাতে আর আমার শান্তি হইতেছে না, সংসার নিতান্ত অসার। দেখ, ইহাতে আবদ্ধ থাকিলে মনুষ্যের তৃষ্ণাই বাড়ে; তবে আর তৃপ্তি কোথায়? এই বাসনা তৃষ্ণাই সকল দুঃখের মূল. কোন বাসনাহীন তৃষ্ণাহীন লোক কি সুখী, কি শান্ত! পার্থিব কোন পদার্থে যাঁহার প্রবৃত্তি নাই, ইন্দ্রিয়জনিত কোন প্রকার সুখে যাঁহার অভিলাষ নাই, তিনি প্রকৃতিস্থ আত্মজ্ঞানে নিমগ্ন ও জিতেন্দ্রিয়। তাহার চিত্তেই পরম সন্তোষ, তাঁহার জীবনেরও আশা নাই, মরণেরও ভয় নাই। তিনি নির্ব্বাসন ও পৃথিবীতে জীবন্মৃত ও সদানন্দ। ইনি জন্মমৃত্যু জরা ব্যাধির অতীত। ছন্দক, অতএব আমিও এই জগৎ উপেক্ষা করিয়া গমন করিতেছি।

তদাত্মনোত্তীর্য্য ইদং ভবার্ণবং সবৈরদৃষ্টি গ্রহক্লেশরাক্ষসং।
স্বয়ং তরিত্বা চ অনন্তকং জগৎ স্থলেহন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে॥

ল, বি, ১৫ অ।

মিথ্যাদৃষ্টিরূপ গৃহ ও ক্লেশরূপ রাক্ষসপূর্ণ এই ভবসাগর স্বয়ং পার হইয়া অনন্ত জগৎকে আমি অজর অমর ও মঙ্গলময় ভূলোকে এবং দ্যুলোকে প্রবেশ করাইব।

তখন ছন্দক নিরতিশয় শোকসন্তপ্তহৃদয়ে কাঁদিতে লাগিল এবং অতি কাতরস্বরে বলিল, তবে, দেব, আপনার এই দৃঢ় নিশ্চয় হইয়াছে? ইহা শুনিয়া কুমার বলিলেন,

"অচলাচলমব্যয়ং দৃঢ়ং মেরুরাজেব যথা সুদুশ্চলং।" আমার নিশ্চয় অচলের ন্যায় অচল অব্যয় এবং দৃঢ়। ইহা পর্ব্বতরাজের ন্যায় অতি দুশ্চল। যুবরাজ সেই নিশাকালে ঘোর তিমিরাবৃত, বিপদাকীর্ণ নানাহিংস্রজন্তুপরিপূরিত নিবিড় অবণ্যানী দিয়া অশ্বোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে ঊষাকালে অনোমা নদীতীরে উপস্থিত হইলেন। তথায় ঘোটক হইতে অবতীর্ণ হইয়া, অমূল্য স্বর্ণ ও হীরকমুক্তাযুক্ত আভরণাদি গাত্র হইতে উন্মোচন করত, ছন্দকের হস্তে অর্পণ করিলেন। তুমি আমার বৃদ্ধ পিতামাতার শোকাপনোদন করিবে, এই বলিয়া অশ্ব সহ তাহাকে তথা হইতে বিদায় দিলেন। সে চলিতেছে আর সজলনয়নে পশ্চাদ্দিকে ফিরিয়া যুবরাজের প্রতি নিরীক্ষণ করিতেছে; যত দূর দৃষ্টি যায়, ছন্দক এই ভাবে চলিয়া গেল। যে স্থান হইতে ঐ অশ্বরক্ষককে বিদায় দেওয়া হয়, তথায় নাকি অদ্যাপি এক চৈত্য নির্ম্মিত আছে। ললিতবিস্তরেও ইহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সুবিখ্যাত চীন পর্য্যটক ফা হিয়ন বলেন, আমি যখন কুশি* নগরাভিমুখে যাত্রা করিতেছিলাম, তখন পথিমধ্যে একটি নিবিড় ঘনসন্নিবিষ্টবিটপিপরিবেষ্টিত কাননের প্রান্তভাগে এক কীর্ত্তিস্তম্ভ দর্শন করি, তাহা এই।

গৌতম তখন একা নিষ্কণ্টক হইলেন। তথায় তিনি খড়্গদ্বারা কেশগুচ্ছ ছেদন করিয়া কেশগুলি ঊর্দ্ধে উড়াইয়া দিলেন। এ স্থানে এক চৈত্য স্থাপিত হয়। ঐ স্থানকে চূড়াপ্রতিগ্রহণ বলিয়া থাকে। শাক্য পৃথিবীর সমুদায় বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, এই ভাবিয়া, কেশ অন্তরীক্ষে উৎক্ষেপন করিয়াছিলেন। (ত্যাগ দ্বিবিধ, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ। ইহা স্বাভাবিক ও সাধনের পক্ষে বিশেষ হিতকারী যে, অন্তরঙ্গ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কোন বিষয় ছাড়িতেই হইবে।) ঐ কেশত্যাগ তাঁহার চিত্তের সমুদায় বাসনা-ত্যাগের নিদর্শন হইয়াছিল। পরে তিনি আপনার পরিধানের প্রতি দৃষ্টি করিয়া ভাবিলেন, ইহাতো আমার শোভা পায় না, এ বেশ সংসারীর, আমার নহে। এমন সময়ে এক ব্যাধের নিকট তাহার কষায় বস্ত্র গ্রহণ করত পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেন। এখানেও এক চৈত্য স্থাপিত হয়, তাহার নাম কষায়গ্রহণ। তিনি প্রথমতঃ ভ্রমণ করিতে করিতে শাকীনাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তৎপর পদ্মানাম্নী ব্রাহ্মণীর আশ্রমে, তদনন্তর রৈবতনামা ব্রহ্মঋষির আশ্রমে গমন করেন। ইঁহারা সকলেই তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করত পান, ভোজনাদি অর্পণ করেন। এইরূপ ক্রমান্বয়ে গমন করিতে করিতে অতঃপর তিনি বৈশালী নগরে** আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথায় অরাড় কালাম নামে এক শ্রাবক সন্ন্যাসী বাস করিতেন, তাঁহার তিন শত শিষ্য ছিল, তাহাদিগকে তিনি যাহাতে অকিঞ্চনতা লাভ হয়, তাদৃশ ধর্ম্মোপদেশ দিতেন। বুদ্ধ তাঁহার নিকট গিয়া ব্রহ্মচর্য্য

*কুশিনগর বর্ত্তমান গোরক্ষপুরের পূর্ব্ব দক্ষিণ ভাগে ৫০ ক্রোশ অন্তরে স্থাপিত ছিল। এখন ইহার ভগ্নাবস্থা।

** পুরাতন মানচিত্র অনুসারে ইহা পাটনার উত্তর। কেহ বলেন বৈশালী বদরীকাশ্রম; কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রম, কারণ বুদ্ধ দক্ষিণাভিমুখেই গমন করিয়াছিলেন।

আচরণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, আমার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা আছে, যদ্দ্বারা আমি একা অপ্রমত্তভাবে অন্তরীক্ষচারী দূরগামী বিহঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিতে সক্ষম। ঈদৃশ ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার হইয়াছে, এবং লাভ করিয়াছি। এতদপেক্ষা যাহা অধিক আছে, তাহা আমাকে শিক্ষা দিন। তিনি বলিলেন, আমিও এই পর্য্যন্ত ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়াছি, অতএব আইস, আমরা দুজনে মিলিত হইয়া শিষ্যবর্গকে শিক্ষাদান করি। এই ধর্ম্মে মোক্ষ সম্ভাবনা নাই দেখিয়া, তিনি মোক্ষান্বেষণে তথা হইতে বহির্গত হইয়া, মগধরাজ্যে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি একা ভিক্ষুবেশে বিচরণ করিতে করিতে, অবশেষে রাজগৃহ* নামে মহানগরে প্রবিষ্ট হইলেন। সে সময়ে মহা-প্রভাবশালী মগধেশ্বর বিম্বসার জীবিত ছিলেন, এই নগর তাঁহারি রাজধানী ছিল। চতুর্দ্দিক বিন্ধ্যপর্ব্বতের শ্রেণীতে পরিশোভিত থাকাতে ইহা বড় রমণীয় ছিল। ঐ নগরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সন্দর্শনে বুদ্ধদেব তথায় অবস্থিতি করিতে অভিলাষ করিলেন। একদা ভিক্ষাপাত্র লইয়া তিনি রাজদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নবীন, সন্ন্যাসীর রূপলাবণ্য দেখিয়া; রাজপরিবারস্থ নরনারী শোকে আকুল হইয়া, তাঁহার প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল এবং পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল, হায়! কোন্ রাজকুমার জননীকে শোকে দগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, হায়! কোন্ রমণীকে এ অভাগিনী করিয়া বাহির হইয়াছে। বাস্তবিক তাঁহার শারীরিক লক্ষণে রাজচক্রবর্ত্তিত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে, সন্ন্যাসীর বেশ ও ভিক্ষুর অবস্থায় সে চিহ্ন প্রচ্ছন্ন থাকে না। অনন্তর রাজা বিম্বসার দ্বারে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুকে দেখিবামাত্র বিস্মিত হইয়া গেলেন এবং ভিক্ষান্ন দিয়া গৌতমকে বলিলেন, মহাশয় আপনি আমার রাজ্যেই কেন চিরদিন অবস্থিতি করুন না, কোথায় আর দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিবেন, আপনার সমুদায় কামনা পূর্ণ করিব। বোধিসত্ত্ব বলিলেন, আমি যে বিপুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছি। বাসনাতে যে জীবের অশেষ ক্লেশ, ইহা যে লবণাক্ত জলের ন্যায় অতৃপ্তিকর, এমন অসার বস্তুতে কি কখন মানবের তৃপ্তি হয়? অসার বিষয়সুখে বদ্ধ জীব কত ক্লেশ পাইতেছে, হে নরেন্দ্র, তাহা কি আপনি দেখিতেছেন না, আবার তাহা আমাকে উপভোগ করিতে বলিতেছেন? "পরমশিবং বরবোধিং প্রাপ্তুকামঃ" আমি এখন পরমমঙ্গলজনক শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছি।

শাক্যসিংহের সুমধুর বচন শ্রবণে রাজা বিম্বসার দ্রবীভূত হইয়া গেলেন। সংসারের প্রতি বৈরাগ্য হইল, মনে শান্তিরসের সঞ্চার হইল। অবাক্ হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন এবং নিতান্ত কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, দেব, আপনি কোন্ কোন্ স্থানে গমন করিয়াছিলেন এবং আপাততঃ কোথায় যাইবেন? আপনার পিতামাতা কে ও কোথায় জন্মগ্রহণ করিয়া মাতৃভূমিকে উজ্জ্বল করিয়াছেন?

* বর্ত্তমান গয়ার নিকট রাজগির পাহাড়কে রাজগৃহ বলিত।

তিনি আদ্যোপান্ত আত্মবিবরণ জ্ঞাপন করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। রুদ্রক নামে এক মহাসুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ রাজগৃহ হইতে নিঃসৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছিলেন। ইনি সংজ্ঞা এবং অসংজ্ঞা এ দুয়ের অতীত ভূমিতে আরূঢ় করিবার জন্য শিষ্যবর্গকে শিক্ষা দিতেন। তাঁহার আকার ও প্রকৃতি দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। বিশেষ তাঁহার সহিত দুই এক বার কথাবার্ত্তা কহিলেই অতি তীক্ষ্ণবুদ্ধিজীবী বলিয়া প্রতীত হইত! ব্রত তপ আচরণ করিবেন বলিয়া, বুদ্ধ তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। রুদ্রক তাঁহাকে শিষ্যত্বস্বীকারার্থ সমাগত দেখিয়া সাদরে গ্রহণ করিলেন। মহাবীর শাক্য পুণ্য জ্ঞান সমাধি প্রভাবে লৌকিক এবং অলৌকিক সমুদায় প্রকারের যোগসম্পত্তি লাভ করত, আচার্য্য রুদ্রককে জিজ্ঞাসা করিলেন, সংজ্ঞা অসংজ্ঞাতীত ভূমির অতীত অন্য কোন ভূমি আছে? তিনি বলিলেন, না। তখন তিনি বুঝিলেন, ইহার শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি সমাধি ও প্রজ্ঞা নাই! অতএব তিনি বলিলেন, তবে আপনি যে ধর্ম্ম লাভ করিয়াছেন, আমি তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। রুদ্রক বলিলেন, আইস, আমরা দুজনে মিলিত হইয়া শিক্ষা দান করি। তিনি উত্তর করিলেন, আপনার এ পথ নির্ব্বেদ, বিরাগ, নিরোধ, উপশম, অভিজ্ঞা, সম্যক্ বোধ, শ্রমণত্ব বা ব্রাহ্মণত্ব-প্রাপ্তি, অথবা নির্ব্বাণের জন্য নয়। এই বলিয়া তিনি সশিষ্য তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। গৌতমের ভাব দেখিয়া রুদ্রকের পাঁচ জন ব্রহ্মচারী ছাত্র স্বীয় গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া, সিদ্ধার্থের সহিত মিলিত হইলেন। শাক্যসিংহ এই উভয় শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট পূর্ব্বতন দর্শনাদি ও নির্ব্বাণের তত্ত্ববিষয়ে যে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার লক্ষ্য সাধন হইল না। কারণ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া, চিত্তে নির্ব্বাণ ও জীবনে জ্ঞান কদাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা যে সাধনসাপেক্ষ, তাহা তাঁহার মনে প্রতীত হইল। সুতরাং সাধনার্থী হইয়া গয়ার শীর্ষপর্ব্বতে বিহার করিতে লাগিলেন।

তিনি তখন নিতান্ত মুক্তিলাভার্থী হইয়া চিন্তা করিতে করিতে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময় সহসা তাঁহার মনে এই উদয় হইল যে, যে সকল ব্রাহ্মণ শ্রমণ শরীর ও মনে কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করেন নাই, অথচ কামনার বিষয় সকলের আনন্দাদি হইতে নিবৃত হইয়াছেন, নিবৃত্ত হইয়া আত্মা ও শরীর-সম্পর্কীয় দুঃখকর কটু তীব্র বেদনা অনুভব করেন, তাঁহারা মনুষ্যধর্ম্ম হইতে আর্য্যোচিত জ্ঞানবিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে কখন সমর্থ নহেন: কেন না আর্দ্র কাষ্ঠ দ্বারা আর্দ্র কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে কখন তাহা হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে না। এইরূপ যাঁহারা চিত্তে এবং যাঁহারা শরীর মন উভয়েতেই কামনার বিষয় হইতে দূরে গমন করিয়াছেন, অথচ পূর্ব্ববৎ অবস্থা, তাঁহাদিগেরও এই দশা। যদি কেহ অগ্নি চায়, তবে তাহাকে শুষ্ক কাষ্ঠের সঙ্গে শুষ্ক কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করিতে হইবে। আমি কামনার বিষয় সকল হইতে শরীর ও চিত্তে দূরে অবস্থিতি করিব এবং জানি, কামনার আনন্দাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া যাহাতে আত্মার পুনরাগমন ও শরীরে ক্লেশ উৎপন্ন হয়, ঈদৃশ বেদনা (জ্ঞানকে) অবরোধ করিতে হইবে। অতএব আমি মনুষ্যধর্ম্ম হইতে

আর্য্যোচিত জ্ঞান ও দর্শন বিশেষ সাক্ষাৎকার করিতে সক্ষম। ফলতঃ এই শেষোক্ত প্রতীতি তাঁহার হৃদয়ে অতিশয় মুদ্রিত হইল। তখন তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, যেমন ইন্দ্রিয়দিগকে ও মনকে বিষয়বাসনা হইতে নিবৃত্ত করিতে হইবে, তদ্রূপ আত্মা ও শরীরকে কঠোর নির্য্যাতনে ক্ষীণ ও দুর্ব্বল করিতে হইবে। কৃচ্ছ্রসাধনে অলৌকিক শক্তি জন্মে ও আত্মদৃষ্টি বিকশিত হয়, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস হইল।

বুদ্ধদেব এই ভাবিয়া পঞ্চ জন শিষ্য সমভিব্যাহারে উরুবিল্বগ্রামে উপস্থিত হইলেন। এই গ্রাম বর্ত্তমান বুদ্ধগয়ার নিকটবর্ত্তী, এখন ইহাকে উরাইল বলে। এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোহর। নৈরঞ্জনা নদী ধীরে ধীরে কল-কল-রবে প্রবাহিত হইতেছে, চারি দিক বৃক্ষ ও লতাগুল্মে সমাচ্ছাদিত, জনকোলাহলশূন্য, নিবিড়বন-পুষ্পরাজীর মকরন্দে আমোদিত, সুমন্দ সুশীতল বায়ু-হিল্লোলে অটবি আন্দোলিত, যেন তাহারা আহলাদে নৃত্য করিতেছে; সুন্দর পক্ষীরা আপন মনে সুখে বিহার করিয়া বেড়াইতেছে, যেন তাহারা পরম বৈরাগী যোগীর বিমলানন্দের দৃষ্টান্তস্বরূপ হইয়া শাক্যের চিত্ত উল্লসিত করিতেছে। এমন মনোহর স্থান দর্শন করিয়া তাপস বুদ্ধের মন প্রসন্ন হইল। তিনি দেখিলেন, তিনি এমন সময়ে জম্বুদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, যে সময়ে লোককে যথার্থ তপশ্চরণ শিক্ষা দিতে হইবে। কেন না সে সময়ে লোকসকল বহির্দৃষ্টি-বশতঃ অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্রসাধন বা অকৃচ্ছ্রসাধনে কায়শুদ্ধি অন্বেষণ করিত। যেমন গোব্রত, মৃগ অশ্ব বরাহ বানর এবং হস্তিব্রত, অথবা গৃধ্র ও পেচকের পক্ষ ধারণ, ধূম্রপান, অগ্নিপান, আদিত্যনিরীক্ষণ, ঊর্দ্ধবাহু ঊর্দ্ধপদ হইয়া এক পদে স্থিতি, অথবা রোম, মজ্জা, কেশ, নখ, চীবর, পঙ্ক, করঙ্ক ধারণ ইত্যাদি। সে সময়ে লোকে ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, বিষ্ণু, কাত্যায়নী, কুমার, চন্দ্র, আদিত্য প্রভৃতি দেবতার উপাসনা করিত। গিরি, নদী, উৎস, হ্রদ, তড়াগাদি আশ্রয় করিয়া বাস করিত। গৃহস্তম্ভ, পাষাণ, মুসল, অসি, ধনু, পরশু, শর, শক্তি, ত্রিশূল দর্শন করিয়া নমস্কার করিত। দধি, ঘৃত, সর্ষপ, যব প্রভৃতিকে মাঙ্গল্য বস্তু মনে করিত। কেহ কেহ মনে করিত, পুত্র দ্বারাই স্বর্গ লাভ হয়। এইরূপ অনেক প্রকার অজ্ঞানাবৃত পথে ধাবিত হইয়া লোক সকল ভবসাগরে বদ্ধ ছিল। তাই তিনি দৃঢ় প্রযত্নের সহিত যথার্থ যোগ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন।

নৈরঞ্জনানদীতীরে তিনি ছয় বর্ষ কাল মহাঘোর সুদুশ্চর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে, প্রথমতঃ একটি তিল, বদরী বা তণ্ডুল তিনি আহার করিতেন, পরিশেষে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া অনশনব্রতধারী হইয়াছিলেন। মহাবীর শাক্য নিশ্বাস প্রশ্বাস অবরোধক আস্ফানক ধ্যান অর্থাৎ নির্বিকল্প সমাধি আরম্ভ করিলেন। "অকল্পং তদ্ধ্যানমবিকল্পমনিঙ্গনমপনীতমস্পন্দনং সর্ব্বত্রানুগতঞ্চ সর্ব্বত্র চ নিঃসৃতং।" ললিত-বিস্তরে লিখিত হইয়াছে যে, সংকল্পবিবর্জ্জিত, চেষ্টাহীন, অপনীত স্পন্দরহিত, সর্ব্বানুগত অথচ সর্ব্বস্থান হইতে বিনিঃসৃত, এইরূপ সমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। এই ধ্যান আকাশের ন্যায় সমুদায় উপাধিশূন্য, এজন্য ইহার নাম আস্ফানক। অনুপযুক্ত

অনুষ্ঠান দ্বারা যাহারা বিনষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগকে যথার্থ অনুষ্ঠান, পুণ্যফল, জ্ঞানবল, ধ্যানের অঙ্গ-বিভাগ, শারীরিক বলের স্থিরতা, চিত্তের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন জন্য অসংস্কৃত ভূমিতে ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া, বীরাসনে উপবিষ্ট হইলেন। এইরূপে উপবেশন করিয়া চিত্ত দ্বারা আপনার শরীরকে নিপীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এই নিপীড়নে হেমন্তকালের রাত্রিতেও তাঁহার বক্ষ ও ললাট দিয়া ঘর্ম্ম বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। আস্ফানকধ্যাননিরত শাক্যের মুখ নাসার শ্বাস প্রশ্বাস একেবারে বন্ধ হইল। কর্ণরন্ধ্র দ্বারা মহ্যশব্দ নিঃসৃত হইতে লাগিল। তদনন্তর শ্রোত্রের পর্য্যন্ত বায়ু অবরুদ্ধ হইল। ইহাতে বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া শির ও কপালে আঘাত করিতে লাগিল। কুণ্ডা (স্থালী) বা শক্তি দ্বারা আঘাত করিলে যে প্রকার অসহ্য ব্যথা হয়, এ অবস্থায় তিনি সেই প্রকার আঘাত অনুভব করিতেছিলেন। ফলতঃ অটল অচলবৎ, স্থির বৃক্ষবৎ, নিস্পন্দ জড়বস্তুবৎ, বুদ্ধদেব স্থিরভাবে অনশনব্রতধারী হইয়া সমাধিস্থ রহিলেন। একই সময় তাঁহার আর বাহ্য জ্ঞান ছিল না। কত বর্ষা, কত তীক্ষ্ম উত্তাপ তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গেল, এক স্থানে একাসনে নিষণ্ণ ছিলেন, কখন সম্যক প্রকারে জানুপ্রসারণ করেন নাই। তিনি এতদূর দুর্ব্বল হইয়াছিলেন যে, তৃণ বা তুলা নাসাদ্বারা প্রবিষ্ট করিলে কর্ণ দিয়া বাহির হইত, কর্ণ দিয়া প্রবেশ করাইলে মুখ দিয়া বাহির হইত। তাঁহার শ্রী এমনি বিকৃত হইয়াছিল যে, গোপবালক প্রভৃতি তাঁহাকে পাংশুপিশাচ মনে করিয়া তাঁহার গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিত। সে যাহা হউক, সেই কঠোর সাধনে তাঁহার তপ্তকাঞ্চননিভ দেহ কালিমায় পরিণত হইল, রক্ত মাংস শুষ্ক হইয়া গেল, কণ্ঠা বাহির হইয়া পড়িল, নয়নদ্বয় কোটরস্থ হইল, পঞ্জর ও পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড দেখা যাইতে লাগিল, কলেবর জীর্ণ শীর্ণ উত্থানশক্তিরহিত হইল, কেশ সকল হস্তস্পর্শে খসিয়া পড়িতে লাগিল। অতি ক্লেশে একদা সেই তপস্যার স্থানে ভ্রমণ করিতে করিতে সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পঞ্চ শিষ্য তাঁহাকে গতাসু বিবেচনা করিয়া ভীত হইল। শাক্য তখন "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং" শরীর ধর্ম্মের প্রসান সাধন, তাহার দুর্ব্বলতায় সাধনে অক্ষম হইতে হয়, ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিলেন। তখন অল্প পরিমাণে আহার করিতে অভিলাষ করিলেন। তাহার কৃচ্ছ্রসাধন পরিত্যাগ দেখিয়া শিষ্যেরা তাঁহাকে ছাড়িয়া বারাণসীতে গমন করিল। হায়, পুত্র বাৎসল্যের কি আকর্ষণ! রাজা শুদ্ধোদন এই কঠোর তপস্যাকালে লোক পাঠাইয়া কুমারের সংবাদ লইতেন। তাঁহার সহসা কোনরূপ মৃত্যু না হয় এজন্য নিয়ত সতর্ক থাকিতেন।

ললিতবিস্তরে বিবৃত হইয়াছে যে এই ষড়্বর্ষের দুশ্চর সাধন সময়ে শাক্যের মাতা মায়াদেবী যেন আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া স্বর্গপুরী হইতে আসিয়া তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং তনয়ের ক্লেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় কাতর হইলেন। তাঁহার মুক্তি কিরূপে হইবে, এজন্য স্বীয় পুত্রের নিকট বিনীত হইয়া পড়িলেন। বুদ্ধদেব তদবস্থায় তাঁহাকে যোগবলে দর্শন করিয়া বলিলেন, স্বর্গে

আমরা মিলিত হইব, কোন ভয় নাই। ফলতঃ এইরূপ কষ্টসাধ্য তপস্যায় ম্রিয়মাণ ও বিবর্ণ শাক্য মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে চিন্তাসাগরে মগ্ন হইলেন, জীবন যেন নিতান্ত ভারবহ হইয়া উঠিল, চারিদিকে যেন ঘোর তিমিরাবৃত অরণ্যময় বোধ হইতে লাগিল। কত প্রকারের সংশয় তাঁহার হৃদয়াকাশকে আচ্ছন্ন করিল। ভয়ানক আধ্যাত্মিক সংগ্রামের মধ্যে নিপতিত হইলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিকট আবার নূতন পরীক্ষা উপস্থিত হইল। সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম না হওয়াতে ভাবিলেন, তবে কি গৃহে ফিরিয়া যাইব? পিতার স্নেহপাশ ও প্রেমাশ্রু সহজেই যে তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছি। তিনি আমায় গৃহে থাকিতে কত অনুরোধ করিলেন, আমি তাহা অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহার মনে কি তীব্র বেদনা দিয়াছি, তাহা স্মরণেও হৃদয় বিদীর্ণ হয়। প্রিয়তমা ভার্য্যা গোপা আমার অদর্শনে কতই না শোকার্ত্ত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া রোদন করিয়াছে, আসিবার সময় মনে হইয়াছিল, সেই শিশু রাহুলকে ক্রোড়ে লইয়া স্পর্শসুখ অনুভব করিয়া আসি; কিন্তু পাছে পত্নীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং তিনি আমার অভিগমনের বাধা দেন, সেই আশঙ্কায় মনের ক্ষোভ মিটাইতে পারিলাম না। বন্ধুবান্ধবের প্রণয়, আত্মীয় স্বজনের সস্নেহ উপদেশ, মাতা গৌতমীর রোদন, আমি ত অনায়াসে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এসব কিসের জন্য করিলাম, কি উদ্দেশে এত কষ্ট বহন করিলাম, কেন এত সুখে জলাঞ্জলি দিলাম, ছন্দক যে আসিবার সময় আমায় কত বুঝাইল, কত কাঁদিল, কত মধুময় বচনে আশ্বাস প্রদান করিতে লাগিল, আমি ত কিছুই মানিলাম না। এখন কোন্ মুখেই বা দেশে ফিরিয়া যাই, লোকের নিকট মুখ দেখাবই বা কেমন করিয়া। যাহা ভাবিলাম, তাহা হইল না, কিন্তু তাহা না লইয়া কপিলবস্তুতে পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করা যে কাপুরুষের কার্য্য। আর এ অসার জীবনেই বা প্রয়োজন কি? যে মুক্ত হইয়া জীবের সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিতে না পারিল, তাহার এ জড়পিণ্ড বহন করা কি জন্য? হায়! পুনরায় নির্লজ্জ হইয়া কি এই অপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব? যাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে অক্ষম, যাহাদের চিত্তের দৃঢ়তা সহজেই বিচলিত হইয়া যায়, তাহারা আবার কোন্ বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে পারে?

এইরূপ চিত্তের আন্দোলিতাবস্থায় মার (১) নামে ভীষণ প্রলোভন তাঁহার সমক্ষে প্রকাশিত হইয়া ভুলাইতে চেষ্টা করিল। কেমন মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে প্ররোচিত করিতে প্রবৃত্ত হইল। "হে শাক্যপুত্র! উঠ, কেন এত শরীরকে কষ্ট দিতেছ? মনুষ্যের জীবনলাভই শ্রেয়, জীবিত থাকিলে তবে ত ধর্ম্মাচরণ করিবে। তুমি যে অত্যন্ত কৃশ, বিবর্ণ ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছ, মরণ যে তোমার সন্নিকট, তাহা কি দেখিতে পাইতেছ না? তুমি যোগক্ষেম-প্রাপ্তির আশয়ে ও ভবিষ্যতে মহৎ পুণ্যলাভার্থ এই সুন্দর শরীর কেন পাত করিতেছ? এমন দুঃখমার্গে চিত্তনিগ্রহ করিয়া ফল কি? যজ্ঞানুষ্ঠায়ী

(১) মারঃ কামাধিপতিঃ।
স. বি. ১৮ অ।

ব্যক্তিগণকে প্রচুর অর্থ দান কর, তোমার মহাপুণ্য লাভ হইবে ; নির্ব্বাণের প্রয়োজন কি ? আমি তোমায় প্রচুর ধন রাজ্য দিতেছি এই ক্লেশ পরিত্যাগ করিয়া সুখ সম্ভোগ কর ।”

“নৈবাহং মরণং মন্যে মরণান্তং হি জীবিতং
অনিবর্ত্তী ভবিষ্যামি ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণঃ ॥
স্রোতাংস্যপি নদীনাং হি বায়ুরেব বিশোষয়েৎ ।
কিং পুনঃ শোষয়েৎ কায়ং শোণিতপ্রহিতাত্মনাম্ ।
শোণিতে তু বিশুষ্কে বৈ ততো মাংসং বিশুষ্যতি ।
মাংসেষু ক্ষীয়মাণেষু ভূয়শ্চিত্তং প্রসীদতি ॥
ভূয়শ্ছন্দশ্চ বীর্য্যঞ্চ সমাধিশ্চাবতিষ্ঠতে ।

*　　　*　　　*

তস্যৈবং মে বিহরতঃ প্রাপ্তস্যোত্তমবেদনাং ॥
চিত্তং নাবেক্ষতে কায়ং যস্য সত্বস্য শুদ্ধতাং ॥
অস্তি চ্ছন্দস্তথা বীর্য্যং প্রজ্ঞাপি মম বিদ্যতে ।
তং ন পশ্যাম্যহং লোকে বীর্য্যাদ্যো মাং বিচালয়েৎ ॥
বরং মৃত্যুঃ প্রাণহরো ধিগ্‌গ্রামাং নো চ জীবিতং ।
সংগ্রামে মরণং শ্রেয়ো ন চ জীবেৎ পরাজিতঃ ॥” ল,বি, ১৮ অ ।

মারের এই প্ররোচনাবাক্যে শাক্যসিংহ প্রলোভিত না হইয়া বীরদর্পে কহিলেন, “রে পাপাত্মন্ ! আমি ত মরণ মানি না, কারণ মরণান্তই আমার জীবন। আমি ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারী হইয়াই অবস্থিতি করিব, তাহা হইতে তথাপি নিবৃত্ত হইব না। বায়ু নদীর স্রোতকেও শোষণ করে, শোণিতপূর্ণ এই দেহকে শোষণ করিবে, তাহা আর বিচিত্র কি ? সমাহিত ব্যক্তিদিগের শরীর শুষ্ক হইলে শোণিত শুষ্ক হইয়া যায় এবং শোণিত শুষ্ক হইলে মাংস শুকাইয়া যায়, আর মাংস ক্ষীণ হইলে চিত্ত প্রসন্ন হয়, পুনরায় পুরুষকার, বীর্য্য সমাধিতে অবস্থিতি করে। অতএব আমি এইরূপে তপস্যা করিতে করিতে সর্ব্বোত্তম জ্ঞান প্রাপ্ত হইব, তখন শুদ্ধ সত্ত্বতা লাভ হইলে আমার চিত্তের আর শরীরের অপেক্ষা থাকিবে না। এখনো আমার সেই পুরুষকার, বীর্য্য ও প্রজ্ঞা আছে। সে ব্যক্তিকে কোথাও দেখিতে পাই না, যে ব্যক্তি আমাকে বীর্য্য হইতে বিচলিত করিবে ; বরং প্রাণহর মৃত্যু ভাল, জঘন্য নীচতম জীবনে ধিক। রিপুর দ্বারা পরাজিত হইয়া জীবিত থাকা অপেক্ষা সংগ্রামে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর।”

বুদ্ধদেব এই প্রকারে যখন সিংহবিক্রমে আত্মপ্রভাবে স্থিরতর প্রজ্ঞাতে মারকে ভেদ করিলেন, তাহাকে অন্তর হইতে বিদায় করিয়া দিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন পরমাত্মার বল ও প্রসন্নতা অবতীর্ণ হইল। তাঁহার চিদাকাশের মেঘ বিলীন হইয়া গেল, নিরাশার অন্ধকার তিরোহিত হইল, বিশ্বাসবল আত্মনির্ভর উজ্জ্বলরূপে বিকশিত হইল। তিনি প্রতিদিন পিতার উদ্যানে জম্বুবৃক্ষতলে বসিয়া যে ধ্যানভূমিতে

আরোহন করিয়াছিলেন, এখন তাহারই প্রয়োজন বুঝিতে পারিলেন। তৎসম্বন্ধে ইহাও বুঝিলেন, "নাসৌ মার্গঃ শক্য এবং দৌর্ব্বল্যপ্রাপ্তেনাভিসম্বোধুম্।" এইরূপ কঠোর তপস্যায় দুর্ব্বল হইয়া অভিলষিত সম্বোধি লাভ করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তল্লাভের এ পথ নয়। এইরূপে স্থির নিশ্চয় হইলেন এবং ইহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল পথ বলিয়া, কঠোর তপস্যাদি পরিত্যাগ করিয়া, শরীররক্ষার্থ আহারের চেষ্টায় বাহির হইতে মনস্থ করিলেন। নিকটস্থ গ্রামদুহিতৃগণ এক পরমতপস্বী আসিয়াছেন ও তপস্যায় নিযুক্ত আছেন, শ্রবণ করিয়া, পূর্ব্ব হইতেই তদ্দর্শনার্থ সেই আশ্রমে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বলগুপ্তা, প্রিয়া, সুপ্রিয়া, বিজয়সেনা, অতিমুক্তকমলা, সুন্দরী, কুম্ভকারী, উলুবিল্লিকা, জটিলিকা ও সুজাতা এই দশ জন নিয়ত আসিতেন। শাক্য যখন কেবল তণ্ডুল বদরী বা তিল ভোজন করিতেন, তখন ইঁহারাই তাহা যোগাইতেন। এখন আর কঠিন বস্তু শাক্যের গলাধঃকরণ হইত না বলিয়া, তাঁহারা যূয লইয়া আসিয়া তাঁহাকে খাওয়াইয়া যাইতেন। কিন্তু সর্ব্বশেষে সুজাতাই প্রতিদিন অন্ন মধু পায়স খাওয়াইতেন। বুদ্ধদেব এইরূপে স্বল্প পরিমাণে পান ভোজন করাতে ক্রমে তাঁহার শরীর সবল হইয়া উঠিল। ছয় বর্ষ যাবৎ এক কষায় বস্ত্র পরিধানে ছিল, সুতরাং তাহা জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সুজাতার রাধানাম্নী মৃতা দাসীর শ্মশানস্থ বস্ত্র বামপদে আক্রমণপূর্ব্বক দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করত গ্রহণ করিয়া, পাণিহত * পুষ্করিণীতে প্রক্ষালনপূর্ব্বক, তাহাই পরিধান করিলেন। রাজকুমার হইয়া এরূপ বৈরাগ্য প্রদর্শন না করিলে, জগৎ কখন উদ্ধার হইত না।

উরুবিল্বের নিকট নন্দিকগ্রামে সুজাতার আবাস-স্থল। তিনি অতিশয় সাধ্বী ব্রতপরায়ণা ও পতিব্রতা নারী ছিলেন। সাধু সন্ন্যাসী শ্রমণদিগের সেবা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না, এই তাঁহার এক নিত্য ব্রত ছিল। একদিন তাঁহার মনে হইল যে, নৈরঞ্জনানদীতীরস্থ তপস্বীর পদধূলি আমার ভবনে কি পড়িবে না ? তাহা না হইলে গৃহ যে পবিত্র হয় না। এই স্থির করিয়া এক দিন তিনি বুদ্ধদেবের নিকট গিয়া চরণে প্রণিপাত করিয়া বলিলেন, অদ্য আমার গৃহে যাইতে হইবে। তিনি সুজাতার ভক্তিপরায়ণতা, সেবা ও ধর্ম্মভাব দেখিয়া একান্ত প্রীত হইয়াছিলেম, সুতরাং তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। শাক্যসিংহ ঐ সাধ্বী রমণীর আবাসে গিয়া উপস্থিত হইলে, সুজাতা অতি ভক্তিসহকারে বিবিধপ্রকার আয়োজন করিয়া, সুবর্ণ থালে ভোজন-দ্রব্য লইয়া উপস্থিত করিলেন। শাক্য তাহা দেখিবামাত্র বলিলেন, হে ভগিনী, সুবর্ণপাত্র কেন ? আমার জন্য এরূপ ভোজনপাত্র প্রয়োজন নাই। কিন্তু সুজাতার অনুরোধ ও সেবানুরাগ দেখিয়া, তিনি তাহাতেই ভোজন করিলেন। এই সময় হইতেই সুজাতা ঐ তপস্বীর প্রতি বিশেষ ভক্তিভাবে অনুরক্ত হইয়াছিলেন, তপস্যা যে মুক্তির

* শাক্যের অভিলাষ বুঝিয়া দেবগণ হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা খননপূর্ব্বক পুষ্করিণী প্রস্তুত করেন, এজন্য ইহার নাম পাণিহত।

কারণ, তাহা কথঞ্চিৎ প্রতীতি করিয়াছিলেন। অনন্তর বুদ্ধদেব সেই স্বর্ণপাত্র এবং চীবর পরিত্যাগ করিলেন, এক খণ্ড কৌপিন গ্রহণ করিলেন এবং ষড়বর্ষান্তে নৈরঞ্জনা-নদীতে অবগাহনপূর্ব্বক শীতল ও শুদ্ধ হইলেন। এই ছয় বৎসর তাহার পক্ষে যেন একটি যুগ চলিয়া গেল, যেন এক ভয়ানক মহাপ্রলয় হইয়া গেল। না নিদ্রা না আহার, না স্নান, না দর্শন, না গমন, না অন্য বিষয় মনন, না কাহারো সহিত আলাপন, কিছুই ছিল না। পৃথিবীর সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, শরীরকে অতিক্রম করিয়া এক গভীর ধ্যানজগতেই তিনি অবস্থিত ছিলেন। ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব কার্য্য হইতে নিবৃত্ত ছিল, বিচেতন বলিলেই হয়। ঐ সময়ে তিনি জড়প্রায় হইয় গিয়াছিলেন। এক অলৌকিক জ্ঞান, এক বিচিত্র অদ্ভুত শক্তি-লাভার্থ একেবারে বিহ্বল ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। তৎকালে শারীরিক চৈতন্য বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল; কেবল আত্মজ্ঞানে ধ্যানবলে প্রজ্ঞালোকে নিত্য চৈতন্যস্রোত প্রবাহিত হইত। কিন্তু ঈদৃশী অবস্থায় তাঁহার প্রার্থনীয় সম্বোধি লব্ধ হইল না। ইহা কে বুঝিতে সক্ষম? এমন কি জ্ঞান চাহিয়াছিলেন, যাহা এতাদৃশ তপস্যায় পাওয়া যায় না। ইয়োরোপের প্রধান প্রধান বিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও ইহার মীমাংসা করিতে পারেন নাই। শাক্যসিংহ এমন কোন আলোকে আলোকিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, যাহা শাস্ত্রপাঠে, কঠোর তপস্যায় বৈরাগ্যসাধনে, বাসনাত্যাগে ও নিস্পন্দ ধ্যানে প্রতীত হইল না। ইহার নিষ্পত্তি পরে হইবে।

(৮)

সিদ্ধিলাভ ও নির্ব্বাণ

তত্ত্বলিপ্সু, সিদ্ধার্থ পুরাতন প্রণালীতে অতৃপ্ত হইয়া এবং বৃথা ক্লেশ-স্বীকার মনে করিয়া, এখন অন্যতর মার্গ-অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি প্রথমে হিন্দু-শাস্ত্রোক্ত সমাহিত ঋষিদিগের প্রদর্শিত তপস্যাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন। নির্ব্বিকল্প সমাধিসাধনে বিধি-অনুসারে তদভ্যাসে তাহাকে রত হইতে হইয়াছিল। তিনি পুরাতন প্রচলিত পথে চলিলেন বটে, কিন্তু তাহার লভনীয় ও ধ্যেয় বস্তু স্বতন্ত্র। ঋষিরা এক চিন্ময় সত্তামাত্র প্রতীতি হেতু ঐরূপ যোগাভ্যাসে নিযুক্ত হইতেন; কিন্তু শাক্য আদর্শ স্বতন্ত্র রাখিয়া এক উপায় গ্রহণ করাতে বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। তখনও তাহার জীবনের প্রকৃত আদর্শ উত্তমরূপে প্রতীত হয় নাই, তাহাতে দৃঢ়নিশ্চয় হয় নাই, এইজন্য বাস্তবিক তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইল না।

আদর্শে পরিষ্কার জ্ঞান ও অটল বিশ্বাস না হইলে, তদ্বিষয়ে সিদ্ধিলাভ অসম্ভব। এই কারণে তিনি পুনরায় চিন্তাসাগরে ডুবিলেন এবং উপায়ান্তর উদ্ভাবনে কৃতসংকল্প হইলেন।

ষড়্‌বর্ষ ১ ব্রততপ ২ উত্তরিত্বা ৩ ভগবান্‌ এবং মতিং চিন্তয়েৎ ৪
স চেদহং ধ্যান ৫ অভিজ্ঞজ্ঞানবলবানেবং কৃশাঙ্গোহপি সন্‌।
গচ্ছেয়ং দ্রুমরাজ মূল ৬ বিটপী ৭ সর্ব্বজ্ঞতাং বুদ্ধ্যতুং ৮
নো মে স্যাদনুকম্পিতা চ জনতা এবং ভবেৎ পশ্চিমা॥

ল, বি, ১৮ অ।

তখন মহাপুরুষ শাক্যমুনি ষড়্‌বর্ষ তপস্যাচরণ করিয়া এইরূপ ভাবিলেন, যে যদিও আমি দুর্ব্বল, তথাপি ধ্যান অভিজ্ঞা ও জ্ঞানবলে বলীয়ান্‌। এখন ঐ তরুতলে সর্ব্বজ্ঞতালাভার্থ গমন করি, আমায় অনুগ্রহ করে, এমন আর এখনও কেহ নাই, পরেও কেহ নাই। এই স্থির করিয়া তিনি নৈরঞ্জনা নদীতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ ও শীতল হইলেন, তত্রত্য বোধিদ্রুমতলে প্রস্থান করিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া প্রথমে পূর্ব্বতন প্রমুক্ত বোধিসত্ত্বদিগের চরিত আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাদের মার্গানুসরণে অভিলাষী হইলেন, এবং ভাবিলেন, দেবগণ যে জ্ঞানলাভ করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, আমায় তাহার জন্য যত্নবান্‌ হইতে হইবে। এই সকল চিন্তার উদয় হওয়াতে তাঁহার হৃদয়ে বল আসিল, মৃত মনুষ্য বিশ্বাস ও প্রতিজ্ঞাবলে জীবিত হয়, তাঁহার আত্মাতে জীবন সঞ্চারিত হইল। পূর্ব্বতন মুক্ত জিনদিগের আত্মা তাঁহার চিত্তে বাস্তবিক আবির্ভূত ও নিগূঢ়যোগে মিলিত হওয়াতে, তাঁহার তেজ ও স্ফূর্ত্তি শত গুণ বৃদ্ধি পাইল। তখন এক আসন করিয়া বসিলেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে অবস্থান্তরে লইয়া গেলেন; তাঁহার নবজীবন যাহাতে লাভ হয়, দেবগণ তদ্বিষয়ে সহায় হইলেন। কথিত আছে যে, তাঁহাদের ভাব তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইল এবং সেই প্রেরণা এবং পরপারস্থ উত্তেজনায় তিনি পুনরায় সমাধিস্থ হইতে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন সকলে মনে করিলেন, ইনি মহাব্রহ্মভূত, সর্ব্বপারমিতাপ্রাপ্ত, সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী সুনির্ম্মল। এখন ইনি মহাধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তনার্থ, এবং সন্তপ্ত জীবদিগকে ধর্ম্মদানে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, জ্ঞানহীন মানবদিগকে চক্ষুষ্মান্‌ করিবার নিমিত্ত, অত্যাচারী নিন্দুকদিগের ধর্ম্ম দ্বারা নিগ্রহার্থ ও সর্ব্বধর্ম্মৈশ্বর্য্য-প্রাপ্ত্যর্থ বোধিদ্রুমমূলে গমন করিয়াছেন। বুদ্ধদেব এবার ললিতব্যূহনামে সমাধি আরম্ভ করিলেন। তখন তিনি সমাধিবলে সমুদায় বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সেখানে তৃণ-আস্তরে উপবেশন করিয়া, একান্তভাবে প্রেমার্তিভিন্ন-চিত্তে তৃণ সংগ্রাহক স্বস্তিকের নিকট প্রার্থনা করিলেন;—

---

১ ষড়্‌বর্ষৈঃ। ২ ব্রততপোভিঃ। ৩ উত্তীর্য্য। ৪ অচিন্তয়ৎ। ৫ ধ্যানাভিজ্ঞা। ৬ দ্রুমরাজস্য মূলে। ৭ বিটপিনঃ। ৮ বোদ্ধুম্‌।

শৃণু দেহি মি ১ স্বস্তিক শীঘ্রং অদ্য মমার্থ ২ তৃণৈঃ।
সুমহান্ত সবলংনমুচিং নিহনিত্বা ৩ বোধিমনুত্তর ৪ শান্তিং স্পৃশিষ্যে ॥
যস্য কৃতে ময়ি ৫ কল্পসহস্রা ৬ দানু ৭ দমোপি চ সংযমত্যাগা ৮।
শীলব্রতঞ্চ তপশ্চ সুচীর্ণা ৯ তস্য নিষ্পদি ১০ ভেষ্যতি ১১ অদ্য ॥
ক্ষান্তিবলন্তথ ১২ বীর্যবলঞ্চ ধ্যানবলং তথ প্রজ্ঞ ১৩ বলঞ্চ।
পুণ্য ১ অভিজ্ঞবিমোক্ষবলঞ্চ তস্য মি ২ নিষ্পদি ভেষ্যতি অদ্য ॥
পুণ্যবলঞ্চ তবাপি অনন্ত যন্মম দাস্যসি অদ্য তৃণানি।
নহ্যবরং তব এতু ৩ নিমিত্তং ত্বমপি অনন্তরু ৪ ভেষ্যসি শাস্ত্রা ৫ ॥

ল, বি, ১৯ অ।

"হে স্বস্তিক, শ্রবণ কর, অদ্য অনতিবিলম্বে আমায় তৃণ দান কর, আমার তৃণে প্রয়োজন আছে। প্রকাণ্ড বলবান্ মাররিপুকে নিহত করিয়া, বোধি-প্রাপ্ত্যনন্তর শান্তি স্পর্শ করিব। যাহার জন্য আমি বহু বৎসর দান দম সংযম ত্যাগ শীল ব্রত তপস্যা আচরণ করিলাম, অদ্য তাহার নিষ্পত্তি হইবে। আমার ক্ষান্তিবল বীর্যবল ধ্যানবল প্রজ্ঞাবল পুণ্যাভিজ্ঞা ও বিমোক্ষবলের অদ্য নিষ্পত্তি হইবে। অদ্য তুমি আমায় তৃণ দিলে তোমার অনন্ত পুণ্যবল লাভ হইবে। এজন্য তোমার অল্প পুণ্য হইবে না। তুমিও অনন্ত অনুশাসন হইবে।" তখন স্বস্তিক তাঁহার এই মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। মৃদু তৃণমুষ্টি লইয়া বলিলেন, "হে অপরিমিতযশা মহাগুণসাগর, জ্ঞান-দৃষ্টিতে পুরাতন জিনপথে অবস্থান করত, যদি তৃণোপরি শয়ন করিয়া, অমৃতত্ত্ব ও উত্তমা শান্তি লাভ হয়, তবে আমিও প্রথমে এইরূপে অমৃতপদ লাভ করিতে চাই।"

এয়া স্বস্তিক বোধি ৬ লভ্যতে তৃণবরশয়নৈশ্চরিত্বা বহুকল্প ৭ দুষ্করী ৮ ব্রততপ ৯ বিবিধাং ১০। প্রজ্ঞাপুণ্য উপায়উদ্গতো ১ যদ ২ ভবি ৩ মতিমাংস্থৎপশ্চাজ্জিন ৩ ৪ ব্যাকরোতি মুনয়ো ৫ ভবিষ্যসি বিরজঃ ৬ ॥ যদি বোধি ৭ ইয়ং শক্য ৮ স্বস্তিকা ৯ পরজনি ১০ দদিতু ১১ পিণ্ডীকৃত্য চ দেয় ১২ পাণিনা ম ১৩ ভবতু বিমতিঃ। যদ ১৪ বোধি ময় ১৫ প্রাপ্ত ১৬ জানসে ১৭ বিভজামি অমৃতম্ অগত্যা ১৮ শৃণু ধর্মযুক্তং সম্ভবিষ্যসি বিরজঃ ১৯ ॥ ল, বি, ১৯ অ।

"হে স্বস্তিক, বহু বৎসর বিবিধ দুষ্কর তপস্যাচরণ করিয়া তৃণাস্তরণে শয়ন

১ মহ্যম্। ২ অর্থঃ। ৩ নিহত্য। ৪ অনুত্তরাম্। ৫ ময়া। ৬ কল্পসহস্রপর্যন্তমিত্যর্থঃ। ৭ দানম্। ৮ সংযমত্যাগৌ। ৯ সুচীর্ণম্। ১০ নিষ্পত্তিঃ এবমন্যত্র। ১১ ভবিষ্যতি এবমন্যত্র। ১২ তথা এবমন্যত্র। ১৩ প্রজ্ঞা।

১ পুণ্যাভিজ্ঞা। ২ মে। ৩ এতন্নিমিত্তম্। ৪ অনন্তম্ রূপম। ৫ শাস্তম্। ৬ বোধিঃ ৭ বহুকল্পম্। ৮ দুষ্করাণি। ব্রততপাংসি। ১০ বিবিধানি।

১ প্রজ্ঞাপুণ্যোপায়োদ্গতঃ। ২ যদা। ৩ ভবতি। ৪ জিনম্। ৫ মুনিঃ। ৬ বিরজস্কঃ। ৭ বোধিঃ। ৮ শক্যতে। ৯ স্বস্তিক। ১০ পরজনায়। ১১ দাতুম্। ১২ দেহি। ১৩ মা। ১৪ যদি। ১৫ ময়া। ১৬ প্রাপ্তা। ১৭ জানাসি। ১৮ আগত্য। ১৯ বিরজস্কঃ।

করত বোধি লাভ হয়। যখন প্রজ্ঞা পুণ্য উপায় উদ্গত হয়, তখন প্রমুক্ত হইয়া জিনপুরুষকে প্রকাশ করে। হে স্বস্তিক, এই বোধি (শ্রেষ্ঠজ্ঞান) পিণ্ডীকৃত করত হাতে করিয়া যদি অপরকে দেওয়া যাইতে পারিত, বলিতে পারিতে দাও, এরূপ বিমতি যেন তোমার না হয়। যদি আমি সেই বোধি প্রাপ্ত হই এবং তুমি জানিতে পাও, আমি অমৃত বিভাগ করিয়া দিতেছি, আমার নিকট আসিয়া ধর্ম্মযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিও, তুমি বিরজস্ক হইবে।" তখন তিনি তৃণমুষ্টি লইয়া বোধিবৃক্ষের দিকে গমন করিলেন এবং দ্রুমরাজকে সাতবার প্রদক্ষিণ করিয়া তৃণসকল আস্তরণ পূর্ব্বক শীলবান্ ক্ষান্তিমান্ বীর্য্যবান্ ধ্যানবান্ প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানবান্ পুণ্যবান্ নিহতমারপ্রত্যর্থিকবান্ আপনাকে দর্শন করিয়া, তদুপরি ক্রোড়ে হস্ত রাখিয়া, বীরাসনে উপবেশন করিলেন; শরীরকে সরলভাবে স্থাপন করিয়া বৃক্ষাভিমুখীন হইয়া বসিলেন। "অভিমুখাং স্মৃতিমুপস্থাপ্য ঈদৃশঞ্চ দৃঢ়সমাদানমকরোৎ"। স্মৃতিকে অভিমুখীন করিয়া এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করিলেন ঃ—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্ল্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে ইতি ॥"

ল, বি, ১৯ অ।

"এই আসনেই আমার শরীর শুষ্ক হইয়া যা'ক, ত্বক, অস্থি মাংস প্রলয় প্রাপ্ত হউক, বহুকাল তপস্যায়ও দুর্লভ যে বোধি, তাহা না পাইয়া যেন আমার শরীর এই আসন হইতে চলিত না হয়!" কি প্রতিজ্ঞার বল, কি দৃঢ়তা! হিমালয় পর্ব্বত, বিস্তীর্ণ সাগর তখন তাঁহার নিকট যেন প্রকাশিত হইল। কি বীরের মত স্থির প্রতিজ্ঞ হইয়া উপবেশন করিলেন। বিশ্বাসের আলোকে, আধ্যাত্মিক বলে তাঁহার সর্ব্বশরীর দিব্য-কান্তি লাভ করিল। যেন পাপ ও বিষয়বাসনাকে ভস্মীভূত করিবার জন্য ঐ পাদপ-মূলে জ্বলন্ত অনলের ন্যায় প্রদীপ্ত পাইতে লাগিলেন। এই প্রথম সমাধিকালে তাঁহার শরীর হইতে এক অপূর্ব্ব তেজ নির্গত হইল, সেই তেজে যেন নিয়ত জ্বলিতেছেন, বোধ হইল। নবীন যোগীর শতগুণ সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণ বৃক্ষমূলে তাঁহার সমীপে উপনীত হইলেন। সকলেরই এক ভাবের সাধন। ঈশা ও মুষা ও আইজায়ার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের ভাব তাঁহার আত্মাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। সুবিজ্ঞ প্রেরিত পল ঈশার দর্শনে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন। সেই আধ্যাত্মিক দর্শনই তাঁহার পাপজীবনে পরিবর্ত্তন আনয়ন করে। এইরূপে সকল মহাজনেরা পূর্ব্ববর্ত্তী ভক্তগণের সঙ্গে মিলিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ভাবের একতা স্থানের ব্যবধান, ব্যাপ্তির দূরতা বিনাশ করিয়া দেয়। সকলে এক রাজ্যের অধিবাসী হইয়া, ইহলোকেই সাধু পরলোকগত আত্মার সঙ্গে ভাবে কথোপকথন করিয়া থাকেন। কারণ উভয়েই ভাবের ভাবুক ও ভাবজগতে বাস করিয়া ভাবরস পান করিয়া থাকেন। এই সময়ে শাক্যসিংহ পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বগণের সঙ্গে ভাবে মিলিত হইলেন।

তাহাতে তাঁহার সাধনার বিশেষ সহায়তা হইল, জীবনে প্রচুর স্বর্গীয় বল সঞ্চারিত হইল, জ্ঞানচক্ষু ও অন্তর্দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইল ; কিন্তু তথাপি জীবন পরিবর্ত্তিত হইল না ; এখনও তাহার অবশিষ্ট রহিল। ললিতব্যূহ প্রভৃতি দশ জন বোধিসত্ত্ব আলোকে আকৃষ্ট হইয়া তথায় উপনীত হন। প্রত্যেক বোধিসত্ত্ব তাঁহার প্রশংসাসূচক এক একটি গাথা গাইতে আরম্ভ করিলেন। আমরা দুইটি গাথা উদ্ধৃত করিলাম ঃ—

"কায়ো যেন বিশোধিতঃ সুবহুশঃ পুণ্যেন জ্ঞানেন চ
যেন বাচ ১ বিশোধিতা ব্রততপৈঃ ২ সত্যেন ধর্ম্মেণ চ।
চিত্তং যেন বিশোধিতং হ্রিরি ৩ ধৃতী করুণায় ৪ মৈত্র্যা তথা
সো ১ এষ দ্রুমরাজমূলোপগতঃ ২ শাক্যপ্রভুঃ পূজ্যতে ৷৷" ল, বি, ২০ অ।

"যিনি পুণ্য ও জ্ঞান দ্বারা শরীরকে বহু প্রকারে শুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি ব্রত তপস্যা ও সত্যধর্ম্ম-পালনে বাক্য নির্ম্মল করিয়াছেন, যিনি লজ্জা ধারণা দয়া ও প্রেমেতে চিত্ত পবিত্র করিয়াছেন, সেই শাক্য প্রভু বোধিদ্রুমতলে সকলের পূজনীয় হইতেছেন।

ধর্ম্মমেঘ ৩ স্ফুরিত্ব ৪ সর্ব ত্রিভবে বিদ্যাধিমুক্তিপ্রভঃ
সদ্ধর্ম্মঞ্চ বিরাগ ৫ বর্ষি ৬ অমৃতং নির্ব্বাণসংপ্রাপকম্।
সর্বা রাগকিলেশ ৭ বন্ধনলতাং সো ৮ বাসনা ৯ চ্ছেৎস্যতি
ধ্যানর্দ্ধিবল ১০ ইন্দ্রিয়ৈঃ কুসুমিতঃ শ্রদ্ধাকরং দাস্যতে ৷৷"

ল, বি, ২০ অ।

"ইনি সমুদায় জগতে ধর্ম্মমেঘ প্রকাশ করিয়া, অনুপম বিদ্যা ও মুক্তি-প্রভায় দীপ্যমান হইয়া, সদ্ধর্ম্ম বৈরাগ্য ও নির্ব্বাণপ্রদ অমৃত বর্ষণ করত, সকল প্রকার বাসনাক্লেশবন্ধন-লতা ছেদন করিবেন এবং ধ্যানবলে বিকশিত শ্রদ্ধাফল প্রদান করিলেন।"

মহাবীর শাক্যের কায় বাক্ চিত্ত এ তিনের ত্রিবিধ সাধনের প্রণালীও অতি চমৎকার। ঐ বটবৃক্ষমূলে বসিয়া মুনিবর শাক্য স্বীয় শরীর ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও ইন্দ্রিয়জনিত সুখের বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া "সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ সর্ব্বে অনিত্যা অধ্রুবাঃ অনিত্যং সুখমিতি" সাবলম্ব ধ্যানে এই জ্ঞান তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে বাসনাশূন্য হইলেন, শারীরিক বিকার আর ঘটিল না। সুতরাং একেবারে পার্থিব সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় উপনীত হইলেন, অর্থাৎ হস্ত চক্ষু কর্ণ ও অপরাপর ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া তিরোহিত হইল এবং নিত্য জ্ঞান, নিত্য শান্তি, অমৃত-লাভে শরীর উপযুক্ত হইল। শরীর একেবারে বিশুদ্ধ হইল, এ জন্য শাক্যের ইন্দ্রিয়বিকার অসম্ভব

১ বাক্। ২ ব্রততপোভিঃ। ৩ হ্রী। ৪ কারুণ্যা।

১ সঃ। ২ মূলমুপগতঃ।

৩ ধর্ম্মমেঘ। ৪ স্ফুরয়িত্বা। ৫ বিরাগম্। ৬ বর্ষিত্বা। ৭ সর্ব্বাং ক্লেশ—। ৮। স। ৯ বাসনাম্। ১০ বলেন্দ্রিয়ৈঃ।

হইয়া গেল। (এইরূপে তিনি সংযম, তপস্যা, সত্যকথন ও বিধিপূর্ণ করিয়া বাক্যকে পবিত্র করিলেন এবং চিত্তকে পাপের প্রতি লজ্জা, ধারণা অর্থাৎ যদ্দ্বারা সকল অবস্থাকে জয় করা যায়, এরূপ একাগ্রতা, দয়া ও প্রেমে পরিপূর্ণ করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন অর্থাৎ এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে একেবারে জয় করিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার চিত্ত সাম্যাবস্থায় উপস্থিত হইল। তিনি এমন সাধনের ভিতর পড়িলেন, যেখানে সুখও নাই, দুঃখও নাই, অনুরাগও নাই, বিরাগও নাই, ইচ্ছাও নাই, অনিচ্ছাও নাই, মানও নাই, অভিমানও নাই, স্তুতিও নাই, নিন্দাও নাই। স্থাণুবৎ চিত্তকে এক অনন্ত বোধিসত্ত্বায় সমর্পণ করিয়া, তিনি অভাব-পক্ষের মুক্তি-সাধনে কৃতকার্য্য হইলেন, তাঁহার অন্তর আকাশবৎ বিস্ফারিত হইল, সকল ক্ষুদ্রতা ও বদ্ধ ভাব ভুলিয়া গেলেন)

বোধিদ্রুমতলে তথাগত একান্ত সমাধি ও ধারণা দ্বারা মুক্তি লাভের এক সোপান হইতে উচ্চতর সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন। তাঁহার চিত্তে ঈদৃশী চিন্তার উদয় হইল যে, বাসনাকে জয় করিতে পারিলে সকলের জয় হয়। কারণ অন্তর্বাহ্য সকল প্রকার রিপুর মূলে এক বাসনাই বিদ্যমান। সকল ইন্দ্রিয়ই তাহার দ্বারা পরিচালিত, তাহারই বশবর্ত্তী। অতএব সেই বাসনারই মৃত্যুতে সকলের মৃত্যু, তাহার অভাবে সকলের অভাব। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইলেন। তৎপরে নাকি তিনি "সর্ব্বমারমণ্ডলবিধ্বংসকরীং নামৈকাং রশ্মিমুৎসৃজৎ (উদসৃজৎ।)" অর্থাৎ তাঁহার আত্মার চক্ষু হইতে সর্বকামনাবিঘাতী এক আলোক বাহির হইল। সমাধিবলে ঐ তেজ না পাইলে বাসনার অতীত অবস্থায় নিত্য কাল তিনি অবস্থিতি করিতে পারিতেন না। সাধকেরা অনেক কষ্টে হয়ত পাপ দমন করিতে পারেন, কিন্তু জীবনে পাপ অসম্ভব করা নিতান্ত দুরূহ কার্য্য, তাহা এক স্বর্গীয় তেজ ভিন্ন অসম্ভব হইবার নহে। সেই জন্য এই তেজঃপুঞ্জে পরিবৃত হইয়া বুদ্ধ এক স্বর্গীয়লাবণ্য ধারণ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার নিকট আবার এক পরীক্ষা আসে। প্রদীপ্ত হুতাশনেই পতঙ্গের পতন। সে আলোকের অভিমুখেই ধাবিত হয়। অন্য স্থান পরিত্যাগ করিয়া আলোকের দিকে যাইতে তাহার কেন অভিরুচি হয়। নতুবা মরিবে কেন। তাই মার অন্যরূপ ধরিয়া তাপস বুদ্ধের তেজের সমক্ষে পড়িল। তাঁহার প্রসন্নমুখকমল দর্শন করিয়া একবার পলায়ন করিল, তবু ছাড়িল না। বহুবিধ দুশ্চেষ্টায় অকৃতকার্য্য হইয়া দুষ্টমতি মার তাঁহাকে আসন হইতে উঠাইবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা পাইল, তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে যত্নবান্ হইল, এবং তাঁহার চিত্তকে বিচলিত করিতে নানা কৌশল বিস্তার করিল। তখন সে সগর্ব্বে বলিতে লাগিল ঃ—

"কামেশ্বরোঽহস্মি বসিতা ইহ সর্ব্বলোকে
দেবাশ্চ দানবগণা মনুজাশ্চ তীর্য্যা ১।
ব্যাপ্তা ময়া মম বশেন চ যান্তি সর্ব্বে
উত্তিষ্ঠ মহ্য ২ বিষয়স্থ ৩ বচং ৪ কুরুষ ॥"

১ তীর্য্যকঃ। ২ মম। ৩ বিষয়স্থাং। ৪ বাচম্।

পুনরাহ। "একাত্মকঃ শ্রমণ কিং প্রকরোষি রণ্যং ৫
যং প্রার্থযস্যসুলভঃ খলু ৬ সম্প্রয়োগঃ।।
ভৃগ্বঙ্গিরঃপ্রভৃতিভিস্তপসা প্রযত্নাৎ
প্রাপ্তং ন তৎপদবরং মনুজঃ কুতস্ত্বম্‌।।" ল, বি, ২১ অ।

"দেখ, আমি কামাধিপতি, আমি সমুদায় লোক আচ্ছাদন করিয়া আছি। দেব দানব মানব ও তীর্য্যক্‌ জাতি প্রভৃতি ইহলোক কি সর্ব্বলোকস্থ প্রাণীই আমার বশীভূত। আমি সকল জীবেই ব্যাপ্ত আছি। অতএব তুমি এখন উঠ, আমার মতানুযায়ী হও। আরও দেখ, তুমি একা শ্রমণ কিরূপে আমার সহিত সংগ্রাম করিবে। তুমি যাহা প্রার্থনা করিতেছ, তৎপ্রাপ্তি দুর্লভ জানিবে। কারণ পূর্ব্বে ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ বহুযত্নে তপস্যা করিয়াও সেই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হন নাই, তুমি মানবতনয় তাহা কোথায় পাইবে?

মারের এই গর্ব্বিত বাক্য শ্রবণ করিয়া শাক্য বলিলেন ঃ—

"অজ্ঞানপূর্ব্ব ১ কৃতপো ২ ঋষিভিঃ প্রতপ্ত: ৩
ক্রোধাভিভূতমতিভির্দিব ৪ লোককামৈঃ।
নিত্যমনিত্যমিতি চাত্মনি সংশ্রয়দ্ভিঃ
মোক্ষশ্চ দেশগমনস্থিতমাশ্রয়দ্ভিঃ।।
তে তত্ত্বতোহর্থরহিতাঃ পুরুষং বদন্তি
ব্যাপিং ৫ প্রদেশগত ৬ শাশ্বতমাহুরেকে।
মূর্ত্তিং ন মূর্ত্তি ৭ মগুণং গুণিনং তথৈব
কর্ত্তা ও কর্ত্তা ইতি চাপ্যপরে ব্রুবন্তি।।
প্রাপ্যাদ্য বোধি ৮ বিরজা ৯ মিহ চাসনাস্থ-
স্ত্বাং জিত্ব ১০ মার বিহতং ১১ সবলং সসৈন্যম্‌।
বর্ত্তিষ্য ১২ মস্য জগতঃ প্রভবোদ্ভবঞ্চ ১৩
নির্ব্বাণদুঃখশমনং তথ ১৪ সী ১৫ তিভাবম্‌।। ল, বি, ২১ অ।

"দেখ, পূর্ব্বতন ঋষিগণ অজ্ঞানপূর্ব্বক কৃতপস্যা করিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা স্বর্গাভিলাষী ছিলেন এবং ক্রোধাভিভূত হইতেন। আত্মাতে নিত্য, অনিত্য জ্ঞান আশ্রয় করিতেন এবং কোন লোকে গমনরূপ মোক্ষ ইচ্ছা করিতেন। তত্ত্বতঃ তাঁহারা অর্থশূন্য হইয়া এক পুরুষের কথা বলিয়াছেন। এই পুরুষকে কেহ ব্যাপ্ত, কেহ একপ্রদেশগত, কেহ নিত্য বলিয়াছেন, আবার কতক লোকে তাঁহাকে মূর্ত্ত অমূর্ত্ত সগুণ নির্গুণ, কর্ত্তা অকর্ত্তা বলিয়াছেন। আমি এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া, সেই নির্ম্মল জ্ঞান অদ্য

৫ রণম্‌। ৬ সঃ।

১ অজ্ঞানপূর্ব্বম্‌। ২ কৃতপঃ। ৩ প্রতপ্তম্‌। ৪ দ্যু। ৫ ব্যাপিনং। ৬ প্রদেশগতম। ৭ মূর্ত্তম-মূর্ত্তম্‌। ৮ বোধিম। ৯ বিরজস্কাম্‌। ১০ জিত্বা। ১১ বিহত্য। ১২ বর্ত্তয়িষ্যে। ১৩ প্রভবমুদ্ভবঞ্চ। ১৪ তথা। ১৫ অস্তি।

লাভ করিয়া, হে মার, সসৈন্য ও বলবান হইলেও তোমাকে নিহত ও জয় করিব এবং এই জগতের জন্ম মৃত্যু বিলোপ করিয়া অতীতিত ভাব ও দুঃখনাশক নির্ব্বাণ প্রবর্ত্তিত করিব।" এই বলিয়া অনুপম স্বর্গীয় তেজে মারকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইতঃপূর্ব্ব বোধিসত্ত্বের আত্মাতে অষ্ট প্রকার দেবভাব অবতীর্ণ হইয়াছিল। মারদুহিতৃগণের সর্ব্ব প্রকার দুশ্চেষ্টা মহাবীর শাক্য কর্ত্তৃক বিফল হইলে, সেই সকল দেবভাব নিজ সৌন্দর্য্যে বোধিসত্ত্বকে পরম সুন্দর করিয়া এই প্রকার স্তব করিয়াছিলেন ঃ—

"উপশোভসে ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চন্দ্র ইব শুক্লপক্ষে।
অভিবিরোচসে ত্বং বিশুদ্ধবুদ্ধ সূর্য্য ইব প্রোদয়মানঃ॥
প্রস্ফুটিতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বঃ পদ্মমিব বারিমধ্যে।
নদসি ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্বঃ কেশরীব বনে রাজবনচারী॥
বিভ্রাজসে ত্বং অগ্রসত্ত্ব পর্ব্বতরাজ ইব সাগরমধ্যে।
অভ্যুদ্গতস্ত্বং বিশুদ্ধসত্ত্ব চক্রবাড় ইব পর্ব্বতে॥
দুরবগাহস্ত্বমগ্রসত্ত্ব জলধর ইব রত্নসম্পূর্ণঃ।
বিস্তীর্ণবুদ্ধিরসি লোকনাথ গগনমিবাপর্য্যন্তম॥" ল, বি, ২১ অ।

"হে বিশুদ্ধসত্ত্ব, শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় তুমি শোভা পাইতেছ, তীক্ষ্ণরশ্মি উদিত তপনের ন্যায় বিরাজ করিতেছ, বারিমধ্যস্থ প্রস্ফুটিত নলিনবৎ তুমি বিকশিত হইয়াছ, বনচারী কেশরীর তুল্য তুমি শব্দ করিতেছ, সাগরস্থ পর্ব্বতরাজবৎ তুমি উন্নত হইয়াছ, পর্ব্বত মধ্যে লোকালোক পর্ব্বতের মত উত্থিত হইয়াছ। অগাধ জলধি রত্নাকরের ন্যায় তুমি দুরবগাহ্য। হে লোকনাথ, আকাশের ন্যায় তুমি প্রশস্ত মহান।"

এত দিনের পর শাক্যতনয় নিষ্কণ্টক হইলেন, তাঁহাতে পাপের মূল পর্য্যন্ত উন্মূলিত হইয়া গেল। অতঃপর তিনি ধ্যানের বিভিন্ন সোপানে উত্থিত হইতে লাগিলেন। প্রথমে শব্দার্থজ্ঞানপূর্ব্বক স্থূল ও সূক্ষ্ম চিত্তকে স্থির করিয়া বিবেকজনিত যে প্রীতিসুখ লাভ হয়, সেই সমাধি আরম্ভ করিয়া, তাহাতে বিহার করিতে লাগিলেন। তৎপর তন্নিবৃত্তিতে চিত্তে অধ্যাত্মসম্প্রসাদবশতঃ অপূর্ব্ব সুখসাগরে ভাসমান হইলেন। দ্বিতীয়বার "একোতিভাবাদবিতর্কমবিচারং সমাধিজং প্রীতিসুখং দ্বিতীয়ং ধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম।" অন্যচিন্তারহিত একই সত্তার আত্যন্তিক উপলব্ধিতে সমাধিস্থ হইয়া অনুপম প্রীতিসুখ প্রাপ্ত হইলেন। তৃতীয়তঃ উপেক্ষক উদাসীনবৎ নিষ্প্রীতিক অথচ সুখবিহারী হইয়া তৃতীয় ধ্যানে মগ্ন হইলেন। চতুর্থ ধ্যান অর্থাৎ শেষ ধ্যানে "সুখস্য চ প্রহাণাৎ দুঃখস্য চ প্রহাণাৎ পূর্ব্বমেব চ সৌমনস্যদৌর্ম্মনস্যয়োরস্তঙ্গমাদদুঃখাসুখমুপেক্ষাস্মৃতিবিশুদ্ধং চতুর্থধ্যানমুপসম্পদ্য বিহরতি স্ম" অর্থাৎ সুখ দুঃখের বিনাশহেতু পূর্ব্বেই সন্তোষ অসন্তোষের বিলোপবশতঃ সুখদুঃখবিহীন উপেক্ষা ও স্মৃতিবিশুদ্ধ চতুর্থ ধ্যানে মগ্ন হইলেন। যখন এইরূপে ধ্যানস্থ হইয়া সমাধি লাভ করিলেন, তখন তাঁহার দিব্য চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল।

প্রথমে চিত্ত সমাধান ও বৈরাগ্য সহকারে বিবেকবলে স্থূল হইতে অধ্যাত্মজগতে উপস্থিত হইলেন। সমাহিত ধ্যানস্থ চিত্তে বৈরাগ্যনয়নে সংসারে অসারতা, সুখ দুঃখ জন্ম মৃত্যুর অনিত্যতা উপলব্ধি করিলেন, আর বিবেকনয়নে জরামরণরহিত, সুখদুঃখের অতীত নিত্য শাশ্বত শান্তি সম্ভোগ করিলেন। বৈরাগ্যবলে ধন জন বিষয়সুখ অসার, বিবেকবলে পরম জ্ঞানই সার, বৈরাগ্য-বলে জন্ম-মৃত্যু সুখদুঃখ অনিত্য, বিবেকবলে অজর অমর মঙ্গলময় সমাধির অবস্থাই নিত্য বুঝিলেন। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় তাঁহার এইরূপ প্রতীতি হইল, একই সত্তা, যাহা অজর অমর, সুখ দুঃখে লিপ্ত নহে, তাহাই নিত্য ও সার, সমুদায় জগতের আর তাবৎ অবস্তু ছায়া মাত্র। এই একত্বে তিনি সমাহিত হইলেন। একত্ব উপলব্ধি হইলে যে সমাধি হয়, তাহাতে বস্তুন্তর বোধ থাকে না, কেবল একাকার। ধ্যানের তৃতীয়াবস্থায় তিনি নিরপেক্ষ অর্থাৎ ধ্যান বা সমাধিতে উদাসীন, যোগ বিয়োগে, বিবেক অবিবেকে উদাসীন, আত্মার স্বরূপাবস্থায় একত্ব-স্মরণেই সুখী, এই ভাবে নিমগ্ন। ধ্যানের চতুর্থাবস্থায় সুখ দুঃখের অতীত হইয়া, আমিত্বানুভব বিলুপ্ত হইলে যে নির্ম্মল সুখোদয় হয়, তাহাতেই বিহ্বল, তৎ-সুখেই সুখী। যাই তাঁহার আমিত্ব অন্তর্হিত হইল, তৎক্ষণাৎ সমুদায় মানবের দুর্গতি ক্লেশ তাঁহার নেত্রপথে প্রকাশিত হইয়া পড়িল। "অথ বোধিসত্ত্বো দিব্যেন চক্ষুষা পরিশুদ্ধেনাতিক্রান্তমানুষ্যকেন সত্ত্বান্ পশ্যতি স্ম।" অর্থাৎ তখন বোধিসত্ত্ব পরিশুদ্ধ অলৌকিক দিব্যচক্ষে প্রাণিগণকে দর্শন করিলেন। প্রথম আমিত্ব গেল, পরে জগতের প্রতি প্রীতি সঞ্চারিত হইল। "এবং খলু ভিক্ষবো বোধিসত্ত্বো রাত্র্যাং প্রথমে যামে বিদ্যাং সাক্ষাৎকরোতি তমোনিহন্তি স্ম আলোকমুৎপাদয়তি স্ম।" রাত্রি প্রথম যামে মহামুনি শাক্য বিদ্যা দর্শন করিলেন, অন্ধকার বিনাশ করিলেন এবং আলোক উৎপাদন করিলেন। ঐ বিদ্যার দর্শনে আলোকিত হওয়াতে তাঁহার নাম বুদ্ধ হইল। ঐ বিদ্যা কি? উহাই ব্রহ্মবিদ্যা, উহাই পরমজ্ঞান, উহাই সার্ব্বভৌমিক জ্ঞান, উহাই পরম পদার্থ, উহার নাম পরমাত্মা। এখন তিনি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। বাসনাতে ও তৃষ্ণানলে নির্ব্বাণবারি সেচন করিলেন, তাঁহার সকল দুঃখ ও যন্ত্রণার অবসান হইল, নিত্য শান্তিরসের উদয় হইল। আমিত্ব বিলুপ্ত হওয়াতে এখন পরম জ্ঞানেই বিলীন হইয়া গেলেন। এখন তিনি নিত্য আনন্দধামে উপনীত হইলেন, জীবন্মুক্ত হইয়া দিব্য লাবণ্য ধারণ করিলেন। এতদিনে তাঁহার আশা পূর্ণ হইল, সাধনায় সিদ্ধি লাভ হইল। মুখ সহাস্য হইল, চিত্ত প্রফুল্ল হইল। এমন মহাপুরুষকে কে নাস্তিক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চায়? অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী ক্ষুদ্রচেতা ভিন্ন কে আর এরূপ অসাধু কথা বলিয়া, আপনার নীচতা সর্ব্বসমক্ষে প্রদর্শন করিতে পারে?

বুদ্ধদেব কোন স্থলে ঈশ্বরের নামোল্লেখ না করাতে, অনেকেই তাঁহাকে কোমৎ প্রভৃতির দলের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু কোমৎ যে তাঁহার পদস্পর্শ করিবারও উপযুক্ত নহেন। তিনি যে গভীর সাধন ও আধ্যাত্মিক সমাধির সাগরে নিমগ্ন হইয়া, অপূর্ব্ব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সম্বুদ্ধ হইলেন, তাহা কি

অবিশ্বাস নাস্তিকতার ফল? শাক্যমুনি সাংখ্য পাতঞ্জল ন্যায় বেদান্ত প্রভৃতি দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, ঈশ্বর শব্দবিবাদের স্থল এবং নিতান্ত জটিল, বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। কারণ দর্শন-শাস্ত্রানুসারে ঈশ্বরকে সগুণ নিগুর্ণ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, কর্ত্তা অকর্ত্তা বর্ণন করা হইয়াছে, এবং বেদান্তমতে পাকতঃ তাঁহাকে মায়াবদ্ধ বলিয়া সৃষ্টির তত্ত্ব নিরূপণ করা হইয়াছে। যদি ইষ্টদেবতা মানবের ন্যায় মায়া ভ্রান্তি ও আসক্তির অধীন হইলেন, তবে আর সুবিজ্ঞ লোক তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা বলিয়া কিরূপে মানিতে পারেন? এই কারণেই তিনি ঈশ্বরের নাম কোন স্থলে উল্লেখ করেন নাই এবং তাঁহার অস্তিত্বসম্বন্ধে সপক্ষে বিপক্ষেও কিছু বলেন নাই। বিশেষতঃ তিনি মুক্তির অভিলাষী হইয়াছিলেন, আপনার ও সমুদায় জীবের দুঃখ-মোচনে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়াছিল, একারণে তিনি বিবাদের তত্ত্ব ছাড়িয়া, প্রকৃত বিষয়ের সাধনে জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন। ল্যাসেন টর্ণায় বর্ণো ফোকে রিস ডেবিডস বিগান্ডেট প্রভৃতি সুবিজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাও বুদ্ধদেবের মত ও জীবনের প্রতি সুবিচার করিয়া উঠিতে পারেন নাই; কারণ ইঁহারা সেই মহাপুরুষের আধ্যাত্মিক সাধনা ও সমাধির ভিতর প্রবিষ্ট না হইয়া বিচার করিয়াছেন; সুতরাং তজ্জন্য প্রকৃত তত্ত্বের উদ্ভাবন হয় নাই। কেবল হডসন ও বিল সাহেব কথঞ্চিৎ পরিমাণে বোধিসত্ত্বের ধর্ম্মজীবন প্রতীতি করিয়াছিলেন।

যখন সর্ব্বার্থসিদ্ধ সম্বোধি প্রাপ্ত হইলেন যখন তাঁহার শরীর হইতে স্বীয় স্বত্ত্বকে বিমুক্ত দেখিলেন, একেবারে চরমগতি স্বর্গবাসে উপনীত হইলেন। বসন্তের পূর্ব্বে বৃক্ষ হইতে পত্র পুষ্প যেমন ঝরিয়া পড়িয়া যায়, তাঁহার শরীরও সেইরূপ যেন মৃতের ন্যায় পড়িয়া গেল, বোধ হইল; অর্থাৎ শারীরিক ক্রিয়া রহিল মাত্র, কিন্তু স্বয়ং বোধিক্ষেত্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কি পরম সুখের অবস্থা লাভ করিলেন! ইচ্ছা হয়, আসিয়া তাঁহার সঙ্গে ঐ সুবিমল সম্বোধিরাজ্যে বিচরণ করি। বুদ্ধ, তুমি এখন সুগত হইলে, আমিও তোমার পদতলে পড়িয়া সুগত হইয়া যাই। হায়, তুমি যে পিঞ্জরের পক্ষী ছিলে, এখন আমিত্বের শৃঙ্খল ছেদন করিয়া নিত্য ও অপার জ্ঞানাকাশে উড়িয়া গেলে, আমাকেও তোমার সঙ্গী কর। কি সৌন্দর্য্য ও শান্তির রাজ্যে তুমি বিহার করিতেছ! এখন আকাশ তোমার গৃহ' পরম শান্তি তোমার পানীয়, নিত্যজ্ঞান তোমার অন্ন, আমিত্ববিনাশ তোমার পুণ্যময় অমৃত ও সুধা। সুগত তুমি কোথায় গেলে তুমি মরিয়া জীবিত হইলে, পূর্ণ বোধিসত্ত্বে একাকার হইয়া গেলে। আমিও মরিয়া কবে জীবিত হইয়া তোমার সঙ্গী হইব, তোমার দাসানুদাস হইব। ধন্য তুমি! এখন মহাসত্ত্বে পরিণত হইলে, আর তোমার কিছুই নাই।

অনন্তর তিনি সেই সমাহিত অবস্থায় মধ্যরাত্রে অপর এক জ্ঞান লাভ করিলেন। তাঁহার পিতা মাতা কেহই নাই, গোত্র নাই, বংশ ও জীবনও নাই, পরমায়ু নাই, নামও নাই, উপাধিও নাই, পার্থিব জন্ম মৃত্যু নাই। পূর্ব্বতন বোধিসত্ত্বেরাই তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষ পবিত্র বংশ। শেষ রজনীতে তিনি আশ্রয়ক্ষয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। অসহায় জীবের উৎপত্তিই বা কি ক্লেশকর। মনুষ্য সকল জন্মিতেছে, বাঁচিতেছে, জীর্ণ হইতেছে। কিন্তু

কেহইএই মহৎ দুঃখ-বিমোচনের উপায় জানে না, সমুদায় দুঃখের মূল পঞ্চস্কন্ধ হইতে নিঃসৃত জানে না, এবং জরাব্যাধি প্রভৃতির অন্ত অর্থাৎ নাশক্রিয়া অবগত নহে।"

অনন্তর, "পুরুষেণ সৎপুরুষেণাতিপুরুষেণ মহাপুরুষেণ পুরুষর্ষভেন পুরুষনাগেন পুরুষসিংহেন পুরুষপুঙ্গবেন পুরুষশূরেণ পুরুষবীরেণ পুরুষযানেন পুরুষপদ্মেন পুরুষপুণ্ডরীকেণ পুরুষধৌরেয়েণানুত্তরেন পুরুষদম্যসারথিনা এবম্ভূতেনার্য্যজ্ঞানেন জ্ঞাতব্যং বোদ্ধব্যং প্রাপ্তব্যং দ্রষ্টব্যং সাক্ষাৎকর্ত্তব্যং সর্ব্বং তদেকচিত্তেক্ষণসমাযুক্তং প্রজ্ঞয়াহনুত্তরাং সম্যক্সম্বোধিমভিসম্বুধ্যত্রৈবিদ্যাহধিগতা।।" ল, বি, ২২ অ।

অতি প্রত্যুষে তিনি আমিত্ববিহীন হওয়াতে, এক প্রধান পুরুষত্ব লাভ করিয়া, আর্য্যজ্ঞান সহকারে, যাহা কিছু জ্ঞাতব্য প্রাপ্তব্য দ্রষ্টব্য ও সাক্ষাৎ কর্ত্তব্য, তৎসমুদায় এক চিত্ত এক দৃষ্টিতে একীভূত করিলেন এবং প্রজ্ঞাযোগে আসন্ন সম্যক্ সম্বোধি অবগত হইয়া ত্রিবিদ্যা প্রাপ্ত হইলেন। তখন তিনি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিলেন। আমিত্ব বিনষ্ট হওয়াতে তিনি এক শুদ্ধসত্ত্ব হইলেন। তখন বোধিসত্ত্বের তম ও অন্ধকার তিরোহিত হইল, তৃষ্ণা বিশোধিত হইল, রজোগুণ শান্ত হইল, দৃষ্টি-বিক্ষোভিত ক্লেশ বিবর্জ্জিত হইল, মানামান অপসারিত হইল, গ্রন্থি মুক্ত হইল, ধর্ম্মতথ্যতার উদয় হইল। অবশেষে নির্ব্বাণসুখসাগরে ভাসমান হইলেন। এই সময়ে স্বর্গ হইতে তাঁহার মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং দেবপুত্রগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তব করিতে লাগিলেন ঃ—

"উৎপন্নো লোকপ্রদ্যোতো লোকনাথঃ প্রভঙ্করং।
অন্ধভূতস্য লোকস্য চক্ষুর্দাতা রণঞ্জহঃ।।
ভগবান্ বিজিতসংগ্রামঃ পুণ্যৈঃ পূর্ণমনোরথঃ।
সম্পূর্ণঃ শুক্লধর্ম্মৈশ্চ জগন্তি তর্পয়িষ্যসি ১।।
উত্তীর্ণপঙ্কো হ্যনিঘঃ স্থলে তিষ্ঠতি গোতমঃ।
অন্যাং সত্ত্বাং ২ মহাজুঘেন ৩ প্রাজ্ঞত ৪ স্তারয়িষ্যসি ৫।।
উদগতত্বং মহাপ্রাজ্ঞ লোকেস্বপ্রতিপুঙ্গল।
লোকধর্ম্মৈরলিপ্তস্ত্বং জলস্থমিব পঙ্কজম্।।
চিরপ্রসুপ্তমিমং লোকং তমঃস্কন্ধাব গুণ্ঠিতম্।
ভবান্ প্রজ্ঞাপ্রদীপেন সমর্থঃ প্রতিবোধিতুম্।।
চিরাতুরে জীবলোকে ক্লেশব্যাধিপ্রপীড়িতে।
বৈদ্যরাট্ ত্বং সমুৎপন্নঃ সর্ব্বব্যাধিপ্রমোচকঃ।।" ল, বি, ২৩ অ।

অতঃপর সুগত এইরূপে নির্ব্বাণ লাভানন্তর আনন্দিতচিত্তে অনিমিষনয়নে সেই বোধিদ্রুমরাজকে একবার অবলোকন করিলেন, এবং ধ্যানজনিত প্রীতি-সুখে সপ্ত রাত্রি সেই তরুতলেই কালযাপন করিলেন *। এখন তিনি পূর্ণমনোরথ ও সিদ্ধিকাম হইলেন ; গগনবিহারী পতঙ্গের ন্যায় সুখে বিহার করিতে মনস্থ করিলেন।

১ তর্পয়িষ্যতি বা ২। অন্যান্ সত্ত্বান্। ৩ মহাঘাত। ৪ প্রজ্ঞাতঃ। ৫ তারয়িষ্যতি বা।

* এই সমাধির নাম প্রীত্যাহার ব্যূহ।

নির্ব্বানতত্ত্ব

পূর্ব্বতন আর্য্যপণ্ডিত, কবি, পতঞ্জলি, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি দার্শনিক ঋষিগণ মানব-জীবনের চরম গতি মুক্তিই প্রদর্শন ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আবার মহাপুরুষ ঈশা, চৈতন্য নানক সকলেই জীবের মুক্তিলাভই একমাত্র লক্ষ্য ও চরম গতি, ইহা একতানে জীবন ও উপদেশ দ্বারা প্রচার করিয়া গিয়াছেন। "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মুক্তি" এই লক্ষণ দ্বারা দর্শনকারগণ মুক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। সুগত মহর্ষি গৌতমও মানবজীবনের ঐরূপ আদর্শ প্রতীতি করিলেন। বাসনা, বিকার, তৃষ্ণা, পাপ ও সংসারাসক্তি রিপুপরতন্ত্রতা জন্য জীবের ক্লেশ এবং এই দুর্ব্বিষহ ক্লেশ হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের চরম, শাক্য মুনিও তাহা অনুভব করিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে এই অবধারণ করিলেন, অগ্রে স্বয়ং মুক্ত হইয়া তবে অপরকে মুক্ত করিব, ভবযন্ত্রণা হইতে উদ্ধার করিব, মুক্তির পথ প্রদর্শন করিব। মহাপুরুষের এই এক সর্ব্বোচ্চ লক্ষণ। অন্তঃসারশূন্য ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, কপট নব্য ব্রহ্মজ্ঞানীরা কেবল লোকদিগকে উপদেশ দিয়া শত অপরাধে অপরাধী হয়। বুদ্ধ প্রকৃত পথ ধরিয়াছিলেন। অসার বাক্যে মনুষ্যদিগকে মুগ্ধ করিতে চাহেন নাই। যে স্বয়ং অসিদ্ধ, সে আবার অপরকে কি করিবে? এক অন্ধ অপর অন্ধকে কি পথ প্রদর্শন করিতে পারে? তিনি সেই জন্য অসার কপটতার পথ পরিত্যাগ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, সমুদায় সংসার নিয়ত তৃষ্ণানলে পুড়িতেছে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা ধনতৃষ্ণা, জীবনতৃষ্ণা, স্ত্রীতৃষ্ণা, পুত্রতৃষ্ণা, কামতৃষ্ণা, মানতৃষ্ণা ও সুখতৃষ্ণায় অস্থির, তাহারা এই বাসনা ও তৃষ্ণাগ্নিতে নিরন্তর জ্বলিতেছে, দিবানিশি এই যন্ত্রণায় তাদের চিত্ত দগ্ধ বিদগ্ধ হইতেছে। এই বিষম তৃষ্ণার মূল কোথায়? কিরূপে ইহা উৎপন্ন হইতেছে।

"অবিদ্যাপ্রত্যয়াঃ সংস্কারাঃ সংস্কারপ্রত্যয়ং বিজ্ঞানং বিজ্ঞান-প্রত্যয়ং নামরূপং নামরূপপ্রত্যয়ং ষড়ায়তনং ষড়ায়তনপ্রত্যয়ঃ স্পর্শঃ স্পর্শপ্রত্যয়া বেদনা, বেদনাপ্রত্যয়া তৃষ্ণা. তৃষ্ণাপ্রত্যয়মু-পাদানমুপাদানপ্রত্যয়ো ভবো ভবপ্রত্যয়া জাতিজাতিপ্রত্যয়া, জরামরণশোকপরিদেবদুঃখদৌর্ম্মনস্যোপায়াশাঃ সম্ভবন্তোবং কেবলস্য মহতো দুঃখ-স্কন্ধস্য সমুদয়ো ভবতি সমুদয়ঃ।" ল, বি, ২২ অ।

অবিদ্যামূলক সংস্কার, সংস্কারমূলক বিজ্ঞান, বিজ্ঞানমূলক নামরূপ, নামরূপ-মূলক ষড়ায়তন, ষড়ায়তনমূলক স্পর্শ, স্পর্শমূলক বেদনা, বেদনামূলক তৃষ্ণা, তৃষ্ণামূলক উপাদান, উপাদানমূলক উৎপত্তি, উৎপত্তিমূলক জাতি, এবং জাতিমূলক জরা মরণ শোক পরিবেদনা দুঃখ মনস্তাপ উপায় ও আশা জন্মিয়া থাকে। কেবল এক মহৎ দুঃখস্কন্ধের উদয় সমুদায়।

অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান অথবা ক্ষণিক বস্তুতে স্থিরত্ব বুদ্ধির নাম অবিদ্যা। এই অবিদ্যার তিমিরে বস্তুও অবস্তু বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সমুদায় মানবের চিত্ত অবিদ্যা মেঘে আচ্ছন্ন অবিদ্যাবশতঃ লোক পরম পদার্থ জানিতে পারে না। অবিদ্যায় সংস্কার জন্মে প্রবৃত্তিনিচয়ের নাম সংস্কার। তাহা আবার বায়ান্ন প্রকার। যথা মোহ, মমতা, রাগ, দ্বেষ, আভিমুখ্য বিকার ছন্দ লজ্জা ভয় ইত্যাদি। "অহমহমিত্যালয়বিজ্ঞানং" "আমি "আমার আমার" এইরূপ অহংভাবাপন্ন নিয়ত উৎপন্ন জ্ঞানপ্রবাহের নাম বিজ্ঞান। সংস্কার ঘনীভূত ও দৃঢ়তর হইলে বিজ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির বিষয় বাহ্য বস্তু। তখন প্রত্যেক বস্তু নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু আমাদের আর্য্য দার্শনিকগণ বিজ্ঞান শব্দের অন্যার্থ করিয়াছেন, গীতা প্রভৃতিতে তাহার পরিষ্কার ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। আত্মস্থ অধ্যাত্ম জ্ঞান তাঁহারা বিজ্ঞান বলিতেন। রূপ হইতে ষড়ায়তন অর্থাৎ বহিঃস্থ ও অন্তরস্থ তাবৎ ইন্দ্রিয়। সেই ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ। ইন্দ্রিয়গণের বিষয়ে ইন্দ্রিয়ের সংযোগের নাম স্পর্শ। এই স্পর্শ হইতে বেদনা অর্থাৎ বাহ্য বস্তুর জ্ঞান। তাহা হইতে তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণার জ্বালায় মনুষ্য দিবানিশি জ্বলিতেছে! এই তৃষ্ণাই মানবের মুক্তির পথ অবরোধ করিয়েছে। তৃষ্ণা হইতে উপাদান অর্থাৎ চারি ভূত। সেই ভূত অর্থাৎ চারি চারি ধাতু হইতে সব উৎপন্ন হইতেছে। এই উৎপত্তি জাতি অর্থাৎ মনুষ্যাদির পরিচয়, এবং সজ্ঞাত মানব জরা মৃত্যু শোকাদির আস্পদ। এই কারণ পরম্পরায় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে!

অতএব "অবিদ্যায়ামসত্যাং সংস্কারা ন ভবন্ত্যবিদ্যানিরোধাৎ সংস্কারনিরোধঃ। সংস্কারনিরোধাৎ বিজ্ঞাননিরোধঃ। যাবজ্জাতি-নিরোধাজ্জরামরণশোকপরিদেবদুঃখ-দৌর্ম্মনস্যোপায়াহশা নিরুধ্যন্তে। এবমস্য কেবলস্য মহতো দুঃখস্কন্ধস্য নিরোধো ভবহতি।" ল, বি ২২ অ।

অবিদ্যাকে নিরোধ করিতে পারিলে সংস্কার নিরুদ্ধ হয়। সংস্কার নিরুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানোৎপত্তি নিরোধ হয়। এইরূপে সমস্ত দুঃখ স্কন্ধ নিরুদ্ধ হইয়া যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে দুঃখস্কন্ধ পাঁচ প্রকার যথা—রূপবিজ্ঞানবেদনাসংজ্ঞসংস্কারঃসংজ্ঞাঃ পঞ্চ স্কন্ধাঃ।

১। ইন্দ্রিয় ও তাহার বিষয় সকলকে রূপ বলে।

২। আমিত্ব জ্ঞাণের নাম বিজ্ঞান। আমি আমি, আমার আমার করাতে, সেই অগ্নি অন্তরে ক্রমাগত প্রজ্বলিত হইতে থাকে।

৩। সুখদুঃখাদির অনুভবকে বেদনা বলা যায়।

৪। ইহা অশ্ব, ইহা গো, ইহা মেষ, ইহা মুখ, এইরূপ ভেদবোধক নামবিশিষ্ট বিকল্পাত্মক প্রতীতির নাম সংজ্ঞা।

৫। রাগ দ্বেষ মোহ ইত্যাদি আন্তরিক ভাবসমূহকে সংস্কার বলে।

এই পঞ্চবিধ দুঃখ। ইহাকে চিত্তবিচার বলা যায়। এই ভাববিকারই দুঃখের

মূল। ইহার বিনাশ হইলেই নির্ব্বাণলাভে চিত্ত সক্ষম হয়। চিত্ত হইতে এই সকল বিকার তিরোহিত হইলেই দুঃখনিরোধ হয়। এই দুঃখনিরোধের নাম নির্ব্বাণ।) কিন্তু আমিত্বরূপ প্রদীপ নির্ব্বাণ হইলে সব অন্ধকার হইয়া যায়। সেই আমিত্বজ্ঞান প্রদীপ্ত থাকাতেই বাসনা, তৃষ্ণা, বেদনা, সুখ-দুঃখানুভব, স্পৃহা, রাগ, দ্বেষ, মমতা, ইন্দ্রিয়বিকার উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং চেতনা ও আমিত্ব-জ্ঞান বিনষ্ট হইলে তাবৎ দুঃখের মূল উৎপাটিত হইয়া গেল। মহামুনি বুদ্ধ নির্ব্বাণবিষয়ে বৈদিক পথেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন, তবে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে আর্য্য ঋষিদিগের সহিত তাঁহার মতান্তর ছিল। যাহা হউক, ধর্ম্মরাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সর্ব্বত্র কেমন এক সুন্দর একতা ও সামঞ্জস্য আছে। প্রসিদ্ধ থিয়োলোজিয়া জার্ম্মেনিকার প্রণেতা সমুদায় পুস্তকে "আমিত্ব আমার আমাকে" এবং "আমিত্ব বিনাশ" ইহা লইয়াই সমুদায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অহংজ্ঞানেই অধর্ম্ম এবং তদভাবেই ধর্ম্ম, আমিত্বই পাপের মূল এবং তাহার বিনাশেই পুণ্যের উদয়। এই অহংবিনাশের নাম পুরাতন মনুষ্যের মৃত্যু এবং শুদ্ধসত্ত্বের প্রকাশের নামই নবজীবন, বা নূতন মানবের জন্ম, অথবা দ্বিজাত্মা হওয়া। এই অহংভাবই স্বর্গচ্যুতি এবং তাহার বিনাশই স্বর্গলাভ। এই অহন্তাই আদমের পতন বা অবাধ্যতা, তাহার তিরোধানই ঈশার বাধ্যতা। এই অহংভাবেই ঋষিদিগের যোগভঙ্গ এবং অহন্তার বিনাশই ব্রহ্মযোগ। ঈশার সমস্ত সাধনের ফল আমিত্ববিনাশ। তিনি কেবল সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষের বাদ্যযন্ত্র। সেই পুরুষ যাহা বাজান, তাহাই মধুর; তিনি কেবল আত্ম-ইচ্ছা নিরোধ করিয়া তাঁহার ইচ্ছাসাগরে মগ্ন ছিলেন। এই আত্মবিনাশে সমস্ত বিলয় ও পুণ্যের বিকাশ। সেই ইচ্ছাজলধিতে বিলীন হইয়া, "আমি নাই" ও "আমি গিয়াছি" এই তাঁহার সমস্ত পৃথিবীকে জয় করিবার কারণ, ইহাই তাঁহার পাপী ও পতিতকে পরিবর্ত্তিত করিবার প্রধান উপায়। তিনি বলিতেন না, প্রচার করিতেন না, সেই জ্বলন্ত অগ্নি তাঁহার মধ্যে কার্য্য করিত।

পূর্ব্বোল্লিখিত নির্ব্বাণের বিষয় যাহা বলা হইল, তাহা অভাব পক্ষের; কিন্তু ভাব পক্ষের নির্বাণের স্বতন্ত্র লক্ষণ। তাহা আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, কিন্তু ধ্বংস বা শূন্যভাব নহে। তাহা জীবনের অবিনশ্বর ভাব ও নির্ম্মল সত্তা; নিত্যতা, পূর্ণতা, জ্ঞান, শান্তি, পরিশুদ্ধি, নির্বিকার সত্ত্ব।

১। "স্থলেহন্তরীক্ষে অজরামরে শিবে" জরাও নাই, মৃত্যুও নাই, হ্রাসও নাই, বৃদ্ধিও নাই। চিত্তের চাঞ্চল্য বা অস্থিরতাও নাই, জীবনের কোন পরিবর্ত্তন নাই। আজ বালক, কাল যুবা, পরশ্বঃ বৃদ্ধ; আজ ধনী, কাল রাজা, পরশ্ব গরিব; আজ সবল, কাল দুর্ব্বল, পরশ্বঃ রোগে অস্থির, যন্ত্রনায় কাতর। যে অবস্থায় এ সব কিছুই নাই, তাহাকে নিত্যতা বলে।

২। (কোন বিষয়ে আশাও নাই, তৃষ্ণাও নাই, বাসনা বা স্পৃহাও নাই, অনুরাগ বা বিরাগও নাই, ইচ্ছা বা উদাসীন ভাবও নাই, সদাই পূর্ণ, অভাববিরহিত। ধনেরও

আশা নাই, মানেরও ইচ্ছা নাই, সুখেরও স্পৃহা নাই, কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই, কোন বিষয়ে সাপেক্ষও নহে, অধীরও নহে, নিয়ত নিরবলম্ব ভাব, কোন কামনায় চিত্ত প্রবৃত্ত হয় না। যে অবস্থায় এই ভাব লাভ করা যায়, তাহাকে পূর্ণতা বলে।

৩। ভ্রম নাই, মায়া নাই, অবিদ্যা নাই, ছায়া বা কল্পনাও নাই, অবস্তুতে বস্তু-প্রতীতিও নাই। প্রকৃত বস্তুর প্রতীতি, সত্যে স্থিতি, সৎপদার্থেই অনুরাগ, সত্যপালন, সত্যগ্রহণ, সত্যধারণ, সত্যে জীবনসমর্পণ, নিত্যপরমার্থ বিষয়ে মগ্ন, তাহাতেই চির অভিরুচি। সেই নিত্য বস্তুর জন্য অভিলাষ, তাহার জন্যই হৃদয়ের চির আকর্ষণ। যাহার আদিও নাই, অন্তও নাই, সীমাও নাই, পরিধিও নাই, "বুদ্ধং জ্ঞানমনন্তং হি আকাশবিপুলং সমং" সেই অনন্তজ্ঞানে বিলয়। আকাশবৎ বিস্তৃত ভাব অর্থাৎ মুক্তস্বভাব, সর্ব্বত্র সমদর্শন, ইহার নাম জ্ঞান। "অস্তিনাস্তি-বিনির্ম্মুক্তমাত্ম-নৈবাত্মবর্জিতং" "অন্বয়ো ধর্ম্মনির্দ্দেশঃ" সমুদায় আছে কি নাই, তদ্বোধে মুক্ত, একই ধর্ম্মনির্দ্দেশ, ইহার নাম জ্ঞান।

৪। সুখঃদুঃখের অতীতাবস্থাকে শান্তি বলে। সুখেও গর্ব্বিত নহে, দুঃখেও মুহ্যমান নহে। নিরন্তর বিষয়ান্তর অন্বেষণে হর্ষ বিষাদ উপস্থিত হয়, তাহার অতীত অবস্থাতে নির্ম্মল শান্তিরসের উদয়। অভাব ভাবের অতীত হইলে যে আরাম হয়, তাহাই প্রকৃত শান্তি।

৫। পাপ নাই, মোহ নাই, কাম নাই, ক্রোধ নাই, লোভ নাই, অহঙ্কার নাই, অবিশ্বাস নাই, অশ্রদ্ধাও নাই, নিত্য নির্ম্মল, ইন্দ্রিয়বিকার নাই, তাহাতে সুখাভিলাষও নাই, সদা পবিত্রতা, ইহার নাম পরিশুদ্ধি।

৬। বুদ্ধদেব বিকারী আত্মা মানিতেন না, তিনি পুনর্জ্জন্ম মানিতেন, কর্ম্মবন্ধনে জীবের নিরন্তর যাতায়াত হয়, ইহাতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। কিন্তু এই সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া এক শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া যাওয়াই প্রকৃত নির্ব্বাণ। আত্মার স্থিরতা নাই, কিন্তু এই সত্ত্ব অবিনশ্বর, কারণ তিনি আমিত্ববোধকেই আত্মা বলিতেন। অতএব আত্মা ও নির্ব্বাণবিষয়ে যে ইয়োরোপীয় পণ্ডিতদিগের মতান্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা কেবল নির্ব্বাণতত্ত্ব বিশদরূপে না জানাতে। ডেবিডস্, ল্যাসেন, বোনোফ, টর্ণর, চাইলডার প্রভৃতি সকলেই বলিয়াছেন, তিনি আত্মা, পরলোক বা অপর কোন ঈশ্বরপদবাচ্য সত্ত্বা মানিতেন না। ললিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধনপ্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে; সুতরাং তদনুসারে বিচার করিতে হইলে ইহাই সপ্রমাণ হয় যে, তিনি প্রচলিত বিশ্বাসের অতীত হইয়া নূতন ভাবে এই তিনটিই বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধ বলিতেন, আমিত্ববোধই আত্মা। ইহাকে বিনাশ না করিলে ধর্ম্ম হয় না, মুক্তি হয় না, নির্ব্বাণ লাভ করা যায় না। ইহার বিনাশে কি থাকে? শুদ্ধ নির্ব্বিকার এক সত্ত্ব থাকে, তাহাই সেই চৈতন্য পদার্থ বা আমরা যাহাকে আত্মা শব্দে ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। দ্বিতীয়ত, নির্ব্বাণ যদি ধ্বংসই হইত, তবে ত কিছুই নাই। কিন্তু পরদুঃখে কে এত

কাতর হইল, দুঃখী জীবগণের উদ্ধারের জন্য কাহার অন্তরে এত দয়া হইল, কে তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে গেল, নির্ব্বাণের উপদেশ দিয়া কে শত শত লোককে নির্ব্বাণের পথে আনয়ন করিল? সেই পরিশুদ্ধ সত্ত্ব। এই সত্ত্বের বিনাস নাই, নিত্য, ইহার জন্ম জরা মৃত্যু নাই। তবেই পরলোকে বিশ্বাস করা হইল। আর যে অবস্থায় নির্ব্বাণ লাভ হয়, যাহা প্রাপ্ত হইলে পরম সম্বোধি লাভ করা যায়, উহা নিত্য পূর্ণ অনন্ত জ্ঞান, চির শান্তি, পূর্ণ পরিশুদ্ধি। তাহাই বা কি? সেই এক সচ্চিদানন্দ পুরুষে মগ্ন ভাব। ফলতঃ সমাধিতত্ত্ব প্রতীতি করিলে নির্ব্বাণসম্বন্ধে সমুদায় ভ্রম বিদূরিত হয়। যাহা হউক, বুদ্ধদেব তৎকালে যে পথের অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাহা বৈদিক অসার ক্রিয়াকলাপের বিরোধী ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্করাচার্য্য পর্য্যন্ত মহাত্মা সুগতের নির্ব্বাণতত্ত্ব বিষদৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন এবং অন্যায়রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

অপর প্রমাণ এই। শাক্যসিংহ যখন নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়া সাত দিন বোধিবৃক্ষমূলে এই চিন্তায় মগ্ন হইলেন যে, এখন ত আমার মনোরথ সিদ্ধ হইল, তবে কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব, কেবল অনর্থ যোগে নিযুক্ত থাকিব, না, তাহা লোককে শিক্ষা দিব? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বুদ্ধচক্ষে মানব-জাতির অবস্থা পর্য্যালোচনা করিতে ও দেখিতে লাগিলেন। এই বুদ্ধনয়নের প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, অনেকে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। ইহার নাম প্রত্যাদিষ্টত্ব; কিন্তু কাহার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট? সেই এক পূর্ণ শুদ্ধ সত্ত্বের দ্বারা। তখন এই তাঁহার সিদ্ধান্ত হইল:-

গম্ভীর ১ শান্তো বিরজঃ ২ প্রভাস্বরঃ প্রাপ্তো মি ৩ ধর্ম্মহ্যমৃতোহ সংস্কৃতঃ। দেশেয় ৪ চাহং ন পরস্য জানে যন্নুন ৫ তূষ্ণী ৬ পবনে চরেয়ম্॥ অপগতগিরি বাহ্যথো ৭ হ্যালিপ্তো ৮ যথ গগনস্তথা স্বভাবধর্ম্মম্। চিত্তমনং ৯ বিচারবিপ্রমুক্তং পরম ১০ আশ্চর্য্যং পরো বিজ্ঞানে ১১॥ ন চ পুনরয় ১২ শক্য ১৩ অক্ষরেভ্যঃ প্রবিশতু ১৪ অনর্থযোগবিপ্রবেশঃ। ছুরিম ১৫ জিনকৃতাধিকারঃ সত্ত্বাস্তে ইমু ১৬ শ্রুণিত্ব ১৭ হি ধর্ম্ম শ্রদ্দধন্তি ১৮॥ ন চ পুনরিহ কশ্চিদস্তি ধর্ম্মঃ সোঽপি ন বিদ্যতি যস্য নাস্তি ১৯ ভাবাঃ। হেতুক্রিয়পরম্পরা ২০ জানেত ২১ তস্য নভোতীহ ২২ অস্তিনাস্তি-ভাবাঃ॥ কল্পস্যতসহস্র ২৩ অপ্রমেয়া ২৪ অহু ২৫ চরিতঃ ২৬ পুরিমজিনসকাস্যে ২৭ ন চ ময়া প্রতিলব্ধ ২৮ এষ ২৯ ক্ষান্তী ৩০ যত্র ন আত্ম ৩১ ন সত্ত্ব ৩২ নৈব জীবঃ॥

১ গম্ভীরঃ। ২ বিরজাঃ। ৩ময়া। ৪ দেশয়িষ্যং দেশেয়রমিতি বা। ৫ মুনেম্ ৬ তূষ্ণীমুপবনে। ৭ বাহ্যতঃ। ৮ অলিপ্তম্ যথা। ৯ চিত্তমনঃ। ১০ পরমাশ্চার্য্যম্। ১১ বিজ্ঞানাতি। ১২ অয়ম্। ১৩ শক্যঃ। ১৪ প্রবেশয়িতুম্। ১৫ পূর্ব্ব—এবমন্যত্র। ১৬ ইমম্। ১৭ শ্রুত্বা। ১৮ ধর্ম্মং শ্রদ্দধতি। ১৯ ন সন্তি ২০ পরম্পরাম। ২১ জানাতি। ২২ ভবন্তি। ২৩ পর্য্যন্তম্ ২৪ অপ্রমেয়ম্। ২৫ অহম্। ২৬ চরিতবান্। ২৭ সকাশাৎ। ২৮ প্রতিলব্ধা, এবমন্যত্র। ২৯ এষা এবমন্যত্র। ৩০ ক্ষান্তিঃ এবমন্যত্র। ৩১ আত্মা। ৩২ সত্ত্ব।

যদ ৩৩ ময় ৩৪ প্রতিলব্ধ এষ ক্ষান্তি ম্রিয়তি ৩৫ ন চেহ কশ্চিজ্জায়তে বা। প্রকৃতি ৩৬ ইমি ৩৭ নিরাত্ম ৩৮ সর্ব্বধর্ম্মাস্তদ ৩৯ মাং ব্যাকরি ৪০ বুদ্ধদীপনামা ৪১ ॥ করুণ ৪২ মম অনন্ত ৪৩ সর্ব্বলোকে পরমনু চানর্থরতা ৪৪ মহং প্রতীক্ষ্য। ইয়ং পুনর্জনতা প্রসন্ন ১ ব্রহ্ম ২ তেন অধীষ্ঠ ৩ প্রবর্ত্তয়ি ৪ চক্রম্। এবঞ্চ অযু ৫ ধর্ম্ম গ্রাহ্য ৬ মে স্যাৎ স চ ৭ মম ব্রহ্ম ক্রমে ৮ নিপত্য যাচেৎ। প্রবদতি ৯ বিরজা ১০ বিপ্রণীত-ধর্ম্মং সন্তি বিজ্ঞানক ১১ সত্ত্ব ১২ শ্চারকাশ্চ ॥ ল, বি, ২৫ অ।

"এখন আমি গম্ভীর শান্ত নিষ্পাপ ও লোকভাস্কর; আমি স্বাভাবিক অমৃতময় ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি সমুদায় জীবদিগকে এই ধর্ম্ম উপদেশ দিব। আমি কি পরের অবস্থা জানি না যে চুপ করিয়া উপবনে বসিয়া থাকিব। আমার বহিঃস্থ অন্তরায় সকল বিলুপ্ত হওয়াতে নির্লিপ্ত হইয়াছি, আকাশের ন্যায় আমার স্বভাবই সুনির্ম্মল ধর্ম্ম। অপর লোকে আমার চিত্ত মন সন্দেহমুক্ত ও পরম আশ্চর্য্য বলিয়া জানিতেছে। এই অবিনশ্বর অবস্থা হইতে পুনরায় আবার অনর্থ বিষয়াগমে প্রবেশ বা প্রবেশ করান শক্তির অতীত। আমি পূর্ব্বতন জিনদিগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি, সমুদায় জীব এই ধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া ইহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ হইবে। ইহলোকে আর এরূপ ধর্ম্ম নাই, [মুক্তিপ্রতিরোধী] পদার্থ নাই, এমন কোন ধর্ম্মও বিদ্যমান নাই। লোকে কেবল কারণ ও কার্য্য-পরম্পরা জানে, তাহার সম্বন্ধে আছে ও নাই এরূপ পদার্থ সকল কিরূপে থাকিবে? পূর্ব্বতন জিনদিগের নিকট হইতে আমি কল্প শত সহস্র পর্য্যন্ত অপ্রমেয় [ধর্ম্ম] আচরণ করিয়াছি। কিন্তু, যাহাতে আত্মা নাই, প্রাণ নাই, জীব নাই, এ নিবৃত্তি যোগ আমি পাই নাই। কেহ মরে না, কেহ জন্মে না, এ সকল ধর্ম নিরাত্ম [দেহাদির] প্রকৃতি, এই নিবৃত্তিযোগ যখন লাভ করিলাম, তখন আমাকে বুদ্ধদ্বীপ নামে লোকে প্রকাশ করিবে। সর্ব্বলোকে আমার অনন্ত করুণা, অনর্থরত অপর লোকের মুখাপেক্ষা করিয়া আর কেন থাকি। এই জনসমূহ প্রসন্ন, অতএব ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে প্রবর্ত্ত হইব। এই আমার ধর্ম্ম সকলে গ্রাহ্য হইবে। ব্রহ্মপদে * নিপতিত হইয়া উহা সকলেই আমার নিকট যাচ্ঞা করিবে এবং জ্ঞানিগণ যাহাকে বিশুদ্ধ ধর্ম্ম বলিয়া থাকে, ইহা তাহাই। [এ ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত] অনেক বিজ্ঞান-যুক্ত ও বদ্ধ জীব আছে।" বুদ্ধদেবের এই উক্তিই নির্ব্বাণের পরম তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া

৩৩ যদা। ৩৪ ময়া। ৩৫ ম্রিয়তে। ৩৬ প্রকৃতিঃ। ৩৭ ইয়ম্। ৩৮ অনাত্মনঃ। ৩৯ তদা। ৪০ ৪১ ব্যাকরিষ্যান্তি। বুদ্ধদ্বীপনামানম্। ৪২ করুণা। ৪৩ অনন্তা। ৪৪ রতম্।

১ প্রসন্না। ২ ব্রহ্মাণ। ৩ অধিষ্ঠায়। ৪ প্রবর্ত্তয়িষ্যানি। ৫ অয়ম্। ৬ ধর্ম্মো গ্রাহ্য। ৭ তৎ। ৮ পদে ইত্যর্থঃ। ৯ প্রবদন্তি। ১০ বিরজস্কম্। ১১ বিজ্ঞানবন্তঃ। ১২ সত্ত্বা।

* ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রকাশিত ললিতবিস্তরের গাথাবোধক টীকাতে যে ভ্রম ঘটিয়াছে, তাহা আমরা ১৮৩৬ শকের ১লা জ্যৈষ্ঠের ধর্ম্মতত্ত্বে প্রদর্শন করিয়াছি। এই ভ্রমে আমাদের মূল সিদ্ধান্ত যে বিঘটিত হয় নাই, তাহাও সে স্থলে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সং।

দিতেছে। তিনি যে সগুণ নির্গুনের অতীত এবং নির্বিকার পুরুষে একাকার হইয়া পরম সমাধি ও সম্বোধি লাভ করিয়া শান্ত ও নিষ্কলঙ্ক হইয়া ছিলেন, তাহা বিলক্ষণ সপ্রমাণ হইল।

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণতা-সম্ভোগের দশ প্রকার অবস্থা হয়, ইহাকে বর্গ বা ভূমি কহিয়া থাকে, যথা প্রমুদিতা, বিমলা, প্রভাকরী, অর্চ্চিষ্মতি সুদুর্জয়া, অভিমুখী, দুরঙ্গমা, অচলা, সাধুমতী. ধর্ম্মমেধ্যা। সুতরাং নিৰ্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, ইহা চিত্তের অত্যুন্নত অবস্থা, তাহাতে আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই।

অপিচ

"সুখো ১ বিবেকস্তুষ্টস্য শ্রুতধর্ম্মস্য পশ্যতঃ।
অব্যাবধ্যং সুখং লোকে প্রাণিভৃতস্য সংযমঃ ॥
সুখা বিরাগতা লোকে পাপানাং সমতিক্রমঃ।
অস্মিন্ মানুষ্যবিষয়ে এতদৈব পরমং সুখম্ ॥" ল,বি, ২৪ অ।

"আমি ধর্ম্মতত্ত্ব দর্শন করিয়াছি, বিবেকপরিতুষ্ট হইয়াছি, ইহাই আমার সুখ। কারণ প্রাণিগণের সংযমই নিত্য সুখ। এই অবনীমণ্ডলে পাপ অতিক্রম করা ও বৈরাগ্যই সুখ। এই মানব-জীবনে ইহাই পরম সুখ।" বিবেক, বৈরাগ্য ও চিত্ত-সংযমে যে তাঁহার অপার আনন্দ হইয়াছিল, কে আর তাহা অস্বীকার করিবে?

নিৰ্ব্বাণ-প্রাপ্তিতে তাঁহার সমুদায় দেবভাব স্ফুরিত হইয়া গেল। অতএব নিৰ্ব্বাণ শূন্যবাদ নহে, পূর্ণ ধ্বংসও নহে।

"নাস্ত্যুত্তরে ২ হস্য নাশো যথা চ বর ৩ বোধি ৪ লব্ধা।"

ল, বি, ২২ অ।

"উত্তরকালেও ইহাঁর বিনাশ নাই, কেন না ইনি শ্রেষ্ঠ বোধি (বিশুদ্ধ জ্ঞান) লাভ করিয়াছেন।"

"কাঙ্ক্ষা বিমতিসমুদয়া দৃষ্টীজডজস্থিতা ৫ অশুভমূলা।
তৃষ্ণানদী তিবেগা ৬ প্রশোষিতা মে জ্ঞানসূর্য্যেণ ॥" ল, বি, ২৪ অ।

"অমঙ্গলের হেতু, দুর্গতির কারণ, দৃষ্টিজলে নিপীড়িত বাসনা ও অতিপ্রবলা তৃষ্ণানদীকে আমি জ্ঞানসূর্যের দ্বারা শোষিত করিয়াছি।"

কুহনলপনপ্রহাণং মায়ামাৎসর্য্যদোষ ১ ঈর্ষাদ্যম্! ইহতে ২ ক্লেশারণ্যং ছিন্নং বিনয়াগ্নিনা দগ্ধম্ ॥

মায়ামাৎসর্য্যদোষ ও ঈর্ষাদি সর্পের বদনের ন্যায় বিনাশ করে। এখানে সেই ক্লেশারণ্য ছিন্ন হইয়াছে, বিনয়াগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে।

---

১ সুখমেবমন্যত্র। ২ উত্তরস্মিন্। ৩ বরা। ৪ বোধিঃ। ৫ দৃষ্টিজলবম্প্রিতা। ৬ অতিবেগা
১ দোষের্ষ্যাদ্যম। ২ তৎ। ৩ ময়েদ। ৪ ময়া। ৫ ধাতুভূতাঃ। ৬ চত্বারঃ। ৭ শুভম্।

"ইহ রুদিতক্রন্দিতানাং শোচিতপরিদেবিতানপর্য্যন্তম্ ।
প্রাপ্তং ময়া হ্যশেষং জ্ঞানগুণসমাধিমাগম্য ॥
ওঘো যোগগন্ধাঃ শোকশল্যা মদাঃ প্রমদাশ্চ ॥
বিজিতা মমেহ ৩ সর্ব্বে সত্যনয়সমাধিমাগম্য ।" ল, বি, ২৪ অ।

("এই বোধিমূলে জ্ঞানগুণ সমাধি আরম্ভ করিয়া আমি রোদনক্রন্দন শোক পরিবেদনার সীমা প্রাপ্ত হইয়াছি। নীতি সত্য ও সমাধি প্রাপ্ত হইয়া, পাপপ্রবাহ, যোগের প্রতিকূল ভাব, শোকশল্য, মদ ও প্রমদ প্রভৃতি সমুদায় অরিকে আমি জয় করিয়াছি।")

"ইহ তে মূলক্লেশাঃ সানুশয়া দুঃখশোকসম্ভূতাঃ ।
ময়া উদ্ধৃতা অশেষা প্রজ্ঞাবরলাঙ্গলমুখেন ॥
ইহ মে ৪ প্রজ্ঞাচক্ষুর্বিশোধিতং প্রকৃতিবিশুদ্ধসত্ত্বানাম্ ।
জ্ঞানাঞ্জনেন মহতা মোহপটলবিস্তরং ভিন্নম্ ॥
ইহ ধাতুভূত ৫ চতুরো ৬ মদমকরবিলোড়িতা বিপুলতৃষ্ণাঃ ।
স্মৃতিসমর্থভাস্করকরাগ্রৈর্বিশোষিতা মে ভবসমুদ্রাঃ ॥
ইহ বিষয়কাষ্ঠনিচয়ো বিতর্কসমো মহামদবহ্নিঃ ।
নির্ব্বাপিতো দীপ্তো বিমোক্ষরসশীততোয়েন ॥
ইহ মে অনুশয়পটলা আস্বাদতড়িদ্বিতর্কনির্ঘোষাঃ ।
বীর্য্যবলপবনবেগৈর্বিধূয় বিলয়ং সমুপনীতাঃ ।
ইহ পঞ্চগুণসমৃদ্ধাঃ ষড়িন্দ্রিয়হয়া মদোন্মত্তাঃ ॥
বদ্ধা ময়া হ্যশেষা সম্ভাধিমশুভং ৭ সমাগম্য ॥" ল, বি, ২৪ অ।

"দুঃখশোকজনিত কর্ম্মবিশেষ মূলক্লেশসকল প্রজ্ঞারূপ শ্রেষ্ঠ লাঙ্গলমুখে আমি নিঃশেষ করিয়াছি। প্রকৃতবিশুদ্ধ প্রাণিগণের আমা দ্বারা প্রজ্ঞা চক্ষু শোধিত হইল। আমি মহাজ্ঞানাঞ্জনের দ্বারা মোহজাল ভেদ করিয়াছি, আমার সম্বন্ধে বিপুলে তৃষ্ণা-সম্ভূত মদমকরবিলোড়িত মূলীভূত চারি ভবসমুদ্র স্মৃতিরূপ প্রবল ভাস্করের কিরণ দ্বারা বিশোষিত হইয়াছে। এখানে বিষয়কাষ্ঠনিচয়যুক্ত বিতর্কসহযোগী প্রদীপ্ত মহামদবহ্নি মোক্ষরসের শীতলজলে নির্ব্বাপিত করিয়াছি। বিষয়াস্বাদরূপ তড়িৎ এবং বিতর্কগর্জনযুক্ত আমার কর্ম্মবিশেষ মেঘ বীর্য্যবলপবনবেগে চালিত হইয়া বিলয়প্রাপ্ত হইয়াছে। শুভ সমাধি লাভ করিয়া মদোন্মত্ত ও পঞ্চগুণে সম্বর্দ্ধিত অর্থাৎ রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ দ্বারা তেজস্বী ষড়িন্দ্রিয়ঘোটকগণকে নিঃশেষরূপে বদ্ধ করিয়াছি।"

"ইহ তন্ময়াহনুবুদ্ধং সর্ব্বপরপ্রবাদিভির্যদপ্রাপ্তম্ ।
অমৃতং লোকহিতার্থং জরামরণশোকদুঃখান্তম্ ॥" ল, বি, ২৪ অ।

"অন্যমতাবলম্বিগণ যাহা প্রাপ্ত হয় নাই, আমি এখানে লোকহিতার্থ সেই অমৃত বুঝিয়াছি, যাহাতে জরা মরণ শোক বিনষ্ট হয়।"

"যত্র স্কন্ধৈর্দুঃখমায়তনৈঃ তৃষ্ণাসম্ভবং দুঃখম্।
ভূয়ো নচোদ্ভবিষ্যত্যভয়পুরমিহাভ্যুপগতোহস্মি॥" ল, বি, ২৪ অ।

"দুঃখায়তন স্কন্ধসমূহ দ্বারা তৃষ্ণাজনিত দুঃখ আর উৎপন্ন হইবে না, আমি এখানে অভয়পুরী প্রাপ্ত হইয়াছি।"

"মৈত্রীবলেন জিত্বা পীতো মেহস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।

* * *

করুণাবলেন জিত্বা পীতো মেহস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।

* * *

মুদিতাবলেন জিত্বা পিতো হ্যস্মিন্নমৃতমণ্ডঃ।
ভিন্না ময়া হ্যবিদ্যা দীপ্তেন জ্ঞানকঠিনবজ্রেণ।" ল, বি, ২৪ অ।

"আমি এই বোধিমূলে বসিয়া প্রেমবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, দয়াবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, আনন্দবলে জয় করিয়া অমৃতরস পান করিয়াছি, আমি প্রদীপ্ত জ্ঞানাশনি দ্বারা অবিদ্যা ছেদন করিয়াছি।" তবে কি সপ্রমাণ হইল না যে, তাঁহার নির্ব্বাণ, পরম মুক্তি, জীবন্মুক্তি, নবজীবনলাভ ভাগবতী তনু-প্রাপ্তি, সশরীরে স্বর্গভোগ? ইহাতে জ্ঞান আছে, বিনয় আছে, সত্য আছে, নীতি আছে, প্রজ্ঞা আছে, স্মৃতি আছে, মোক্ষরস আছে, বীর্য্য আছে, বল আছে, সমাধি আছে, মৈত্রী করুণা আনন্দ আছে, শান্তি আছে। কি নাই? সকলই আছে। অনন্তজ্ঞানরূপে স্থিতিপর্য্যন্তের অভাব নাই। এ সমুদায়ই আমিত্ববিনাশমূলক। তবে যে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইয়াও "আমি করিয়াছি" উক্ত হইয়াছে, তাহা আমিত্ববিহীন, অবিদ্যাবিমুক্ত, তমোহীন "আমি," "মুক্ত আমি," "শুদ্ধসত্ত্ব আমি।" ঈশা যে বলিয়াছেন, "আমি পথ, সত্য ও জীবন" সে কোন্ "আমি?" তাহাও ঐ শুদ্ধসত্ত্ব নির্ব্বিকার "আমি।"

এই নির্ব্বাণসাধনের বিবিধ উপায় আছে। প্রথমে প্রতিকূল, তৎপরে অনুকূল। প্রথমোক্তটি দশ প্রকার, দ্বিতীয়টি সাধনের অষ্টাঙ্গ। প্রতিকূল যথা—আত্মভ্রম বা স্বকীয় দ্বৈতভাব, বিচিকিৎসা (সংশয়), শীলব্রতপরামর্শ বা ক্রিয়াকলাপে অনুরাগ, কাম, প্রতিঘ (ক্রোধ অথবা ঘৃণা), রূপরাগ অর্থাৎ ইহজীবনের প্রতি অনুরাগ অরূপরাগ বা স্বর্গকামনারূপ জীবনে অনুরক্তি, মান, ঔদ্ধত্য এবং অবিদ্যা। অনুকূল যথা—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্ম্মান্ত বা সদ্ব্যবহার, সম্যক্ আজীব বা সদুপায়ে উপজীবিকা আহরণ, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি। এই অষ্ট প্রকার সাধনের দ্বারা নির্ব্বাণের পরমশত্রু পাপগুলিকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে হইবে। সমাধি আবার চতুর্ব্বিধ। বিবেক, একাগ্রভাব, উপেক্ষকতা ও স্মৃতিবিশুদ্ধি। ইহার প্রথমাবস্থায় প্রকৃত তত্ত্বের প্রকাশ ও অসৎপদার্থের মূলপরিদর্শন অর্থাৎ নির্ব্বাণ, মোক্ষ, শান্তি, সমাধির প্রকৃত জ্ঞান প্রতীতি ও উপলব্ধি এবং তৎপরে, অবিদ্যা, অজ্ঞানতা, মোহ, অনিত্যতা, ক্ষণভঙ্গুর

বিষয়ের অসারতা প্রতীতি হইয়া থাকে। এই বিবেক পরিষ্কার নির্ম্মল চক্ষু এবং উহা এক অলৌকিক জ্যোতিঃ। এই ধ্যানে পূর্ব্বোক্ত বিষয়সকল আলোকিত হয়, তাবৎ সন্দেহ তিরোহিত হয়, প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উজ্জ্বল হয়। ধ্যানের দ্বিতীয় অবস্থায় চিত্ত বহুত্ব (Generalization) হইতে একত্বে (Synthesis-এ) অর্থাৎ ব্যষ্টি হইতে সমষ্টিতে পরিণত হয়। তৎকালে ভিন্ন বস্তুর আর জ্ঞান থাকে না। সেই এক পরম পদার্থ, একই ধ্যান, একই জ্ঞান, একই প্রতীতি, একই ইচ্ছা, একেতেই অনুরাগ ও প্রীতি। তদ্ব্যতীত বস্ত্বন্তরে দৃষ্টি নাই, জ্ঞানও থাকে না, ভাব বা ভাবনাও হয় না। তৃতীয় প্রকার সমাধিতে চিত্ত উদাসীন হয়; জ্ঞান অজ্ঞান, ভাব অভাব, রাগ বিরাগ, সুখ দুঃখ, আনন্দ নিরানন্দ, সম্পদ বিপদ, নিত্য অনিত্য এই সমুদায় বোধের অতীত হয়। তখন আত্মা মধ্যমাবস্থায় অবস্থিতি করে। তখন আত্মা নির্লিপ্ত, উপেক্ষক, অস্পৃষ্ট অবস্থায় নিষ্ক্রিয় থাকে; কোন প্রকার জ্ঞান বা বোধে আসক্ত নহে, অধীন নহে, ক্রিয়াহীন জড়বৎ। চতুর্থ সমাধিতে আত্মস্মরণ তিরোহিত হয়। এই আমিত্ব বা অহংভাব বিদূরিত হওয়াতে চিত্ত প্রকৃত নির্ম্মল হয়। অহংকারই পাপের মূল, তাহার বিনাশে পাপের বিনাশ, পুণ্যের উদয়, পাপজীবনের মৃত্যু ও ধর্ম্মজীবনের প্রাপ্তি ও জন্ম। এই অবস্থায় সকল দুঃখের অবসান, মুক্তিলাভ, শান্তিরসের উদয়, নির্ব্বাণরূপ পরমতত্ত্বের আবির্ভাব; অনন্তজ্ঞান ও সত্ত্বদর্শন, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন হয়। এখন সত্ত্ব প্রকৃতিস্থ হয় ও অমর হইয়া যায়। আর জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, জীবনও নাই চ্যুতিও নাই। সত্ত্ব অচ্যুত রাজ্যে বিচরণ করে ও পরমানন্দে বিহার করে।

শেষাঙ্গ সম্যক্ সমাধি বা শম্। বাহ্যিক মানসিক সর্ব্বপ্রকার রিপু বশীভূত হইলে এই শান্তির উদয় হয়। চিত্ত স্থির, কোন বিষয়ে চঞ্চল হয় না, প্রতিকূল অনুকূল কোন ব্যাপারে ভাবান্তর হয় না, উহা নিরন্তর একই অবস্থায় অবস্থিতি করে। ইহার নাম শম্।

এই নির্ব্বাণে চিত্ত পারমিতার অধিকারী হয়, পারমিতার উপর হৃদয় অবস্থিতি করে।

দানং শীলঞ্চ শান্তিশ্চ ধ্যানং বীর্য্যং বলন্তথা।
উপায়ঃ প্রণিধিঃ প্রজ্ঞা জ্ঞানং সর্ব্বগতং হি তৎ।
এষা পারমিতা প্রোক্তা বোধিসত্ত্বৈরনিন্দিতৈঃ॥

এখানে শীল শব্দের অর্থ সাধুতা, বীর্য্য - সাহস অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াদির উপর অদ্ভুত কর্তৃত্ব, প্রণিধি—নিগূঢ় দর্শন, সমস্ত ব্যাপারের অতি সূক্ষ্মদর্শন, সর্ব্বগত জ্ঞান—সার্ব্বভৌমিক সত্য প্রতীতি।

এই নির্ব্বাণের পর ত্রিবিধ উন্নতির অবস্থা হইয়া থাকে। প্রথমে বোধিসত্ত্ব, পরে অর্হৎ, সর্ব্বশেষে বুদ্ধ। এই বুদ্ধ উন্নতির চরমাবস্থা, ইহা কেবল শাক্যসিংহেরই হইয়াছিল, তিনিই এই সর্ব্বোচ্চ পূর্ণতা লাভ করিয়াছিলেন।

প্রচার

ধৰ্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণের কার্য্যপ্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁহারা লোকপ্রমুখাৎ উপদেশ শ্রবণ করিয়া ধৰ্ম্মপথে চলেন না, বাস্তবিক পরোক্ষ জ্ঞানে তাঁহারা সন্তুষ্ট নহেন। জীবন্ত অগ্নিময় জীবনই তাঁহাদের অপূর্ব্ব ধৰ্ম্মগ্রন্থ, স্বীয় আত্মাই তাঁহাদের প্রত্যাদেশের অভিনব খনি, জীবন্ত মনোহর প্রকৃতিই তাঁহাদের নিকট অভিনব প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও দৃষ্টান্ত বহন করিয়া থাকে। শুদ্ধ শান্ত অধ্যাত্মজগৎ তাঁহাদের বাসভূমি, সুতরাং তাঁহাদের অন্তশ্চক্ষু নিয়তই উজ্জ্বল। মানবপ্রকৃতি আর তাঁহাদের নিকট প্রহেলিকা বলিয়া প্রতীত হয় না। সেই চিদাকাশ হইতে সতত জ্ঞানসমীরণ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাদিগকে পরিতৃপ্ত করে। তত দিবস তাঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন না, যাবৎ তাঁহারা স্বীয় জীবনের লক্ষ্য ও গতি স্থির না করেন এবং মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের প্রণালী স্বয়ং প্রত্যক্ষ উপলব্ধি না করেন। তাঁহারা সিদ্ধি লাভ না করিয়া প্রকাশ্যরূপে প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন না। সেই ঘোর অন্ধতমসাবৃত সময়ে মুষা সায়না পর্ব্বতে ও নিবিড় কাননে কি দর্শন করিয়াছিলেন, যাহা দেখিয়া হতভম্ব হইলেন, তাঁহার বাক্য নিরোধ হইল, কণ্ঠ অবরুদ্ধ হইল, সর্ব্বাঙ্গ বিবশপ্রায় হইয়া গেল। সেই জীবন্ত ঈশ্বরের জ্বলন্ত আবির্ভাব ; যাঁহার নাম "আমি আছি।" তিনি বিদ্যুতের অত্যুজ্জ্বল প্রভায় কি শ্রবণ করিয়াছিলেন ? "আমি আছি" যাঁহার নাম, তাঁহার সুমধুর আদেশ-বাণী। তিনি যাহা দেখিলেন, যাহা শুনিলেন, তাহাই নগরবাসীদের নিকট গিয়া প্রচার করিলেন। ঈশা নিবিড় অটবীমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চল্লিশ দিবস কেন ক্রমাগত প্রার্থনা ধ্যান তপস্যায় অতিবাহিত করিলেন, তেজঃপুঞ্জ ভাগবতী তনু লইয়া প্রফুল্লচিত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং সিংহরবে নগরে নগরে মধুর স্বর্গীয় শুভ সংবাদ প্রচার করিলেন। দেবর্ষি নারদের বীণার এমন কি অলৌকিক আকর্ষণ ছিল, যাহা শুনিয়া দেবগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। "আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি" তিনি ডাকিবামাত্র হৃদয়ে সুন্দর হরির দর্শন লাভ করিতেন, সেই হরির মনোহর রূপসাগরে ডুবিয়া স্বয়ং মত্ত হইতেন ও অপরকে প্রমত্ত করিতেন। তাঁহার হৃদয়ের ভক্তিবীণা এমন বাজিত যে, তাহা শুনিবামাত্র দেবতারা মূচ্ছিত হইয়া যাইতেন। ঐ দর্শনই তাঁহাকে হরিগুণ-কীর্ত্তনে ব্যাকুল করিয়াছিল। পরিশুদ্ধ বুদ্ধ এত দিন প্রচার-কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন নাই। এখন নিৰ্ব্বাণ লাভ করিয়া সিদ্ধ হওয়াতে, শাক্য সিংহ নাম ধারণ করিলেন। বোধিবৃক্ষের সুরস ফলাস্বাদন করিয়া আর তিনি একা অলসভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না। বোধিবৃক্ষের চতুর্ব্বিধ ফল লাভ করিয়া তিনি অলৌকিক রূপ ধারণ করিলেন। ধৰ্ম্মরুচি, ধৰ্ম্মকায়, ধৰ্ম্মমতি ও ধৰ্ম্মাচারী এই চারি দেবভাব তাঁহার

শরণাগত হইল। একে রাজতনয় নবীন সন্ন্যাসী, তাহাতে আবার জীবনের সকলই পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন হইল। পৃথিবীর বাসনাতৃষ্ণা বিদূরিত হইয়া এখন ধর্ম্মই তাঁহার একমাত্র রুচি হইল, জীবশরীর বিনষ্ট হওয়াতে তিনি ধর্ম্মতনু প্রাপ্ত হইলেন, মতি ও আচরণ সকলই ধর্ম্মে পরিণত হইল।

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ লাভ করিয়া পঞ্চচক্ষুতে চক্ষুষ্মান্ * হইলেন। নির্ব্বাণের সর্ব্বোচ্চ ও পূর্ণাবস্থাতে শারীরিক চক্ষু ব্যতীত অপর চতুর্ব্বিধ আধ্যাত্মিকচক্ষু লাভ করা যায়। মাংসচক্ষু, ধর্ম্মচক্ষু, প্রজ্ঞাচক্ষু, দিব্যচক্ষু ও বুদ্ধচক্ষু এই পঞ্চবিধ নয়নের দ্বারা তিনি মানবের অবস্থা দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাতে তিনি জীবের দুঃখে এক হইয়া গেলেন। তখন তিনি বুদ্ধচক্ষে জীবগণের অবস্থাচিন্তায় মগ্ন হইয়া ভাবিলেন, "কস্মাদহং সর্ব্বপ্রথমং ধর্ম্মং দেশয়েয়ম্" এই প্রশ্ন উদয় হওয়াতে, তিনি প্রথমতঃ রুদ্রক এবং দ্বিতীয়তঃ অরাড় কালামের কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহারা এই ধর্ম্মগ্রহণের উপযুক্ত ; অতএব তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ নূতন ধর্ম্ম উপদেশ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু রুদ্রক সাত দিন এবং অরাড় কালাম তিন দিন পূর্ব্বে কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন জানিয়া, নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। পরিশেষে সেই পঞ্চজন শিষ্য, যাঁহারা তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের উদ্দেশ করিলেন। তাঁহারা বারাণসীতে আছেন জানিয়া, প্রথমে বারাণসীতে যাইতে মনস্থ করিলেন। তখন উরুবিল্ব হইতে বাহির হইয়া বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোধিমণ্ডের অনতিদূরে গয়াতে আজীবক নামে এক ব্রাহ্মণের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়। ঐ ব্রাহ্মণ তাঁহার মুখমণ্ডলের অনুপম জ্যোতিঃ ও শরীরের নির্ম্মল দিব্যলাবণ্য সন্দর্শন করিয়া, অবাক্ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, গৌতম, তুমি এরূপ ব্রহ্মচর্য্য কোথায় শিক্ষা করিলে ? তিনি বলিলেন :—

"আচার্য্যো ন হি মে কশ্চিৎ সদৃশো মে ন বিদ্যতে।
একোঽহমস্মিং * সম্বুদ্ধঃ শীতিভূতো নিরাশ্রবঃ ॥" ল, বি, ২৬ অ।

"আমার কেহ আচার্য্য নাই, মৎসদৃশও কেহ নাই, আমি একাই সম্বুদ্ধ, প্রমুক্ত এবং কর্ম্মবন্ধশূন্য হইয়াছি।" কি সিংহের ন্যায় বিক্রম, অথচ বালকের মত সরলতা! লজ্জা ভয় তাঁহার নিকট আর স্থান পাইল না, তিনি নির্ভীকচিত্তে স্বীয় জীবনের কথা

---

* Mr. Hodgson innumerates the fivefold faculty of vison thus ; 1st. Mansachakshu, or the carnal eye ; 2nd. Dharmachakshu, the eye of religion, or the faculty of seeing through religion ; 3rd, Prajnachakshu, the power of seeing by the intellect ; 4th, Divyachakshu, or divine eye ; 5th, Buddha chakshu, the eye of Buddha or the power of seeing all thing past, passing and future.

* অস্মি।

বলিতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না। আজীবক তাঁহার এই তেজোময় উত্তর শুনিয়া হতজ্ঞান হইলেন, বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বলিয়া বিশেষ গর্ব্বিতভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করাতে, তাঁহার কিঞ্চিৎ গর্ব্ব খর্ব্ব হইল। তখন তিনি পুনরায় বলিলেন, তবে কি আপনি অর্হৎ, আপনি জিন? তিনি উত্তর করিলেন, "আমিই লোকের একমাত্র শাস্তা, অতএব আমি অর্হৎ, আমি কর্ম্মবন্ধ ক্ষয় করিয়াছি, পাপকে জয় করিয়াছি, অতএব আমিই জিন।" আজীবক বিনীতভাবে বলিলেন, "ক তর্হ্যায়ুষ্মন্ গৌতম গমিষ্যসি?" হে আয়ুষ্মন্ গৌতম, তবে তুমি কোথা গমন করিবে? তথাগত বলিলেন :—

"বারাণসীং গমিষ্যামি গত্বা বৈ কাশিকাং পুরীম্।
অন্ধভূতস্য লোকস্য কর্ত্তাস্ম্যহং সদৃশীং প্রভাম্॥

*　　　*　　　*

শব্দহীনস্য লোকস্য তাড়য়িষ্যেহমৃতদুন্দুভিম্।

*　　　*　　　*

ধর্ম্মচক্রং প্রবর্ত্তিষ্যে লোকেষ্বপ্রতিবর্ত্তিতম্॥" ল, বি, ২৬ অ।

"আমি বারাণসী যাইব, তথায় গিয়া অন্ধকে দৃষ্টি-শক্তি দিয়া চক্ষুষ্মান্ করিব ও বধিরকে অমৃতদুন্দুভিশ্রবণে ক্ষমতা দান করিব। লোকে যেরূপ ধর্ম্মে কখন প্রবর্ত্তিত হয় নাই, এরূপ ধর্ম্মচক্র তথায় প্রবর্ত্তিত করিব।" আজীবক এই অগ্নিময় সাহসের কথা শুনিয়া নিরুত্তর রহিলেন। তখন বুদ্ধদেব পথে মগধরাজ বিম্বসার, এক ধনবান্ যুবা, যশোদেব ও তাঁহার পিতা মাতা এবং তাঁহার পত্নী কর্ত্তৃক বিশেষরূপে অভ্যর্থিত হইলেন*। তিনি বৈরাগ্যকে পরম ধর্ম্ম জ্ঞান করিতেন, সুতরাং গৃহস্থ বৈরাগীদিগকেও বিশেষ সমাদর করিতেন। অনন্তর বারাণসীতে উপস্থিত হইয়া মৃগদাব নামক আশ্রমে মাসত্রয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিতি করেন। তথায় পূর্ব্বপরিচিত সেই পাঁচজন শিষ্যের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা প্রথমে তাঁহার প্রতি অপরিচিতের ন্যায় ব্যবহার করে। তাঁহাকে দেখিয়া কেহই কথা না কহিয়া চলিয়া যাইতেছিল। তন্মধ্যে জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য নামে এক জন "কি গৌতম" বলিয়া সম্বোধন করাতে, বুদ্ধদেব তাহাতে কিঞ্চিন্মাত্র রুষ্ট না হইয়া, বরং তাহার প্রতি প্রেম প্রসন্নতা ও অত্যন্ত সমাদর প্রকাশ করিলেন। তাঁহার এই ব্যবহারে জ্ঞাতকৌণ্ডিন্য ব্রাহ্মণতনয় অত্যন্ত বিনীতভাবে তাঁহার চরণতলে পড়িয়া, স্বীয় অপরাধ স্বীকারপূর্ব্বক, বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করাতে, তপোধন শাক্যমুনি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে অবশিষ্ট চারি জন শিষ্য ইহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। তিনি তাহাদিগকে

* ললিতবিস্তরে এ সম্বন্ধে এইমাত্র আছে যে, তিনি পথে অনেকের কর্ত্তৃক সম্মানিত ও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। এক নাবিক তরপণ্য না পাইয়া তাঁহাকে গঙ্গা পার করিয়া দেয় না। তিনি আকাশমার্গে পার হইয়া যান। নাবিক অনুতপ্ত হইয়া রাজা বিম্বসারকে এই সংবাদ দেয়। তিনি সমুদায় প্রব্রজিত-গণের তরপণ্য লওয়া বন্ধ করিয়া দেন। সং।

ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তনসূত্র অর্থাৎ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মরাজ্যের মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। বারাণসীর মৃগদাবে তিনি অত্যন্ত উৎসাহ ও অনুরাগের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব ও সূত্র সকল ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন. শত শত লোক তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ ও অনুগত শিষ্য হইল। অনেক গৃহস্থ তাঁহার ধর্ম্মমত গ্রহণ করিয়া দেবপূজা পরিত্যাগ করিল। নানাস্থান হইতে নরনারী সকল তাঁহার অভিনব ধর্ম্মের বৃত্তান্ত শ্রবণ মানসে ঐ মৃগদাবে আগমন করিতে লাগিল। ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, শূদ্র প্রভৃতি জাতি নির্বিবশেষে মুক্তি ও নির্ব্বাণের উপদেশ শুনিয়া মোহিত হইয়া, নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করিল। বহুকাল হইতে বারাণসী অতি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ। ইহা বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চার এক প্রধান স্থান এবং হিন্দুধর্ম্মের নিগড়ভূমি। সর্ব্বপ্রথমে এই স্থানের লোকদিগকে বশীভূত ও ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে পারিলে, পার্শ্বস্থ জনগণকে সহজে হস্তগত করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ হইল, চারিদিকে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়া পড়িল। যদিও তিনি এই সংসারকে একমাত্র বাসনা ও তৃষ্ণার মূলীভূত কারণ এবং মায়া ও বন্ধনের প্রকৃত জড় বিশ্বাস করিতেন, তথাপি ধর্ম্মনিষ্ঠ শুদ্ধাচারী সংযতেন্দ্রিয় সাধুগৃহস্থদিগকে উদরপরায়ণ সন্ন্যাসী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া, ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে লাগিলেন। ইতাবসরে মগধাধিপতি যুবরাজ তাঁহাকে নিজ রাজধানী রাজগৃহে পদার্পণ করিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

এই সময়ে তাঁহার এক ক্ষুদ্র সন্ন্যাসী ভিক্ষুদল সংগঠিত হইল। তাহাদিগকে লইয়া তিনি উরুবিল্বের মনোহর নিবিড় কানন মধ্যে বিহারার্থ গমন করিলেন। তথায় দ্বিজতনয় কাশ্যপের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তাঁহারা ভ্রাতৃত্রয়ে বুদ্ধদেবের নাম শ্রবণ করিয়া দর্শনমানসে তৎসকাশে উপস্থিত হইলেন। সকলেই ব্রহ্মচারী দার্শনিক পণ্ডিত, কিন্তু অগ্নিহোত্রী ছিলেন। প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও উপাধ্যায় বলিয়া সুবিজ্ঞ লোকেরা অনেকে ইঁহাদের নিকট অধ্যয়ন করিতেন। পরম জ্ঞানী গৌতম তাঁহাদের মধ্যে কিছু গাঢ় প্রণয়ে বাস ও কথোপকথন করাতে, জ্যেষ্ঠ কাশ্যপ তাঁহার মত ও বিশ্বাস অবলম্বন করিলেন। তিনি অতি সুমার্জ্জিতবুদ্ধি শাস্ত্রজ্ঞ বিশেষ জ্ঞানী ও ব্রহ্মচারী বলিয়া বুদ্ধদেবের শিষ্যগণের মধ্যে প্রধান পদ লাভ করিলেন। তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হওয়াতে অবশিষ্ট ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁহাদের শিষ্যগণ সকলে ক্রমশঃ কাশ্যপের অনুসরণ করিলেন। একদা বুদ্ধদেব নবদীক্ষিত শিষ্যগণকে লইয়া গয়ার নিকটবর্ত্তী গন্ধহস্তী পর্ব্বতে বসিয়া আছেন, এমন সময় সম্মুখস্থ গিরিশিখরে দাবানল প্রজ্বলিত দেখিয়া, তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া এক মনোহর উপদেশ দিলেন ঃ—

"হে কাশ্যপ, ঐ যে জ্বলন্ত হুতাশন দেখিতেছ, যত দিন মানবমানবী বাসনা, তৃষ্ণা ও অবিদ্যার অধীন থাকে, তত দিন তাহাদেরও চিত্ত ঐরূপে জ্বলিতে থাকে। ইন্দ্রিয়াদি ও তদ্বিষয় সকল ঐ প্রধূমিত অনলের ইন্ধনস্বরূপ। বাসনা ও তৃষ্ণা ইন্দ্রিয় ও বিষয়-

জনিত ইন্ধনে ক্রমাগত জ্বলিয়া উঠে। মনুষ্য যত সুন্দর পদার্থ দর্শন করে, তত তাহার অন্তরে সুখস্পৃহা প্রবলতর হয়, এবং যত সেই স্পৃহা বলবতী হয়, তত দুঃখের কারণ ঘনীভূত হইতে দেখা যায়। বিষয়াদির জ্ঞান চিত্তে যত অধিক হয়, অসার সুখ দুঃখে মন তত লিপ্ত হইয়া যায়, এইরূপে জন্ম জরা মৃত্যু শোক দুঃখ দৌর্ম্মনস্যে দহ্যমান হইয়া মানবগণ অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু যাঁহারা বোধিমার্গের অনুসরণ করেন, তাঁহারা আত্মনিগ্রহে সেই বাসনা ও বিজ্ঞানরূপ অগ্নিকে প্রজ্বলিত হইতে দেন না, তাঁহারা সমুদয় অন্তরেন্দ্রিয়কে সংযত করিয়া শান্ত হয়েন। নির্ব্বাণের চরম লক্ষ্য পবিত্রতা ও প্রেম, তাঁহারা তথায় উপনীত হইয়া পরম সম্বোধি লাভ করেন। অন্তর বিশুদ্ধ হইলে আর বাহ্য পদার্থ সকল অন্তরেন্দ্রিয়দিগকে উত্তেজিত করিতে পারে না। এইরূপে ক্রমে তৃষ্ণানল নির্ব্বাণজলে নির্ব্বাণ হইয়া যায়। যথার্থ শিষ্য এই প্রকারে সকল পাপের মূলবৃক্ষ হইতে এককালে বিমুক্ত হয়েন।" কি চমৎকার উপদেশ, বাস্তবিক কামক্রোধাদি রিপুসকল এক বাসনা ও তৃষ্ণা হইতেই উৎপন্ন হয়। যদি সেই তৃষ্ণা বিনাশ করা যায়, তবে সমুদায় রিপুর মূল পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। তখন প্রকৃত পুণ্য ও প্রেমের বিকাশ হয়। যে ব্যক্তি সেই অনন্ত পুণ্য ও প্রেমের জলধিতে মগ্ন হইয়া যায়, তাহার আর কোন বাসনা থাকে না।

অতঃপর শাক্যসিংহ কাশ্যপ প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। মগধরাজ বিম্বসার তৎকালে প্রতাপশালী ঐশ্বর্য্যবান্ রাজা ছিলেন। রাজা ইহাদের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া স্বয়ং অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন। নগরবাসী সহস্র সহস্র লোক ইঁহাদিগকে দেখিতে কৌতূহলাক্রান্তচিত্তে পথে প্রকাণ্ড ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রাজতনয় গৌতম যেমন আজানুলম্বিতবাহু বিশাল উন্নতগ্রীব, কাশ্যপও তদ্রূপ। উভয়েই শান্ত বিনীত ও গম্ভীর-প্রকৃতি এবং সন্ন্যাসী। ইহার মধ্যে কে গুরু, কে শিষ্য, সকলে তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্র হইল, কতক লোকে কাণাকাণি করিতে লাগিল। তীক্ষ্নবুদ্ধি সুবিজ্ঞ গৌতম ঋষি তাহা অবগত হইয়া কথাচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন তুমি আদিত্যের পূজা পরিত্যাগ করিলে? কাশ্যপ তাঁহার এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য অবগত হইয়া এই প্রত্যুত্তর করিলেন যে, কতকগুলি লোক দর্শন স্বাদ গন্ধ ও ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতায় সুখানুভব করিয়াছে, আর কতকগুলি ত্যাগে। আমাদের মতে এই দ্বিবিধই অসার। নির্ব্বাণ অত্যুচ্চ শান্তি, ইহা ইন্দ্রিয়পরায়ণ লোকের অপ্রাপ্য। বিশেষ যাহারা জরামরণজন্মের অধীন, তাহারা নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারে না। যাঁহারা শুদ্ধাত্মা ও উন্নত, তাঁহারা এই পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়েন। উভয়ের এই কথোপকথন অবসান হইলে, রাজা বিম্বসার তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। বুদ্ধের নিকটে গিয়া তাঁহার নব প্রচারিত ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

তৎকালে কাশ্যপ মগধপ্রদেশে অতি প্রসিদ্ধ লোক ছিলেন। এক দিকে মহাজ্ঞানী কাশ্যপ, অপর দিকে মগধাধিপতি, উভয়ে অতি প্রধান লোক হইয়া এই নূতন নির্ব্বাণ-

মার্গের অনুসরণ করাতে, পর দিন যষ্টিবনে হাজার হাজার লোক গৌতমকে দেখিতে আসিল এবং তাঁহার নূতন মত, অভিনব মুক্তিতত্ত্ব শ্রবণলালসায় তৃষ্ণার্ত্ত হইল। শ্রবণাভিলাষী দর্শকগণের ভিড় ব্যগ্রতা উৎসাহ ও অনুরাগ দেখিয়া শাক্যসিংহ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। পর দিন তিনি যখন ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া নগরের মধ্য দিয়া রাজদ্বারে ভিক্ষার্থ উপস্থিত হইলেন, পথে সহস্র সহস্র নরনারী তাঁহার অলৌকিক ভাব দেখিয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। কি উজ্জ্বল জ্যোতিঃ, দিব্য লাবণ্য সৌম্যমূর্ত্তি, প্রসন্ন ও করুণাপূর্ণ দৃষ্টি ও পুণ্যময় মুখমণ্ডল! তাঁহাকে দেখিবামাত্র দর্শকের চিত্ত প্রফুল্ল হইত। তিনি যখন পথ দিয়া চলিয়া যাইতেন, তখন মস্তক অবনত করিয়া, দৃষ্টি নিম্নে সংস্থাপন করিয়া, গম্ভীরভাবে জীবের প্রতি নিরীক্ষণ করিতে করিতে, ধীরে ধীরে পদ সঞ্চারণ করিতেন। এ দিকে রাজা বিম্বসার সুগত ভোজন-পাত্র হস্তে দ্বারে দণ্ডায়মান শুনিয়া, ত্রস্তভাবে তথায় সমাগত হইয়া, ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহার চরণে প্রণাম করত কহিলেন, "ভগবান্, যষ্টিবন বহু দূরে, আপনার আসিতে ক্লেশ হয়, অতএব অদূরে বেণুবনে অবস্থিতি করিয়া দাসকে কৃতার্থ করুন।" শাক্যমুনি ঐ বেণুবনে দুই মাস অবস্থান করিয়া বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। বর্ষাকালে চতুর্মাস্যের সময় তিনি এখানে প্রতিবৎসর বিহার করিতে আসিতেন। এই মঠে ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব অনেক ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই বেণুবনে তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বচন শুনিয়া, শারি-পুত্র ও মৌদগল্যায়ন নামক দুই জন সন্ন্যাসী স্বমত পরিত্যাগপূর্ব্বক এই ভিক্ষুকশ্রেণীভুক্ত হইলেন। ইহারা উভয়ে প্রধান শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পরিগণিত হইলেন। শাক্যমুনি এই দুজনকে সংঘমধ্যে প্রধান প্রতিষ্ঠিত করাতে, পুরাতন ভিক্ষুকগণের হিংসা উত্তেজিত হইল। তাঁহারা সকলেই গৌতমের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া গেলেন। তখন গুরু তাঁহাদের আন্তরিক কলুষিত ভাব দেখিয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিলেন, "দেখ, সকল প্রকার পাপ হইতে মুক্ত হইয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করা এবং আপন আপন হৃদয় নির্ম্মল করাই বুদ্ধগণের ধর্ম্ম। তোমরা কেন ইহার বিপরীত আচরণ করিতেছ।" কি আশ্চর্য্য, মহাপুরুষেরা সকল যুগেই শিষ্য ও প্রেরিতগণের দৌরাত্ম্য ও বিবাদ জন্য সময়ে সময়ে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইয়াছেন। মহাজনেরা সিদ্ধপুরুষ, তাঁহারা নির্ম্মল আকাশের ন্যায় প্রশান্তচিত্ত ও বিশুদ্ধ এবং সমুদ্রের মত অতি গভীর অতলস্পর্শ, সুতরাং তাঁহারা আর কোন প্রকারে বিক্ষিপ্ত হইবার নহেন। কিন্তু অসিদ্ধ অসংযত শিষ্যগণ ভিন্নরুচি, বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, সামান্য সংঘর্ষণ হইলে তাহাদের চিত্তের প্রচ্ছন্ন পাপানল জ্বলিয়া উঠে। দুই খণ্ড শুষ্ক ইন্ধন লইয়া ক্ষণকাল ঘর্ষণ কর, দেখিবে, অল্পকাল মধ্যেই তাহা প্রজ্বলিত হইবে।

অতঃপর বুদ্ধদেব দলের এইরূপ হীনভাব নিরীক্ষণ করিয়া, ইহার পবিত্রতারক্ষার্থ কঠোর শাসনপ্রণালী স্থির করা আবশ্যক মনে করিয়া, বৈরাগ্যের কতকগুলি নিয়ম

সংস্থাপিত করিলেন। ইহার নাম প্রতিমোক্ষ। উহা ভঙ্গ করিলে বিশেষ দণ্ডনীয় ও আশ্রম হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইত। এই ভাবে কঠোর প্রণালী অবলম্বন করাতে ভিক্ষুদল সুশাসিত হয়। মানবহৃদয় নিরতিশয় নূতনপ্রিয়, ক্রমাগত বিচিত্র ঘটনাবলী না দেখিলে বাস্তবিক তাহার উৎসাহ উদ্যম নির্ব্বাণ হইয়া যায়। গৌতম রাজগৃহে আসিবামাত্র প্রথম প্রথম কয়েক দিবস লোকের মনে উৎসাহ ছিল। শারি-পুত্র ও মৌদগল্যায়নের ধর্ম্মগ্রহণের পর আর কেহ নূতন তাঁহার শ্রেণীভুক্ত না হওয়াতে, গ্রামস্থ লোকেরা ভগ্নোদ্যম ও নিরুৎসাহিত হইয়া, তাঁহাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইল। শিষ্যেরা যখন ভিক্ষার্থ লোকের দ্বারে দ্বারে গমন করিতেন, সকলে তাঁহাদিগকে ও স্বয়ং বুদ্ধকেও বড় তিরস্কার করিত, অযথা কথা বলিয়া চিত্তকে ব্যাথিত করিত। তোমাদের গুরু কি এক নূতন মত বাহির করিয়া, বৃদ্ধ পিতামাতার যষ্টিস্বরূপ পুত্রদিগকে সন্ন্যাসী করিয়া গৃহশূন্য করিতেছেন, দেশ উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এই বলিয়া নগরবাসীরা তাঁহাদিগকে অতিশয় ভর্ৎসনা করিত। তাঁহারা ইহার সদুত্তর দিতে অক্ষম বিধায়, আপন উপদেষ্টার নিকট জানাইতেন। ইহা শুনিয়া শাক্যসিংহ তাঁহাদিগকে এই উপদেশ দিলেন, বুদ্ধ কেবল ধর্ম্ম ও পবিত্রতা বিস্তার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তিনি কোন অস্ত্র দ্বারা বলপূর্ব্বক লোকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে চাহেন না। পূর্ব্বতন বুদ্ধেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহাই করিতেছেন। তিনি কেবল সত্য প্রচার দ্বারা লোক পাইয়াছেন, অপর কোনরূপ কৌশল তিনি জানেন না। যাহার হৃদয় এই ধর্ম্মগ্রহণ করিতে চায়, তিনি তাহাকে সাদরে আলিঙ্গন দিতে প্রস্তুত।

এদিকে রাজা শুদ্ধোদন শুনিলেন যে, গৌতম সিদ্ধ হইয়া অলৌকিক জীবন পাইয়াছেন; শত শত লোক তাঁহার অমৃতময় উপদেশকদম্ব শ্রবণ করিয়া মুগ্ধ ও পবিত্র হইয়া যাইতেছে, পাপী সাধু হইতেছে। তখন রাজা তাঁহাকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন। অতঃপর তিনি রাজকুমারের নিকট এক লোক প্রমুখাৎ বলিয়া পাঠাইলেন যে, বৃদ্ধ রাজা তোমাকে এক বার দেখিতে চান, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহাকে দেখা দিয়া যাও। গৌতম পিতার সস্নেহ বচনে বিগলিত হইলেন, এবং সাঙ্গোপাঙ্গ সঙ্গে লইয়া অবিলম্বে কপিলবস্তু নগরীতে উপনীত হইলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সহরের প্রান্তরের বনমধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া সহরে বাহির হইলেন। নগরের দ্বারে আসিয়া ভাবিলেন, ভিক্ষার্থ রাজদ্বারে যাইব কি না? কেন যাইব না? সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা, ইহাতে আর মান অপমান নাই। এই স্থির করিয়া রাজপ্রাসাদের অভিমুখে যাইতেছেন, এমন সময় রাজার কর্ণগোচর হইল যে, কুমার অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। ইহা শ্রবণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত ও বিস্মিত হইয়া, প্রাসাদ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেখিলেন যে, সত্যই গৌতম সশিষ্য ভিক্ষা করিতেছেন। তিনি তাঁহার উজ্জ্বল মুখজ্যোতিঃ দর্শনমাত্র অবিরল ধারায় রোদন করিতে লাগিলেন।

তিনি বলিলেন, "প্রভু, কেন তুমি আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছ ? কেন তুমি উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছ ? আমি কি এতগুলি সন্ন্যাসীর আহার যোগাইতে পারিতাম না ?" গৌতম রাজার বিষন্নতা ও লজ্জিত ভাব দর্শন করিয়া বলিলেন, "মহারাজ, আমরা সন্ন্যাসিজাতি. এইরূপ ভিক্ষাবৃত্তিই আমাদের ধর্ম্ম, ইহার জন্য আপনি আর কেন আক্ষেপ করিতেছেন ?" তাঁহার এই কথায় রাজার চিত্ত প্রবোধ মানিল না। তিনি পুনবায় বলিলেন, "দেখ, কুমার, আমরা রাজবংশসম্ভূত যোদ্ধা ও বীরতনয়। আমাদের বংশের কেহ কখন ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।" গৌতম বলিলেন, "মহারাজ. আপনি ও আপনার পরিবারস্থ লোকেরা রাজবংশজাত বলিয়া অভিমান করিতে পারেন বটে. কিন্তু আমার জন্ম পূর্ব্বতন সন্ন্যাসী বুদ্ধগণ হইতে। তাঁহারা দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। পিতঃ, আমি সেই পিতৃদত্ত গুপ্তধন পাইয়াছি. তাহা আপনাকে উপহার দেওয়া আমার একান্ত কর্ত্তব্য।" এই বলিয়া তিনি পিতাকে ধর্ম্মের সার কথা বলিলেন। "প্রবুদ্ধ হও, নিদ্রিত থাকিও না. পবিত্র জীবনলাভে যত্নবান্ হও, যাহারা ধর্ম্মপথে বিচরণ করে, তাহারা ইহকাল পরকালে পরমানন্দ সম্ভোগ করে। অতএব পাপজীবন পরিত্যাগ করিয়া সাধুজীবনের অনুসরণ কর ; যাহারা সৎপথে থাকে, তাহারা ইহামুত্র পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়।" সামান্য কথায় বুদ্ধ একটি গভীর সত্য ব্যাখ্যা করিলেন, রাজা শুদ্ধোদন তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। (এই নশ্বর দেহ যেমন পার্থিব পিতৃসম্ভূত, তদ্রূপ সাধু আত্মাসকল পূর্ব্বতন মহাপুরুষগণ হইতে জন্মলাভ করিয়া থাকে। মহাপুরুষেরা শরীর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান বটে, কিন্তু তাঁহারা সাধুতা, দৃষ্টান্ত, পবিত্র জীবন ও স্বর্গীয় গভীর প্রভাবে নিত্য ইহকালে জীবিত থাকেন। যোগ ভক্তি সমাধি ধ্যান প্রেম বৈরাগ্য চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম পুণ্য ও ত্যাগস্বীকার, এই স্বর্গীয় ধন তাঁহাদের জীবনবৃক্ষের সুস্বাদু ফল। মানবীয় আত্মার সহিত তাঁহাদের আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ আছে। যখন তাঁহাদের সহিত আমাদের গভীর যোগ হয়, তখন তাঁহারা আমাদের আত্মাতে একীভূত হইয়া যান, তখন তাঁহাদের সমুদায় ধন আমাদের আত্মাতে অবতীর্ণ হয়, তাঁহারা আমাদের আত্মাতে পরিণত হইয়া যান, সমুদায় স্বতন্ত্রভাব বিদূরিত হইয়া যায়। ভক্তেরা ভক্তি-সাগরে, যোগিগণ যোগসমাধিতে মৎস্যের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। যখন আমরা ভক্তি কি যোগে মগ্ন হই, তখন আমরা তাঁহাদের ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া এক হইয়া যাই। ইহার নাম যথার্থ সারুপ্যযোগ)

অনন্তর মহারাজ শুদ্ধোদন কুমারের কথায় কোন উত্তর না দিয়া, তাঁহার ভিক্ষাপাত্র স্বয়ং হস্তে লইয়া গৌতমকে অন্তঃপুরে লইয়া গেলেন। তথায় পরিবারস্থ সমুদায় নরনারী দাসদাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তিনি তথায় গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। যিনি ছিলেন রাজতনয় তিনি এখন ধর্ম্মরাজ হইয়াছেন, সুতরাং রাজশরীরে আত্মার স্বর্গীয় শোভা সংযুক্ত হওয়াতে, তাঁহার সৌন্দর্য দ্বিগুণিত হইয়াছে। মস্তক কেশহীন, গাত্রে গৈরিক বস্ত্র, হস্তে ভিক্ষাপাত্র, চরণদ্বয়

উপানদ্বিহীন, কুমারের অঙ্গে আর কোন ভূষণ নাই, কেবল ধর্ম্মই একমাত্র অলঙ্কার হইয়া নবীন সন্ন্যাসীর অনুপম জ্যোতিঃ ও দিব্য লাবণ্যে দর্শকদিগকে মুগ্ধ করিয়া দিল। মাতৃস্বসা ও বিমাতা গৌতমী ও অপরাপর রমণীগণ নিকটে আসিয়া অবিরল-বেগে গোপনে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন, আর এক একবার কুমারের প্রতি চাহিয়া দুই এক কথা বলিতে লাগিলেন। ইহার মধ্যে কুমার চাহিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে গোপা অনুপস্থিত। সহচরীরা আসিবার সময় গোপাকে ডাকিলেন, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন, "আমার যদি কোন মূল্য থাকে, যদি বাস্তবিক আকর্ষণ থাকে, তবে গুণধর স্বয়ং আমার নিকটে আসিবেন। আমার যাইবার প্রয়োজন নাই। আমি ঘরে বসিয়াই তাঁহাকে ভালরূপে অভ্যর্থনা করিতে পারিব।" বিশুদ্ধ প্রেম, তুমিই কি সেই সচ্চিদানন্দ পুরুষ? না, তুমি তাঁহার অনুপম লাবণ্য! তুমি মানব মানবীর অন্তরস্থ পবিত্র বন্ধন, তুমি স্বর্গ হইতে অবতীর্ণ হইয়া যোগ ভক্তির মিলন করিবার জন্য নরনারীকে পরিণয়সূত্রে গ্রথিত কর। তোমার অপার মহিমাগুণে এই দুই আত্মা পরস্পরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া একীভূত হইয়া যায়। গৌতম সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইয়াছেন বটে, কিন্তু গোপার নির্ম্মল প্রণয় বিস্মৃত হয়েন নাই। সহধর্ম্মিণী আসেন নাই বলিয়া, তিনি দুই অন্তরঙ্গ শিষ্য সমভিব্যাহারে পত্নীর গৃহাভিমুখে গমন করিতে উদ্যত হইলেন। প্রথমে তিনি শিষ্যদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিলেন যে, যদি এই রমণী আমায় স্পর্শ করেন, তবে তোমরা কোনরূপে বাধা দিবে না। অনন্তর ব্রহ্মচর্য্যব্রত-ধারিণী গোপা দূর হইতে শ্মশ্রুহীন মুণ্ডিতকেশ গৈরিকবসনপরিধায়ী অনুপমকান্তি এক সন্ন্যাসী তাঁহার গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেছেন, দেখিয়াই দৌড়িয়া তাঁহার চরণে প্রণিপাত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যেন এক প্রজ্বলিত হুতাশনের নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, সে তেজ দুঃসহ। আর তিনি মনে করিতে পারিলেন না যে গুণধর তাঁহার স্বজাতীয় লোক, কোন দেবাত্মজ এই ভাবিয়া, তিনি গলদশ্রু-লোচনে পদতল হইতে উঠিয়া এক পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। ইত্যবসরে রাজা তথায় উপস্থিত হইয়া, পুত্রবধূর পক্ষ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত মনে করিলেন। বলিলেন, দেখ, তোমার পত্নী কেমন অন্তরের সহিত তোমায় ভালবাসেন। তুমি যে অবধি গিয়াছ, তদবধি তিনি সমুদায় সুখে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, একাহারে ও ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়া কোনরূপে দিনপাত করেন। বুদ্ধ যদিও বৈরাগ্যের নিয়মানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণপর্য্যন্ত কোন ললনার শরীরমাত্রও স্পর্শ করেন নাই, কিন্তু পত্নী পদস্পর্শ করাতে তিনি কিছুমাত্র প্রতিরোধ করিলেন না। কারণ এইরূপ করিতে দেওয়াতে, তিনি তাঁহার চিত্তকে বৈরাগ্যের দিকে আকর্ষণ করিলেন, সহধর্ম্মিণীকে ধর্ম্মচক্রে ও নির্ব্বাণসাগরে আনয়ন করিলেন। সেই বিশুদ্ধ প্রেম আরও ঘনীভূত হইল। বাস্তবিক গোপা গৌতমকে নিরীক্ষণ করিয়া প্রেমে বিগলিত হইয়া গেলেন, সাত বৎসরের বিচ্ছেদযন্ত্রণা ক্ষণমাত্র দর্শনেই ভুলিয়া গেলেন। কারণ সতীত্বে প্রকৃত বিরহ নাই, সাময়িক ও শারীরিক অদর্শন মাত্র। হৃদয়ের স্পর্শমণি সদা অন্তরেই

বিরাজমান থাকে, তাহার আর সন্তরমাণ ভাব নাই। এ কারণ উভয়েই উভয়ের মধ্যে শুদ্ধ স্বরূপে বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধদেব কপিলবস্তুতে কিছু গাঢ় প্রবাস করিলেন, রাজপরিবারস্থ অনেকের চিত্ত তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইল। গৌতমীগর্ভজাত বৈমাত্রের ভ্রাতা নন্দকে প্রথমে তিনি সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। একথা রাজার কর্ণগোচর হওয়াতে রোদন করিয়া রাজ্ঞীর নিকট গিয়া আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। দেখ, আমি নিতান্ত দুর্ভাগা, কে বা রাজ্য ভোগ করে, কেই বা বংশ রক্ষা করে, আর কেই বা পিণ্ডদান করিয়া আমাদিগকে উদ্ধার করে, এক গণ্ডূষ জল দেয়, এমন লোক আর দেখি না। শাক্যসিংহ আবার কিছুদিন পরে ভিক্ষার্থ রাজভবনে আসিয়াছেন। এমন সময় গোপা রাহুলকে উত্তম পরিচ্ছদে সজ্জিত করিয়া দিয়া বলিলেন, "তুমি পিতার নিকট গিয়া পৈতৃক ধন চাও।" রাহুল এই কথা শুনিয়া বলিল, "মা, পিতা কে, তাঁহাকে আমি জানি না, আমি এক রাজাকেই চিনি। কে আমার পিতা?" গোপা গবাক্ষের অন্তরাল হইতে অঙ্গুলি দ্বারা নিদর্শন করিয়া বলিলেন, "ঐ যে উজ্জ্বলকান্তি সন্ন্যাসী দেখিতেছ, উনিই তোমার পিতা। উহাঁর অনেক ধন আছে। উনি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়া অবধি উহাঁকে আর আমরা দেখি নাই। উঁহার নিকট গিয়া তুমি স্বীয় অধিকার প্রার্থনা কর। বল গিয়া যে, পিতঃ, আমি তোমার পুত্র, আমি এই বংশের প্রধান, অতএব আমাকে তুমি তোমার অধিকার দান কর।" রাহুল মাতার নিকট এই কথা শিক্ষা করিয়া নির্ভয়চিত্তে ও সস্নেহ ভাবে পিতার নিকট পৈতৃক ধনের ভিখারী হইল, এবং বলিতে লাগিল, "পিতঃ, আমি তোমায় দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইয়াছি।" বুদ্ধদেব তাহার কথায় বড় কর্ণপাত করিলেন না, কোন উত্তর না দিয়া আহারাদি করিয়া ন্যগ্রোধ উদ্যানে চলিয়া গেলেন, বালক তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। নাছোড়বান্দা, আবার সেখানে গিয়া তাঁহাকে ঐ কথা বলিয়া বিরক্ত করিতে লাগিল।

বুদ্ধ এতক্ষণ নিরুত্তর ছিলেন। দেখিলেন, যে শিষ্যগণের মধ্যে কেহই নিবারণ করিতেছে না। তখন তিনি মনে করিলেন, বালক পিতার নিকট সেই নশ্বর ধন চাহিতেছে, যাহা অনর্থের মূল। কিন্তু আমি বোধিদ্রুমতলে যে সপ্ত রত্ন পাইয়াছি, আমি ইহাকে তাহারই অধিকারী করিব, ইহাকে আধ্যাত্মিক জগতের উত্তরাধিকারী করিয়া যাইব। ঐ নিরীহ দ্বাদশবর্ষীয় বালক ইহার বিন্দুবিসর্গ জানে না। সে কেবল জননীর কথায় ধনের ভিখারী হইয়াছে, বুদ্ধদেবের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে ধনের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতেছে। তখন মুনিবর অন্তরঙ্গ শিষ্য শারি-পুত্রের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "এই বালকের মস্তকমুণ্ডন করিয়া, দিয়া, ইহাকে দলভুক্ত কর।" পৃথিবীর পিতা মাতা অতি সাদরে ও সস্নেহে স্বীয় পুত্রকে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ধন দিয়া থাকেন, কিন্তু শাক্য রাহুলকে এমন ধন দিয়া গেলেন, যে আড়াই হাজার বৎসর অতীত হইল, তাহা এখনও ক্ষয় হয় নাই, কোন কালে

ক্ষয় হইবারও নহে। পিতা যদি স্বীয় তনয়কে সাধু ও অমর জীবন দিয়া যাইতে পারেন, তবে তাহার বাড়া আর পৈতৃকধন কি আছে ?

এ দিকে রাজা শুদ্ধোদন, কুমার রাহুলেরও মস্তক মুড়াইয়া দলভুক্ত করিয়া লইয়াছেন, শুনিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন। একে বৃদ্ধ, তাহাতে শোকানলে হৃদয় ভগ্ন ; বিশেষ একমাত্র আশাপ্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহাও আবার নির্ব্বাণ হইল, ইহা ভাবিয়া যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মনে মনে কুমারের প্রতি নিরতিশয় অপ্রসন্ন হইয়া, তাঁহাকে গিয়া বলিলেন, দেখ, আমার একটি কথা রক্ষা করিতে হইবে, "পিতামাতার অনুমতি ব্যতীত তুমি কোন সন্তানকে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করিবে না।" শাক্য বুদ্ধ পিতার এই কথায় স্বীকৃত হইলেন। পিতার অনুরোধ রক্ষা করাতে রাজা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তপোধন শাক্য এখানে যত দিন ছিলেন, প্রায় পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতেন। এখান হইতে তিনি পুনরায় রাজগৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে অনোমা নদীতীরে অনুপ্রিয় নামক স্থানের চ্যুতবনে কিছু দিন বাস করিলেন। এই স্থানটি তাঁহার অতিশয় প্রিয়, ভাবযোগে তাঁহার সকলই স্মরণপথে উদিত হইল। এই স্থান হইতেই তিনি ছন্দককে বিদায় দেন এবং এই নদীতে অবগাহন করিয়া প্রথম সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এই কারণে তথায় কয়েক দিন ধর্ম্মালাপ ও ধ্যানে অতিবাহিত করিলেন।

তিনি যখন কপিলবস্তু হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন আনন্দ, দেবদত্ত, অনিরুদ্ধ ও উপালী তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসে। তৎকালে রাজা শুদ্ধোদনের আর তিন সহোদর জীবিত ছিলেন, শুক্লোদন, অমৃতোদন ও ধৌতোদন। শুদ্ধোদন সর্ব্বসমেত চারি ভ্রাতা। শুক্লোদনের পুত্র আনন্দ ও দেবদত্ত। অমৃতোদনের দুই পুত্র মহানাম ও অনিরুদ্ধ। উপালী এক নরসুন্দরতনয়। উপরিউক্ত চারি ব্যক্তিকে এই স্থানে দীক্ষিত করিয়া, তিনি ব্রহ্মচর্য্যব্রত দিলেন। কি আশ্চর্য্য ! মহাত্মা একবার দেশে গিয়া, ঘরের প্রায় সমুদায় আত্মীয়গুলিকে বাহির করিয়া আনিলেন, এবং অনেকের চিত্তে এই ধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সঞ্চারিত করিয়া আসিলেন। কি অদ্ভুত, যাহার ধর্ম্ম গভীর জ্ঞানপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক, তপঃসিদ্ধ, সেই ধর্ম্মের এমন কি আকর্ষণ ছিল, যাহাতে মুগ্ধ হইয়া, প্রভূত ধনসম্পত্তি স্ত্রী, পুত্র ও পার্থিব সুখ পরিত্যাগ করিয়া, লোকে ব্যাকুল হইয়া তাহা অবলম্বন করিত, চিন্তাশীল ব্যক্তির হৃদয়ে এ প্রশ্ন সহজে উদয় হইতে পারে। কিন্তু যখন ইহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়, তখন বেশ প্রতীতি হয় যে, যদিও নির্ব্বাণতত্ত্বের দার্শনিক অংশ কঠিন, কিন্তু ইহার অপরাংশ বড় হৃদয়গ্রাহী ও সহজ। পবিত্রতা, শান্তি, অমরত্বলাভ, নিত্য আনন্দ, গভীর প্রেম ও জীবে দয়া প্রভৃতি আধ্যাত্মিক ভাবে লোকের চিত্ত অতিশয় তৃপ্ত ও সুখী হইত। অপিচ তাঁহার জীবনের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তে লোকে আরও মুগ্ধ হইয়া যাইত। এমন প্রত্যক্ষ ধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া কে থাকিতে পারে ? মত দার্শনিক রকম হইলেও, সাধুজীবনের অপার মোহিনী শক্তি। পতঙ্গ যেমন স্বভাবতঃ অগ্নির দিকেই গতি সঞ্চালন করে, তদ্রূপ সংসারাসক্ত শান্তিবিহীন

পাপদগ্ধ মনুষ্য সাধুজীবনরূপ শীতল জলে অবগাহন করিয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করে। এই দ্বিবিধ কারণে লোকে তাঁহার অনুরক্ত হইয়া পড়িত। আরও সেই সময়ে শুষ্ক ক্রিয়াকলাপমাত্রই ধর্ম্ম ছিল। পাপ, হিংসা, পশুবধ প্রভৃতি অতিশয় কদাচার প্রবল থাকাতে. জীবনের শান্ত মনোহর সুখজনক পবিত্র ভাব ব্রাহ্মণাদির সাধারণ চিত্ত বড় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না। বুদ্ধ তখন খুব আধ্যাত্মিক ভাবে শান্তি ও পবিত্রতার কথা প্রচার করাতে, শ্রোতৃবর্গ সহজেই নতুন বলিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইত। এই কারণেই চিন্তাশীল জ্ঞানপ্রবণ আত্মা দলে দলে তাঁহার শরণাগত হইয়া সুখী হইত।

অনন্তর তিনি সশিষ্য রাজগৃহে দ্বিতীয় বার বাস করিলেন। ঐ স্থান পর্ব্বত-বেষ্টিত মনোহর বলিয়া, তিনি বিশেষ অনুরাগের সহিত তথায় অবস্থিতি করিতেন। অনাথপিণ্ডদ নামে এক ধনী যুবা বণিক. রাজগৃহে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার মধুর বচনাবলী শ্রবণমানসে শ্রাবস্তিতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বুদ্ধদেব তৎকর্ত্তৃক আহূত হইয়া অন্তেবাসিগণ সমভিব্যাহারে শ্রাবস্তিতে গমন করিলেন। শ্রাবস্তি প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগর, ইহা বারাণসীর উত্তর পশ্চিম প্রায় ৫০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত ও নেপাল তরাইয়ের অন্তর্গত। সেই সময়ে এই নগর অতি সমৃদ্ধিশালী ও কোশলরাজ প্রসন্নজিতের রাজধানী ছিল। ইহার নিম্ন দেশে ঐরাবতী স্রোতস্বিনী বহমান থাকাতে, ইহার শোভা ও বাণিজ্যের উন্নতি ছিল। কানিংহাম সাহেব বলেন, ইহার বর্ত্তমান নাম সাহেত মাহেত, অধুনা ভগ্নাবশেষমাত্র। অনাথপিণ্ডদ জেতবন নামে এক মনোহর উদ্যানে বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দেন। এই স্থানের বাহ্য দৃশ্য বড় সুন্দর বিধায় শাক্যমুনি এখানে বহু দিন কালাতিপাত করেন। এই শ্রাবস্তি তাঁহার প্রধান বিহারের স্থান ছিল। বহু শিষ্যে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি এখানেই ধর্ম্মের গভীর তত্ত্বসকল শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনোহর বক্তৃতায় অনেকের চিত্ত বিগলিত করিয়াছিলেন। রাজা প্রসন্নজিৎ স্বয়ং এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, স্বীয় রাজ্যের অনেক প্রজাকে বৌদ্ধমতাবলম্বী করেন। তথাগত এই শ্রাবস্তিতে ক্রমান্বয়ে বর্ষার সময়ে চারি বার বিহার করিয়াছিলেন। এই স্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের মূল গ্রন্থ ত্রিপেটকের প্রথম সূত্রসকল বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং আত্মজ রাহুলকে বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে অষ্টাদশবর্ষে ভিক্ষুপদে অভিষিক্ত করেন এবং মহারাহুলসূত্রবিষয়ে উপদেশ দেন। রাহুল বিশেষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু ছিলেন। ধর্ম্মের উচ্চতত্ত্ববিষয়ে তিনি অনেক প্রশ্ন করিতেন, ধর্ম্মজ্ঞ তাহা বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তৃতীয় বারে ঐ রাহুলকে যে উপদেশাবলী প্রদত্ত হয়, তাহার নাম রাহুলসূত্র হইয়াছে। বর্ষাকালে বহু শিক্ষার্থী এখানে একত্রিত হইতেন, এবং শিক্ষা ও সাধনতত্ত্ব অবগত হইয়া, নির্ব্বাণের পরম রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হইতেন। বাস্তবিক শ্রাবস্তিই তাঁহার প্রধান বিহারভূমি ছিল। এখান হইতে তিনি বৈশালীর মহাবন বিহারে বাস করেন। তথায় উগ্রসেন নামে এক সামান্য যাদুকরকে স্বধর্ম্মে পরিবর্ত্তিত করেন। ঐ ব্যক্তি নাকি চমৎকার দাঁড় বাজি জানিত।

ইত্যবসরে পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া, অনতিবিলম্বে তিনি পুনরায় কপিলবস্তুতে আসিলেন। উপস্থিত হইয়া দেখেন, রাজা শুদ্ধোদন মুমূর্ষুপ্রায়, শোক তাপ ও বার্দ্ধক্যে জীর্ণ শীর্ণ। তখন তাঁহার বয়স ৯৭ বৎসর হইবে। অন্তিমকালে গুণধর পুত্রকে দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আশান্বিত হইলেন। পর দিবস প্রাতে রাজা এই নশ্বর কলেবর পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিলেন। বুদ্ধদেব স্বয়ং পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন! এই বৃদ্ধ রাজার মৃত্যুর পর শাক্যবংশ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়। কারণ গৃহের সমুদয় যুবা তনয় সন্ন্যাসী হইয়া সিদ্ধার্থের অনুসরণ করাতে, সমুদায় বিলুপ্ত হইয়া গেল। যে কপিলবস্তু নগরের কত সমৃদ্ধি, তাহা যেন তিমিরাবৃত শোকাচ্ছন্ন হইল, রাজগৃহ শোকবিলাপের ধ্বনিতে নিরন্তর শব্দায়মান হইতে লাগিল। রাজপরিবারস্থ রমণীগণ নিতান্ত নিরাশ্রয়া অসহায়া হওয়াতে, বুদ্ধ তাঁহাদিগকে মহাবনবিহারে লইয়া আসিলেন। প্রজাবতী গৌতমী, যশোধরা গোপা ও অপরাপর পুরবাসিনীগণ অনুরাগের সহিত তাঁহার অনুগামিনী হইলেন। অনিরুদ্ধমাতা সন্দ ও তাঁহার ভগ্নী রোহিণীও তাঁহাদের সঙ্গিনী হইয়াছিলেন। ধর্ম্মরাজ এই নারীগণের সতীত্ব, ব্রহ্মচর্য্য ও পবিত্রতা বিষয়ে অতিশয় চিন্তিত হইলেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রিয়তম আনন্দের অনুরোধে ইঁহাদিগকে লইয়া একটি অভিনব সন্ন্যাসিনীদল সংস্থাপন করিলেন। স্বীয় পত্নী গোপা তাহার প্রধান নেত্রীপদে অভিষিক্তা হইলেন। এই বামা বৈরাগিণীদিগকে ভিক্ষুকী নামে অভিহিত করা হইল। কি আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা! শাক্যসিংহ যে ধর্ম্মানুরোধে গৃহের আত্মীয়বর্গকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, আবার সেই ধর্ম্মেতে সকলকেই পাইলেন। স্ত্রী পুত্র ভাই ভগ্নী বিমাতা একে একে তাঁহারই শরণাগত হইলেন। ছিল সংসার, হইল স্বর্গপুরী! পার্থিব সম্বন্ধ বিদূরিত হইয়া অবশেষে পবিত্র বৈরাগ্যে তাঁহাদের সম্মিলন হইল। কি চমৎকার ব্যাপার! কোন মহাপুরুষের ভাগ্যে এরূপ অপরূপ সংঘটন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আরও সুখের বিষয় এই যে, তাঁহার আত্মীয়েরাই প্রায় এ দলের প্রধান নেতা হইয়াছিলেন। কি স্বর্গীয় যোগ! অনলে অনল মিশিল, প্রেমে প্রেম মিলিল, "সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে।" যশোধরা গোপার হৃদয়নদী শাক্যের গভীর জীবনসমুদ্রে আসিয়া একীভূত হইয়া গেল। কি অনুপম শোভা! স্বর্গীয় প্রেম দুরতা ও স্বতন্ত্রতা জানে না। স্বামী স্ত্রী উভয়ে দুই প্রকৃতির আদর্শ হইলেন। পুণ্যের যোগ, চন্দ্র সূর্যের মিলন। রাহুলমাতা শাক্যমুনির প্রিয়তমা শিষ্যা মধ্যে পরিগণিতা হইলেন। একেবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন! যেন জ্বলন্ত পাবন! এ ত সহজ পরিবার নহে? পুণ্যের অগাধজলধিতে সকলে মগ্ন হইলেন; ইন্দ্রিয়ের সংস্পর্শ বিলুপ্ত হইয়া গেল।

মুনিবর শাক্য পরে ইঁহাদিগকে মহাবনবিহারে রাখিয়া, কৌশাম্বীর মকুল পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন। এখন ইহাকে কোসম বলিয়া থাকে। ঐ গিরি এলাহাবাদের পশ্চিম দক্ষিণ, বিন্ধ্যগিরির শাখামাত্র। ঐ স্থানে তিনি একাকী নির্জ্জনতাজনিত অপার ধ্যানসমাধির সুখে দিন যাপন করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক বুদ্ধদেব মধ্যে মধ্যে

একা থাকিতে ভালবাসিতেন। ইহার গূঢ় অভিপ্রায় বেশ লক্ষিত হয়। অনেক সময় জীবন কর্ত্তব্যস্রোতে ভাসমান হইয়া যায়, পৃথিবীর তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে চলিতে থাকে। কিন্তু নিঃসঙ্গ জীবন অতলস্পর্শ গভীর আধ্যাত্মিক সমুদ্রে মগ্ন হইয়া যায়। মহাপুরুষেরা এক এক বার সমুদায় সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া অপার সাগরে ডুবিতেন এবং জীবনের অন্নপান সংগ্রহ করিতেন। এ জন্য তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য প্রয়োজন। এই ভাবে মকুলগিরি উপরি বিশ্রাম করিয়া, শাক্য রাজগৃহে পুনরায় উপনীত হইলেন। বিম্বসার পত্নী রাজ্ঞী ক্ষেমা এই অবসরে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ করিলেন, অতুল ঐশ্বর্য্য রাজ্য ও সুখ বিসর্জ্জন দিয়া সন্ন্যাসিনীর জীবন সার করিলেন। এই ব্যাপারে রাজ্যমধ্যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। কুলের কুলবধূগণ সশঙ্কিত হইলেন সকলে পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন, কে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়া নগরবাসিনীদিগকে সন্ন্যাসিনী করিয়া দিতেছে। ক্ষেমার ধর্ম্মগ্রহণে নবীনা গৃহিণীদের স্বামীরা এরূপ সাবধান হইতে লাগিলেন যে, ভিক্ষুগণের উপদেশে বৈরাগিণী হইয়া তাহারা চলিয়া না যায়। এমন কি, তৎকালে যেন ঘরে ঘরে বিভীষিকার ব্যাপার হইয়া উঠিল। বুদ্ধদেবের উপদেশের এমনই মোহিনী শক্তি ছিল যে, মন দিয়া এক বার নির্ব্বাণতত্ত্ব শুনিলে সে আর গৃহে থাকিতে পারিত না। রাজগৃহে তাঁহার এক শিষ্য অদ্ভুত ক্রিয়া দ্বারা ভিক্ষাপাত্র লাভ করিয়াছে বলিয়া চতুর্দ্দিকে জনরব উঠিল, অনেকে ভীত হইয়া ধর্ম্মের শরণাগত হইতে লাগিল। বুদ্ধদেব তাহা অবগত হইয়া, তাহার পাত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন এবং এইরূপ অদ্ভুত কার্য্য করিতে তাহাকে নিষেধ করিয়া দিলেন। তিনি এ জন্য বিশেষ সতর্ক হইলেন যে, কোনরূপ প্ররোচনাতে যেন লোকে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ না করে। শুদ্ধসাত্ত্বিক ভাবে নির্ব্বাণ-লাভার্থ ভিক্ষুগণ তাঁহার শরণাগত হইলেই প্রকৃত কার্য্য হইবে, ইহা তিনি বিলক্ষণ বিশ্বাস করিতেন। পর বৎসরে বর্ষাকালে তথাগত কপিলবস্তুর নিকটবর্ত্তী সংসুমার পর্ব্বতে বিহার করিতে আসিলেন। ঐ স্থানে নকুল ও মগালির পিতা মাতা তাঁহার ধর্ম্মগ্রহণ করেন। এখান হইতে তিনি দ্বিতীয় বার কৌশাম্বীতে যান। মগালি ইঁহার শিষ্যগণের মধ্যে অতিশয় বক্র প্রকৃতির লোক, সুতরাং কোন কারণে গৌতম ও আনন্দের বিষম বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল, সন্ন্যাসাশ্রম ভগ্ন করিবার উপক্রম করিল, বেশ দুই পক্ষ হইয়া দাঁড়াইল। উভয়পক্ষ মধ্যে সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, প্রেম সংস্থাপন করিতে তিনি যত্নবান্ হইলেন; কিন্তু মনোরথ পূর্ণ হইল না বিধায়, অগত্যা নিতান্ত দুঃখিত-মনে তিনি একা পারিলেয়ক বনে চলিয়া গেলেন।

এই স্থানে গ্রামস্থ লোকেরা নিভৃত বনে তাঁহার জন্য এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দেয়। ঐ স্থানে তিনি বর্ষার চারি মাস অবস্থিতি করেন। এ দিকে ভিক্ষুগণ লজ্জিত ও বিষণ্ণ হইয়া, অবশেষে গুরুর সন্নিকট আসিয়া শরণাগত হইয়া পড়িলেন ও অতি কাতর ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা আসিবা মাত্র দয়ালু গৌতম সাদরে গ্রহণ করিলেন, এবং অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "যাহারা বিষয়ের

তুচ্ছত্ব অবগত নহে, তাহারা বিবাদ করিতে পারে, তাহাদের পক্ষেও একটু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যে ব্যক্তি দূরদর্শী সুধীর প্রশান্ত জ্ঞানীর সঙ্গ পাইয়াছে, সে ইচ্ছা করিলে সুখে বিহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার সঙ্গ ইহার বিপরীত, বরং অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন, তাহার পক্ষে একা থাকাই শ্রেয়ঃ। অতএব তোমাদের সঙ্গে আর আমার প্রয়োজন নাই। আমি একাকী জীবন যাপন করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য সাধন করিব, তোমরা আমার কার্য্যের বিশেষ প্রতিবন্ধক।" তাঁহার এই নিতান্ত কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকেই অনুতপ্ত হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। এই ভাব দেখিয়া শাক্যের হৃদয় দয়াতে দ্রবীভূত হইয়া গেল! তখন তিনি তাহাদিগের সহিত শ্রাবস্তি নগরে উপনীত হইলেন, এবং তথা হইতে মগধে পুনরায় চলিয়া যান। এখানে বীজবপকের আখ্যায়িকা দ্বারায় ব্রাহ্মণতনয় ভরদ্বাজকে স্বীয় পথে আনয়ন করেন। এই ব্রাহ্মণের কিছু ভূমিসম্পত্তি ছিল, তিনি কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদা সিদ্ধার্থ ভিক্ষাপাত্র হস্তে লইয়া ইঁহার দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়াছেন, তেজস্বী পুরুষ দেখিয়া গৃহের অপরাপর সকলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া সমাদর করিলেন, কিন্তু ভরদ্বাজ সন্ন্যাসী দেখিবামাত্র অগ্নিসম হইয়া উঠিলেন। গৃহ হইতে বহিঃপ্রাঙ্গণে আসিয়া বলিলেন, "দেখ, শ্রমণ ঠাকুর! আমি ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাতে বীজ বপন করি, তাই শস্য হয়, আর আহার করিয়া শরীর রক্ষা করি। তুমিও যদি ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া কর্ষণ কর ও বীজ বপন কর, তাহা হইলে সহজে আহার পাও, এরূপ দুঃখ পাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, "ওহে ব্রাহ্মণ, আমিও যে কৃষিকার্য্য করি ও বীজ বপন করিয়া থাকি, তজ্জনই আহার উপস্থিত হয়।" তাহা শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন, "বেশ তুমি বৈরাগী, তুমি আবার কৃষক কিরূপে? তোমার বলদ নাই, বীজও নাই, হালও নাই, তবে আর কৃষিকার্য্য কিরূপে নির্ব্বাহ হইয়া থাকে?" ইহা শুনিয়া শাক্য বলিলেন, "বিলক্ষণ, কেন বিশ্বাস আমার বীজ, যাহা আমি মানবের হৃদয়ক্ষেত্রে বপন করিয়া থাকি, সাধুকার্য্য আমার জলসেচন, ইহা যত করি তত ভূমি উর্ব্বরা হয়; জ্ঞান ও বিনয় আমার ফাল এবং আমার চিত্ত পরিচালক রশ্মি। আমি ধর্ম্মরূপ হলমুষ্টি ধরিয়া আছি। ব্যাকুলতাই আমার তাড়না, পরিশ্রম আমার বলদ। এইরূপে আমি কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকি, ইহাতে ক্ষেত্রজ অবিদ্যাকণ্টকতরুসবল বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎপরে নির্ব্বাণের অমৃতময় অপূর্ব্ব ফল উৎপন্ন হয়। দেখ, এবংবিধ কৃষিকার্য্যে দুঃখের অবসান হয়।" এই আখ্যায়িকার প্রত্যেক ভাব ভরদ্বাজের হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া গেল, কে যেন তাঁহার চিত্ত কাড়িয়া লইল, কি এক অপরূপ ভাব তাঁহার আত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিল। ব্রাহ্মণ আর আত্মস্থ থাকিতে পারিলেন না, তদ্দণ্ডেই জীবন বুদ্ধের চরণে সমর্পণ করিলেন এবং কৃষিকার্য্য ও বলদ হাল ছাড়িয়া ভিক্ষুর নূতনবিধ কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন।

শাক্যসিংহ পুনরায় বর্ষা ঋতুতে চালিয় গ্রামে মাসত্রয় বাস করিয়া শ্রাবস্তিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরে কপিলবস্তুর ন্যগ্রোধ বনে গিয়া কিছু দিন অবস্থিতি

করেন। তথায় মহানাম নামে—তাঁহার অপর এক খুল্লতাতপুত্র পিতা শুদ্ধোদনের রাজত্বের অধিকারী হইয়া রাজকার্য্য করিতেন, তাঁহার সুমধুর উপদেশ শুনিয়া ঐ ব্যক্তি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলেন। এই বার শাক্যরাজ্য একেবারে ধ্বংস হইয়া গেল, আর বংশের মধ্যে কেহই উত্তরাধিকারী রহিল না। কথিত আছে, যশোধরা গোপা সন্ন্যাসিনী হওয়াতে দণ্ডপাণি শাক্যের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া অভিসম্পাত দিয়াছিলেন। এই পাপে নাকি তিনি সবংশে উৎসন্ন হইলেন।

এখান হইতে আলবী হইয়া রাজগৃহে আবার কিছু দিন বিহার করত বেণুবন-বিহারে চারি মাস অতিবাহিত করেন। তথায় এক দিবস তিনি দেখিলেন যে, এক শিকারী ব্যাধ জাল বিস্তার করিয়া এক মৃগ ধরিয়াছে। বুদ্ধদেব বড় দয়ার্দ্রচিত্ত ছিলেন, জীবের ক্লেশ কোন প্রকারে দেখিতে পারিতেন না, সুতরাং আস্তে আস্তে ঐ মৃগকে পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়া এক তরুতলে উপবিষ্ট হইয়া সমাধিস্থ হইলেন। ঐ ব্যাধ দূর হইতে সমুদায় দেখিতেছিল, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিল, কিন্তু উহা ধ্যানাবস্থায় সংজ্ঞাহীন শাক্যের শরীর স্পর্শ না করিয়া ভূপতিত হইল। অতঃপর ঐ ব্যাধ তাঁহাকে তদবস্থাপন্ন দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। শাক্য তখন ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাহাকে দয়া ও প্রেমের কথা বলিতে লাগিলেন, সে তখন চিত্রার্পিতের ন্যায় হতভম্ব হইয়া শুনিতে শুনিতে অবশেষে তাঁহার শরণাগত হইল। উহারা সপরিবারে তাঁহার ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নীচবৃত্তি পরিত্যাগ করিল। তৎপরে তথাগত শ্রাবস্তিতে গিয়া আবার কিছুকাল বিশ্রাম করেন। প্রথমে বুদ্ধ স্বয়ং ভিক্ষার্থ দ্বারে দ্বারে যাইতেন, কিন্তু শেষে নিতান্ত বয়োধিকত্ব বশতঃ তাহা পরিত্যাগ করেন। তাঁহার এক শিষ্য তাঁহার জন্য ভিক্ষা করিয়া আনিত। কিন্তু এ ব্যক্তি তাহাতে আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া স্বীয় গুরুদেবকে বড় অবমাননা করিত। ইহা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য জানিয়া শাক্য অতঃপর আনন্দকেই তাঁহার নিতান্ত অনুগত সঙ্গী করিলেন। আনন্দ ছায়ার ন্যায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিতেন। কিছু কাল পরে দূরতর স্থান ভ্রমণের ইচ্ছা হওয়াতে শাক্যসিংহ দক্ষিণ প্রদেশ পর্য্যটন করিয়া আসিলেন। রাজগৃহ ও শ্রাবস্তি এই দুই বিহার তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল। অধিকাংশ সময় তিনি এই দুই বিহারে প্রবাস করিতেন।

একদা সিদ্ধার্থ রাজগৃহে উপনীত হইয়াছেন, এমন সময় তাঁহার এক শিষ্য দেবদত্ত তথায় রাজা বিম্বসারতনয় অজাতশত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তৎসাহায্যে এক বিহার নির্ম্মাণ করত এক স্বতন্ত্র দল সংস্থাপন করিতে উদ্যত হয়। দেবদত্ত আনন্দের সহোদর ও শাক্যের আত্মীয় ভ্রাতা। ঐ ব্যক্তির প্রকৃতি তত বিশুদ্ধ ছিল না বিশেষতঃ কিছু স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় হওয়াতে স্বয়ং এক জন গুরু ও নেতা হইবার বাসনা করিত। গৌতম বেণুবনবিহারে আছেন শুনিয়া দেবদত্ত তাঁহারই নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আমার অধীনে স্বতন্ত্র সন্ন্যাসাশ্রম স্থাপন করিতে ইচ্ছা করি এবং আপনার বৈরাগ্য-প্রণালী অপেক্ষা আমি কঠিনতর শাসনপ্রণালী ও পবিত্রতানুসারে সন্ন্যাসীদিগকে

পরিচালিত করিতে অভিলাষ করি। কিন্তু তিনি তাহার কথায় সম্মতি না দেওয়াতে দেবদত্ত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া বিদ্রোহিভাবে চলিয়া গেল। ঐ দুষ্টমতি অবশেষে অজাতশত্রুর প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া গর্হিত কার্য্য করিতেও কুণ্ঠিত হইল না। কথিত আছে, দেবদত্তের কুমন্ত্রণায় অজাতশত্রু পিতা বিম্বসারকে হত্যা করিয়া মগধের রাজসিংহাসন অধিকার করেন। সুগত যতদিন জীবিত ছিলেন, ঐ হতভাগ্য পাপমতি তাঁহার জীবনবিনাশের জন্য তিন বার প্রয়াস করে, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তিনি বর্ষার সময় যখনই এই বেণুবনবিহারে আসিতেন, তখনই ঐ দুষ্ট শিষ্য তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে অবমাননা করিত, এবং তাঁহাকে আসিয়া বলিত যে, "ভিক্ষুদিগের এই প্রধান ধর্ম্ম যে, তাহারা নগরের দূরবর্ত্তী অনাচ্ছাদিত প্রান্তরে শয়ন ও অবস্থান করে; এরূপ বিহারে থাকা কখন উচিত নহে। পরিত্যক্ত চীরখণ্ড পরিধেয় হওয়া কর্ত্তব্য, নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করিয়া অথবা বিহারে প্রদত্ত অন্ন না লইয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াই জীবন ধারণ সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম, এবং শুদ্ধতত্ত্ব শ্রবণের পক্ষে মৎস্য মাংস একেবারে নিষিদ্ধ। অতএব আপনি এইরূপ নিয়মে কেন চলেন না?" তদুত্তরে শাক্য বলিলেন, "স্থানবিশেষে এরূপ নিয়ম রক্ষিত হইতে পারে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ইহা সন্ন্যাসিগণের পক্ষে অবশ্যপালনীয়রূপে নির্ণীত হওয়া নিষ্প্রয়োজন। বিশেষতঃ যুবা ও কোমল প্রকৃতির সন্ন্যাসীরা এই কঠোর নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম। ভিক্ষু ঔদরিক না হন, এতদ্ভিন্ন আহারের প্রতি এত বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আবশ্যক নাই। দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে যেরূপ খাদ্য প্রচলিত, ভিক্ষু তাহাই গ্রহণ করিবেন। নির্ব্বাণপ্রার্থী সন্ন্যাসীর পবিত্র হওয়াই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। তরুতলে বা গৃহবাসে, পরিত্যক্ত ছিন্ন বা ধনিপ্রদত্ত নব বসন পরিধানে, মৎস্য মাংস ত্যাগে বা গ্রহণে কিছু আসে যায় না। দেখ, এই সকল বিষয়ে এত কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিলে নির্ব্বাণের পথে ব্যাঘাত জন্মিতে পারে। অতএব এইরূপ একবিধ নিয়ম করিবার কোন আবশ্যকতা দেখা যায় না। কারণ কেহ দুর্ব্বল, কেহ সবল, কেহ বা কোমলস্বভাব, কেহ কঠোরপ্রকৃতি, কেহ কষ্টসহিষ্ণু, কেহ বা তত সহিষ্ণু নহে; সুতরাং নির্ব্বাণপ্রার্থীর পক্ষে বাহ্য বৈরাগ্যসাধনে এত কঠোরতায় উপকারিতা নাই। আধ্যাত্মিক পবিত্রতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ও সাধন নিতান্ত কর্ত্তব্য।" দেবদত্ত ধর্ম্মরাজ গুরুর এই কথা শুনিয়া অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া গেল, এবং শেষে নিজে এক স্বতন্ত্র আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া, কতকগুলি সন্ন্যাসী ও শ্রমণদল গঠন করিয়া, কিছু দিন ধর্ম্ম-সাধনের ভাণও করে, প্রচারও করে; কিন্তু অল্প দিনের মধ্যেই ইহার লীলা সংবরণ করিতে হইয়াছিল। অজাতশত্রু কেবল নামে বৌদ্ধ ছিলেন। গৌতমের মৃত্যুর একবর্ষ পূর্ব্বে ইনি শ্রাবস্তি অধিকৃত এবং কপিলবস্তু সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন।

এইরূপে বোধিসত্ত্ব প্রায় ৪৪ বৎসর প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি সমুদয় মগধ, অযোধ্যা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অনেক স্থান এবং দক্ষিণ দেশে ভ্রমণ করিয়াছেলেন। বৎসরের মধ্যে আট মাস পর্য্যটন করিতেন ও চারি মাস এক স্থানে পর্ণকুটীরে অবস্থিতি

করিয়া উপদেশ দিতেন। বর্ষাকালে চাতুর্মাস্যের সময় গ্রামস্থ লোকেরা প্রায় উপদেশ শুনিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিত, সেই অবকাশে খুব মধুর বক্তৃতার শ্রোতৃবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিতেন।

অনন্তর তিনি সর্ব্বশেষে বৈশালীতে সমাগত হন। আত্মদৃষ্টি সহকারে উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে। এই বিবেচনায় একদিন তথায় সমুদয় অর্হৎ, স্থবির ভিক্ষু, শ্রমণ ও শ্রাবকদিগকে সমবেত করিয়া এই উপদেশ দিলেন। "হে ভিক্ষুগণ, সম্পূর্ণভাবে শিক্ষা কর, সাধন কর, পূর্ণ হও, নির্ব্বাণ লাভ কর। যে ধর্ম্ম আমি প্রকাশ করিলাম। তাহা ইতস্ততঃ প্রচার কর। এই পবিত্রতা ও নির্ব্বাণধর্ম্ম যেন চিরস্থায়ী হয়, শত শত নরনারী সুখী ও কল্যাণের জন্য ইহাতেই যেন নিত্যকাল স্থিতি করে। দেবতা ও মনুষ্যগণের মধ্যে শান্তি বিস্তার ও দুঃখ অবসান করিতেই যেন এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। হে ভিক্ষুগণ, অল্প দিনের মধ্যেই তথাগত ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন। মাসত্রয়ের ভিতর তাঁহার মৃত্যু হইবে। আমার বয়স পূর্ণ হইয়াছে, জীবনের কার্য্যও শেষ হইয়াছে, শরীর অবসন্ন ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। আমি এখন তোমাদিগকে রাখিয়া যাইতেছি, এখন তোমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতে চাই। ভিক্ষুগণ, আনুরাগী ধ্যানপরায়ণ ও পবিত্র হও; প্রতিজ্ঞা ও ব্রতপালনে দৃঢ়তর হও, স্বীয় হৃদয়ের প্রতি নিয়ত দৃষ্টি রাখ। যে অনুরাগের সহিত এই ধর্ম্মের অনুসরণ ও সাধন করিবে, সেই জীবনসাগরে পার হইবে এবং দুঃখ হইতে নিস্তার পাইবে।"

স্থবিরগণ তাঁহার শেষোক্তি শ্রবণমাত্র বিস্ময়ান্বিত ও স্তম্ভিত হইলেন, এবং সকলে ম্রিয়মাণ হইয়া আত্মচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। পরে গম্ভীরপ্রকৃতি সুগত একান্তে নিকটে কাশ্যপকে ডাকিয়া বলিলেন যে, "দেখ, তোমার সহিত আমি বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিব, তোমাতে আমি এবং আমাতে তুমি, এইভাবে উভয়ে উভয়ের মধ্যে নিত্য অবস্থান করিব, তুমি আমার প্রতিনিধি হইয়া সকলের পরিচালক হইয়া থাকিবে।" কাশ্যপ তখন নিতান্ত দীনভাবে প্রেমের সহিত তাঁহার আদেশ পালন করিলেন। কি চমৎকার! তিনি আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপন করিয়া বিচ্ছেদজনিত ক্লেশ হইতে শিষ্যদিগকে মুক্ত করিলেন। এই ত প্রকৃত যোগ, ধর্ম্ম ও প্রেমে যে যোগ স্থাপিত হয়, তাহা কদাপি বিচ্ছিন্ন হয় না। পাছে শিষ্যগণ তাঁহার অদর্শনে দুর্ব্বল ও সাধনহীন হইয়া পড়ে, এজন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইলেন।

অনন্তর তিনি বৈশালী হইতে কুশী নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে পাবা গ্রামে চণ্ড নামে নীচ জাতির গৃহে আতিথ্যসৎকার গ্রহণ করিলেন। ঐ ব্যক্তি আত্মবৎ সেবা করিবে বলিয়া, শূকরের মাংস ও অন্ন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহার ভিক্ষার এই এক প্রধান নিয়ম ছিল যে, দাতা যাহা দিত, তাহাই আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ তাঁহাকে মাংসাদি আহার করাইত না। তবে তাঁহার কোন স্পষ্ট নিষেধও ছিল না। চণ্ডের সেই মাংস অন্ন গ্রহণ করিয়া

শাক্যসিংহ কিঞ্চিৎ পীড়াগ্রস্ত হইলেন ; উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন ; পথে যাইতে যাইতে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, চলচ্ছক্তি রহিত হইল, তৃষ্ণায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। পরে কুকুণ্টা নদীতীরে উপবেশন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন। আনন্দ জল পান করাইয়া তাঁহাকে কতকটা সুস্থ করিলেন। পরে নদীতে অবগাহন করিয়া তিনি বরং সবল হইয়া বেশ আরাম পাইলেন। এইরূপে বিশ্রাম লাভ করিয়া কুশী নগরের নিকটবর্ত্তী উদ্যানে উপস্থিত হইলেন। তথায় গিয়া তিনি বেশ বুঝিলেন যে, মৃত্যু তাঁহার আসন্ন। তখন তিনি শান্তমনে ভাবিতে লাগিলেন যে, চণ্ডের প্রদত্ত আহার্য্য আমার এই সাংঘাতিক পীড়ার কারণ। তাহাতে তিনি কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ বা ভীত হইলেন না, বরং শান্ত ও ধীর থাকিয়া তাহারই শুভ চিন্তনে দয়ার্দ্র হইলেন। চণ্ড যদি ইহা জানিতে পারে, তাহা হইলে সে আপনাকে তিরস্কার করিয়া আত্মঘাতী হইবে এবং অপরে আমার মৃত্যুর কারণ অবগত হইলে, গরিব চণ্ডকেই সকলে ভৎসনা করিবে ; এই ভাবিয়া তিনি আনন্দকে গোপনে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ, তুমি চণ্ডকে বলিও যে, তোমার জন্মান্তরে বিশেষ পুরস্কার লাভ হইবে, কারণ তোমারই অন্নে সিদ্ধার্থ নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে দুই ব্যক্তি তাঁহার যথার্থ হিতকারী বন্ধু, সুজাতা ও চণ্ড। সুজাতার প্রদত্ত অন্নে বোধি প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে জীবন রক্ষিত হইয়াছিল, আর চণ্ডের ভিক্ষাতে ইহলোক হইতে অবসৃত হইলেন।" সুগত চণ্ডের প্রতি কি অপার ক্ষমা দয়া ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন, পাছে তাহার হৃদয় দুঃখিত হয়, তজ্জন্য কত সান্ত্বনা ও মধুর বচনে প্রবোধ দিলেন। তিনি জীবন ও মৃত্যু দুই সমান ভাবে নিরীক্ষণ করিতেন। ভাবিয়া দেখিলেন যে, এই ত আমার অন্তিমকাল, এখন জীবনের কিছু গূঢ় কথা বলিয়া যাওয়া আবশ্যক বিধায়, প্রিয় শিষ্য আনন্দকে কাছে বসাইয়া, তিরোভাব হইলে কিরূপে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও সমাধি হইবে, তাহার বিশেষ বিবরণ বলিয়া দিলেন। অপিচ ভিক্ষুকী রমণীগণের প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিলেন, দেখ, ইঁহাদের মধ্যে শুদ্ধতা ও বৈরাগ্য যাহাতে প্রবল থাকে, তদ্বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিবে। স্থবিরগণের সহিত সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধ ও ব্যবহার বিষয়েও অনেক গভীর কথা আনন্দকে শেষ উপদেশ দিলেন। নারী শিষ্যদিগের সম্বন্ধে তিনি যে সকল নিয়ম ও সাধন নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা যেন বিশেষরূপে প্রতিপালিত হয়। স্থবির ও ভিক্ষুসকল যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন, ইহার একটি নিয়মও যেন অন্যথা না হয়, তিনি দৃঢ়রূপে এই বিষয়ে সাবধান করিয়াছিলেন।

তাঁহার এই বাক্যাবসানে আনন্দ নিতান্ত ভগ্নোদ্যম ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, এবং একান্তে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। হায়! এখনো ত আমি পূর্ণ হই নাই, আমার সিদ্ধিলাভের এখনো কিছু অবশিষ্ট আছে, ইহার মধ্যে ত ভগবান্ লোকনাথ গুরুদেব আমাদের নিকট হইতে বিদায় লইতেছেন? তিনি যে আমায় বড় ভাল-বাসিতেন, আমার প্রতি অত্যন্ত সদয় ছিলেন। এইরূপে রোদন করিতে করিতে আনন্দ

অস্থির হইয়া গেলেন, তাঁহার নয়ন অশ্রুজলে ভাসিয়া গেল, গুরুদেবের প্রেম ও স্নেহ স্মরণে হৃদয় উথলিত হইতে লাগিল, শোকাবেগ সংবরণ করা তাঁহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল। আনন্দ অতিশয় কোমল-প্রকৃতি প্রেমিক ছিলেন, এবং শাক্যের প্রিয় ও অনুগত ছিলেন, তাঁহার জীবন ও উপদেশ আনন্দের হৃদয়ে যেন জ্বলন্তভাবে মুদ্রিত হইত। তিনি গুরুর প্রত্যেক কথার অনুসরণ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। আনন্দ নির্জ্জনে গিয়া রোদন করিতেছেন, গৌতম ইত্যবসরে দেখিলেন, আনন্দ নিকটে নাই। তাঁহার রোদন-ধ্বনি দূর হইতে শুনিতে পাইয়া এক শিষ্যের দ্বারা ডাকাইয়া আনিলেন, অনেক সান্ত্বনা ও নির্ব্বাণের আশা দিয়া বলিলেন, "আনন্দ, আমি ত তোমায় সংসারের অনিত্যতাবিষয়ে অনেকবার বলিয়াছি। দুঃখিত হইও না, বিলাপ করিও না। আমি কি তোমাকে বলি নাই যে, আমরা অত্যন্ত প্রিয়তম ও সুখকর বিষয় হইতেও বিচ্ছিন্ন হইব? দেখ, এই অবনীমণ্ডলে যে কোন জীব প্রেমে সম্মিলিত হউক না, কেহই বিচ্ছেদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবে না। আনন্দ, তুমি আমার সহিত অনেক দিন হইতে আছ, আমার অতিশয় প্রিয় নিকটস্থ, তুমি সেবা ও দয়া, চরিত্র, ধ্যান ও কথায় আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তুমি নিয়ত সৎকার্য্য করিয়াছ, এখন সাধনে দৃঢ় ও অধ্যবসায়ী হও, তবে অজ্ঞানতার শৃঙ্খল যে জীবনতৃষ্ণা, তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিবে।" অতঃপর অপরাপর শিষ্যের প্রতি চাহিয়া আনন্দের দয়া ও আত্মদৃষ্টি উল্লেখ করিয়া উপদেশ দিলেন।

যে দিন তিনি এই নশ্বর ধূলিময় দেহ পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্ব রজনীতে কুশীনগরস্থ সুভদ্র নামে এক দার্শনিক ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসু হইয়া উপস্থিত হইলেন। আনন্দ এই ভয়ে ব্রাহ্মণকে গুরুদেবের নিকট যাইতে নিষেধ করিলেন যে, পাছে অনেকক্ষণ কথোপকথনে রোগ বৃদ্ধি হয় ও কাতর হইয়া পড়েন। এ দিকে বুদ্ধদেব তাঁহাদের কথা শুনিয়া জানিতে পারিয়া, সুভদ্রকে ডাকিলেন। ব্রাহ্মণ তদবস্থায় জিজ্ঞাসা করিলেন যে, শেষ ছয় জন গুরু কি সমুদায় বিষয় জানিতেন, অথবা, কতক অংশ জানিতেন, কিংবা কিছুই জানিতেন না। তিনি বলিলেন, "দেখ, এখন এ বিষয় চর্চ্চা করিবার সময় নহে। তুমি শ্রবণ কর, আমি আমার ধর্ম্মের তত্ত্ব তোমার নিকট ব্যাখ্যা করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি মুক্তি ও নির্ব্বাণ বিষয় বিশদরূপে বর্ণন করিলেন, যাহা আর কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। অষ্ট প্রকার পবিত্রতাসাধনের মার্গও বুঝাইয়া দিলেন। নির্ব্বাণের প্রথম শুদ্ধি ও অন্তে প্রেম, এই শেষ কথা বলিয়া তিনি তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। সুভদ্র তাঁহার এই উপদেশে ঐ নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন।

ভগবান্ শাক্যসিংহ ক্রমে দুর্ব্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন দেখিয়া, তখন তিনি আনন্দ প্রভৃতি ভিক্ষু ও স্থবিরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "তোমরা মনে করিও না যে, আমার কথা নিঃশেষিত হইল, গুরুদেব ইহলোক হইতে চলিয়া গেলেন, আর আমাদের কেহই নাই। আমার প্রচারিত ধর্ম্ম, উপদেশ ও সাধনপ্রণালী তোমাদের

চির উপদেশার্থ নেতা হউক ; ভিক্ষুগণ, এই সময় তোমাদের কাহারো কোন বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে বল। ধর্ম্ম বা মার্গে অথবা সাধুতার বিষয়ে প্রশ্ন থাকিলে মীমাংসা করিয়া লও, আর আমার সহিত তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে না, এখন শেষ অবস্থা। পুনরায় বলিতেছি এই শুভ মুহূর্ত্ত।" এই কথা বলিয়া তিনি কিছু স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন কিন্তু সকলেই নিস্তব্ধ হইয়া রহিল দেখিয়া, তিনি মনে করিলেন, ইহারা নির্ব্বাণের চরম সাধনে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তথাপি স্নেহ ও প্রেম বশতঃ স্থির থাকিতে পারিলেন না। সেই মৃত্যুশয্যা হইতে পুনরায় বলিলেন, "ভিক্ষুগণ! আমার শেষ উপদেশ, সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব নির্ব্বাণকামনায় যত্নশীল হও।" এই কথা বলিতে বলিতে তিনি অচেতন হইয়া পড়িলেন, একেবারে সংজ্ঞা-রহিত হইলেন।

হায়! সুগত বহুশিষ্যপরিবেষ্টিত হইয়া অশীতি বৎসর বয়সে শুক্লপক্ষে বিশাল শালতরুতলে কুশী নগরে অন্তর্হিত হইলেন। ৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে ৫০০ শত শিষ্য রাখিয়া, শাক্যসূর্য্য অস্তমিত হইলেন। যিনি জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পরসেবা ও নির্ব্বাণ-প্রচারে যত্নবান্ ছিলেন, যিনি আপনার সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া পরকে সুখী করিবার জন্য প্রাণপণে সচেষ্ট ছিলেন, তাঁহার অদর্শনে ও বিচ্ছেদে সাধারণ ভিক্ষুগণ অস্থির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের বিলাপ ও খেদোক্তিতে যেন গগন আচ্ছাদিত হইল, বনের পশু পক্ষী বৃক্ষ লতাদিও যেন সমদুঃখী হইল ; কিন্তু অর্হদগণ বিচ্ছেদ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া শোকাবেশ সংবরণ করিলেন। অতঃপর সকলে সুস্থির হইয়া চন্দনকাষ্ঠের চিতার উপর তাঁহার মৃতদেহ নব বস্ত্রে আবৃত করিয়া স্থাপিত করিলে, মহাকাশ্যপ ও অপরাপর পাঁচ শত ভিক্ষু উহা তিনবার প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার চরণবন্দনা ও স্তব স্তুতি করিয়া চিতা প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। অসার নশ্বর শরীর ক্ষণেকের মধ্যে ধ্বংস হইয়া ভস্মাবশেষ হইল। ভিক্ষুসমূহ সেই ভস্মরাশি ধাতুময় পাত্রে পূর্ণ করিয়া, সুগন্ধ পুষ্প তদুপরি আচ্ছাদিত করত, নৃত্য গীত করিতে করিতে নগর মধ্যে আনয়ন করিলেন। উহা তথায় মহাসম্মানের সহিত সপ্ত দিবস রক্ষিত হইল। পরিশেষে তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি খণ্ড রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলবস্তু, অলকাপুর, রামগ্রাম, উথ দ্বীপ, পাওয়া এবং কুশী নগর, এই আট স্থানে প্রোথিত করিয়া তদুপরি আটটি স্তূপ নির্ম্মিত করা হইল। মহাসত্ত্ব বুদ্ধদেবের প্রতি লোকের এতাদৃশী ভক্তি ও অনুরাগ হইয়াছিল যে, সেই সময়ে তাঁহার দন্ত ও কেশাদি লইয়া, বহুব্যয় করিয়া তাহা সংরক্ষণ জন্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই সকল মন্দির বিশেষ বিশেষ তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

অভিধর্ম্মচিন্তামণি ও সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক নামক পুরাতন সংস্কৃত গ্রন্থে বোধিমার্গের বিষয় বিশেষ বিবৃত হইয়াছে। প্রথমতঃ এক আদি বুদ্ধ আছেন, তিনি অনাদি, অনন্ত, চিৎস্বরূপ, অশরীরী, মূলাধার ও সকলের কারণ। তাঁহা হইতে পাঁচটি বুদ্ধ প্রসূত হয়, তাঁহারা আদি অন্তের অধীন। ইহারা পঞ্চভূত, পঞ্চেন্দ্রিয় ও পঞ্চ মনের সাক্ষাৎ

কারণ অর্থাৎ পাঁচ আত্মস্বরূপ হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন রূপ, বিভিন্ন জাতি, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ মানব মানবীর রচনা বোধিসত্ত্বদিগের ক্রিয়া এবং তাঁহারাই শাসনকর্ত্তা। ফলতঃ জড় ও সচেতন জগৎ এই পঞ্চ বুদ্ধ হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। ষষ্ঠ বুদ্ধ বজ্রসত্ত্ব আদি বুদ্ধ হইতে সম্ভূত হইয়া মানবের চিত্ত, ভাব ও বেদনা গঠন করিয়া থাকেন। রত্নপাণি, বজ্রপাণি, সমন্তভদ্র, পদ্মপাণি ও বিশ্বপাণি, এই পঞ্চ বোধিসত্ত্ব পর্য্যায়ক্রমে বিশ্বের স্রষ্টা ও শাসনকর্ত্তার কার্য্য করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান যুগের শাস্তা ও পাতা পদ্মপাণি বা অবলোকিতেশ্বর।

(১১)

বুদ্ধবচনসার

ঘোর অন্ধকারের মধ্যে কি বিশুদ্ধ নীতিই প্রচারিত হইয়াছিল। যখন পৃথিবীর চারি দিক্ পাপ ব্যাভিচার পশুব্যবহার ও অপবিত্রতায় আচ্ছন্ন, তখন বুদ্ধদেব অতি বিশুদ্ধ নীতি ও কর্ত্তব্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, আমি তাহার সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

লোকে ভগবতো লোকনাথাদারভ্য কেবলম্।
যে জন্তবো গতক্লেশা বোধিসত্ত্বানবেহি তান্ ॥
সাগসেঽপি ন কুর্ব্বন্তি ক্ষময়া চোপকুর্ব্বতে।
বোধিং স্বসৈাব যচ্ছন্তি তে বিশ্বধরণোদ্যমাঃ ॥

ভগবান্ লোকনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া যে সকল জীব গতক্লেশ অর্থাৎ মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে তুমি বোধিসত্ত্ব বলিয়া জান। অপরাধ করিলেও যাঁহারা ক্রোধ করেন না, প্রত্যুত ক্ষমাগুণে উপকার করেন এবং অপরকে আত্মজ্ঞান অর্পণ করেন, তাঁহারাই বিশ্বধারণে উদ্যত।

দশাজ্ঞা

সাধারণের প্রতি

জীবহিংসা করিও না, চুরি করিও না, পরদার করিও না, এবং মাদক দ্রব্য সেবন করিও না।

ভিক্ষুগণের প্রতি

দ্বিতীয় প্রহর বেলা অতীত হইলে আহার করিবে, নাট্য ক্রীড়া ও সঙ্গীতাদি হইতে বিরত থাকিবে, অলংকারাদি এবং সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার করিবে না, দুগ্ধফেণনিভ শয্যায় শয়ন অনুচিত, রৌপ্য ও সুবর্ণ গ্রহণ নিষিদ্ধ।

ধর্ম্ম ও কর্তব্য

দেব জিজ্ঞাস্য করিলেন, দেবতা মানবগণের বিবিধ সুখকর ও প্রিয়তম কর্ত্তব্য আছে, হে প্রভো, তম্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ও সুখকর সৎক্রিয়া কি, প্রধান ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কি তাহা প্রচার করুন।

বুদ্ধ বলিলেন ঃ—

১। অজ্ঞানের অনুগত না হইয়া জ্ঞানীর সেবা করা ও মাননীয় ব্যক্তিকে সম্ভ্রম করা পরমধর্ম্ম।

২। নিয়ত শান্তিধামে বাস, পূর্ব্ব জন্মে সাধুতা উপার্জ্জন এবং হৃদয়ে সাধু ইচ্ছা পোষণ করাই পরমধর্ম্ম।

৩। গভীর আত্মদৃষ্টিশিক্ষা, আত্মসংযম ও প্রিয় বচন পরমধর্ম্ম।

৪। পিতা মাতার সেবা করা, স্ত্রী পুত্রকে সুখী করা ও শান্তির অনুসরণ করাই পরমধর্ম্ম।

৫। দুঃখীকে দান, পবিত্রভাবে জীবন যাপন, আত্মীয়গণের সাহায্য দান, অনিন্দিত কার্য্যই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য।

৬। পাপ হইতে বিরত থাকা ও তৎপ্রতি ঘৃণা, মাদকদ্রব্য সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ ও সৎকার্য্যে পরিশ্রান্ত না হওয়াই মানবের ধর্ম্ম।

৭। শ্রদ্ধা, বিনয়, সন্তোষ, কৃতজ্ঞতা এবং যথাসময় ধর্ম্মতত্ত্ব শ্রবণ প্রকৃত শান্তি।

৮। কষ্টসহিষ্ণু ও দীনাত্মা হওয়া, সাধুসঙ্গ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করা যথার্থ সুখ।

৯। আত্মবশ ও পবিত্রতা, উচ্চ সত্য জ্ঞান ও নির্ব্বাণ উপলব্ধি জীবের একান্ত কর্ত্তব্য।

১০। জীবনের পরিবর্ত্তন ও বিচিত্র ঘটনাবলীর মধ্যে যাহার চিত্ত বিচলিত না হয় এবং যে হৃদয় শোক দুঃখ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত ও স্থির, তাহার ধর্ম্ম উচ্চ ধর্ম্ম।

১১। প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা পর্ব্বত-সমান অটল ও প্রত্যেক বিষয়ে যাঁহারা নিরাপদ, তাহারাই প্রকৃত সাধু।

বিবিধ

নর নারীর তাহাই প্রকৃত ধন, যাহাতে প্রেম, সাধুতা ও আত্মনিগ্রহ সমভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, যাহা পবিত্র মন্দিরে, বৌদ্ধ ধর্ম্মশালায়, অথবা ব্যক্তিবিশেষে অপরিচিত জনে, পর্য্যটকে লক্ষিত হয়, যাহা পিতা মাতা বা জ্যেষ্ঠভ্রাতার সর্ব্বস্ব, যে ধন সুপ্ত ও নিরাপদ, যাহা কদাপি নশ্বর নহে. মনুষ্য মৃত্যুকালে পৃথিবীর অতুল সম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া যে ধন স্বর্গে সঙ্গে লইয়া যায়, যে ধন কাহারও অন্যায় করে না, যাহা চোর চুরি

করিতে পারে না। অতএব জ্ঞানী ব্যক্তি সৎকর্ম্ম করুন, সেই ধন সহজেই উপার্জ্জিত হইবে।

এই ভূমণ্ডলে ঘৃণা দ্বারা কদাপি ঘৃণা পরাস্ত হয় না, কিন্তু প্রেমের দ্বারা পরাস্ত হইয়া যায়।

যেমন ভগ্ন কুটীরে বৃষ্টি নিপতিত হয়, তদ্রূপ অশাসিত চিত্তে ইন্দ্রিয় প্রবিষ্ট হয়। নির্ব্বোধ মূর্খ লোকেরাই অসার বস্তুর অনুসরণ করিয়া থাকে। হে ভ্রান্ত মনুষ্য সকল, অসার অনিত্য পদার্থের অনুসরণ করিও না ও কামসুখের শরণাগত হইও না, সাধুলোক অনুরাগকেই তাঁহার পরম ধন জ্ঞান করেন।

ধ্যানস্থ অনুরাগী অপার আনন্দ সম্ভোগ করেন, কারণ তিনি এক অনুরাগবলে অসারতা ও অহঙ্কার বিনাশপূর্ব্বক জ্ঞানের উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছেন। জ্ঞানী অজ্ঞানী পাপীকে নীচ বলিয়া জানেন। তিনি গভীর ও শান্ত হইয়া পৃথিবীর জন-কোলাহল তুচ্ছ করেন, যেমন গিরিশিখরস্থ নিম্নভূমিস্থ জনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

ধ্যানহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তির মধ্যে অনুরাগী যোগীই শ্রেষ্ঠ। নিদ্রিত ব্যক্তিগণের মধ্যে তাঁহারাই সদা জাগ্রৎ। জ্ঞানীই উন্নতির পথে নিয়ত বিচরণ করেন, অজ্ঞানী পশ্চাতে পড়িয়া থাকে, যেমন বলবান্ অশ্ব দুর্ব্বল ঘোটকের অগ্রে চলিয়া যায়।

মনকে বশীভূত করাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য, তাহাকে বশে রাখা বড় কঠিন, কারণ ইহা ক্ষণমুহূর্ত্তে কোথায় দৌড়িয়া যায় ও কোথায় গিয়া নিবৃত্ত হয়, তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। অতএব সংযত চিত্তই নিত্যসুখবাহক।

শত্রু আপন শত্রুর প্রতি, ক্রোধী অপর ক্রোধান্ধের প্রতি, দোষী অপরাধীর প্রতি যেরূপ ব্যবহার করুক না কেন, তাহা অত্যন্ত পাপ বৈ আর কিছুই নহে। কিন্তু যেমন মধুমক্ষিকা কাহারো অনিষ্ট করে না, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যায়, অথচ তাহার সৌরভ বা সৌন্দর্য্যের হানি করে না, কেবল অমৃত গ্রহণ করে, তদ্রূপ জ্ঞানী ব্যক্তিকেও এই ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতে হইবে। তিনি কেবল মধু সঞ্চয় করিবেন, অথচ তাঁহার দ্বারা কাহারো অনিষ্ট হইবে না।

চিন্তাহীন মানব এই লোকে কার্য্য করিয়া অকৃতকার্য্যতা লাভ করে অথবা তাহা শেষ না হইতেই পরিত্যাগ করে। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তির সর্ব্বদা দেখা উচিত, কোন্ কার্য্য তাঁহার করা হইয়াছে, কি তাঁহার অকৃত পড়িয়া আছে।

যে ব্যক্তি মুখে সাধু ও মিষ্ট কথা বলে, অথচ তদনুরূপ কার্য্য না করে, তাহার জীবন সৌরভবিহীন সুন্দর পুষ্পের ন্যায় নিষ্ফল।

যত দিন পাপ অত্যন্ত ভীষণরূপ ধারণ করিয়া বাহিরে প্রকাশিত না হয়, তত দিন নির্ব্বোধ লোকে মনে করে, ইহা সুখের কারণ; কিন্তু যখন তাহা পরিপক্ক হয়, তখন সে অশেষ ক্লেশ পায়।

এক ব্যক্তি সংগ্রামে সহস্র লোককে জয় করিতে পারে বটে, কিন্তু যে আপনাকে জয় করিয়াছে সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর।

পাপকে সামান্য লঘু জ্ঞান করা উচিত নহে। যদি কেহ মনে মনে চিন্তা করে যে, পাপ আমায় পরাস্ত করিতে পারে না তবে তাহার নিতান্ত ভ্রান্তি। কারণ কোন জল-পাত্রের এক দেশে বিন্দুমাত্র ছিদ্র থাকিলে, তাহা ক্রমে ক্রমে জলে পূর্ণ হইয়া নিমগ্ন হইয়া যায় ; মূর্খ ব্যক্তি তদ্রূপ যদি জীবনে সামান্য পাপকে তুচ্ছ জ্ঞান করে, তবে অল্পে অল্পে সে সমুদায় পাপে পূর্ণ হইয়া নরকে পতিত হয়।

হায়! মনুষ্য কেন হাসে? কোথায় তাহার আনন্দ যখন তাহার ইন্দ্রিয়, ঘৃণা ও অবিদ্যারূপ অগ্নি নিয়ত প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। হে তিমিরাবৃত মনুষ্যগণ, কেন তোমরা আলোক অন্বেষণ করিতেছ না?

মনুষ্য অপরের নিকট যাহা প্রচার করিতে যায়, অগ্রে আপনার জীবন তদনুরূপ করা কর্ত্তব্য ; কারণ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই অপরকে জয় করিতে পারে। আপনার আত্মাকে বশে আনাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। যে ব্যক্তি প্রথমে ধ্যানহীন ও চঞ্চলচিত্ত, সে পরে অনুরাগী হইয়া মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় পৃথিবীকে অধিক আলোকিত করে।

যে ব্যক্তি ধর্ম্মের কোন এক নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এবং পরলোকের প্রতি বিদ্রূপ করে, এমন কোন পাপ নাই যে, সে তাহা করিতে না পারে।

আমরা যেন সুখে জীবন যাপন করি। যাহারা আমাদিগকে ঘৃণা করে, তৎপরিবর্ত্তে আমরা যেন তাহাদিগকে ঘৃণা না করি। অতএব যাহারা ঘৃণা করে, তাহাদিগের প্রতি যেন আমরা প্রেম ব্যবহার করিতে পারি।

যাহারা নিয়ত ব্যস্ত, তাহাদিগের মধ্যে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে বাস করি, যাহারা সদা উদ্বিগ্নচিত্ত ও লুব্ধ, তাহাদের মধ্যে যেন আমরা নির্লোভ হইয়া সুখে বসতি করি।

রোগীদিগের মধ্যে আমরা যেন নিরোগী হইয়া সুখে কালযাপন করি ; ব্যথিত ও ক্ষুব্ধচিত্তগণের মধ্যে যেন আমরা অক্ষুব্ধ ও প্রশান্ত হইয়া অবস্থিতি করি।

যদিও ইহ সংসারে আমাদের নিজের কিছুই নাই, তথাপি আমরা যেন সুখে জীবিত থাকি। যাঁহারা নিয়ত সুধারস পান করেন, সেই সকল দেবতাগণের ন্যায় হইতে আমরা নিয়ত চেষ্টা করিব।

জয়, ঘৃণা ও অহঙ্কার উৎপন্ন করে, কারণ পরাজিত ব্যক্তি নিয়ত দুঃখী ; কিন্তু প্রশান্ত সংযতচিত্ত জয় পরাজয়ের অতীত।

যে ব্যক্তি উদ্দীপ্ত ক্রোধানলকে প্রশান্ত করিতে পারে, তাহাকেই আমি পরিচালক বলি। অপর লোকে কেবল বল্গা-মাত্র ধারণ করিয়া রাখে, কিন্তু উচ্ছৃঙ্খল অশ্বকে ফিরাইতে পারে না।

অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, সাধু ভাবের দ্বারা অসাধু ভাবকে জয়

করিবে, সত্যের দ্বারা মিথ্যাকে জয় করিবে এবং উপকারের দ্বারা অপরাধকে জয় করিবে।

সত্যকথা বল, ক্ষমতা কর ও প্রার্থী ব্যক্তিকে দান কর। যদি তোমার অল্প থাকে, তাহার যৎকিঞ্চিৎ অংশ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। এই ত্রিবিধ কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য দেবপ্রকৃতি লাভ করেন এবং তাঁহাদের সঙ্গ প্রাপ্ত হয়েন।

যাহা করা উচিত, তাহা কর নাই, যাহা করা অনুচিত, তাহা করিয়াছ। যাহারা অহঙ্কারী ও অলস, তাহাদের আস্রব [মায়া] দিন দিন আরও বৃদ্ধি পায়।

ধর্ম্মের প্রসাদ প্রসন্নতাকে বৃদ্ধি করে, ধর্ম্মের মধুরতা সুমধুরতাকে উচ্চতর করে, ধর্ম্মের সুখ চিত্তকে আরও সুখী করে।

'জন্মের দ্বারা কেহ নীচ জাতি বা ব্রাহ্মণও হয় না, কিন্তু কেবল কার্য্যের দ্বারা মনুষ্য নীচ বা ব্রাহ্মণ হইয়া থাকে।'

'ক্রোধ, সুরাপান, জেদ, ধর্ম্মের প্রতি অসার অনুরাগ, ঈর্ষা, আত্মপ্রশংসা, নিন্দা, আত্মম্ভরিতা ও অপবিত্র সম্বন্ধ, এই সমুদায় কার্য্যে অপবিত্রতা উৎপন্ন করে; কিন্তু মাংসাহারে তাদৃশ নহে।'

'মৎস্য-মাংস-পরিত্যাগ, দিগম্বরত্ব, মস্তকমুণ্ডন বা জটাভার, মলিন বা সামান্য পরিচ্ছদ, অথবা অগ্নির নিকট বলিদান প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা মনুষ্য কদাপি পবিত্র হয় না; যে মায়া হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছে, সেই পবিত্র।'

বেদপাঠ, পুরোহিত দেবতাদিগকে কিছু দান, অগ্নি বা শীতলতার মধ্যে কঠোর তপস্যা, অথবা অমৃতত্ব-লাভের জন্য অপর নানাবিধ কৃচ্ছ্র সাধ্য সাধনের দ্বারা মনুষ্য পুণ্যবান্ হয় না; যে ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত, সেই পবিত্র।

'জীবহিংসা করিবে না, পরদ্রব্য অপহরণ করা অনুচিত, মিথ্যা কথা মহাপাপ, সুরাপান করা উচিত নহে, পরস্ত্রীকে পবিত্র নয়নে দর্শন করিবে, রজনীতে আহার করিবে না, পুষ্পমালা বা সুগন্ধ দ্রব্য চুয়া চন্দনাদি ব্যবহার করিবে না এবং ভূমিতে সামান্য শয্যায় শয়ন করিবে।'

এই কয়েক প্রকার সাধন দ্বারা মনুষ্য দুঃখের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অপার শান্তি প্রাপ্ত হয়।

আত্মাই দুষ্ক্রিয়া করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়ার ফলভোগ করে, আত্মাই দুষ্ক্রিয়া পরিহার করে, আবার আত্মাই আপনাকে বিশুদ্ধ করে। পবিত্রতা অপবিত্রতা আত্মার; অতএব কেহ কাহাকে পবিত্র করিতে পারে না।

১০ অধ্যায়

যক্ষ আলবক শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভগবন্, এই ভূমণ্ডলে সর্বোৎকৃষ্ট সম্পদ কি? কি করিলে সর্বোচ্চ সুখ লাভ করা যায়? মধুর হইতে সুমধুর বস্তু কি? এবং কি ভাবে জীবিত থাকিলে, লোকে স্বর্গীয় জীবন বলিতে পারে?

শাক্য বলিলেন, এই ধরণীতলে বিশ্বাসই মানবের সম্পদ, ধর্ম্মাচরণই সর্বোৎকৃষ্ট সুখ, সত্যই সকল বস্তু হইতে সুমধুর, দিব্যজ্ঞান-লাভই শ্রেষ্ঠজীবন।

আলবক পুনরায় প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবন্, কিরূপে এই দুস্তর ভবসাগর পার হওয়া যায়? কিরূপেই বা এই বিস্তীর্ণ জীবনসমুদ্র উল্লঙ্ঘন করা যায়? কি প্রকারে দুঃখ জয় করিতে হইবে এবং কি প্রকারেই বা মনুষ্য বিশুদ্ধ হইবে?

মহাসত্ত্ব বুদ্ধ বলিলেন, বিশ্বাসের দ্বারা মনুষ্য ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবে। অনুরাগের দ্বারা জীবনজলধি পার হইবে, সাধন সহকারে দুঃখ জয় করিবে। নির্ম্মল জ্ঞান দ্বারা মনুষ্য বিশুদ্ধ হয়।

আলবক বলিলেন, প্রভো, কিরূপে সম্বোধি প্রাপ্ত হওয়া যায়? কি প্রকারে প্রকৃত ধন লাভ হয়? কিরূপে প্রশংসাভাজন হইতে পারা যায়? কিরূপেই বা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হইতে পারে, আর কিরূপে বা মনুষ্য ইহলোক হইতে সুখে আনন্দে শোকবিহীন হইয়া পরলোকে যাইতে পারে?

বুদ্ধদেব বলিলেন, যে বিশ্বাস করে যে বুদ্ধধর্ম্মই নির্ব্বাণলাভের একমাত্র উপায়, সে সম্বোধি প্রাপ্ত হইবে। তিনি অনুরাগী ও সূক্ষ্মদর্শী হওয়াতে তাঁহার ইচ্ছা সম্বোধি-লাভের অনুকূল হয়।

যে কেবল কর্ত্তব্য সম্পাদন করে, তৎপ্রতি যে গুরুভার অর্পিত হয়, তাহা অনায়াসে বহন করে ও তাহাতে যত্নবান্ হয়, সেই প্রকৃত ধন উপার্জ্জন করে। সত্যের দ্বারা মনুষ্য যশ লাভ করে, এবং প্রেমের দ্বারা মনুষ্য আপনি আপনার বন্ধু হয়।

যে গৃহস্থ বিশ্বাসী ও যে চতুর্বিধ ধর্ম্মে (অর্থাৎ সত্য, ন্যায়, দৃঢ়তা ও উদার-তাতে) বিভূষিত, এতাদৃশ ব্যক্তি মৃত্যুকালে শোক বা দুঃখে মুহ্যমান হয় না।

সুন্দরিক ভারদ্বাজ সুত্ত

যিনি সাধুর সহিত সাধুভাবে মিলিত হয়েন এবং অসাধু হইতে সদা দূরে থাকেন, তিনিই তথাগত, তিনি অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েন, তিনি ইহ পরলোকে পবিত্র থাকিয়া সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত।

যিনি অহংকার ও অভিমান-শূন্য, কাম বাসনা ও স্বার্থপরতা হইতে বিমুক্ত এবং যিনি ক্রোধকে সম্পূর্ণ জয় করিয়াছেন, যিনি শান্ত, শোক যাঁহাকে মুগ্ধ করিতে পারে না, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত।

যিনি সমুদায় ইন্দ্রিয়সুখ বিসর্জন দিয়া জয়ী হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করেন, যিনি জন্ম মৃত্যু অন্ত অবগত আছেন, ও যিনি সম্পূর্ণ সুখী এবং অগাধ জলধির ন্যায় প্রশান্ত, তিনিই সমুদায় প্রশংসার উপযুক্ত।

যিনি অবিদ্যা হইতে বিমুক্ত, সমুদায় ধর্ম্মতত্ত্বে যাঁহার গভীর আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি বিশেষ উজ্জ্বল, যিনি ভাগবতী তনু ধারণ করিয়াছেন, যিনি পূর্ণ সর্ব্বেন্দ্রিয়জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃত শান্তি।

আমি কি খাইব এবং কোথায় খাইব ও শয়ন করিব, এই ভাবিয়া মনুষ্য অসুখী ও সন্দিগ্ধ হয়; কিন্তু যিনি প্রকৃত ভিক্ষু, তিনি এই শোকাবহ সন্দেহ পরাজয় করিয়াছেন।

ধম্মপদ

ষড়্বিংশ অধ্যায়

এক শিষ্য ভগবান্ গৌতমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ মাতৃগর্ভে ত কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, তবে প্রকৃত ব্রাহ্মণ কে? ইহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।

গৌতম বলিলেন ঃ—যে ব্যক্তি ধ্যানপরায়ণ, নির্দ্দোষ, স্থির প্রতিজ্ঞ, কর্ত্তব্যশীল, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

সূর্য্য দিবসে উজ্জ্বল, চন্দ্রমা রজনীতে স্নিগ্ধকর, যোদ্ধা বর্ম্মধারণে তেজস্বী, ব্রাহ্মণ ধ্যানে সমুজ্জ্বল; কিন্তু বুদ্ধ দিন যামিনী সকল সময়েই অত্যুজ্জ্বল প্রভায় দীপ্যমান।

যে সকল প্রকার বন্ধন ছেদন করিয়াছে, যে কদাপি ভীত হয় না, এবং নিয়ত স্বাধীন ও অটল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে অক্রোধী, কর্ত্তব্যানুরাগী, সাধু, বাসনাবিহীন, আত্মবশী এবং ভাগবতী তনু লাভ করিয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার জ্ঞান গভীর, যে জ্ঞানে নিরত বিচরণ করে, যে সদসৎ পন্থা উত্তমরূপে অবগত আছে, আমি তাহাকে ব্রাহ্মণ বলি।

যে অসহিষ্ণুর প্রতি ধীর, অনুদারের প্রতি উদার, দোষীর প্রতি নির্দ্দোষ, এবং ক্রোধী জনের প্রতি ক্ষমাশীল, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের অসার বস্তুতে উদাসীন ও যে সত্যকে প্রতীতি করিয়াছে, কিন্তু কিরূপে সত্য প্রতীতি হয়, ইহা যে কদাপি বলিতে চাহে না এবং যে অমৃতত্ব-সাগরের অতলস্পর্শ গভীরতা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি ইহলোকের পাপ পুণ্যের অতীত ও উভয় প্রকার বন্ধন হইতে বিমুক্ত এবং যে শোক পাপ ও অপবিত্রতা হইতে নিম্মুক্ত হইয়াছে, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার গতি গন্ধর্ব্ব, দেবগণ ও মনুষ্য বুঝিতে অক্ষম এবং যাহার ইন্দ্রিয় সকল বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং যে ব্যক্তি পূজনীয় অর্হৎ, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যাহার আমার বলিবার কিছুই নাই, যে অতি দীন এবং পৃথিবীর তাবৎ পদার্থের প্রতি অননুরাগী, আমি তাহাকেই ব্রাহ্মণ বলি।

যে ব্যক্তি তেজস্বী, মহানুভব, ধর্ম্মবীর, অত্যুচ্চ সাধক, সর্ব্বজেতা, দুর্ব্বোধ্য, সর্ব্ব-গুণসম্পন্ন ও সদা জাগ্রৎ, আমি তাহাকেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ বলি।

ধ্যানেই অমৃতত্ব-লাভের উপায়, আর ধ্যানহীনতাই মৃত্যুকে আনয়ন করে। যাহারা ধ্যানতৎপর, তাহাদিগের মৃত্যু নাই ; কিন্তু যাহারা ধ্যানহীন তাহারা নিয়ত মৃত্যুমুখে বাস করিতেছে।

পাপকারী ইহ পর লোকে দুঃখ পায় ; যে পাপ করিয়াছে, তাহা যখন সে চিন্তা করে, দঃখানলে জ্বলিতে থাকে ; তদপেক্ষা সে আরও ক্লেশ পায়, যখন সে পাপপথে বিচরণ করিতে থাকে। সুপথগামী মন যেমন আমাদের উপকার করে, এরূপ পিতা মাতা আত্মীয় বান্ধব কেহই হিতসাধন করিতে সক্ষম নহে।

জননী যেমন স্বীয় সন্তানের প্রতি নিয়ত প্রেমদৃষ্টি স্থাপন করেন, তদ্রূপ মনুষ্যের সমুদায় প্রাণীর প্রতি মৈত্র ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

পলিতশির বলিয়া কেহ বৃদ্ধ নহেন। তাঁহার বয়স অধিক হইতে পারে বটে, কিন্তু তাঁহাকে বস্তুতঃ বৃদ্ধ বলা যায় না। যাঁহাতে সত্য, ধর্ম্ম, প্রেম, সংযম ও পরিমিততা আছে ও যিনি অপবিত্রতা হইতে নিম্মুক্ত এবং জ্ঞানী, তিনিই বৃদ্ধ বলিয়া উক্ত হয়েন।

উচ্চ ধর্ম্ম কি ? সম্মার্গে পদরক্ষাই উচ্চ ধর্ম্ম। প্রধান মহত্ত্ব কি ? জ্ঞানের বিধানানুসারে কর্ম্ম করাই প্রধান মহত্ত্ব।

পিতা পুত্রের কর্ত্তব্য

পিতামাতা সর্ব্বোপায়ে উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা আপন পুত্র কন্যাদিগকে নিয়ত পাপ ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিবেন।

ধর্ম্মেতে তাহাদিগকে শিক্ষিত ও সমুন্নত করিবেন।

তাহাদিগকে শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষা দিবেন।

পুত্র ও কন্যাদিগকে গুণবতী ভার্য্যা ও গুণবান্ ভর্ত্তা প্রদান করিয়া সুখী করা পিতামাতার একান্ত কর্ত্তব্য। তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তি প্রদান করিয়া উত্তরাধিকারী করিবেন।

সন্তানের কর্ত্তব্য

যাঁহারা আমাকে প্রতিপালন ও রক্ষা করিয়াছেন আমিও তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিব।

তাঁহাদের অর্পিত সংসারের গুরুভার আমাকেই বহন করা কর্ত্তব্য।

আমি তাঁহাদের সম্পত্তি রক্ষা করিব।

আমি তাঁহাদের উত্তরাধিকারীর উপযুক্ত হইব।

যখন তাঁহারা ইহলোক হইতে অবসৃত হইবেন, আমি তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া স্মরণার্থ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিব।

শিক্ষক ছাত্রের কর্ত্তব্য

ছাত্রগণ শিক্ষকদিগকে সমাদর করিবে।

তাঁহাদের সমক্ষে উত্থান করিবে।

তাঁহাদের উপদেশ গ্রহণ করিবে।

তাঁহাদের আজ্ঞাবহ থাকিবে।

তাঁহাদের অভাব মোচন করিয়া দিবে।

তাঁহাদের পাঠের প্রতি মনোযোগ দিবে।

শিক্ষকগণ স্বীয় ছাত্রগণের প্রতি স্নেহপরবশ হইবেন।

যাহা সাধু ও উৎকৃষ্ট, তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

তাহাদের জ্ঞান শীঘ্র সমুন্নত করিয়া দিবেন।

বিজ্ঞান ও শিল্প বিষয়ে ছাত্রগণকে নিয়ত উপদেশ দিবেন।

বন্ধুবর্গ ও সমবয়স্কগণের নিকট ছাত্রদিগের প্রশংসা করিবেন, এবং বিপদ হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন।

স্বামী-স্ত্রীর কর্ত্তব্য

স্বামী ভার্য্যাকে বিশুদ্ধ প্রীতির সহিত ভালবাসিবেন।

সহধর্ম্মিণীকে সমাদর করিবেন।

তাঁহার প্রতি সদয় কোমল ব্যবহার করিবেন।

তাঁহার প্রতি বিশ্বস্ত হইবেন।

অপরে যাহাতে ভার্য্যাকে সমাদর করে, তৎপ্রতি মনোযোগী হইবেন। তাঁহাকে উপযুক্ত ভুষণ ও পরিচ্ছদ দিয়া পরিতৃপ্ত করিবেন।

ভার্য্যা পতির প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম প্রকাশ করিবেন।

গৃহকার্য্যের সুশৃংখলা করিবেন।

স্বামীর আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুবর্গের সেবাতৎপরা হইবেন, অত্যন্ত সাধ্বী ও পতিব্রতা হইবেন।

গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন।

তিনি স্বীয় কর্ত্তব্যে নৈপুণ্য ও অনালস্য প্রদর্শন করিবেন।

বন্ধু-বান্ধবের প্রতি

সম্ভ্রান্ত মাননীয় ব্যক্তির বন্ধুগণের প্রতি নিয়ত নিম্নলিখিত কার্য্যের দ্বারা সদ্ভাব রাখা, সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য। উপহার প্রদান, অমিয় বচন, তাঁহাদের উন্নতির প্রতি দৃষ্টি রাখা, সমভাবে তাঁহাদিগের প্রতি ব্যবহার করা এবং আপন সম্পত্তির অংশী মনে করা উচিত।

আত্মীয়গণের বন্ধুর প্রতি

আত্মীয়গণের বন্ধুর প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।

যখন অরক্ষিত ভাবে অবস্থিতি করেন, তখন তাঁহাকে রক্ষা করা উচিত।

যখন তিনি অসাবধান হন, তখন তাঁহার সম্পত্তি রক্ষা করা চাই।

বিপৎকালে তাঁহাকে আশ্রয় দান, দুরবস্থায় তাঁহার প্রতি প্রসন্নতা ও তাঁহার পরিবারের প্রতি দয়া প্রকাশ কর্ত্তব্য।

প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ

প্রভু ভৃত্যগণের হিতসাধনে নিয়ত সচেষ্ট থাকিবেন।

তাহাদের সামর্থানুরূপ কার্য্যবিভাগ করিয়া দিবেন, তাহাদিগকে উপযুক্ত আহার ও বেতন দিবেন।

পীড়ার সময় তাহাদের সেবা ও চিকিৎসা করাইবেন।

সময়ে সময়ে তাহাদের দুঃখে সমদুঃখী হইবেন, সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অবসর দিবেন।

ভৃত্যাদিগের কর্ত্তব্য এই, প্রভুকে হৃদয়ের সহিত সম্মান করিবে, তাঁহার সমক্ষে গাত্রোত্থান করিবে।

প্রভু শয়ন করিলে শয়ন করিতে যাইবে, যাহা পায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে এবং সম্পূর্ণ আনন্দের সহিত কার্য্য করিবে এবং প্রভুর প্রশংসা করিবে।

গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী

নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে গৃহস্থ মাননীয় সন্ন্যাসী বা ব্রাহ্মণের যথাসাধ্য সেবা করিবেন।

কায়মনোবাক্যে অনুরাগ প্রদর্শন, তাঁহাদিগকে বিশেষ সমাদর।

তাঁহাদের পার্থিব অভাব মোচন।

সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য

গৃহস্থকে পাপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত করিবেন, ধর্ম্মেতে সমুন্নত করিতে যত্নবান্ হইবেন।

তাহাকে ধর্ম্মবিষয়ে শিক্ষা দিবেন।

তাহার সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া মুক্তিপথ প্রদর্শন করিবেন।

সুত্ত নিপাত

২য়, অধ্যায়

ধানীয় সুত্ত

এক ধনসম্পন্ন কৃষকের সহিত বুদ্ধদেবের কথোপকথন হয়। ঐ কৃষকের নাম ধনীয়, বড় সরল প্রকৃতির লোক।

ধানীয় বলিল, আমি অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি, দুগ্ধদোহনও করিয়াছি। আমি মাহী নদীতীরে প্রতিবাসিগণের সঙ্গে একত্র বাস করিতেছি, আমার গৃহ বেশ সমাচ্ছাদিত, অগ্নিও প্রজ্বলিত হইয়াছে। অতএব, হে আকাশ, তুমি যদি ইচ্ছা কর, তবে বারি বর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও ক্রোধ ও জিগীষা হইতে মুক্ত হইয়াছি। আমিও এক রজনী মাহী নদী-তটে বাস করিয়াছি। আমার গৃহ অনাচ্ছাদিত আকাশ। ইন্দ্রিয়ানল নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে। অতএব, হে আকাশ, যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে বারি বর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমার এখানে মশকদংশনের ভয় নাই, এই প্রান্তরে প্রচুর তৃণদল, গাভী সকল সুখে বিচরণ করিতেছে। বৃষ্টি আসিলে তাহারা বিলক্ষণ সহ্য করে। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমার নিকট সুনির্ম্মিত ভেলা আছে, আমি নির্ব্বাণের পরপারে উপনীত হইয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়রূপ স্রোত অতিক্রম করিয়া ভবনদীর পরপারে গিয়াছি,

তথায় আর বেড়ার প্রয়োজন নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমার পত্নী বড় বশীভূতা, কদাপি স্বেচ্ছাচারিণী নহেন। বহু দিন হইতে আমার সঙ্গে একত্র বাস করিয়াছেন। তিনি বড় চিত্তবিনোদিনী এবং আমি শুনিয়াছি, তঁাহাতে কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমার মন বড় বশীভূত, সে পৃথিবীর মায়াপাশ হইতে মুক্ত। অনেক দিন হইতে ইহা উৎকৃষ্টরূপে উন্নত ও সুন্দররূপে বিজিত, আমাতে আর কিছুমাত্র দুষ্টতা নাই। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

কৃষক বলিল, আমি স্বোপার্জ্জিত ধনে জীবিকানির্ব্বাহ করি, আমি কাহারও অধীন বা গলগ্রহ নই। আমার সন্তানসন্ততি কেমন সুস্থ ও নির্দ্দোষ। অতএব, হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

বুদ্ধ বলিলেন, আমিও কাহারো দাস বা অধীন নহি। আমি স্বয়ং যাহা উপার্জ্জন করিয়াছি, তাহা লইয়া সুখে পৃথিবীর ইতস্ততঃ বিচরণ করি। কাহার দাসত্ব করা আর প্রয়োজন নাই। অতএব হে আকাশ, যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তবে বারি বর্ষণ কর।

এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে স্বর্গ হইতে প্রচুর বারি বর্ষিত হইতে লাগিল, সাগর ও ভূমি প্লাবিত হইয়া গেল; ইহা দেখিয়া কৃষক বলিল, বাস্তবিক ভগবান্ বুদ্ধদেবকে দর্শন করিয়া আমার অসামান্য লাভ হইল। হে জ্ঞানচক্ষু, আমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম, আমাদের উপদেষ্টা গুরু হউন। আমি ভার্য্যার সহিত আপনার অধীন হইলাম। যদি এখন আমরা উভয়ে পবিত্র জীবন লাভ করি, তাহা হইলে নিশ্চয় জন্ম, মৃত্যু, জরা ও সমুদায় দুঃখ বিনাশ করিতে পারি।

সারিপুত্ত সুত্ত

১৬ অধ্যায়

অনাগস্স বিজানতো ন অত্তি কাকি নিসংক্ষিতি।
বিরতো সো বিয়ারম্ভো ক্ষেমম্ পস্সতি সব্বধি॥

(যে ব্যক্তি বাসনা হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, যে নিয়ত অন্তরদর্শী, যাহার কোন প্রকার সংস্কার নাই এবং যে পার্থিব চেষ্টা হইতে বিরত, সে সর্ব্বত্র সুখী ও মঙ্গলকর ব্যাপার দর্শন করে।)

যে ভিক্ষু শান্তিগৃহে বাস করেন, তাহাতে তঁাহার কোন ভয়ের কারণ নাই এবং বিপদেরও সম্ভাবনা নাই।

যে অমৃতময় জগতে ভিক্ষু সকল প্রকার বিপদ জয় করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, তাঁহার আর অন্যতর বিপদ কি হইতে পারে ?

বিপদে বিচলিত বা ভীত হইবে না, অনেক বিপদ দেখিয়াও স্থির প্রশান্ত থাকিবে। যে বিপদে মঙ্গল অন্বেষণ করে, সে বিপদকে সহজেই জয় করিতে পারে।

জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হইবে, সাধুতাতে আনন্দিত হইবে, বিপদকে তুচ্ছ করিবে। অসন্তোষকে পরাজয় করিবে এবং চতুর্বিধ শোকের কারণ হইতে নিরস্ত হইবে।

লোকের নিকট অবনত হও, কিন্তু ভিক্ষা করিও না। ধ্যানে মগ্ন হও, সদা জাগ্রৎ থাক, প্রশান্তমনে শান্তিরস পান কর।

কুণ্ডক সুত্ত

৫ অধ্যায়

একদা এক কুণ্ডক নামে কর্ম্মকার আসিয়া শাক্যমুনিকে জিজ্ঞাসা করে, আপনি ত ধর্ম্মরাজ, কামনাবিহীন, অত্যুত্তম নেতা, কত প্রকার সামণ (শ্রমণ) আছে, বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন, চতুর্বিধ,—মগ্গজিন (মার্গজিন), মগ্গদেশক (মার্গদেশক), মগ্গজীবীন (মার্গজীবীন), মগ্গদূষণ (মার্গদূষণ)।

কুণ্ডক কহিল, এই চতুর্বিধ সামণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া বলুন।

বুদ্ধ বলিলেন, যিনি সন্দেহ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাঁহার কোন প্রকার দুঃখ নাই, সদা নির্ব্বাণসুখে সুখী, সকল প্রকার লোভ হইতে বিরত, দেবমানবের নেতা, তাঁহাকে মার্গজিন বলা যায়।

যিনি ইহলোকে সর্ব্বোচ্চ নির্ব্বাণতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং ধর্ম্মকে সুন্দররূপে ব্যাখ্যা করেন, যাঁহার কোনরূপ স্পৃহা ও সন্দেহ নাই, তাঁহাকে দ্বিতীয় ভিক্ষু বা মার্গদেশী বলা যায়।

ধর্ম্মপদে যে সকল সত্য বর্ণিত হইয়াছে, যিনি তদনুরূপ শিক্ষা লাভ করিয়া আচরণ করেন এবং ইন্দ্রিয় সংযত, চিত্ত স্থির ও পবিত্র কথা বলেন, তাঁহাকে তৃতীয় ভিক্ষু বা মার্গজীবীন বলা যায়।

আর যে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বলে, পরিবারদিগকে কলঙ্কিত করে, যে নির্লজ্জ অহঙ্কারী, ইন্দ্রিয়পরবশ, ধূর্ত্ত ও শঠ, তাহাকে মার্গদূষণ বলা যায়।

যে স্বয়ং পবিত্র নহে, তাহার পবিত্র পীতবর্ণ বসন পরিধান করা উচিত নহে। যে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিতে অক্ষম ও সাধু নহে, সে পীত বসন পরিধানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত।

যে পাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাহার জীবন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুদৃঢ়।

ধর্ম্মচক্র ও তৎপ্রবর্ত্তক

[ললিতবিস্তর হইতে অনুবাদিত]

অনন্তর মৈত্রেয়নামা মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্ব ভগবানকে এইরূপ বলিলেন :—হে ভগবন্, আপনি ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন ব্যাখ্যা করিতেছেন। দশদিক্ এবং লোক ধাতুতে একত্রিত মহাসত্ত্ব বোধিসত্ত্বগণ ভগবানের নিকট, ধর্ম্মচক্রে কি প্রকারে প্রবেশ হয়, শুনিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; অতএব আপনি উহা উপদেশ করুন আপনি তথাগত অর্হৎ, এবং সম্যক্ সম্বুদ্ধ। তথাগত-কর্ত্তৃক কিরূপ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল ?

ভগবান্ বলিলেন, হে মৈত্রেয়, গম্ভীর সেই চক্র, কেন না আগ্রহেও বুঝিতে পারা যায় না ; দুর্দ্দর্শন সেই চক্র, কেন না দ্বৈত ভাব নাই ; দুরনুবোধ সেই চক্র, কেন না মনের গ্রাহ্য অগ্রাহ্য উভয়ই ; দুর্বিজ্ঞেয় সেই চক্র, কেন না জ্ঞান বিজ্ঞান উভয়েরই সাম্য তাহাতে আছে ; অনাবিল সেই চক্র, কেন না আবরণ মোচন ও মোক্ষ লাভ হয় ; সূক্ষ্ম সেই চক্র, কেন না উহাতে উপন্যাস নাই ; সার সেই চক্র, কেন না উহা দ্বারা বজ্রোপমা জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায় ; অভেদ্য সেই চক্র, কেন না উহার আরম্ভ ও শেষ সম্ভবে না ; অপ্রপঞ্চ সেই চক্র, কেন না সমুদায় প্রপঞ্চ পার হইয়া উপস্থিত হইয়াছে ; অকোপ্য (অনড়) সেই চক্র, কেন না অত্যন্ত স্থিরতর ; সর্ব্বত্রানুগত সেই চক্র, কেন না উহা আকাশসদৃশ। হে মৈত্রেয়, সেই ধর্ম্মচক্র আবার সমুদয় ধর্ম্মের প্রকৃতি ও স্বভাব সন্দর্শনবিভব চক্র ; এই চক্রে (জ্ঞানের) অনুৎপত্তি ও অনিরোধ অসম্ভব ; এ চক্র আলয় (লয় পর্য্যন্ত স্থিতি) শূন্য, সংকল্পবিকল্পবিরহিত ধর্ম্মনয়পূর্ণ এই চক্র ; শূন্যতা (সম্পাদক) এই চক্র ; হেতুবিরহিত এই চক্র ; (বিষয়) অভিনিবেশশূন্য এই চক্র ; সংস্কারশূন্য এই চক্র ; (ইহা) বিবেকচক্র ; বিরাগচক্র ; বিবোধচক্র ; তথাগত-সম্বন্ধে বোধ জন্মে, ঈদৃশ চক্র ; ধর্ম্মধাতুপ্রকাশক এই চক্র ; ভূতকোটি সহ অবিসংবাদী এই চক্র ; অসঙ্গ (অনাসক্ত) ও আবরণশূন্য এই চক্র ; প্রতীতি (বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান) ও অবতার (পুনঃ পুনঃ জন্ম) এ উভয়ের অন্তদর্শন (অতিক্রম) করিবার এই চক্র ; অনন্ত মধ্যধর্ম্মধাতু সহ অবিসংবাদী এই চক্র ; বুদ্ধগণ অপূর্ণ এ কথার উপর অশ্রদ্ধা-সমুৎপাদক এই চক্র ; প্রবৃত্তি নিবৃত্তির অতীত এই চক্র ; অত্যন্ত জ্ঞানাতীত এই চক্র ; অবিতর্কশিরোভূষণ এই চক্র ; "আমি করিব" ইত্যাদি অহমিকাসূচক বাক্যশূন্য এই চক্র ; প্রকৃতিযথাবৎ এই চক্র ; এক বিষয়ে সমুদয় ধর্ম্মের সমতাসম্পাদক এই চক্র ; নিত্যত্বসম্পাদক বিনয়াধিষ্ঠান সংসারনিরাসক এই চক্র ; সমুদায় পদার্থ জ্ঞান সহ অভিন্ন, এমত লোপ না করিয়া পরমার্থনয়ে (সিদ্ধান্তে) প্রবেশ করিতে পারা যায়, ঈদৃশ চক্র ; ধর্ম্মধাতু অবসরলাভ করে, ঈদৃশ চক্র ; অপ্রমেয় সেই চক্র ; সর্ব্বপ্রমাণাতি-ক্রান্ত অসংখ্যেয় সেই চক্র ; সমুদায় সংখ্যাবিরহিত অচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র ; চিত্তপথাতিক্রান্ত, অতুল্য সেই চক্র ; তুলাবিরহিত অনির্ব্বচনীয় সেই চক্র ; সমুদায়

প্রকারের শব্দ, নিনাদ ও বাক্‌পথে আনীত, অনম্য, অনুপম, উপমাবিরহিত, আকাশ-সদৃশ অনুচ্ছেদ্য, সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরতর বাহ্যবিষয়ক জ্ঞান ও অবতরণ (পুনঃ পুনঃ আগমন) এ দুয়ের সঙ্গে প্রথমতঃ অবিরুদ্ধ পশ্চাৎ নিবর্ত্তক, অত্যন্তোপশম, তত্ত্ব, সত্য ও অন্যথাভাববর্জ্জিত, সমুদায় প্রাণীর শব্দ ও আচরণের নিগ্রহ, মারপরাজয়, তীর্থিক-গণের যত্নাতিক্রম, সংসার ও বিষয়ের অবতারণ (দূরে নিক্ষেপ) বুদ্ধবিষয় পরিজ্ঞাত, সমুদায় আর্য্যশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক অনুবুদ্ধ, প্রত্যেক বুদ্ধগণ কর্ত্তৃক পরিগৃহীত, বোধি-সত্ত্বগণ কর্ত্তৃক স্তুত, সমুদয় বুদ্ধ সমুদয় তথাগত কর্ত্তৃক বিভাগকৃত, হে মৈত্রেয়, তথাগত ঈদৃশ ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন।

এই ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তনবশতঃই ইহাঁকে তথাগত বলে, সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলে, স্বয়ম্ভু বলে, ধর্ম্মস্বামী বলে, নায়ক বলে, বিনায়ক বলে, পরিনায়ক বলে, সার্থবাহ বলে, সর্ব্বধর্ম্মবশবর্ত্তী বলে, ধর্ম্মেশ্বর বলে, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তী বলে ধর্ম্মদানপতি বলে, যজ্ঞস্বামী বলে, সিদ্ধব্রত বলে, পূর্ণাভিপ্রায় বলে, দেশিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) বলে, আশ্বাসক বলে, ক্ষেমঙ্কর বলে, শূর বলে, রণঞ্জহ (রণে উত্তীর্ণ) বলে, বিজিতসংগ্রাম বলে, উচ্ছ্রিত-ছত্রধ্বজ-পতাকা বলে, আলোককর বলে, প্রভঙ্কর বলে, তমোনুদ বলে, উল্কাধারী বলে, মহাবৈদ্যরাজ বলে, ভূতচিকিৎসক বলে, মহাসল্যহর্ত্তা বলে, বিতিমির জ্ঞানদর্শন বলে, সমন্তদর্শী বলে, সমন্তবিলোকিত বলে সমন্তচক্ষু বলে, সমন্তপ্রভ বলে, সমন্ত আলোক বলে, সমন্তমুখ বলে, সমন্ত প্রভাকর বলে সমন্ত চন্দ্র বলে, সমন্ত প্রাসাদিক বলে, অপ্রতিষ্ঠিত বিষয়ে বিতর্কশূন্য শিরোভূষণ বলে, সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত আয়তন বশতঃ ধরণীসম বলে অপ্রকম্প্য হেতু শৈলেন্দ্রসদৃশ বলে, সর্ব্বগুণ-সম্পন্নজন্য সর্ব্বলোকশ্রী বলে, সর্ব্বলোক হইতে উন্নত বশতঃ অনবলোকিতমূর্দ্ধা বলে, গম্ভীর দুরবগাহজন্য সহস্রকল্প বলে, সর্ব্ববিধ জ্ঞানের পাক্ষিক ধর্ম্মরত্ন সকল দ্বারা পরিপূর্ণ জন্য ধর্ম্ম-রত্নাকর বলে, অনিকেত জন্য বায়ুসম বলে, আসক্তির বন্ধনমুক্তচিত্তবশতঃ অসঙ্গবুদ্ধি বলে, সর্ব্বধর্ম্মনির্ব্বিরোধী জ্ঞান বশতঃ অবৈবর্ত্তিকধর্ম্ম বলে, দুষ্প্রাপ্য সর্ব্ববিধ মননে অক্ষীণ যে ক্লেশসমূহ তাহার দাহ প্রতিষ্ঠিত করাতে তেজঃসম বলে, অনাবিলসঙ্কল্প নির্ম্মলকায়চিত্ত এবং বিগতপাপবশতঃ অপ্সম বলে, অসঙ্গজ্ঞানবিষয়ক আনন্দ এবং মধ্যধর্ম্মধাতুগোচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞাপ্রাপ্তহেতু আকাশসম বলে, নানা আবরণযুক্ত ধর্ম্ম হইতে বিমুক্তবশতঃ অনাবরণজ্ঞানবিমোক্ষ-বিহারী বলে, আকাশসদৃশ চক্ষুঃপথ অতিক্রম করাতে সর্ব্বধর্ম্মপ্রসূত ব্যাপ্তকায় বলে, সমুদায় লোকে যে সকল বিষয় আছে তদ্দ্বারা ক্লিষ্ট নয় বলিয়া উত্তমসত্ত্ব বলে, (ইহাঁকে) অসঙ্গসত্ত্ব বলে, অপ্রমাণ (অপরিমেয়) বুদ্ধি বলে, লোকোত্তর ধর্ম্মদেশিক (ধর্ম্মোপদেষ্টা) বলে, লোকচৈত্য বলে, লোকবৈদ্য বলে, লোকাভ্যুদ্গত [উচ্চভূমি আরূঢ়] বলে, লোকধর্ম্মে অনুপলিপ্ত বলে, লোকনাথ বলে, লোকজ্যেষ্ঠ বলে, লোকশ্রেষ্ঠ বলে, লোকেশ্বর বলে, লোকমহিত (পূজিত) বলে, লোকপরায়ণ বলে, লোকপারঙ্গত বলে, লোকপ্রদীপ বলে, লোকোত্তর বলে, লোক গুরু বলে, লোকার্থকর লোকানুবর্ত্তক বলে, লোকবিৎ বলে, লোকাধিপত্যপ্রাপ্ত বলে,

মহাদাক্ষিণীয় বলে, পূজার্হ বলে, মহাপুণ্য ক্ষেত্র বলে, অগ্রসত্ত্ব বলে, বরসত্ত্ব বলে, প্রবরসত্ত্ব বলে, উত্তমসত্ত্ব বলে, অসমসত্ত্ব বলে, অনুত্তমসত্ত্ব বলে, অসদৃশসত্ত্ব বলে, সতত সমাহিত বলে, সর্ব্বধর্ম্মসমতাবিহারী বলে, মার্গপ্রাপ্ত বলে, মার্গদর্শক বলে, মার্গদেশিক (উপদেশক) বলে, সুপ্রতিষ্ঠিতমার্গ বলে, মারবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, মারমণ্ডলবিধ্বংসনকর বলে, অজরামরণ ও শীতিভাবপ্রাপ্ত বলে, বিগতমোহান্ধকার বলে, বিগতকণ্টক বলে, বিগতকাঙ্ক্ষ বলে, বিগতক্লেশ বলে, বিনীত (অপগত) সংশয় বলে, বিমতিসমুদ্ঘাটিত বলে, বিমুক্ত বলে, বিরক্ত বলে, বিশুদ্ধ বলে, বিগতরাগ (অনাসক্ত) বলে, বিগতদোষ বলে, বিগতমোহ বলে, ক্ষীণাশ্রব (বিগতকর্ম্মবন্ধ) বলে, নিঃক্লেশ বলে, বশীভূত বলে, সুবিমুক্তচিত্ত বলে, সুবিমুক্ত-প্রজ্ঞ বলে, আয়ানেয় (সমুদায়প্রাপ্যবিষয়প্রাপ্ত) চিত্ত বলে, মহানাগ বলে, কৃতকৃত্য বলে, কৃতকরণীয় বলে, অপহৃতভার বলে, অনুপ্রাপ্তস্বকার্য্য বলে, পরীক্ষীণভবসংযোজন বলে, সমতাজ্ঞান-বিমুক্তি বলে, সর্ব্বচেতোবশী পরমপারমিতাপ্রাপ্ত বলে, দানপারগত বলে, শীলাভ্যুদ্গত বলে, ক্ষান্তিপারগ বলে, বীর্য্যাভ্যুদ্গত বলে, ধ্যানাভিজ্ঞাপ্রাপ্ত বলে, প্রজ্ঞাপারগত বলে, সিদ্ধপ্রণিধান বলে, মহামৈত্রীবিহারী বলে, মহাকরুণাবিহারী বলে, মহামুদিতাবিহারী বলে, মহাউপেক্ষাবিহারী বলে, সত্ত্বসংগ্রহপ্রযুক্ত বলে, অনাবরণ প্রতিসংবিৎপ্রাপ্ত বলে, প্রতিশরণভূত বলে, মহাপুণ্য বলে, মহাজ্ঞানী বলে, স্মৃতি-মতি-গতি-বুদ্ধি সম্পন্ন বলে, স্মৃত্যুপস্থান, সম্যক্ প্রহাণ, ঋদ্ধিপাদ, ইন্দ্রিয় বলে, বোধি অঙ্গ, সমর্থ, বিদর্শন, এই সকল (উপায়) দ্বারা আলোকপ্রাপ্ত বলে, উত্তীর্ণ সংসারার্ণব বলে, পারগ বলে, স্থলগত বলে, ক্ষমাপ্রাপ্ত বলে, অভয়প্রাপ্ত বলে, মর্দ্দিতমারক্লেশকণ্টক বলে, পুরুষ বলে; মহাপুরুষ বলে; পুরুষসিংহ বলে; বিগত-ভয়-লোমহর্ষণ বলে; নাগ বলে: নির্ম্মল বলে, ত্রিমলবিহীন বলে; বেদক বলে; ত্রৈবিদ্যানুপ্রাপ্ত বলে; চতুরোঘোত্তীর্ণ বলে; ক্ষত্রিয় বলে; ব্রাহ্মণ বলে; একরত্নছত্রধারী বলে; বাহিত (দূরীভূত) পাপধর্ম্ম বলে; ভিক্ষু বলে, ভিন্ন-অবিদ্যাণ্ডকোষ বলে; শ্রমণ বলে; সর্ব্বসঙ্গ (আসক্তি) পথাতিক্রান্ত বলে; শ্রোত্রিয় বলে; নিঃসৃত-ক্লেশ বলে; বলবান্ বলে; দশবল * ধারী বলে; ভগবান্ বলে; ভাষিত (অত্যুচ্ছ্রিত) কায় বলে; রাজাতিরাজ বলে; ধর্ম্মরাজ বলে; বরপ্রবর বলে; বরপ্রবর ধর্ম্মচক্রাপ্রবর্ত্ত্যনুশাসক বলে; অকোপ্য ধর্ম্মদেশক (উপদেষ্টা) বলে; সর্ব্বজ্ঞানাভিষিক্ত বলে, অসঙ্গ-মহাজ্ঞান-বিমলবিমুক্তি-পট্টাবদ্ধ বলে; সপ্তবোধ্যঙ্গরত্ন সমানাগত ** বলে; সর্ব্বধর্ম্মবিশেষপ্রাপ্ত বলে; সমুদায় আর্য্যশ্রাবক ও মার্ষ (শ্রেষ্ঠ জন) অবলোকিত মুখমণ্ডল বলে, বোধিসত্ত্ব মহাসত্ত্ব পুত্র পরিবার বলে; সুবিনীতবিনয় বলে; সুব্যাকৃত বোধিসত্ত্ব বলে; বৈশ্রবণসদৃশ

* দানশীলক্ষমাবীর্য্যধ্যানপ্রজ্ঞাবলানি চ।
উপায়ঃ প্রণিধির্জ্ঞানং দশবুদ্ধবলানি বৈ॥

** স্মৃতি, ধর্ম্ম (প্রবিচয়), বীর্য্য প্রীতি, প্রশ্রব্ধি, সমাধি, উপেক্ষা।

বলে ; সপ্তার্যধনবিশ্রামিত কোষ বলে ; মুক্তত্যাগ বলে ; সর্ব্বসুখসম্পত্তিসমন্বাগত বলে ; সর্ব্বাভিপ্রায়দাতা বলে, সর্ব্বলোকহিতসুখানুপালক বলে, ইন্দ্রসম বলে, জ্ঞানবল-বজ্রধারী বলে, সমন্তনেত্র বলে, সর্ব্বধর্ম্মের অনাবরণ জ্ঞানদর্শী বলে ; সমস্ত জ্ঞান-কিরণ (প্রকাশক) বলে ; বিপুল ধর্ম্মনাটকপ্রবিষ্ট বলে ; চন্দ্রসম বলে ; সর্ব্বজগতে অতৃপ্ত দর্শন বলে ; সমস্ত (চতুর্দ্দিক ব্যাপ্ত) বিপুল বিশুদ্ধপ্রভ বলে ; প্রীতি প্রামোদ্যকর বলে ; সর্ব্বসত্ত্বাভিমুখদর্শনাবভাস বলে ; সমুদায় জগতের চিত্ত, আশয় ও ভাজন (পাত্রত্ব) সম্বন্ধে প্রতিভাস প্রাপ্ত বলে ; আদিত্যমণ্ডলসমতিক্রান্ত বলে ; বিধুত (দূরীকৃত) মোহান্ধকার বলে; মহাবকেতুরাজ বলে, অপ্রমাণ (অপ্রমেয়) অনন্ত রশ্মি বলে ; মহাবভাসসন্দর্শক বলে ; সর্ব্বপ্রশ্ন ব্যাখ্যান ও নির্দ্দেশে অসম্মূঢ় বলে ; মহা অবিদ্যান্ধকার বিধ্বংসনকর বলে ; মহাজ্ঞানালোকবিলোকিতবুদ্ধি নির্ব্বিকল্প বলে ; মহামৈত্রী করুণাকৃপা সর্ব্বজগৎসমরশ্মিপ্রযুক্ত প্রমাণবিষয় বলে ; প্রজ্ঞা ও পারমিতাতে গম্ভীর দুরাসদ ও দুর্নিরীক্ষমণ্ডল বলে, ব্রহ্মসম বলে ; প্রশান্তঈর্যাপথ বলে ; সর্ব্ব আর্য্যপথচর্য্যাতে বিশেষ সমন্বাগত (পারপ্রাপ্ত) বলে ; পরমরূপধারী বলে ; আসেচনক (অত্যন্তপ্রিয়) দর্শন বলে ; শান্তেন্দ্রিয় বলে ; শান্তমানস বলে ; সমর্থসম্ভারপরিপূর্ণ বলে ; উত্তম সমর্থপ্রাপ্ত বলে ; পরম দম সমর্থপ্রাপ্ত বলে ; সমর্থ বিদর্শন আপরিপূর্ণ সম্ভার বলে ; গুপ্ত জিতেন্দ্রিয়, নাগ (হস্তী) সদৃশ সুদান্ত, হ্রদসদৃশ নির্ম্মল, অনাবিল ও অতিপ্রসন্ন বলে, সমুদায় ক্লেশ বাসনা ও আবরণ বিহীন বলে ; দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ সমন্বিত মহাপুরুষ বলে ; অশীতি অনুব্যঞ্জন (লক্ষণ) পরিবারে (সমূহে) বিচিত্র রচিত গাত্র বলে ; পুরুষর্ষভ বলে ; দশবল সমন্বিত বলে ; চতুর্ব্বিধ বৈশারদ্য প্রাপ্ত, অনুত্তর পুরুষ, দম্যসারথি বলে, শাস্তা বলে ; অষ্টাদশ আবেণিক বুদ্ধধর্ম্ম পরিপূর্ণ বলে, আনন্দিত কায় বাক্ মন ও কর্ম্মান্ত বলে ; প্রতীতি (বাহ্য বিষয়) সকলের উৎপত্তি ও একই ভাবে স্থিতি নিরোধ করাতে অনিমিত্তবিহারী বলে ; সমুদায় আকার সম্বন্ধে অভীষ্ট প্রাপ্ত এবং সুপরিশোধিত জ্ঞান-দর্শননিচয় জন্য শূন্যতাবিহারী বলে ; পরমার্থ সত্যনয়ে (সিদ্ধান্তে) প্রতিবোধবশতঃ অপ্রণিহিতবিহারী বলে, সমুদায় প্রস্থানে (মার্গে) অলিপ্ত হেতু অনভিসংস্কারগোচর বলে ; সর্ব্বসংস্কার প্রতিশুদ্ধত্ব হেতু অভূতবাদী বলে ; ভূতকোটিসম্বন্ধে অবিকোপিত (অবিসংবাদী) জ্ঞানবিষয় জন্য অবিতথানন্যথাবাদী বলে ; তথাভূত ধর্ম্মধাতুর আকাশ লক্ষণ জ্ঞান আয়ত্তকরণ জন্য অরণ্যধর্ম্মসুপ্রতিলব্ধ বলে ; মায়া, মরীচিকা, স্বপ্ন এবং উদকগত চন্দ্রের শুক্লপ্রতিভা, এই সকলের সমান করিয়া সমুদায় ধর্ম্মে (গুণসমূহে) বিহার করেন বলিয়া অমোঘদর্শনশ্রবণ বলে ; সর্ব্বতো-ভাবে নির্ব্বাণের হেতু উৎপাদন করেন বলিয়া অমোঘপদবিক্রমী বলে ; সত্য বিনয় পরাক্রম এ সকলে বিক্রমশালী বশতঃ উৎক্ষিপ্তপরিখেদ বলে ; অবিদ্যা ও ভবতৃষ্ণাকে উচ্ছেদ করাতে স্থাপিতসংক্রম বলে ; নৈর্য্যানিক (সমুদায় বিঘ্ন হইতে বাহির হইয়া আসিবার) প্রতিপৎ (জ্ঞান) ভালরূপে উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া নির্জ্জিত-

মারক্লেশপ্রত্যর্থিক বলে, সর্ব্বপ্রকার মারচর্য্যাবিষয়ে অননুলিপ্ত বশতঃ উত্তীর্ণ-কামপঙ্ক বলে; কামধাতু সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া পাতিতমানধ্বজ বলে, রূপধাতু সর্ব্বথা অতিক্রম করিয়াছেন বলিয়া উত্থিত প্রজ্ঞাধ্বজ বলে, আরূপ্যধাতু সমতিক্রান্ত জন্য সর্ব্বলোকবিষয়সমতিক্রান্ত বলে, ধর্ম্মকায়রূপ জ্ঞানশরীরবশতঃ মহাদ্রুম বলে, অনন্তগুণরত্ন ও জ্ঞানে কুসুমিত বিমুক্তিরূপ ফলপত্রসমন্বিত জন্য উদুম্বরপুষ্পসদৃশ বলে, দুর্ল্লভপ্রাদুর্ভাবদর্শন জন্য চিন্তামণিরত্ন-মণিরাজসম বলে, যথানয় নির্ব্বাণের অভিপ্রায় ভালরূপে প্রতিপূরণ করেন বলিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত পাদপ বলে, চিরকাল ত্যাগ, শীল, তপব্রত ব্রহ্মচর্য্য ও দৃঢ় সমাদান নিত্যকর্ম্ম বশতঃ অচল ও অপ্রকম্প জন্য বিচিত্র স্বস্তিক-নন্দ্যাবর্ত্ত সহস্রার চক্রাঙ্কিতপদতল বলে, চিরকাল প্রাণিগণের অতিক্রমকে বৈর মনে করিয়া (তাহাদিগের) গুণ বর্ণন ও প্রকাশ করেন জন্য মৃদুতরুণহস্তপাদ বলে, চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ দক্ষিণার্হ (ঋত্বিক) ও ধার্ম্মিকগণের রক্ষণ ও সর্ব্বতোভাবে পরিপালন জন্য এবং শরণাগতগণের অপরিত্যাগ জন্য আয়তপার্ষ্ণি বলে, চিরকাল প্রাণাতিপাতে উপরত জন্য দীর্ঘাঙ্গুলিক বলে, চিরকাল প্রাণাতিপাতকে বৈর মনে করিয়া অপর জীবসম্বন্ধে কর্ত্তব্যপরায়ণ জন্য বহুজনত্রাতা বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ গুরু ও দক্ষিণার্হগণের পূজা পরিচর্য্যা স্নান অনুলেপন, ঘৃত-তৈলাভ্যঙ্গ, স্বহস্তে শরীরের পরিকর্ম্ম (কুঙ্কুমাদি লেপন) দ্বারা পরিশ্রান্ত জন্য জালাঙ্গুলিহস্তপাদ বলে, চিরকাল দান, প্রিয়বাক্য, যথার্থতা, ক্রিয়া ও সমানার্থতারূপ সংগ্রহবস্তু সমূহ দ্বারা সত্ত্বসংগ্রহবিষয়ক নিপুণতায় সুশিক্ষিত জন্য উত্তঙ্গপাদ বলে, চিরকাল উত্তরোত্তর বিশিষ্টতর নিপুণ ধ্যানসমন্বিত জন্য অষ্টাঙ্গদক্ষিণাবর্ত্ত রোমকূপ বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরু দক্ষিণার্হ তথাগতচৈত্য এ সকলকে প্রদক্ষিণ করাতে ধর্ম্ম শ্রবণ করাতে এবং বিচিত্র রোমহর্ষণ পরসত্ত্বসংহর্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ ও প্রয়োগ করাতে ঐণেয়জঙ্ঘ বলে, চিরকাল সৎক্রিয়া ও ধর্ম্ম শ্রবণ গ্রহণ ধারণ বাচন বিজ্ঞাপন অর্থ ও পদ বিনিশ্চয় এবং উত্তীর্ণ হইবার কৌশল দ্বারা জরা ব্যাধি ও মরণাভিমুখীন প্রাণিগণের আশ্রয় হওয়াতে ও আশ্রয় দান করাতে এবং সৎক্রিয়া ও ধর্ম্মোপদেশে অপ্রতিহত বুদ্ধি জন্য কোষাপগতবস্তি গুহ্য বলে, চিরকাল শ্রমণ ব্রাহ্মণ এবং তদিতর ব্রহ্মচারিগণের ব্রহ্মচর্য্যার প্রতি অনুগ্রহ, সর্ব্ববিধ সংস্কার বা শুদ্ধ পুনঃ প্রদান নগ্ন (জৈনগণকে) বল দান, পরদারাভিমর্ষণবর্জ্জিত ব্রহ্মচর্য্যের গুণ বর্ণন ও প্রকাশ অপতাপ্যগণের (আর যাহাদিগকে তাপ দেওয়া সমুচিত নয় তাহাদিগের) অনুপালন এবং দৃঢ় সমাদান (নিত্যকর্ম্ম) বশতঃ প্রলম্ববাহু বলে, চিরকাল হস্তসংযত, পাদসংযত প্রাণিগণের প্রতি অনুৎপীড়ন ও মৈত্র বশতঃ এবং কায়কর্ম্ম-বাক্‌কর্ম্ম-ও-মানসকর্ম্ম-সমন্বিতজন্য ন্যগ্রোধপরিমণ্ডল বলে, ভক্ষ্যাভক্ষ্যবিষয়ে অভিজ্ঞতা অল্পাহারতা উদরসংযম, ক্ষীণ জনে ভৈষজ্য দান, হীন জনে অপরিভব, অনাথ জনে অভাব (মোক্ষ) প্রদর্শন, তথাগতগণের বিশীর্ণ চৈত্যের প্রতিসংস্কার, স্তূপস্থাপন, ভয়ার্দ্দিত প্রাণিগণকে অভয় প্রদান, এই সকল জন্য মৃদু তরুণ সূক্ষ্মচ্ছবি বলে,

চিরকাল মাতাপিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার্হগণকে স্নান, অনুলেপন, ঘৃততৈলাভ্যঙ্গ, শীতলোদক, উষ্ণোদক অনুষ্ণ অশীতোদক, ছায়া আতপ ও ঋতুভেদে সুখজনক উপভোগ্য প্রদান, মৃদু তরুণ তুলস্পর্শ সুকুমার বসনে সুন্দররূপে আচ্ছাদিত শয্যা ও আসন দান, তথাগতগণের চৈত্যসকলে সুগন্ধ তৈলসেক, সূক্ষ্ম পট্টবসন ধ্বজপতাকা গুণ (রজ্জু) দান-করাতে সুবর্ণচ্ছবি বলে ; চিরকাল সমুদায় প্রাণীর অপ্রতিভাত মৈত্রভাবনা, যোগ, ক্ষান্তি, সৌরভ্য, পরসত্বগণের প্রতি প্রতিবাদিত্ব বৈর এবং দ্রোহাচরণের গুণ ও বর্ণ প্রকাশন, তথাগতচৈত্য এবং তথাগতপ্রতিমা সকলের সুবর্ণখচিত সুবর্ণ পুষ্প সুবর্ণ চূর্ণ সুবর্ণ কিরণ সুবর্ণ বর্ণ পট্টবস্ত্রের পতাকা ধ্বজ অলঙ্কার সুবর্ণ পত্র সুবর্ণ বসন দান বশতঃ একৈকনিচিত রোমকূপ বলে, চিরকাল পণ্ডিতগণের নিকট গমন, কুশলাকুশল জিজ্ঞাসন, সদোষ নির্দ্দোষ সেব্য অসেব্য হীন মধ্য প্রণীত ধর্ম্মসমুদায়সম্বন্ধে প্রশ্ন, অর্থমীমাংসা, পরিতুলন, অসম্মোহ, এবং তথাগত সকলের চৈত্যের কীট লুতালয়, অঞ্জলি নির্ম্মাল্য নানাতৃণ, শর্করা (উপল খণ্ড) উদ্ধরণ কার্য্যে নিযুক্ত বশতঃ সংতচ্ছদ বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রেষ্ঠ পূজ্য শ্রমণ ব্রাহ্মণ ও দীন যাচকদিগকে এবং অভ্যাগতগণকে সৎকার করিয়া যথাভিপ্রায় অন্নপান আসন বস্ত্র উপাশয় (জলপাত্রাদি) প্রদীপ, ইচ্ছানুরূপে জীবিকা ও ভূষণ প্রদান, কূপ পুষ্করিণী শীতলজলপরিপূর্ণ মহাজনোচিত উপভোগ প্রদান জন্য সিংহপূর্ব্বার্দ্ধকার বলে, চিরকাল মাতা পিতা শ্রমণ ব্রাহ্মণ গুরুদক্ষিণার্হ ব্যক্তিগণের নিকটে অবনতি, প্রশমন, অভিবাদন, অভয়দান, দুর্ব্বলগণের অপরিভব, শরণাগতগণের অপরিত্যাগ দৃঢ় সমাদান (নিত্য কর্ম্ম) এবং অনুৎসঙ্গ (অনুচিত আসক্তিবর্জ্জন) জন্য চিত্তান্তরাংশ বলে ; চিরকাল স্বদোষ পরিতুলন, পরছিদ্র-পরদোষ-দর্শনবর্জ্জন, বিবাদের মূল ও পরভেদকর মন্ত্রণাপরিহার, সুপ্রতিনিসর্গ (সহজ সুন্দর) মন্ত্র (মন্ত্রণা), সুন্দররূপে রক্ষিত বাক্‌কর্ম্মান্তজন্য সুসংবৃত্তস্কন্ধ বলে ! ইত্যাদি ইত্যাদি * ল, বি, ২৬ অ।

বুদ্ধ-দৃষ্টিতে পূজা

যে সকল প্রাণী আমাকর্ত্তৃক বুদ্ধ-দৃষ্টিতে দৃষ্ট হইয়াছে, তাহারা শারিপুত্রের তুল্য। যে কেহ তাহাদিগকে পূজা করিবে, কোটিকল্প যাবৎ, গঙ্গার যত বালুকা, তৎসম পুণ্যরাশি লাভ করিবে। অহোরাত্র যে ব্যক্তি হৃষ্টমনে গন্ধমাল্যাদি দ্বারা প্রত্যেক বুদ্ধের অর্চ্চনা করিবে, পূর্ব্বোক্ত পুণ্যানুষ্ঠান হইতে এ ব্যক্তি বিশেষ। * * * * এক জন তথাগতকেও যদি এক ব্যক্তি "অর্হতে নমঃ" বলিয়া প্রসন্নচিত্তে এক

---

* আমরা, আরও অনেক দূর অনুবাদ করিয়াও পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে সমুদায়াংশ প্রকাশ করিতে ক্ষান্ত রহিলাম। কেন না অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা এ দুই একত্র সংযোগ না করিলে এ সকল সকলের বোধগম্য হওয়া সুকঠিন হইবে। আমরা যত দূর প্রকাশ করিলাম, ইহাতে আমাদিগের অভিপ্রায় এক প্রকার সিদ্ধ হইল। যাঁহারা সমুদায় দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা মূল গ্রন্থের অনুসরণ করিবেন। এখনও সত্তরটি ব্যাখ্যা অবশিষ্ট রহিল।

বার প্রণাম করে, তাহা হইতেও তাহার শ্রেষ্ঠতর পুণ্য হয়। যদি সমুদায় প্রাণী বুদ্ধ হয়, এবং তাহাদিগকে পূর্ব্বে যে প্রকার অনেকে পূজা করিয়াছিল, সেই প্রকারে দিব্য পুষ্প ও মনুষ্যলোকের উৎকৃষ্ট সামগ্রী দ্বারা পূজা করে, তৎপরায়ণ লোক কল্যাণ লোক (প্রাপ্ত হইবে)। ইত্যাদি। ল, বি, ২৭ অ।

গ্রন্থ-সম্মাননা

ললিতবিস্তরের পঠন পাঠনাদিতে এই সকল লাভ হয় ঃ—

অষ্ট ধর্ম্ম

উৎকৃষ্ট রূপ, উৎকৃষ্ট বল, উৎকৃষ্ট পরিবার, উৎকৃষ্ট প্রতিভা, উৎকৃষ্ট নৈষ্কর্ম্ম্য, উৎকৃষ্ট চিত্তশুদ্ধি, উৎকৃষ্ট সমাধিসম্পৎ, উৎকৃষ্ট প্রজ্ঞাবভাস।

অষ্ট আসন

শ্রেষ্ঠের আসন, গৃহপতির আসন, চক্রবর্ত্তীর আসন, লোকপালের আসন, ইন্দ্রের আসন, বশবর্ত্তীর * আসন, ব্রহ্মার আসন, বোধিসত্ত্বের আসন।

অষ্ট বাক্‌শুদ্ধি

যথাবাদিতা তথাকারিতা, আদেয়বচনতা, গ্রাহ্যবচনতা, শ্লক্ষ্ণ (মনোজ্ঞ) বচনতা, কলবিঙ্ক-রুত-স্বরতা, মধুরবচনতা, ব্রহ্মস্বরতা, সিংহঘোষাভিগর্জ্জিতস্বরতা, বুদ্ধস্বরতা **।

অষ্ট মহানিধান

স্মৃতি, অপ্রতি (?), গতি, ধারণী, প্রতিভান, ধর্ম্ম, বোধিচিত্ত ***, প্রতিপত্তি।

অষ্ট সম্ভার

দান, শীল, শ্রুত, সমর্থ, **** বিদর্শন, পুণ্য, জ্ঞান, মহাকরুণা।

অষ্ট মহাপুণ্যতা

রাজচক্রবর্ত্তিত্ব, দেবাধিপত্য, ইন্দ্রত্ব, সুযামদেবপুত্রত্ব, সন্তুষিতত্ব, সুনির্ম্মিতত্ব, বশবর্ত্তিত্ব, তথাগতত্ব।

অষ্ট চিত্তনৈর্ম্মল্য

মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, চতুর্ব্বিধ ধ্যান, চতুর্ব্বিধ আরূপ্যসমাপত্তি, পঞ্চ অভিজ্ঞা, সর্ব্ববাসনানুসন্ধান তিরোধান।

অষ্ট ভয়নিবারণ

রাজা, চোর, সর্প, দুর্ভিক্ষ, পরস্পর কলহ, বিবাদ, যুদ্ধ, দেবতা, নাগ ও যক্ষ, এবং সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহার নিবারণ।

* বশবর্ত্তী নামা দেবরাজ, তাঁহার আসন।

** বুদ্ধস্বরতা নবম হইতেছে। বোধ হয় একবুদ্ধে সমুদায় মিলিত হইয়াছে বলিয়া, ইহা স্বতন্ত্র সংখ্যামধ্যে পরিগণিত হয় নাই।

*** ত্রিরত্নের ক্রমপরম্পরায় উচ্ছেদ হয় না বলিয়া বোধিচিত্ত।

**** পারিভাষিক শব্দগুলি ধর্ম্মালোকোপায়ে সুস্পষ্ট হইবে।

বৌদ্ধদর্শন

স্বয়ম্ভু শাক্যমুনি কৌণ্ডিন্যকে সহস্র অযুত অঙ্গে সমুদ্গত ব্রহ্মস্বর এবং কিন্নরকণ্ঠ নিঃসৃতগম্ভীরনিনাদসদৃশ বাক্যে বলিতে লাগিলেন, যে বাক্য বহুকল্পকোটি পর্য্যন্ত সত্য সুভাষিত (বলিয়া) নিয়ত (প্রসিদ্ধ থাকিবে)। চক্ষু শ্রোত্র ঘ্রাণ ও জিহ্বা অনিত্য এবং অধ্রুব, শরীর ও মন দুঃখজনক, অনাত্মীয়, অপদার্থ, শূন্যস্বভাব, তৃণ ও প্রাচীর সদৃশ জড়স্বভাবসম্পন্ন, নিশ্চেষ্ট, এখানে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কারণ-রূপে প্রতীয়মান এই সমুদায় পদার্থ যথার্থ দৃষ্টিতে বিলীন হইয়া যায়, এবং আকাশের ন্যায় প্রকাশ পায়. (এ সকলের) কর্ত্তাও নাই, জ্ঞাতাও নাই, (উৎপত্তির মূল) কর্ম্মও নাই, শুভ এবং অশুভ অনুষ্ঠান সমুদায় দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া যায়, স্কন্ধ সমুদায় প্রতীত হইয়া দুঃখের উদয় হয়, তৃষ্ণাসলিল দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া উহা আরো প্রকাশ পায়, ধর্ম্মসমতাখ্য প্রজ্ঞাযোগে দেখিলে অত্যন্ত ক্ষীণ ক্ষয়ধর্ম্মবিশিষ্ট দৃষ্ট হইয়া নিরুদ্ধ হইয়া যায়। সংকল্প-বিকল্পজনিত অপ্রণিধান হইতে অবিদ্যা সমুৎপন্ন হয়। যে কেহ অবিদ্যার জন্মদাতা, সেই সংস্কারের কারণ প্রদান করে, ইহার (অন্যত্র) সংক্রমণ নাই। (সংস্কারের) সংক্রমণ প্রতীতি হইতেই বিজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়। বিজ্ঞান হইতে নামরূপ সমুৎপন্ন হয়। নাম ও রূপ হইতে ষড়িন্দ্রিয়ের উদয় হয়, ষড়িন্দ্রিয়ের একত্র সম্মিলন স্পর্শনামে উক্ত হয়, স্পর্শ হইতে ত্রিবিধ বেদনা প্রবর্ত্তিত হয়। যাহা কিছু বেদনানুভব হয়, তৎসমুদায় তৃষ্ণা সহকারে কথিত হইয়া থাকে অর্থাৎ বেদনা হইতে তৃষ্ণা উৎপন্ন হয়। তৃষ্ণা হইতে সমুদায় দুঃখস্কন্ধের উৎপত্তি। (তৃষ্ণাজনিত) উপাদান হইতে সমুদায় ভবপ্রবৃত্তির (জন্ম), ভবপ্রবৃত্তি হইতে জাতি উদিত হয়। জাতি হইতে জরা ব্যাধি দুঃখ উৎপন্ন হয়। এই ভবপিঞ্জরে উপপত্তি এক প্রকার নয়, বিবিধ। জগতের প্রত্যয় হইতে এইরূপে সমুদায় হয়। জীবাত্মাও নাই, সংক্রমকও কেহ নাই। যাহাতে সঙ্কল্প নাই, বিকল্প নাই, যোনি নাই, নাম নাই, অথচ প্রণিধান আছে, সেখানে অবিদ্যা থাকে না। যাহার অবিদ্যা নিরোধ হয়, সমুদায় ভবাঙ্গ ক্ষয় হয়, ক্ষীণ হয়, ক্ষয় নিরুদ্ধ হয়। এইরূপে প্রতীতি হইতে তথাগত দ্বারা বুদ্ধ হন, স্বয়ম্ভু বুদ্ধ আপনাকে আপনি প্রকাশ করেন. স্কন্ধ, আয়তন ধাতু এ সকলকে বুদ্ধ বলি না, (যেখানে) অন্যত্র কারণ অনুভূত হয় না, সেই স্থলে বুদ্ধ হন। এখানে পরবর্ত্তী তীর্থিকগণের (পথ) নির্ম্মাণের ভূমি নাই। ঈদৃশ শূন্যবাদ ধর্ম্ম-যোগে যাঁহারা পূর্ব্ববুদ্ধের চরিত্র লাভ করিয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন, তাঁহারাই কেবল এ ধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ। এইরূপে কৌণ্ডিন্যাবিদিত দ্বাদশাকার ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত হইল এবং রতনত্রয় নিষ্পন্ন হইল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘ, এই রতনত্রয় ব্রহ্মপুরের আলয় পর্য্যন্ত শব্দ (শাস্ত্র) পরম্পরা ক্রমে সমাগত। ল, বি, ২৬ অ।

অষ্টোত্তর শত

ধর্ম্মালোকোপায়

অনন্তর বোধিসত্ত্ব পুনরায় সেই মহতী দেবসভা দর্শন করিয়া বলিলেন, "হে মহাভাগগণ, ইহলোক হইতে ভূলোকে গমনকালে দেবতাগণের হর্ষবর্দ্ধক ধর্ম্মালোকোপায় শ্রবণ কর, যাহা বোধিসত্ত্বগণ এই সকল দেবপুত্রগণকে বলিয়াছেন। হে মহাভাগগণ, ধর্ম্মালোকোপায় অষ্টোত্তর শত, যাহা অবশ্যই ভূতলে গমনকালে বোধিসত্ত্বকর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টোত্তর শত কি কি? হে মহাভাগগণ, শ্রদ্ধা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভেদ্যচিত্ততা অর্থাৎ চিত্ত অভিন্নভাবে একই বিষয়ে স্থিতি করে; প্রসাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনির্ম্মলচিত্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হয়; প্রামোদ্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ হয়; প্রীতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তবিশুদ্ধি উপস্থিত হয়; কায়সংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ কায়ের পরিশুদ্ধি হয়; বাক্যসংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চারি প্রকার বাগ্‌দোষ পরিহার হয়; মনঃসংবরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অভিঘাত, দ্রোহচিন্তা মিথ্যাদৃষ্টি তিরোহিত হয়; বুদ্ধানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দৃষ্টিশুদ্ধি হয়; ধর্ম্মানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মোপদেশবিশুদ্ধি হয়, সংঘানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; ত্যাগানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় উপাধির প্রতি নিঃসঙ্গভাব উপস্থিত হয়; লীলানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রণিধান পূর্ণতা লাভ করে; দেবানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্ত উদার হয়; মৈত্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বোপাদিক পুণ্যক্রিয়া এবং বস্তুবিষয়ে সম্যক্‌চিন্তা প্রবর্ত্তিত হয়; করুণা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অহিংসা উপস্থিত হয়; মুদিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় উদ্যম সমাকৃষ্ট হয়; উপেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামবিষয়ে জুগুপ্সা উপস্থিত হয়; অনিত্যপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কামরূপ্য অর্থাৎ যখন যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপ রূপধারণে সামর্থ্য এবং অরূপ্যরাগ অর্থাৎ ক্ষয়শীল স্বর্গাদির প্রতি অনুরাগ, এ দুই নিবৃত্ত হয়; দুঃখপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিষয়াভিনিবেশের উচ্ছেদ হয়; অনাত্মপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার প্রতি অভিনিবেশ তিরোহিত হয়; শান্তপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কোন একটি বিষয়ের অনুসরণ এবং তাহার তত্ত্বোদ্ভাবন উপস্থিত হয়; হ্রী ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অধ্যাত্মোপশম অর্থাৎ তদ্বিষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয়; অপত্রাপ্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বহিঃপ্রশম অর্থাৎ বাহ্য বিষয়ের অভিমান নিবৃত্ত হয়; সত্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দেব-ও-মনুষ্যমধ্যে অবিসংবাদ উপস্থিত হয়; ভূত (ঠিক

যেমন তেমনি দেখা) ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আপনার সঙ্গে আপনার অবিসংবাদ উপস্থিত হয় ; ধর্ম্মাচরণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মের দিকে গতি হয় ; ত্রিশরণ * গমন ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ত্রিবিধ অপায় অতিক্রম করিতে পারা যায় ; কৃতজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যাহা কিছু কুশল সাধিত হয়, তাহার মূল প্রণষ্ট হয় না ; কৃতবেদিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরের প্রতি সম্মাননা উপস্থিত হয় ; আত্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা আত্মার গূঢ় সামর্থ্য সকল উদ্ভূত হয় ; সত্ত্বজ্ঞানতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের বিপৎসহ একতা উপস্থিত হয় ; ধর্ম্মজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মানুধর্ম্মসম্বন্ধে জ্ঞান সমুপস্থিত হয় ; কালজ্ঞতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনিষ্ফল দৃষ্টি হয় ; নিহতমানতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা জ্ঞানসম্পন্নতা পূর্ণতালাভ করে ; অপ্রতিহতচিত্ততা ধর্ম্মালোকোপায়, আত্মাতে যে বল লাভ হয়, তাহা রক্ষা করিতে পারা যায় ; অনুপনাহ (বন্ধনশূন্যতা) ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিষ্ক্রিয় হওয়া যায় ; অধিমুক্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধতার পরাকাষ্ঠা লাভ হয় ; অশুভপ্রত্যবেক্ষা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কাম ও বিতর্ক বিনষ্ট হয় ; অব্যাপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দ্রোহচিন্তা ও বিতর্ক বিনষ্ট হয় ; অমোহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের অজ্ঞানতা বিদূরিত হয় , ধর্ম্মার্থিকতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (যথার্থ) অর্থের দিকে গতি হয়, ধর্ম্মকামতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লোক অধিকৃত হয় ; শ্রুতপর্য্যেষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যোনিশোধন এবং ধর্ম্ম-প্রত্যবেক্ষণ উপস্থিত হয় ; সম্যক্‌প্রয়োগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সম্যক সিদ্ধি হয় ; নামরূপ-পরিজ্ঞান ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সকল প্রকারের আসক্তি অতিক্রম করিতে পারা যায় ; হেতুদৃষ্টিসমুদ্ঘাট ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিদ্যা ও অধিমুক্তি অধিকৃত হয় ; অনুনয়প্রতিঘপ্রহাণ অর্থাৎ যথার্থ সিদ্ধান্ত সমূহের প্রতিরোধী ভাবের বিনাশ ধর্ম্মালোকোপায়, উহা দ্বারা উৎপত্তি ও নূতন নামলাভের অভাব হয় ; স্কন্ধকৌশল্য ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দুঃখ পরিজ্ঞান উপস্থিত হয়, ধাতুসমতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (দুঃখকন্ধের) সমুদয় বিনষ্ট হয় ; আয়তনাপকর্ষণ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মার্গচিন্তা সমুপস্থিত হয় ; অনুৎপাদক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা নিরোধ সাক্ষাৎকার হয় ; কায়গতিস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কায়বিবেক উপস্থিত হয় ; বেদনাগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় অবদিত (নিন্দিত) বিষয়ের বিরাম হয় ; চিত্তগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মায়োপচিত বিষয় সকলের প্রত্যবেক্ষণ হয় ; ধর্ম্মগতানুস্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বিতিমির জ্ঞান উপস্থিত হয় ; চারি সম্যক্ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার অকুশল ধর্ম্মের বিনাশ এবং সর্ব্বপ্রকার কুশলের পরিপূর্ণতা হয় ; চারি-

* ত্রিশরণ শব্দের আভিধানিক অর্থ বুদ্ধ, সুতরাং ত্রিশরণ গমন ইহার অনুবাদ বুদ্ধের অনুসরণ অনায়াসে করা যাইতে পারে ।

ঋদ্ধিপাদ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা শরীর ও চিত্তের লঘুতা উপস্থিত হয়; শ্রদ্ধেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরের প্রতি প্রণয়বশ্যতা হয়; বীর্য্যেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুচিন্তিত জ্ঞান উপস্থিত হয়; স্মৃতীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুকৃতকর্ম্মতা হয়, সমাধীন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিত্তের বিমুক্তিলাভ হয়; প্রজ্ঞেন্দ্রিয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রত্যবেক্ষণ জ্ঞান জন্মে; শ্রদ্ধাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মারবল অতিক্রম করিতে পারা যায়; বীর্য্যবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অপরিবর্ত্তনশীলতা উপস্থিত হয়; স্মৃতিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অসংহার্য্য হয়; সমাধিবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহার দ্বারা সর্ব্বপ্রকার বিতর্ক বিনষ্ট হয়; প্রজ্ঞাবল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনবমৃদ্যতা (অপরিমর্দ্দনীয়তা) উপস্থিত হয়; স্মৃতি-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যথাবৎ ধর্ম্মজ্ঞান লাভ হয়; ধর্ম্ম-প্রবিচয়-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় ধর্ম্মের পরিপূর্ত্তি হয়; বীর্য্য-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা সুবিচিত্ত বুদ্ধি সমুপস্থিত হয়; প্রীতি-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা চিন্তাতে একতা হয়, প্রশ্রব্ধি-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা কৃতকরণীয়তা উপস্থিত হয়; সমাধি-সম্বোধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমতানুবোধ জন্মে; উপেক্ষা-সমাধি অঙ্গ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকারের উপপত্তির প্রতি ঘৃণা উপস্থিত হয়; সম্যক্ দৃষ্টি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ন্যায়ের (বিচারের) হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়; সম্যক্ সংকল্প ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় প্রকারের কল্প বিকল্প পরিকল্পের বিনাশ হয়; সম্যক্ বাক্ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ব প্রকারের অক্ষর, শব্দ ও নিনাদ বাক্‌পথে নিনাদিত হইয়া কেবল সমতারই বোধ উৎপাদন করে; সম্যক্ কর্ম্মান্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা স্বকর্ম্মবিপাক উপস্থিত হয়; সম্যক্ আজীব ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার (ভোগজনিত) হর্ষের বিরাম হয়; সম্যক্ ব্যায়াম ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা পরপারে গমন হয়; সম্যক্ স্মৃতি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা মন হইতে অসাকল্য স্মৃতি তিরোহিত হয়; সম্যক্ সুসমাধি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অকোপ্য (অবিচলিত) চিত্ত সমাধি অধিকার করে; বোধিচিত্ত ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা তিন বংশের অনুচ্ছেদ উপস্থিত হয়; আশয় ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা হীন যানের প্রতি অস্পৃহা হয়; অধ্যাসযোগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা উদার বুদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন হয়; প্রয়োগ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বপ্রকার কুশল ধর্ম্মের পরিপূর্ণ হয়; দানপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা লক্ষণ প্রকাশক বুদ্ধক্ষেত্রের পরিশুদ্ধি এবং মৎসর স্বভাবের মাৎসর্য্যপরিহার হয়; শীলপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বক্ষণ যে অপায় উপস্থিত হয়, তাহা অতিক্রম করা যায়, দুঃশীল স্বভাবের দুঃশীলতা পরিহার হয়; ক্ষান্তি পারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বদ্রোহাচরণ, নিখিল দোষ, মান, মদ ও দর্প বিনষ্ট হয়, দ্রোহানুরক্ত চিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয়; বীর্য্যপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ কুশলমূল

ধর্ম্মালোকোপায়ে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, এবং একান্ত অবসন্ন স্বভাবের তদ্দোষ পরিহার হয় ; ধ্যানপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্ববিধ জ্ঞানবিষয়ে অভিজ্ঞতা উৎপন্ন হয়, বিক্ষিপ্তচিত্তের তৎস্বভাব পরিহার হয় ; প্রজ্ঞাপারমিতা ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অবিদ্যা, মোহ, তম ও অন্ধকারাধিকৃত দৃষ্টি তিরোহিত হয়, দুষ্প্রজ্ঞ স্বভাবের পরিপাক হয় ; উপায় কৌশল ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা যে প্রাণী যে প্রকারে মুক্তিলাভ করিবে, তাহার উপায় ও পথ প্রদর্শন হয়, এবং সর্ব্ব বুদ্ধধর্ম্মের অবিলোপ উপস্থিত হয় ; চারি সংগ্রহ বস্তু ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সত্ত্বসংগ্রহ, সম্বোধিপ্রাপ্তি, এবং ধর্ম্মপ্রত্যবেক্ষণ হয় ; সত্ত্বপরিপাক ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা অনাত্মসুখে চিত্তের একতানতা তিরোহিত, এবং তাহাতে ক্লেশ উপস্থিত হয় ; সদ্ধর্ম্মপরিগ্রহ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সর্ব্বাধিক স্বাভাবিক ক্লেশের বিনাশ হয় ; পুণ্যসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমগ্র স্বভাবের উপজীব্য লাভ হয় ; জ্ঞানসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা দশবল পরিপূরণ হয় ; সমর্থসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা তথাগতের সমাধি অধিকৃত হয় , বিদর্শনসম্ভার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা প্রজ্ঞাচক্ষু অধিকৃত হয় ; প্রতিসংবিৎ অবতার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মচক্ষু অধিকৃত হয় ; পরিসরণাবতার ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা বুদ্ধচক্ষুঃ পরিশুদ্ধি হয় ; ধারণা প্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধবচনের ধারণা হয় ; প্রতিভানপ্রতিলম্ভ ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সুভাষিতকরণক সমুদায় সত্ত্বের সন্তোষ সাধনা হয় ; অনুলোমিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের অনুলোমনতা (সামঞ্জস্য) সম্পাদন হয় ; অনুৎপত্তিক ধর্ম্মক্ষান্তি ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা (ধর্ম্ম) প্রকাশনে সামর্থ্য লাভ করা যায় ; অবৈবর্ত্তিক ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা সমুদায় বুদ্ধধর্ম্মের পরিপূরণ হয় ; ভূমি হইতে ভূমিসংক্রান্তি জ্ঞান ধর্ম্মালোকোপায়, ইহা দ্বারা ধর্ম্মজ্ঞগণের জ্ঞানাভিষেক প্রাপ্ত হওয়া যায় ; অভিষেকভূমি ধর্ম্মালোকোপায়, * ইহা দ্বারা অবক্রমণ (অবতরণ) জন্ম, নিষ্ক্রমণ, দুষ্কর চর্য্যা, বোধিমণ্ডলোপসংক্রমণ, মারধ্বংসন, বোধিবিবোধন, ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন, মহাপরিনির্ব্বাণ সন্দর্শন উপস্থিত হয়। হে মহাভাগগণ, এই সেই অষ্টোত্তর শত ধর্ম্মালোকোপায়, যাহা অবশ্য বোধিসত্ত্ব পৃথিবীতে আগমন-কালে দেবসভায় প্রকাশ করিয়াছেন। ল, বি, ৪ অ।

সগুণবাদ

তেবিজ্জ (ত্রৈবিদ্য) সূত্রের সার

এক সময়ে মহাত্মা শাক্য পাঁচ শত শিষ্য সমভিব্যাহারে কোশল রাজ্যে বিচরণ করিতে করিতে, ব্রাহ্মণগণের নিবসতি মনসাকট গ্রামের দক্ষিণ অচিরবতী নদীর কূলে চূতবনে আসিয়া অবস্থিত করেন। এই সময়ে বাশিষ্ঠ এবং ভারদ্বাজ নামা দুই জন

* এইটি অধিক হইতেছে। বোধ হয় সমুদায়ের সমষ্টিতে ইটি উপস্থিত হয় বলিয়া স্বতন্ত্র পরিগণিত হয় নাই।

ব্রাহ্মণ যুবা কি প্রকারে ব্রহ্মসাযুজ্য (ব্রহ্মসহ একতা) লাভ হয়, এতৎসম্বন্ধে বিতর্ক উপস্থিত করে। এক জন তৎসমকালের উপাধ্যায় তারুক্ষ, অপর জন উপাধ্যায় পুষ্করসাদির মত অবলম্বন-করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয় ; কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে পারে না। বুদ্ধদেবের খ্যাতিতে তাহাদিগের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহারা এ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তাঁহার নিকট হইতে লাভ করিবার জন্য তাঁহার সমীপে আগমন করিল। ব্রহ্মসাযুজ্যলাভের সহজ পন্থা কি, উভয়ে গিয়া জিজ্ঞাসা করাতে, গৌতম বলিলেন, "তোমরা উভয়েই স্ব স্ব পন্থাকে ঠিক বলিতেছ, তবে আর বিবাদ কেন ?' তাহারা উত্তর করিল, "অধ্বর্য্যু, তৈত্তিরীয়, ছন্দোগ, ছান্দস, ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন ভিন্ন পথ প্রদর্শন করেন, অথচ এক গ্রামে প্রবেশ করিবার যেমন বহু পথ থাকে, এ সকল তেমনই। তাই আমরা জিজ্ঞাসা করি, ইহাদিগের সকল পন্থাই কি মুক্তিপ্রদ ? সকল পন্থা দিয়াই কি ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয় ?" গৌতম বলিলেন, "তোমরা সকল পন্থাকেই কি ঠিক বল ?" তাহারা উত্তর করিল, "হাঁ।" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ত্রিবেদবিৎ প্রাচীন ঋষিগণ বেদবক্তা, বেদশিক্ষক, বেদাধ্যায়ী, তাঁহারা অথবা বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের সপ্তমপুরুষ মধ্যে কেহ কি ব্রহ্মাকে* সাক্ষাৎ দর্শন-করিয়াছেন ?" তাহারা উত্তর করিল, "না।" তিনি বলিলেন, "তবে ত্রিবেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা এই কথা বলিতেছেন, যাঁকে আমরা জানি না, যাঁকে আমরা দেখি নাই, তাঁর সঙ্গে কি প্রকারে যোগ হয়, তার পথ আমরা দেখাইতে পারি। এই সোজা পথ, এই পথে তাঁর কাছে যাওয়া যায়, এইরূপ কাজ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়।" একি মূর্খের কথা নহে ? দশ জন অন্ধ যদি হাত ধরাধরি করিয়া চলে, তাহাদিগের অগ্রবর্ত্তী, পশ্চাদ্বর্ত্তী বা মধ্যবর্ত্তী কেহ কি দেখিতে পায় ? ইহারা সূর্য্যের স্তব করে, চন্দ্রের স্তব করে, প্রার্থনা করে, কিন্তু কেহ কি বলিতে পারে, এই সোজা পথে চন্দ্র বা সূর্য্যের সঙ্গে মিলিত হইতে পারা যায় ? একজন এক নারীর প্রতি মুগ্ধ। তাহাকে তাহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যাহার প্রতি মুগ্ধ, তাহার নাম কি, তাহার বংশ কি, সে দীর্ঘকায় না খর্ব্বকায়, তাহার বর্ণ কি, কোথায় তাহার নিবাস ? সে উত্তর করিল, আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ ভালবাসি ! এ ব্যক্তি কি মূর্খ নয় ? এক ব্যক্তি এক অট্টালিকায় আরোহণ করিবার জন্য অধিরোহণী-নির্ম্মাণ করিতেছে, তাহাকে এক জন জিজ্ঞাসা করিল, তুমি যে অট্টালিকায় আরোহণ করিবার জন্য ইটি নির্ম্মাণ করিতেছ, সে গৃহ কোন্ দিকে, কি আকার, তাহার উচ্চতা গভীরতা কত, বল। সে বলিল, আমি ইহার কিছুই জানি না, অথচ তাহাতে আরোহণ করিব ! এ ব্যক্তি কি মূর্খ নয় ? এক জন নদীর কূলে দণ্ডায়মান। পার হইবার জন্য যদি সে অপর কূলকে আহ্বান করে, তবে কি সে

* সর্ব্বপ্রথমে হিরণ্যগর্ভ, বিরাট, সর্ব্বজগতে প্রবিষ্ট পুরুষ (শুদ্ধ জীব) ব্রহ্মা সকলের উপাস্য ছিলেন, পরিশেষে শিব ও বিষ্ণু তাঁহার স্থলাধিকার করিয়াছেন। আমি স্রষ্টা, এই অভিমানযুক্ত মায়োপহিত চৈতন্য শংকরমতে ঈশ্বর। ইনিই ব্রহ্মা, শুদ্ধজ্ঞানোদয়ে ইঁহার অস্তিত্ব থাকে না। বেদান্তসিদ্ধ সময়ে ব্রহ্মাই সগুণোপাসনার বিষয়। সুতরাং তিনিই গৌতম কর্ত্তৃক এস্থলে গৃহীত হইয়াছেন।

মূর্খ নহে ! অথচ এই সকল ব্রাহ্মণেরা যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায়, সে সকল না করিয়া, যে সকল গুণ অভ্যাস করিলে ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না সেই সকল অভ্যাস করে, এবং বলে 'হে ইন্দ্র, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে বরুণ, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে ঈশান, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে প্রজাপতে, আমরা তোমায় আহ্বান করি, হে যম, আমরা তোমায় আহ্বান করি।' নিশ্চয়ই ইহারা আহ্বান করে, প্রার্থনা করে, আশা করে, স্তব করে বলিয়া মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিতে পারে না। এক জন নদীপারে আসিয়া নদীপার হইবে মনে করে, অথচ তাহার হস্তপদ শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে, সে কি পার হইতে পারে ? শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-বন্ধনে আবদ্ধ ; কাম, হিংসা, আলস্য, অভিমান ও সংশয়ের আবরণে আবৃত ; ভক্তিবিঘ্নে বিঘ্নসঙ্কুল, অথচ ব্রহ্মণ্যলাভের সদ্গুণাভ্যাসে বিরত, তদ্বিপরীত গুণাভ্যাসে সর্ব্বদা নিরত, এ সকল লোক মৃত্যুর অন্তে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিবে, ইহা মূলেই অসত্য। আচ্ছা, ব্রহ্মার কি স্ত্রী আছে, ধন আছে, ক্রোধ আছে, তিনি কি অবিশুদ্ধচেতা, তিনি কি অবশীভূতাত্মা ? তাহারা উত্তর করিল, না। তিনি বলিলেন, যাঁহার এ সকল নাই, তাঁহার সঙ্গে, যাহাদিগের এ সকলই আছে, তাহাদিগের সাযুজ্যলাভ কি প্রকারে হইবে ? যেখানে উভয়ের মধ্যে ঈদৃশ বিপরীত গুণ, সেখানে মিলনের সম্ভাবনা নাই। এ জন্যই বেদবিদ্‌গণের জ্ঞানকে মরুভূমি, পথবর্জ্জিত অরণ্যানী, এবং বিনাশের কারণ বলা যায়। মনে কর, এক জন এই মনসাকটে জন্মগ্রহণ করিয়া এখানে লালিত পালিত বর্দ্ধিত হইয়াছে। তাহার নিকটে কি ইহার কোন পথ অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয় ? তাহার যদিও অজ্ঞাত বা সংশয়ের বিষয় হয়, তথাপি জানিও, কোন্ পথে ব্রহ্মলোকে গমন হয়, এ সম্বন্ধে কেহ জিজ্ঞাসা করিলে তথাগতের সংশয় হইতে পারে না। কেন না ব্রহ্মা, ব্রহ্মলোক, কোন্ পথে সেই লোকে যাওয়া যায়, আমি জানি। এমন কি, কে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হইয়াছে, কে তথায় জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহা আমার বিদিত। তথাগত এই জন্যই লোকশিক্ষার নিমিত্ত সময়ে সময়ে পৃথিবীতে সমাগত হন।"

অনন্তর মহামতি গৌতম ব্রাহ্মণযুবকদ্বয় কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ধর্ম্মোপদেশ দান করিলেন। অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ভূতানুগ্রহ, মধুর বচন, অগ্রাম্য মিত বাক্য, অপ্রতিগ্রহ প্রভৃতি উপদেশ-করিয়া, বর্ত্তমান ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ইহার বিপরীত আচরণ প্রদর্শন-করিলেন। অনেক শ্রমণ ব্রাহ্মণ অনুগত শিষ্যগণের মস্তকে পদার্পণ করিয়া পান ভোজন আমোদ প্রমোদ অক্ষক্রীড়া উচ্চাসন গন্ধদ্রব্য বসন ভূষণ প্রভৃতিতে আসক্ত, জ্ঞানাভিমানে পরপরাভবে নিযুক্ত, আজ্ঞাধীন ভৃত্যের ন্যায় ধনলোভে পরের দাসত্বে রত, গ্রহাদির গণনা দ্বারা ভবিষ্যৎ কথন, বন্ধ্যত্বাদিনিবারণজন্য ঔষধ কবচাদি-দান, ইত্যাদি ছল বঞ্চনায় নিরত প্রতিমোক্ষের নিয়মানুযায়ী ব্যক্তিগণ কখন এরূপ নহে। নিয়ত ধর্ম্মাচরণ করিতে করিতে ইঁহাদিগের হৃদয়ে সর্ব্বভূতে অসীম প্রেম, করুণা, সহানুভূতি ও সমতা উপস্থিত হয় এবং এই সকল গুণে ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ হয়। ব্রহ্মার

স্ত্রী নাই, ধন নাই, ক্রোধ নাই, হিংসা নাই, অবিশুদ্ধচিত্ততা নাই, তিনি সংযতাত্মা, ভিক্ষুও সেইরূপ। অতএব ভিক্ষুই ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ করিবেন *।

অবতরণিকা

বৌদ্ধধর্ম্ম কি

স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথের উপরে বৌদ্ধধর্ম্মের সমুদায় তথ্য নির্ব্বাচন করিবার ভার অর্পিত হয়। তিনি নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অতি অল্পকালমধ্যে স্বর্গধামে গমন করিলেন, কিন্তু যাইবার সময় যে বিষয়ের ভার পাইয়াছিলেন, তাহা সম্পন্ন করিয়া যাইতে বিস্মৃত হন নাই। এ অতি দুঃখের বিষয় যে, তিনি যাহা একান্ত পরিশ্রম করিয়া লিখিলেন, তাহা স্বয়ং সংশোধন করিয়া প্রকাশ করিতে সময় পাইলেন না। আমাদের আক্ষেপ বৃথা; কেন না আমাদের আক্ষেপ অপেক্ষা ভগবানের গূঢ় অভিপ্রায় অতীব গভীরতর। তবে বিশেষ আক্ষেপ এই যে, তাঁহার শেষ গ্রন্থ তাঁহার অবলম্বনীয় সমুদায় গ্রন্থগুলি হস্তগত করিয়া তৎসহ মিলাইয়া, আমরা পূর্ণাবয়বে প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম না। মহাত্মা শাক্যের জীবন ও নির্ব্বাণতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ললিতবিস্তারকেই প্রধান অবলম্বন করিয়াছেন, এ অংশ আমরা সাধ্যমত মূল-গ্রন্থের সঙ্গে মিলাইয়া প্রকাশ করিলাম। প্রচারাংশ এবং প্রবচনগুলি আমরা তেমন যত্ন করিয়া অবলম্ব্য গ্রন্থসমূহের সহিত মিলাইয়া দিতে পারিলাম না। উহা তিনি লিখিয়া যদবস্থায় রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় তদবস্থাতেই প্রকাশিত হইল। আমরা উপাখ্যান ভাগে যতদূর হস্তক্ষেপ করিয়াছি, 'মত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' সম্বন্ধে ততদূর হস্তক্ষেপ করি নাই। তিনি গভীর অধ্যাত্মযোগে মহাত্মা শাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যে তত্ত্ব উদ্ভাবন করিয়াছেন, আমাদের কলঙ্কিত হস্ত তাহার অন্যথা করিতে কি প্রকারে সাহসী হইবে? তবে এই কথা বলিতে পারি, তিনি যে তত্ত্ব শাক্যের জীবনাদর্শ লইয়া উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে আমাদিগের মতদ্বৈধ নাই, থাকিলে আমরা আমাদিগের মত স্বাধীনতার সহিত অন্ততঃ টীকাকারেও প্রকাশ করিতাম। স্বর্গীয় সাধু অঘোরনাথ যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে লোকের অভিনব দৃষ্টি প্রস্ফুটিত হইবে, সন্দেহ নাই। আজ হইবে, কি কাল হইবে, আমরা নির্দ্ধারণ করিতেছি না; কিন্তু হইবেই হইবে, এই কথা বলিতেছি। বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবেশার্থ আমরা এই

* মহাসুদশ্শন (মহাসুদর্শন) সূত্রে শাক্য বলিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বজন্মে মহাসুদর্শন নামে রাজা ছিলেন। সে জন্মে সপ্তরত্ন এবং ব্রহ্মবিহার (প্রেম, করুণা, সহানুভূতি, সমতা) লাভ করিয়া ব্রহ্মসাযুজ্য-লাভ করিয়াছিলেন। এজন্মে ব্রহ্মে স্থিতি তিনি স্বীয় মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। সুতরাং সগুণসহ একত্বের পর নির্গুণ ব্রহ্মে স্থিতি শাক্যের অভিমত বিলক্ষণ প্রতীত হয়।

* শ্রদ্ধেয় উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ রায় রচিত এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি সাধু অঘোরনাথের 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্ব্বাণতত্ত্ব' বইটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের শেষ ভাগে অবতরণিকারূপে মুদ্রিত হয়েছিল। এই সংকরণেও তা যুক্ত হল।

অবতরণিকা লিখিতেছি। সুতরাং এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম কি, তৎসম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত একটি সারসংগ্রহ লিপিবদ্ধ করা, বোধ হয়, অসঙ্গত নয়। আমরা মহামতি বোধিসত্ত্ব শাক্যের মতনির্ব্বাচনে প্রবৃত্ত হইলাম, সহৃদয় পাঠকবর্গ স্বয়ং ইহার তথ্যাতথ্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

ঈশ্বর।—বৌদ্ধগণ নিরীশ্বরবাদী এ সংস্কার সকলের মনে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। বদ্ধমূল সংস্কার মূলহীন কদাপি হয় না; কিছু না কিছু সত্য তন্মধ্যে অবশ্য আছে, ইহা বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়। শাক্য ঈশ্বরসম্বন্ধে সপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা বলেন নাই, এ কথা ঠিক; কিন্তু তিনি যে প্রচলিত ঈশ্বরবাদের বিরোধী ছিলেন, তাহা তাঁহার উক্তিতেই প্রতীত হয়। পূর্ব্বকালের বড় বড় ঋষিগণ যে কার্য্যে কৃতকার্য্য হন নাই, তাহাতে আমি কি প্রকারে কৃতকার্য্য হইব, তাঁহার মনে যখন এই সংশয় উপস্থিত হইল, তখন তিনি সেই সকল ঋষির অজিতেন্দ্রিয়তা ও অনুপযুক্ত কৃচ্ছ্র-সাধনের কথা স্মরণ করিয়া সাহসী হইলেন। তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয় এবং তাঁহার ধ্যেয় বিষয় একান্ত স্বতন্ত্র হওয়াতে তিনি যখন সন্দিগ্ধচিত্ত হইলেন, তখন তাঁহাদিগের ধ্যেয় বস্তুকে অর্থশূন্য দেখিয়া নিজ সংশয় সংবরণ করিলেন। তিনি অজ্ঞেয়বাদের ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ঋষিদিগের ধ্যেয় ঈশ্বর নিরসন করিলেন। সগুণ নিগুর্ণ, মূর্ত্ত অমূর্ত্ত, কর্ত্তা অকর্ত্তা, সর্ব্বব্যাপী দেশগত, এই সকল গুণের পুরুষরূপী ঈশ্বর দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগের ধ্যেয় বিষয়ের প্রতি বীতরাগ হইলেন; ঈশ্বর স্বীকার করিলেই এই সকল বিরুদ্ধ গুণের অন্ততঃ কতকগুলি স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তিনি তাহা না করিয়া প্রতিবাদ করিলেন। এই তাঁহার প্রতিবাদই নিরীশ্বরবাদের মূল, আমাদিগকে মানিতেই হইবে।

তবে কি আমরা মহামতি শাক্যকে নাস্তিক বলিব? না, তাহা বলিতে পারি না। তবে কি তিনি অজ্ঞেয়বাদী? না, তাহাও তাঁহার সম্বন্ধে বলা সাজে না; কেন না, তিনি একালের অজ্ঞেয়বাদিগণের ন্যায় বৈরাগ্য ও ধ্যান সমাধি অর্থাৎ একত্বলাভবর্জ্জিত নহেন। তবে কি তিনি মানবধর্ম্মবাদী? না, তাহাও নয়, কেন না মানবধর্ম্মবাদী-দিগের আদর্শ-মনুষ্যগণের অস্তিত্ব নাই, তাঁহারা ধ্বংসপ্রাপ্ত, কেবল সাধনার্থ মনঃকল্পনা-সম্ভূত; আর ইহলোক তাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব, পরলোকের সহিত কোন সংস্রব নাই। তবে তিনি কি? তিনি কি, আমরা যাহা বুঝিয়াছি, লিখিতেছি, সকলে বিচার করুন।

শাক্য জগতের স্রষ্টা মানিতেন না, সুতরাং তিনি ঈশ্বর শব্দ মুখে আনেন নাই। তাঁহার মতে জগৎ অলীক, অবিদ্যা বিজৃম্ভিত। অবিদ্যা অজ্ঞানতা যাহার মূল যাহা মিথ্যাভুত অনন্ত জ্ঞানকে তিনি তাহার কর্ত্তা কি প্রকারে বলিবেন? তিনি তবে কি এক অনন্তজ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন? হাঁ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এই জ্ঞানবস্তু আকাশস্বরূপ, তাহা শূন্যাকাশ নহে, ধর্ম্মাকাশ। সুতরাং জ্ঞান পুণ্য এই দুয়ের মিলনে তাঁহার প্রাপ্য বস্তু। তবে কি তিনি প্রথম হইতেই এই বস্তু ধরিয়াছিলেন? না, তাহা বলিতে পারি না। তিনি এই বিশ্বাস করিতেন, অন্ততঃ

তাঁহার সাধন-প্রণালী দেখিয়া এই প্রতীত হয় যে, তিনি এই অনন্ত পুণ্যময় জ্ঞানবস্তুকে চরমলভ্য নির্ব্বাণ বলিয়া মনে করিতেন, তৎপূর্ব্বে উহা সম্পূর্ণ অবিজ্ঞেয়। বস্তু স্বয়ং স্পর্শ না করিলে তৎসম্বন্ধে জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এই উদ্দেশে অজ্ঞেয় বস্তুর আরাধনায় প্রবৃত্ত না হইয়া, তিনি এমন পথ ধরিয়াছিলেন, যে পথ দিয়া গেলে চরমে সেই বস্তুর সংস্পর্শ হইবে। সে পথ এই যে, সিদ্ধমুক্ত পুরুষগণের জীবন আপনাতে প্রতিফলিত করা। সুতরাং এই সকল সিদ্ধমুক্ত পুরুষের চরিত্র তাঁহার চিন্তা বা ধ্যানের বিষয় ছিল। এটি আর্য্যযোগশাস্ত্রের বিরোধী নহে, কেন না পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রেও এরূপ উপায় অনুমোদিত। তবে কি তিনি এই সকলকে অবতার বলিতেন? না, সেই জ্ঞানবস্তুর সঙ্গে এক বলিয়া স্বীকার করিতেন। তবে ইঁহারাই কি তাঁহার শেষ গতি ছিলেন? না, কখনই নহে। তিনি যে নির্ব্বাণ সামগ্রীর অন্বেষণ করিতেন, এই নির্ব্বাণই তাঁহার নিকটে ঈশ্বরপদে * অভিষিক্ত। নির্ব্বাণলাভের উপায়রূপে তিনি ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং আপনার লভ্য সামগ্রীকে তাঁহাদিগের লব্ধ সামগ্রী হইতে শ্রেষ্ঠতর মনে করিতেন। সিদ্ধ মহাপুরুষ-চরিত্র চিন্তাই প্রথম সোপান এইরূপ চিন্তাতে তাঁহাদিগের ন্যায় চরিত্রবান হইয়া, সমুদায় জগৎ ও আত্মাকে চিন্তাযোগে উড়াইয়া দিয়া, নির্ব্বাণে প্রবিষ্ট হইতে পারা যায়। নির্ব্বাণে প্রবেশ এবং ব্রহ্মতে স্থিতি একই। এ জন্যই বুদ্ধ বলিয়াছেন, "ব্রহ্মেতে স্থিতি করিয়া ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করিব।" এ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্ম; "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" ব্রহ্ম। ব্রহ্ম স্বীকৃত হওয়াতে আমরা কি ইহাকে পূর্ব্ব আর্য্য ঋষিগণের সঙ্গে এক করিব? কখন নয়। ঋষিগণ জীবকে ব্রহ্মে নিমগ্ন করিয়া, অহংবস্তু স্থির রাখিয়া ব্রহ্মসহ এক হইয়া যাইতেন; শাক্য ব্রহ্মকে আত্মার ভিতরে ডুবাইয়া অহংকে উড়াইয়া দিয়া ব্রহ্ম সহ অভিন্ন হইয়াছেন, এ প্রভেদ সামান্য প্রভেদ নয়।

জগৎ।—শাক্যের মতে জগৎ কিছুই নয়, উহা অবিদ্যাসমুৎপন্ন। জ্ঞান থাকিলেই তদ্বিপরীত অজ্ঞান সহজে প্রতিভাত হয়। অজ্ঞান অভাব সামগ্রী, সুতরাং উহা কিছুই নয়। অজ্ঞান অনন্ত জ্ঞানকে স্পর্শ করিতে পারে না, সুতরাং এই অজ্ঞানমূলক জগৎসহ সেই জ্ঞানবস্তু অসংস্পৃষ্ট, ইনি স্রষ্টাও নহেন, কর্ত্তাও নহেন। এই জগৎ অস্তিনাস্তিস্বভাবসম্পন্ন। এই অস্তি নাস্তি লইয়া জৈনগণের "সপ্তভঙ্গি নয়" সমুৎপন্ন হইয়াছে। আমরা ঐ সকল জটিল দার্শনিক তত্ত্বের ভিতরে প্রবিষ্ট হইতে চাই না। সহজ বুদ্ধিতে যাহা প্রতিভাত হয়, তাহাতে এই অস্তিনাস্তিস্বভাব সকলকেই মানিতে হয়। এই আছে, এই নাই, এইরূপ ক্ষণিকত্ব হইতে "অস্তি নাস্তি" কথা উঠিয়াছে। আছে, নাই, ইহা দৃশ্যতঃ জগতের সকল বস্তুর স্বভাব। আজ যাহা দেখিতেছি, দুদিন পরে তাহা থাকিবে না, এই অনিত্যত্বের

* প্রসিদ্ধ কোষাকার জৈনধর্ম্মাবলম্বী হেমচন্দ্র তাঁহার অভিধানে "নির্ব্বাণং ব্রহ্ম নির্বৃতিঃ" এইরূপ লিখিয়া, নির্ব্বাণ ও ব্রহ্মকে এক পর্য্যায় করিয়াছেন।

উপরে লক্ষ্য করিয়া "অস্তি নাস্তি" মত স্থাপিত হইয়াছে। বুদ্ধদেব অতি সাধারণ লোককেও তাঁহার ধর্ম্মদ্বারা আকৃষ্ট করিয়াছেন। "অস্তি নাস্তি" সহজ স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সকলের নিকটে প্রতিভাত না হইলে, এ মত সাধারণ কর্ত্তৃক্ষ পরিগৃহীত হইত না। আছে, নাই, ইহা কখন নিত্যপদার্থসম্বন্ধে বলা যাইতে পারে না। যাহা আছে, অথচ থাকিবে না, তাহার প্রকৃত স্বভাবই না থাকা। সুতরাং সমুদায় জগৎ কিছু নয়, অপদার্থ, শূন্য। বাহ্য জগৎ দেহ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এ সমুদায়ই কিছুই নয়; শূন্যমাত্র। সমুদায় শূন্য, কিছুই নয়, পরিগ্রহ হইলে, এক অতীত ভাব সমুপস্থিত হয়। এই অতীত ভাব অনন্ত জ্ঞান বস্তুর। উহাই ধর্ম্মাকাশ, উহাই নির্ব্বাণ, উহাই ব্রহ্ম।

আত্মা।—আত্মা জীব মনুষ্য, এ তিন একই সামগ্রী। আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি, আমি করিতেছি ইত্যাদি অভিমান যাহার নিয়ত হয়, সেই আত্মা, সেই জীব, সেই মনুষ্য। জগতের যেরূপ স্বভাব, ইহারও সেইরূপ স্বভাব। "নৈবাত্র আত্ম ন নরো ন চ জীবমস্তী" এ ধর্ম্মে আত্মাও নাই, নরও নাই, জীবও নাই। কেন, এরূপ সর্ব্বশূন্যবাদ কেন? সমুদায় উড়াইয়া না দিলে এক অনন্ত জ্ঞানবস্তুকে আপনাতে বিলীন করিবার সম্ভাবনা কোথায়? অনন্ত জ্ঞানবস্তু ভিন্ন যদি কিছু থাকে, তবে ক্লেশমূল নিহত হইল না। "শূন্যনৈরাত্মবাণ দ্বারা ক্লেশরিপু হনন ও দৃষ্টিজাল ভেদ করিলে" তবে "কল্যাণময় বিরজস্ক অশোক শ্রেষ্ঠ বোধি* [বিশুদ্ধ জ্ঞান]" লাভ হয়। আমিত্ব অভিমানময় আত্মা উড়িয়া গিয়া যাহা থাকে, তাহা জ্ঞানমাত্র। এই জ্ঞানমাত্ররূপে স্থিতিতেই "বোধিসত্ত্ব" আখ্যা হয়। জীবে দয়া, জীবের কল্যাণার্থ সর্ব্বস্বত্যাগ বোধিসত্ত্বের প্রধান লক্ষণ; সুতরাং নীচ আমির তিরোভাব হইয়া, অনন্ত জ্ঞান সহ অভিন্নভাবে বিশুদ্ধ সত্ত্বাবস্থায় স্থিতি একান্ত অনাত্মবাদের দোষ অপহরণ করিতেছে।

পরলোক।—যাহাদিগের পরলোকে বিশ্বাস নাই, ব্যাকরণ প্রচলিত ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহারাই নাস্তিক। বৌদ্ধধর্ম্ম কখন এ দোষসংস্পৃষ্ট নহে। ইহাতে আত্মার ক্রমোন্নতিসম্বন্ধে দশটি ভূমি নির্দ্দিষ্ট আছে। শেষ ভূমি বৌদ্ধভূমি। উন্নতির অবস্থালাভের পূর্ব্বে এক জনকে নানা যোনিতে ভ্রমণ করিতে হয়। আমাদিগের দেশীয় শাস্ত্রে সত্যলোক, জনলোক প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন লোকের যে প্রকার উল্লেখ আছে, ইহাতেও তদ্রূপ ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে। শাক্য পৃথিবীতে আসিবার পূর্ব্বে তুষিত-পুরে অবস্থিত ছিলেন। যে সকল দেবপুত্রগণ কামধাতু, রূপধাতু নামক লোক অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাঁহারা বোধিলাভজন্য সত্বর (ত্বরান্বিত), এইরূপ বর্ণিত আছে। কামধাতু, রূপধাতু, ইহার অপর নাম কামাবচর, রূপাবচর। অরূপ্যাবচর, কামাবচর, রূপাবচর এবং লোকোত্তর এই চারিভাগে দিব্যধাম বিভক্ত। প্রথমটিতে তিনটি, দ্বিতীয়টিতে ছয়টি, তৃতীয়টিতে আঠারটি, চতুর্থটিতে এগারটি ভিন্ন ভিন্ন লোক আছে। শেষোক্ত এগারটির দশটিতে বোধিসত্ত্বগণ, এবং দশটির সর্ব্বোপরিস্থ একাদশটিতে

* মূল গ্রন্থে "বোধিপ্রাপ্য শ্রেষ্ঠগতি" এইরূপ অর্থ আদর্শ পুস্তকের টীকানুসারে লিখিত হইয়াছে। গাথার শব্দ লইয়া অর্থ করিলে এখানে যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাই ঠিক।

আদিবুদ্ধ অবস্থিত। বিমলা নামক লোকধাতুতে ললিতব্যূহ, রত্নব্যূহ লোকধাতুতে রত্নক্ষেত্রকূটসন্দর্শন, চম্পকবর্ণা লোকধাতুতে ইন্দ্রজালী, সূর্য্যাবর্ত্তালোকধাতুতে ব্যূহরাজ, গুণাকরা লোকধাতুতে গুণমতি, রত্নসম্ভবা লোকধাতুতে রত্নসম্ভব, মেঘবতী লোকধাতুতে মেঘকূটাভিগর্জ্জিতেশ্বর, হেমজালপ্রতিচ্ছন্না লোকধাতুতে হেমজালালংকৃত, সমন্তবিলোকিতা লোকধাতুতে রত্নগর্ভ, বরগণা লোকধাতুতে গগনগঞ্জ বোধিসত্ত্ব বাস করেন। সেই সেই লোক হইতে এই দশ জন শাক্যের সমীপস্থ হইয়াছিলেন। পরলোকসম্বন্ধে এত বিস্তৃত বর্ণনা যে ধর্ম্মে, নাস্তিক্যদোষে দূষিত সে ধর্ম্ম কিরূপে অভিহিত হইবে ?

সাধন।--বৌদ্ধধর্ম্মে উপাস্য নাই, সুতরাং কাহার উপাসনা হইবে, একথা বলা যায় না। যাঁহারা যোগাবলম্বন করিতে অক্ষম, তাঁহাদিগের জন্য ইহাতে উপাসনাপদ্ধতি বিলক্ষণ আছে। বুদ্ধ অনন্ত জ্ঞান, এই বুদ্ধ ভিন্ন আর সমুদায় অলীক শূন্য। অনন্ত বুদ্ধ বস্তু সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, যাহা কিছু দেখিতেছি, তাহা কিছুই নয়; সুতরাং প্রাণিসমূহকে বুদ্ধদৃষ্টিতে অবলোকন করিয়া গন্ধ মাল্য বিলেপনাদি দ্বারা পূজা করিবে, চৈত্যাদির সেবা করিবে। স্বয়ং শাক্য সমুদায় প্রাণীকে বুদ্ধদৃষ্টিতে দর্শন করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই এরূপ ব্যবস্থা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। পিতা মাতা গুরুজন প্রভৃতির সেবাও ধর্ম্মের অঙ্গরূপে গৃহীত হইয়াছে। এইতো গেল বাহিরের পূজা অর্চ্চনার কথা, আন্তরিক চিন্তাতেও আয়োজনের ত্রুটি নাই। প্রথমতঃ পূর্ব্ব বুদ্ধগণের চরিত্রচিন্তন, দ্বিতীয়তঃ যোগোক্ত উপায় অবলম্বন। ললিতবিস্তরে অষ্টোত্তর শত "ধর্ম্মালোকমুখ" লিখিত হইয়াছে, আমরা ইহার অনুবাদ "বুদ্ধবচনসার" সংগ্রহে সংযুক্ত করিয়া দিলাম; ইহাতে সকলে দেখিতে পাইবেন, সাধনের ব্যাপার কত বিস্তীর্ণ ছিল। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা, উপেক্ষা, মুক্তপুরুষাবলম্বন, প্রণিধান, ধ্যান, বিবেক, প্রজ্ঞা, অহিংসা, সত্য প্রভৃতি যম, শৌচ সন্তোষাদি নিয়ম, আসন, প্রত্যাহার, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি সকলই দেখিতে পাওয়া যায়। পরিচিত্তবিজ্ঞানাদি যে সকল অলৌকিক যোগোক্ত বিষয় আছে, তাহারও অভাব নাই। ফলতঃ বৌদ্ধধর্ম্মের সাধন যোগপ্রধান, ইহা বিরোধিগণকেও স্বীকার করিতে হইবে। এ ধর্ম্মে সাধন এমন দৃঢ়তর যে, অপরিজ্ঞেয়বাদী মানবধর্ম্মবাদী কেহই ইহার নিকটে অগ্রসর হইতে সমর্থ নহে; কেন না তাহারা সাধনবিহীন, বৈরাগ্যবিহীন, ধর্ম্মাচারবিহীন।

নির্ব্বাণ।—নির্ব্বাণসম্বন্ধে মূলগ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে, ইহা অভাব নহে: অন্য সমুদায়ের বিলোপ সাধন করিয়া, সত্য জ্ঞান প্রেমাদির একান্ত স্থিতি। শাক্য নির্ব্বাণশব্দ সর্ব্বদা উচ্চারণ করিতেন, এই শব্দেই সহস্র সহস্র লোক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট আসিত। তিনি নির্ব্বাণলাভের পূর্ব্বে ব্রহ্মশব্দ উচ্চারণ করেন নাই, কিন্তু নির্ব্বাণ লাভ করিয়া ব্রহ্মে স্থিতি স্বমুখে ব্যক্ত করিয়াছেন। নির্ব্বাণ ও ব্রহ্ম তাঁহার নিকটে একই বস্তু ছিল, সুতরাং তিনি এরূপ বলিতে সঙ্কুচিত হন নাই। নির্ব্বাণে অহং তিরোহিত, ব্রহ্ম অহংরূপে বিদ্যমান। তাই নির্ব্বাণাবস্থায় তিনি

আমি-আমার বলিয়াও, নির্ব্বাণবিরোধী কথা বলেন নাই। কেন না ব্রহ্ম ভিন্ন সমুদায় অজ্ঞানাবিজৃম্ভিত, আলোকের নির্ব্বাণই নির্ব্বাণ।

দর্শন।—বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে পূর্ব্ব দর্শন সকলের অনৈক্য প্রদর্শন সহজ। জৈমিনিকৃত দর্শন সহ ইহার কোন মিল হইবার সম্ভাবনা নাই, কেন না উহা বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের মীমাংসা। বৈশেষিক ও ন্যায় দর্শন সহ মিলিবে কি প্রকারে? এ দুই দর্শন যে সকল পদার্থকে সত্য বলে, বৌদ্ধমতে সে সকল অপদার্থ, কিছুই নহে। অবশিষ্ট সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত। এক বেদান্তদর্শন চারিজন আচার্য্য কর্ত্তৃক চারি প্রকারে ব্যাখ্যাত। বৌদ্ধ দর্শনের এ চারি প্রকার ব্যাখ্যার সঙ্গেই অনৈক্য আছে। প্রথম মাধবাচার্য্য, ইনি ঈশ্বর, জীব ও জগৎ এ তিনকে নিত্য বলিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্ম ইহার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। বল্লভচার্য্য মতে জগৎ নিত্য, জগৎই ব্রহ্ম, উহার ধ্বংস বা উৎপত্তি নাই; দৃশ্যমান উৎপত্তি ও বিনাশ আবির্ভাব তিরোভাব মাত্র। এ মতের সঙ্গে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের ঐক্য হইবে কি প্রকারে? রামানুজাচার্য্য মতে, ঈশ্বর ও প্রকৃতি নিত্য। ঈশ্বরই নারায়ণ, প্রকৃতিই লক্ষ্মী। জীব আর সমুদায় বিষয় ঈশ্বর সহ অভিন্ন হইতে পারে, কেবল স্রষ্টৃত্ব ও লক্ষ্মীপতিত্ব তাহাতে সম্ভবে না। এ মতের সঙ্গেও বৌদ্ধধর্ম্মের স্পষ্ট বিরোধ। শঙ্করাচার্য্যকে তাঁহার বিরোধিগণ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন। এরূপ বলিবার হেতুও আছে। শঙ্কর নামমাত্র ঈশ্বর মানিতেন, কেন না মায়াতে আবৃত ব্রহ্মাংশ ঈশ্বর, মায়ার অপায়ে ঈশ্বরেরও বিনাশ না হউক তিরোধান। ব্রহ্ম স্রষ্টা নহেন, অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়াই মিথ্যা জগৎ নির্ম্মাণ করে। জীবও এইরূপ মায়াকৃত। সুতরাং শঙ্করমতে ঈশ্বরও নাই, জীবও নাই, জগৎও নাই, এক ব্রহ্মবস্তু আছেন। যদি বুদ্ধসহ শঙ্করের সকল বিষয়ে ঐক্য হইল, তবে প্রভেদ কোথায়? প্রভেদ আছে এবং সে প্রভেদ সামান্য নহে। শঙ্করমতে মায়া বা অবিদ্যা—কিছু নয় বলুন আর যাই বলুন ব্রহ্মের শক্তি, গলে গৃহীতের ন্যায় ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিত। ব্রহ্মে মায়ার বিক্ষেপশক্তি-নিবন্ধন জগৎসৃষ্টি, আবরণশক্তিনিবন্ধন আত্মার সংসারিত্ব। বৌদ্ধমতে অবিদ্যা বা অজ্ঞানতার জ্ঞানবস্তু ব্রহ্মের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। শঙ্করমতে অহঙ্কার হেয় বটে, কিন্তু অহম্প্রত্যয় এবং ব্রহ্ম একই সামগ্রী। বৌদ্ধমতে কোনরূপে অহমের গন্ধ নাই। শঙ্করমতে অহং বা জীবই ব্রহ্ম, বৌদ্ধমতে অহংও নাই, জীবও নাই, এক অনন্ত জ্ঞান বস্তুই কেবল বিদ্যমান। বিরোধিগণ শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিলেও তিনি সম্মানিত হইলেন, যেহেতুক তিনি ঋষিগণের নির্দ্দিষ্ট পথ পরিত্যাগ করেন নাই। জীবকে শঙ্কর ব্রহ্মে প্রবিষ্ট করিয়াছেন, অহংকে ব্রহ্মরূপে স্থির রাখিয়াছেন, বুদ্ধ আত্মাকে বা অহংকে তিরোহিত করিয়া সেখানে ব্রহ্মকে আনিয়া বসাইয়াছেন। বেদান্তদর্শনসম্বন্ধে অন্যান্য মতও আছে, কিন্তু বলিতে গেলে এ সকল পূর্ব্বোক্ত কোন না কোনটির অন্তর্ভূত বা অংশতঃ এক, সুতরাং সে সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সাংখ্যমতের সঙ্গে বৌদ্ধ মতকে অনেকে এক করিতে চান, কেন না নিরীশ্বরবাদে একতা আছে। এ চেষ্টা ব্যর্থ চেষ্টা। সাংখ্যের সর্ব্বপ্রধান প্রকৃতি ও পুরুষ। এ দুই তন্মতে নিত্য, বৌদ্ধমতে এ

দুইয়ের কোথাও স্থান নাই। সাংখ্য ব্রহ্মে স্থিতি মানিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতিপুরুষের অতিরিক্ত যখন আর কিছু নাই, তখন পুরুষেরই মুক্তাবস্থা ব্রহ্মত্ব সীমাবিরহিত ব্যাপিত্ব। পুরুষ বা জীবচৈতন্য বৌদ্ধমতে কিছুই নয়, প্রকৃতি অত্যন্ত মিথ্যা। পাতঞ্জল দর্শনের সঙ্গে যোগবিষয়ে বৌদ্ধমতের অনেক ঐক্য আছে। যদিও বৌদ্ধধর্ম্মে যোগোপায় বহুল, তথাপি মূলতঃ এক বলিতে হইবে। এ দর্শনের সঙ্গে প্রথম অনৈক্যের ভূমি ঈশ্বর। যোগদর্শন পুরুষরূপী ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। ইনিই অনাদিকালসিদ্ধ গুরু ও উপদেষ্টা। ঈশ্বরপ্রণিধান যোগদর্শনে প্রধানোপায়। সমুদায় দৃশ্যের দ্রষ্টা চৈতন্য যখন আপনার স্বরূপে স্থিতি করেন, তখনই কৈবল্য সমুপস্থিত হয়। ঈশ্বর অবিদ্যাদি সংসৃষ্ট নন, পুরুষ সংসৃষ্ট, সুতরাং ঈশ্বর হইতে একান্ত ভিন্ন, এই দ্বিতীয় অনৈক্যের ভূমি। অবিদ্যা জগতের কারণ, এ অবিদ্যা এবং সাংখ্যের প্রকৃতি একই, সুতরাং ইহাও তৃতীয় অনৈক্যের স্থল। এ দর্শনে ঈশ্বর জীব ও প্রকৃতি তিনই স্বীকৃত হইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম্মে এক জ্ঞানবস্তু ভিন্ন আর কিছুই স্বীকৃত হয় নাই। পাতঞ্জল যোগদর্শন পূর্ব্ব ঋষিগণের পথানুসারী, সুতরাং মুক্তাবস্থায় জীবচৈতন্যের স্বরূপাবস্থায় স্থিতি প্রধান। বৌদ্ধমতে আত্মার তিরোধান হইয়া কেবল জ্ঞান বা ব্রহ্মে স্থিতি মুক্তি। এই সকল দর্শন ভিন্ন অন্যান্য যে সকল দর্শন আছে, তাহার সঙ্গেও সহজে সকলে ভিন্নতা দেখিতে পাইবেন * ; বৌদ্ধধর্ম্মে সগুণ পক্ষেরও যে একেবারে অভাব ছিল না, ত্রিবিংজ সূত্রের সংক্ষিপ্ত সার পাঠ করিলে সকলে বুঝিতে পারিবেন।

বৌদ্ধধর্ম্মের স্বরূপ ও প্রকার সকলে জানিতে পারিবেন, এ জন্য আমরা ললিতবিস্তর হইতে কোন কোন অংশ অনুবাদ করিয়া বুদ্ধবচনসারের অন্তর্ভুক্ত করিলাম। এক একটি বিষয় ললিতবিস্তরে কিরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, এইগুলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন। আমাদিগের ভয় আছে, পাঠকগণ ধৈর্য্যের সহিত আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারিবেন না ; কেন না এক বিষয়ে শত শত বিশেষণ পাঠ করিতে ধৈর্য্যরক্ষা সহজ নহে। যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বানুসন্ধায়ী, তাঁহাদিগের অনুসন্ধিৎসাচরিতার্থের জন্য এবং এ ধর্ম্মসম্বন্ধে আমরা যে মত প্রকাশ করিয়াছি, তাহা দৃঢ় করিবার জন্য, এই সকল অংশ উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইল। অনুবাদে আমরা সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। কেহ ভ্রমপ্রমাদ দেখাইয়া দিলে, আমরা তাঁহার নিকটে নিতান্ত কৃতজ্ঞ হইব।

* "ন তাবজ্জগদ্ব্যাপারং বর্জ্জয়িত্বা ব্রহ্মণা ভোগমাত্রসাম্যতন্মুক্তপ্রকারঃ ;— গুণপুরুষয়োর্দ্রষ্টৃদৃশ্যসম্বন্ধবিচ্ছেদলক্ষণায়াঃ ; সাংখ্যমুক্তেঃ ; বিজ্ঞানাদিনবগুণোচ্ছেদেন নিঃসম্বোধলক্ষণায়া বৈশেষিকাদিমুক্তেঃ ; আলোকাকাশশরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপশবিবশূন্যতয়া সততোর্ধ্বগমনলক্ষণায়া আর্হতমুক্তেঃ ; বিশুদ্ধজ্ঞানোদয়প্রবাহস্য সর্ব্বজ্ঞসন্তানে স্বলক্ষণমুৎপাদ্য তদেকত্বলক্ষণস্য সন্তনশূন্যভালক্ষণস্য চ সুগতমুক্তেঃ ; বাসুদেবে কারণে প্রকৃতিবিলক্ষধায়াঃ প্রাপ্তরাত্রমুক্তেঃ ; ঈশ্বরপ্রাপ্তিলক্ষণায়াঃ শৈবমুক্তেশ্চ—অনেকপ্রকারত্বাৎ। শা-মী-ন্যা-সং।